রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

প্রথম পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সম্বৎ ১৯২০।

সূচী।

চিত্রের সূচী।

CONTENTS.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ১ খণ্ড।] মাঘ; সংবৎ ১৯১৯। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

ভূমিকা।

র্ব্বনিয়ন্তার অনুকম্পায় আমরা অদ্য এই "রহস্য-সন্দর্ভের" প্রথম খণ্ড প্রকটিত করিলাম। ইহাতে আমাদিগের কি উদ্দেশ্য তাহা গ্রাহকমণ্ডলী অবশ্য জানিতে প্রয়াস করিবেন; কিন্তু সাময়িকপত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা প্রায়ই পত্র-প্রারম্ভে নানাবিধ সঙ্কল্প করিয়া পরে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার" আস্পদ হইয়া থাকেন; পাছে আমরাও অভিপ্রেতের বিহিত সমাধানে অশক্ত হইয়া সেই রূপে উপহসিত হই এই আশঙ্কায় তাহার বিস্তার-বর্ণনে বিমুখ হইলাম। অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নামদ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুলপাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কল্পিত হইয়াছে; ফলে উক্ত পত্রের গুণিগণাগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদয় কোন অনুরোধে তাহার রহিত করাতে তাহার স্থানীভূত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল—তাহার রহিত না হইলে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। এই রূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই; অথচ এতাদৃশ কেবল-মাত্র-বিদ্যানুরাগী সাময়িক পত্র যে জনসমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সিদ্ধসঙ্কল্পতায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছিল; এই মাসিক পত্র তদনুকরণদ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে। মধ্যে মধ্যে সৃষ্টির সমালোচনে সহৃদয়মাত্রের অনুমোদন আছে—সকলেই তাহার আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদিগের নিকট এই সন্দর্ভ সমাদৃত হইতে পারে। অপর মনুষ্য মাত্রেরই—

বিশেষতঃ পারস্য আরব তুরুষ্ক হিন্দু প্রভৃতি জাতীয়দিগের—আখ্যায়িকা-শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ আছে; সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূত প্রেত নাগর নাগরিকার অলীক বাক্যে কাল হরণ না করিয়া সৃষ্টির সমালোচনে সৃষ্টিহইতে স্রষ্টার প্রতি মন আকর্ষিত হইয়া পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অনুমোদন-তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রদ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য; তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গানুবাদক সমাজের আদেশে বহু শত ছবি বিলাতহইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

যদিচ এই বৃহৎ কার্য্যের ভারবহনে এতল্লেখক আপনাকে কোন মতে উপযুক্ত জ্ঞান করেন না, তত্রাপি বঙ্গীয় কোন সম্পাদক প্রস্তাবিত কার্য্যে নিযুক্ত না থাকায় তাঁহার অভিপ্রেত-সাধনে প্রতিযোগীর অভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইবার প্রত্যাশায় যথাসাধ্য প্রয়াস করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; সেই প্রয়াসে কি ফলোদয় হইবেক তাহা পাঠকমহাশয়েরাই নিরূপিত করিবেন।

ক্ষুধা কি?

কোন বিখ্যাত কবি বর্ণন করিয়াছেন, যে স্বর্ণই সকল কর্ম্মের মূল; তাহাদ্বারাই জগতের সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু প্রকৃত বিবেচনা করিলে অনায়াসে বোধ হইবে যে স্বর্ণের অপেক্ষাও বলবত্তর এক উত্তেজক আছে, যাহার অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা সকলেই বহন করে—কেহই তাহাহইতে স্বাধীন নহে। স্বর্ণও সেই মহাগুরুর দাস, এবং তাহারই অনুজ্ঞায় ও মাহাত্ম্যে আপন মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; ঐ অনুজ্ঞা ও মাহাত্ম্য না থাকিলে কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করিত না। সেই অসদৃশ মহান্ উত্তেজকের নাম ক্ষুধা। আশু বোধ হইতে পারে যে তাহা একটা অধম ইন্দ্রিয়মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাই জীবন-দীপের তৈলস্বরূপ, এবং দেহযাত্রার একমাত্র প্ররোচক। আমরা যে কোন দিকে দৃষ্টি করি তৎ সর্ব্বত্রই ঐ মহাপ্ররোচকের আধিপত্য দেখিতে পাই। সেই ক্ষুধারই উত্তেজনায় সহস্র২ লোক সমবেত হইয়া সমরক্ষেত্রে পরস্পর সংহনন করিতেছে। তাহারই অলঙ্ঘ্য আদেশে যূথবদ্ধ নাবিকেরা দুস্তর সমুদ্রজলে জীবন সমর্পণ করিতেছে। সেই ক্ষুধাই পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদিগকে আশিআর মধ্যখণ্ডহইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করে; তৎপরে মুসলমানেরাও ঐ ক্ষুধার অনুরোধে এতদ্দেশে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বশীভূত করে, এবং ইংরাজেরাও সেই ক্ষুধার বশবর্ত্তী হইয়া আপন জ্ঞাতি-বন্ধু-জন্মভূমি পরিত্যাগ-করণ-পূর্ব্বক দশসহস্র-ক্রোশ সমুদ্র পার হইয়া এতদ্দেশে রাজ্য করিতেছেন। ক্ষুধার উত্তেজনা না থাকিলে কেহই এক দেশহইতে অন্য দেশে আগমন করিত না। ক্ষুধারই আধিপত্যে ক্ষেত্রে হল কৃষ্ট হইতেছে; এবং বিপণিতে ধান্য বিক্রীত হইতেছে। ক্ষুধা তাঁতে বসিয়া বস্ত্র বপন করে; ঘাইতে রেশম প্রস্তুত করে; এবং বনমধ্যে ব্যাঘ্রের মুখহইতে কাষ্ঠ আনয়ন করে। ক্ষুধাদ্বারাই ধনিগণের রাজপ্রাসাদ, দরিদ্রের পর্ণকুটীর ও দুষ্টের কারাগার নির্ম্মিত হয়। তাহারই আজ্ঞায় দেশ-প্রদেশে লৌহপথ বিস্তৃত হইতেছে; এবং নভোমণ্ডলে ফানস আরোহণে মনুষ্য বিচরণ করে। ক্ষুধা না থাকিলে মনোহর বাষ্পতরি ও আশ্চর্য্য তাড়িতবার্ত্তাবহ-যন্ত্রের কিছুই উৎ-

পন্ন হইত না। ক্ষুধাদ্বারাই আমাদিগের মোদক প্রস্তুত হইতেছে, এবং ক্ষুধাই তাহার ক্রেতা। ক্ষুধা আমাদিগের স্বর্ণকার, ক্ষুধা আমাদিগের কাংস্য-কার, ক্ষুধা আমাদিগের রজক। ক্ষুধা আমাদিগের কুম্ভকার, ক্ষুধা মণিকার, ক্ষুধা ভৃত্য, ক্ষুধা স্বামী; ক্ষুধা রথী, ক্ষুধা সারথি; ফলতঃ ক্ষুধাই জীবমাত্রের প্রভু। জীবমাত্রই তাহার আজ্ঞাবশবর্ত্তী, এবং তাহারই কশাঘাতে জীবের জড়ত্ব দূরীভূত হয়। অতি অল্প কালের নিমিত্ত ক্ষুধা না থাকিলে বোধ হয় সকল জীবই জড় হইয়া যাইত। আমাদিগের সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রভাবে আমরা ক্ষুধাকে নীচ-প্রবৃত্তি বলিয়া বর্ণন করি, অথচ ক্ষুধাই সেই সভ্যতা ও জ্ঞানের মূল। স্বভাবতঃ মনুষ্য শ্রম করিতে অত্যন্ত বিমুখ, শ্রমহইতে রক্ষা পাইলে কেহই শ্রম করিতে চাহে না; কেবল ক্ষুধারই তাড়নায় লোকে পরিশ্রম করে, অথচ শ্রম না করিলে সভ্যতা ও জ্ঞানের আর কোনমাত্র অবলম্বন নাই। এমত পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা কেবল শ্রমজীবিদিগের পক্ষেই প্রয়োজ্য, সকলের পক্ষে যুক্ত নহে; কিন্তু প্রকৃত বিবেচনা করিলে স্পষ্ট অনুভূত হইবে যে যে ধনের নিমিত্ত সকলে শ্রম করিতেছে তাহা কেবল ক্ষুধার প্র-য়োজন খাদ্য, অথবা সেই খাদ্যের উদ্বৃত্তাংশ, যাহাদ্বারা আমরা অন্য ক্ষুধার্ত্তের শ্রম ক্রয় করিতে পারি।

পরন্তু ক্ষুধা এই রূপে সভ্যতার প্রবর্ত্তক হই-লেও, তাহার আধিক্যে অতি বিপরীত ঘটনাও হইয়া থাকে। অনিবারিত ক্ষুধা ভয়ঙ্কর সর্ব্বভুক্ অগ্নিস্বরূপ; তাহাদ্বারা মনুষ্যের সমস্ত মহত্ত্ব এক কালে ধ্বংস হইয়া যায়—কারণ ক্ষুধার সদৃশ পা-পের উত্তেজক আর নাই। মিথ্যাসাক্ষ্য, চৌর্য্য, নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি যে সকল দুষ্কর্ম আছে, তাহাতে ক্ষুধারই তাড়নায় মনুষ্য লিপ্ত হয়। তা-হার পরামর্শে পোতভ্রষ্ট নাবিকেরা আপন সঙ্গি-দিগের মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, এবং মাতাও আপন শিশু পুত্রের শোণিত পানে বিমুখ হয় নাই। এই দুর্দ্ধর্য প্রবৃত্তি কি, তাহারই আলোচনার্থে বর্ত্তমান প্রস্তাব সঙ্কল্পিত হইল।

এক পক্ষে ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে ধনাঢ্য ও দরিদ্র সকলেই ক্ষুধা কি ইহা জ্ঞাত আছে; সদ্যঃ-ভূমিষ্ঠ শিশুও তাহার ক্রম অজ্ঞাত নহে। অন্য পক্ষে, ইহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং কি রূপে আপন বল প্রকাশ করে, তাহা অদ্যাপি কেহই নিরূপিত করিতে পারে নাই। সম্পত্তিশালী গৃহস্থের সুখকর ঈষৎ ক্ষুধাহইতে দু-র্ভিক্ষপীড়িত সপ্তাহ-অনাহার দরিদ্রের জঠরজ্বালা পর্য্যন্ত ক্ষুধার নানাপ্রকার অবস্থা আছে। ধনি-দিগের বহ্বাহারে উদর স্ফীত না হইলে ক্ষুধার অনুভব হয়, কখন২ "বড় খিদার" ও বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু তদুভয় যাতনাজনক নহে, কেবল চঞ্চলকর মাত্র। কৃষকেরা সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া গৃহে আগমন-সময়ে ধনিহইতে তীক্ষ্ণ ক্ষুধার অনুভব করে, কিন্তু তাহাদিগেরও ক্ষুধায় যাতনা বোধ হয় না। হিন্দু বিধবারা একাদশীর পর দিবস কৃষিহইতে অধিক পীড়িত হয়, সুতরাং তাহারা ক্ষুধার প্রথম যাতনা সহ্য করে; তৎপরে যত দীর্ঘকাল অনাহার থাকা যায় ততই তাহার ক্লেশের বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে অসহ্য পীড়ায় দেহের পতন হয়। ফলে ক্ষুধা এক প্রকার স্পৃহা, যাহাদ্বারা আমরা জ্ঞাত হই যে শরীরের পোষণার্থে খাদ্যের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং যথা-কালে ঐ খাদ্য না যোগাইলে ঐ স্পৃহা আমাদি-গকে পুনঃপুন প্ররোচনাদ্বারা যাতনা দিতে থাকে। ইহা নিশ্চিত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে নিশ্বাস প্রশ্বাস ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনাদিতে দেহের সর্ব্বদা ক্ষয় হইতেছে, এবং আমরা যাহা

ভক্ষণ করি তাহাদ্বারা সেই ক্ষতির পূরণ হয়। ভোজনদ্বারা সেই ক্ষতির পূরণ না হইলে শরীরের কিয়দংশের লোপ হয়; এবং দীর্ঘকাল ক্রমিক লোপ হইলে অবশেষে শরীরের পতন হয়। বিশ্বপাতা এই নাশের নিবারণার্থে ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদ্বারা আমরা দেহ মধ্যে খাদ্যের প্রয়োজন হইলেই তাহার সংবাদ পাই। এবিধায় খাদ্যের অভাবকেই ক্ষুধা বলা যাইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ খাদ্যাভাব ক্ষুধার নিমিত্ত কারণ হইলেও তাহার উপাদান কারণ নহে; ক্ষুধাও কেবলমাত্র চেতনা নহে, যেহেতুক প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে খাদ্যের অভাবে নিয়ত ক্ষুধার বোধ হয় না। উন্মত্তেরা কখন২ দীর্ঘকাল অনাহারে কালযাপন করিয়াও ক্ষুধার বোধ করে না। রোগ-শোকাদিদ্বারাও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, এবং কখন২ এমতও ঘটিয়া থাকে, যে ভোজন করা দুষ্কর হয়। অপর তামাক অহিফেণ গুবাক্ মৃত্তিকাদি দ্রব্য যাহা দেহপুষ্টিকর নহে তাহারও ভোজনে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। অতএব খাদ্যাভাব ক্ষুধার আদি কারণ হইলেও তাহা তাহার উপাদান কারণ নহে, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে।

ক্ষুধার প্রথমাবস্থায় ইহা সুখদ বোধ হয়; কিন্তু সে অবস্থা অতি অল্পকালস্থায়ি—ত্বরায় তাহার তিরোধান হইয়া জঠরে ঈষৎ জ্বালা বোধ হয়; তাহা আদৌ অসুখকর এবং তদনন্তর বেদনাজনক। ঐ বেদনা ত্বরায় তীক্ষ্ণ হয়, এবং তৎকালেও খাদ্য না প্রাপ্ত হইলে বোধ হয় যেন উদর চিমটাদ্বারা বিদীর্ণ হইতেছে। তদনন্তর সমস্ত শরীর শ্রান্ত, জ্বরবোধ, শিরঃপীড়া, এবং মস্তকঘূর্ণন হয়। তখন সমস্ত দেহের একমাত্র স্পৃহা থাকে, অপর সকল জ্ঞানচৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়; কেবল ক্ষুধা ও তদঙ্গীভূত তৃষ্ণাই বলবত্তর; তাহারাই দেহকে উন্মাদগ্রস্ত করিয়া রাখে। সময়ে২ বিবেচনার অস্তিত্ব দেখা যায়, কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় কিছুই তাহার আয়ত্ত থাকে না। এই বিষয়ের প্রকৃত বোধের নিমিত্ত আমরা এস্থলে এক জন বণিকের ইতিহাস লিখিতেছি। সে ব্যক্তি বাণিজ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত অবশেষে এক অরণ্যমধ্যে সমাধি খনন করিয়া ইংরাজী ১৮১৮ অব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর অবধি ৩ অক্টোবর পর্য্যন্ত ১৮ দিবস তথায় নিরাহারে বাস করিয়াছিল এবং এক পেনসিলদ্বারা আপন অবস্থা সময়ে২ লিখিয়াছিল; ঐ সমস্ত বিবরণ সেই পঞ্জিকাহইতে অনুবাদিত হইয়াছে; তদ্যথা—

"১৩ সেপ্টেম্বর। যে কোন উদারস্বভাব জনহিতৈষী আমার মৃত দেহ দেখিতে পাইবেন তাঁহাকে অনুরোধ করি যে তিনি তাহা মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত করিবেন, এবং তাঁহার শ্রম প্রতিফলস্বরূপ আমার বস্ত্র, ধনকোষ, পঞ্জিকা এবং ছুরিকা গ্রহণ করিবেন। আমি আত্মহত্যা করিতেছি না, কিন্তু আমি অনাহারে মরিতেছি, কারণ মন্দলোকে আমার সর্ব্বস্ব লইয়াছে, এবং আমার বন্ধুদিগের উপর নির্ভর করিতে আমি মনোনীত করি না। আমার মৃত্যুর কারণ-নির্ণয়ার্থে দেহ চিরিয়া অন্ত্র দেখিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু আমি স্পষ্টই কহিতেছি যে আমি অনাহারে মরিতেছি।

"১৭ সেপ্টেম্বর। কি ভয়ানক রাত্রি যাপন করিয়াছি! বৃষ্টি হইয়াছে; আমার দেহ সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। আমি কি শীতার্ত্ত হইয়াছি!

"১৮ রোজ। পূর্ব্বরাত্রির শীত এবং বৃষ্টিতে আমাকে উঠিয়া বেড়াইতে প্রণোদিত করিলেক। বেড়ান অত্যন্ত দুর্ব্বল রূপে হইল। তৃষ্ণাপ্রযুক্ত ব্যাঙের ছাতার উপরকার জল চাটিয়া পান করিলাম। সে জল কি কদর্য্য!

"১৯ রোজ। শীত, দীর্ঘরাত্রি এবং বস্ত্রের অল্পতা, যাহাতে আমাকে শীতের বিশেষ তীক্ষ্ণতা

বোধ করায়, তত্তাবৎ আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিয়াছে।

"২০ রোজ। জঠর-মধ্যে অত্যন্ত উৎপাত হইতেছে; ক্ষুধা—বিশেষতঃ তৃষ্ণা—অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছে। অদ্য তিন দিবস বৃষ্টি হয় নাই। হায়! এক্ষণ ব্যাঙ্গের ছাতার উপর জল থাকিলে চাটিতে পারিতাম!

"২১ রোজ। তৃষ্ণায় ক্লেশ আর সহ্য না করিতে পারিয়া অনেক পরিশ্রমে একটা ভেটেরাখানায় গিয়া এক বোতল বিয়র্ মদ কিনিলাম, কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণার নিবারণ হইল না। সন্ধ্যার পর ভেটেরাখানার নিকটে একটা দমকলের জল পান করিয়াছিলাম।

"২৩রোজ। গত কল্য আদবে নড়িতে পারি নাই, লিখিবারত কথাই নাই। অদ্য তৃষ্ণার বলে দমকলের কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার জল বরফের ন্যায় শীতলপ্রযুক্ত তাহাতে পীড়া বোধ হইল। সন্ধ্যাবধি হাতপায়ে খেঁচনি হইয়াছিল তত্রাপি দমকলের কাছে গিয়াছিলাম।

"২৩ রোজ। আমার পদদ্বয় অসাড় হইয়াছে। আজ তিন দিন দমকলের কাছে যাইতে পারি নাই। তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইতেছে। দুর্ব্বলতা এত অধিক যে এই কয় ছত্র আর লিখিতে পারি না।

"২৯ রোজ। আমি আর নড়িতে পারি না। বৃষ্টি হইয়াছে। আমার কাপড় সকল ভিজা। আমার এক্ষণে যে কি যন্ত্রণা তাহা কাহার বিশ্বাস হইবে না। বৃষ্টির সময় কএক ফোঁটা জল মুখে পড়িয়া ছিল; কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা থামে নাই। গত কল্য এক জন চাষী আমার ২০ হাত অন্তর দিয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে নমস্কার করি, সেও নমস্কার করে। অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত আমি মরিতেছি। ক্ষীণতা এবং কম্পনে আর লিখিতে দেয় না। আমার বোধ হইতেছে এই শেষ বার—"

এই আখ্যায়িকায় ক্ষুধায় কি যাতনা তাহার কিয়ৎ অনুভূত হইবে। কিন্তু ঐ ক্ষুধা কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়? ও তাহার উপাদান কারণ কি? তাহা অনায়াসে নিরূপণ করা যায় না। খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার অনুভব হয়, কিন্তু উক্ত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ নাই, কারণ কখন২ খাদ্যাভাবেও ক্ষুধার বোধ হয় না; অতএব তাহার অন্য উপাদান কারণ আছে জানিতে হইবে। এতদ্দেশে বিশ্বাস আছে যে জঠরে এক প্রকার অগ্নি আছে তাহারই জ্বালাকে ক্ষুধা বলা যায়; কিন্তু সে যে নিতান্ত অলীক, তাহার বর্ণন করাই বাহুল্য। উদরে অগ্নি থাকিবার অবকাশ নাই; এবং খাদ্য দ্রব্য যদ্যপি জঠরাগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইত তাহা হইলে ভুক্তবস্তুতে আমাদিগের পুষ্টি হইবার উপায় থাকিত না। ফলে, উদরের পাককার্য্যদ্বারা ভুক্ত বস্তুতে রস প্রস্তুত করা অভিপ্রেত, তাহাতে ভস্ম হইলে রসের অবকাশ থাকে না।

বিলাতে এবং এতদ্দেশেও অপর এক প্রবাদ আছে যে ক্ষুধার সময় জঠর শূন্য হয়, এবং ঐ শূন্যাবস্থায় তাহার উভয় পার্শ্বের ত্বচ্ পরস্পর ঘর্ষিত হইতে থাকে, এবং সেই ঘর্ষণে ক্ষুধার যাতনা বোধ হয়। কিন্তু এ প্রবাদ যে অমূলক তাহা দুই প্রমাণেই ব্যক্ত হইবে। প্রথম এই যে ক্ষুধার অনুভব হইবার অনেক পূর্ব্বেই জঠর শূন্য হয়, কিন্তু তখন ক্ষুধার অনুভব হয় না। দ্বিতীয়, রুগ্নাবস্থায় ক্রমাগত কএক দিবস জঠর শূন্য থাকে, অথচ কিছুমাত্র ক্ষুধার উদ্বেগ বোধ হয় না।

অপর এক প্রবাদ এই যে যে সকল রসে ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং বৈদ্যকে যাহাকে জঠরাগ্নি কহে, সেই রস খাদ্যের অভাবে জঠরের ত্বচ্ জীর্ণ করিতে থাকে, এবং তাহাতেই ক্ষুধার যাতনা হয়। এ প্রবাদ প্রকৃত বোধ হইত, যদ্যপি ইহা নিশ্চিত হইত যে জঠরে ঐ

রস সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা-দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে ঐ রস জঠরে প্রস্তুত থাকে না; তন্মধ্যে খাদ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে সেই দ্রব্যের উত্তেজনায় তাহা উৎপাদিত ও নিঃসৃত হয়। কেহ২ কহেন যে ঐ রস নিঃসৃত হয় না বটে, কিন্তু স্তনে যেমত দুগ্ধ উৎপন্ন হইলে তাহার বিস্তারে স্তনে প্রথম ঈষৎ হর্ষজনক চেতনার—পরে পীড়ার—বোধ হয়, সেই রূপ রস কোষে উৎপন্ন হইয়া তথাই আবদ্ধ থাকিয়া বেদনাদায়ক হয়। কিন্তু তাহাও অগ্রাহ্য, যেহেতু ঐ পাচক-রস, স্তনে দুগ্ধের ন্যায় যে উৎপন্ন হইয়া আপন২ কোষে আবদ্ধ থাকে তাহার প্রমাণ নাই। অপর ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে অত্যন্ত ক্ষুধার সময় খাদ্য দ্রব্য নাড়ীর মধ্যে পিচকারীদ্বারা পুরিয়া দিলে ক্ষুধার শান্তি হয়, অথচ ঐ খাদ্য দ্রব্য জঠর-মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না, সুতরাং তথাকার পাচক রস নিঃসৃত করিতে পারে না।

এই সকল বিবেচনায় নব্য শারীরবিধান-বেত্তারা স্থির করিয়াছেন, যে প্রকারে শ্রান্তিতে সমস্ত শরীর অলস হইলে চক্ষুতে নিদ্রার উদ্ভব হয়, সেই রূপ ক্ষুধা সমস্ত শরীরের চেতনা-বিশেষ; জঠর তাহার প্রকাশ-স্থান-মাত্র। অপর যেমন নিদ্রালুতার সময় চক্ষুতে জল গোলাব বা অন্য বস্তু দিলে নিদ্রা-বোধের হ্রাস হয় অথচ নিদ্রার আদি কারণ যে শ্রান্তি তাহা দূরীভূত হয় না, সেই রূপে ক্ষুধার সময় তামাক অহিফেণ প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় ক্ষুধার যাতনার লাঘব হয় অথচ ক্ষুধার শান্তি হয় না।

কস্তূরিকা।

সুগন্ধ-দ্রব্যের মধ্যে কস্তূরিকা এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। কবিরা ইহার সৌরভে সর্ব্বদাই মুগ্ধ এবং ইহার প্রশংসায় গদ্গদচিত্ত হইয়া থাকেন। পারস্যদেশে উৎকৃষ্টতার প্রতিরূপ বলিয়া ইহার সহিত অন্যান্য সকল বস্তুর তুলনা হয়। রমণীর কৃষ্ণকেশ কস্তূরিকার সদৃশ, তাহার হাস্য মৃগনাভির ন্যায় বিকাশ হইবা মাত্র সর্ব্বত্র আমোদিত করে, এবং তাহার ঘ্রাণ মদগন্ধে পরিপূরিত। সমাদৃত পত্রের প্রাপ্তি অঙ্গীকার করিতে হইলে পারস্যেরা লেখেন "ভবৎ শ্রীহস্ত নিঃসৃত লিপিমালার মদার গন্ধে পরিমোদিত হইয়াছি।" চাটুকারের বাক্যে কোন ধনাঢ্য হাস্য করিলেন, ইহার তুলনায় তাঁহারা লেখেন "কবির বাক্যরূপ ছুরিকায় তাঁহার কস্তূরিকাগুভেদ করিয়া সভা পরিপূর্ণ করিলেক;" তথা সভায় কেহ বক্তৃতা করিলে, "কস্তূরী বর্ষণ করিয়াছেন" বলিয়া থাকেন। যদিচ ভারতবর্ষীয় কাব্যে কস্তূরীর তাদৃশ প্রয়োগ নাই, তত্রাপি ইহার উল্লেখের অভাব দৃষ্ট হয় না। অপর ইহার নামসঙ্খ্যাতেই ইহার বিখ্যাতির বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব-কৃত শব্দকল্পদ্রুমে ইহার বিংশত্যধিক নাম নিরূপিত আছে, তদ্ভিন্ন অপর নামও অপ্রসিদ্ধ নহে*।

ইহার এরূপ খ্যাতিও আশ্চর্য্যজনক নহে; যেহেতু ইহার গন্ধ প্রকৃত যোজনগন্ধাই বলিলে

*কস্তূরী; কস্তূরিকা, কস্তূরিকাণ্ডজ, মৃগনাভি, মৃগমদ, মৃগনাভিজ, মৃগনাভিজা, মৃগাণ্ডজা, মৃগ, মৃগী, নাভি, মদনী, বেধমুখ্যা, মার্জারী, সুভগা, বহুগন্ধদা, সহস্রবেধী, শ্যামা, কামান্ধা, মৃগাঙ্গজা, কুরঙ্গনাভী, শ্যামলা, মোদিনী, অণ্ডজা, লাক্ষী, নাড়ী, মদ, দর্প, মদাম্বা, মদার, গন্ধধূলী, গন্ধকেলিকা, যোজনগন্ধা, যোজনগন্ধিকা, গন্ধশেখর, বাতামোদ, মার্গ, ললিতা।

কস্তুরী মৃগ।

বলা যায়। ইহার এক-তিল-পরিমিত পদার্থ কোন গৃহে নিক্ষেপ করিলে বহুবর্ষ তথায় তাহার গন্ধ থাকে। কথিত আছে যে তিন সহস্র ভাগ নির্গন্ধ পদার্থের সহিত ইহার এক ভাগ মিশ্রিত করিলে ঐ সমস্ত দ্রব্য সুবাসিত হয়। এই প্রযুক্ত কস্তুরী-সঙ্গ্রহকারকেরা কস্তুরীকে প্রায়ঃ প্রকৃত অবস্থায় রাখে না; সচরাচর অন্য পদার্থের সহিত তাহা মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। ঐ অন্য পদার্থের মধ্যে রক্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ; যেহেতু শুষ্করক্তের সহিত কস্তুরিকার বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।

কস্তুরীর জন্মস্থান আশিআর মধ্যখণ্ড। তিব্বত-হইতে সিবিরিয়ার দক্ষিণ ধার পর্য্যন্ত, এবং তাতার-হইতে বৈকাল-হ্রদের তীর পর্য্যন্ত, সমস্ত স্থানে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থানে এক প্রকার ক্ষুদ্র হরিণ আছে, তাহা সামান্য ছাগহইতে বৃহৎ নহে, কিন্তু দেখিতে অতীব সুন্দর। ইহার পাদ অতি সূক্ষ্ম, মস্তক সুচারু, এবং নয়ন চমৎকার উজ্জ্বল। বর্ণবিষয়ে এই কস্তুরীমৃগ অন্যমৃগহইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু অত্যন্ত শীতল পর্ব্বতোপরি আবাস হওয়া প্রযুক্ত ইহার কেশ চিক্কণ না হইয়া অতি স্থূল ও কলমের পালখের ন্যায় কর্কশ বোধ হয়। অপর, প্রায় হরিণজাতি মাত্রের উপর মাড়ির পুরোভাগে দন্ত হয় না, কিন্তু কস্তুরী মৃগের উপর মাড়িহইতে দুই গজদন্ত নিঃসৃত হয়, তাহা ১৵০ বুরুল দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই হরিণের উর্দ্ধপরিমাণ ২ পাদ এবং দৈর্ঘ্য ২৷৷ পাদ। বিশ্বস্রষ্টা ইহার মাংস অতি সুখাদ্য অথচ ইহাকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, এই প্রযুক্ত ইহার শত্রু অধিক;

এবং তাহাদিগহইতে পলাইবার নিমিত্তে ইহার পাদচতুষ্টয় কেবলমাত্র অবলম্বন। পরন্তু ঐ পাদ তাহার রক্ষণে অপটু নহে; তাহার সাহায্যে কস্তূরীমৃগ যৎপরোনাস্তি বেগে ধাবমান হইতে পারে, এবং এক এক উল্লম্ফনে ৪০ হস্ত স্থান উৎক্রমণ করিতে পারে। এই অশ্রুতপূর্ব্ব উল্লম্ফনের বাক্যে আশু বিশ্বাস হওয়া কঠিন, পরন্তু কর্ণেল মার্কহাম্ প্রভৃতি অতি বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই জাতীয় পুংহরিণের নাভিদেশে একটি কোষ আছে; তাহাতেই কস্তূরী উৎপন্ন হয়। ঐ কোষ অপ্রশস্ত এবং তাহাতে এক তোলকের অধিক কস্তূরী থাকিতে পারে না। অপর এই জাতীয় সকল হরিণেও এক পরিমাণে কস্তূরী উৎপন্ন হয় না; কালভেদে তথা হরিণের বয়ঃক্রম এবং অবস্থাভেদে কস্তূরীর পরিমাণের ভেদ হইয়া থাকে। সদ্যোবস্থায় এই কস্তূরী এতাদৃশ উগ্রগন্ধ যে শিকারীরা মৃগ কাটিয়া কস্তূরী-কোষ লইবার সময় আপন২ নাসিকা স্থূলবস্ত্রপিণ্ডে আচ্ছাদিত করে; তথাপি ঐ গন্ধ সহ্য করিতে পারে না; কেহ২ তাহাদ্বারা বিহ্বল হইয়া পড়ে, এবং অনেকের নাসিকাহইতে প্রচুর শোণিত নির্গত হয়। ঐ শোণিতক্ষরণে কাহার কাহার প্রাণ বিয়োগ পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিয়ৎকাল শুষ্ক হইলে কস্তূরীর তাদৃশ উগ্রতা থাকে না। শুষ্ক কস্তূরী ধূম্রাক্ত কৃষ্ণবর্ণ, এবং ঈষৎ দানাবিশিষ্ট; ভেল হইলে ঐ দানার অনেক লাঘব হয়। ইহার আস্বাদ তিক্ত, এবং উত্তপ্ত জলে ইহার ৯০ ভাগ পদার্থ গলিয়া যায়। সুরা-নির্য্যাসে ইহার অর্দ্ধেক মাত্র গলে, অপর অর্দ্ধাংশ অগলিত থাকে। পরন্তু ইথর নামক নির্য্যাস এবং অমিশ্রিত শিরকা তথা অণ্ডের কুসুমে ইহার সমস্ত গলিয়া যায়।

বাণিজ্যার্থে কস্তূরী চীন, টঙ্কুইন, বঙ্গ এবং রুশিয়া দেশহইতে আনীত হয়; তন্মধ্যে চীনদেশীয় কস্তূরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় টঙ্কুইনদেশীয় পদার্থ নিকৃষ্ট। বঙ্গদেশীয় পদার্থ তদপেক্ষায় নিকৃষ্ট এবং রুশীয় কস্তূরী সর্ব্বাপেক্ষা অধম। বৈদ্যক গ্রন্থকারেরা বঙ্গদেশীয় কস্তূরীর তিন জাতি নিরূপিত করেন; কামরূপোদ্ভবা, নেপালজা, এবং কাশ্মীরসম্ভূতা। তন্মধ্যে কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা, নেপালজা মধ্যমা এবং কাশ্মীরজা অধমা।

সম্প্রতি অম্বরের তৈল এবং শোরার দ্রাবকে এক প্রকার কৃত্রিম কস্তূরী বিলাতে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দৃশ্যে ও গন্ধে প্রকৃত কস্তূরী অপেক্ষা কোন মতে ভিন্ন নহে। প্রকৃত কস্তূরী ঔষধার্থেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং আতর প্রস্তুত করণেও ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে; তদর্থে কেবল ইংলণ্ডে প্রতিবর্ষে পাঁচ ছয় সহস্র তোলক কস্তূরী প্রেরিত হয়।

কাঞ্চে শব্দের ব্যুৎপত্তি।

যদিচ আমাদিগের পাঠকমধ্যে কেহ 'কাঞ্চে' শব্দের ব্যবহার জানেন, বলিতে ইচ্ছা নাই, তত্রাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আবালবৃদ্ধ বনিতা এমত কোন পাঠক নাই যিনি কাঞ্চে শব্দের অর্থ জ্ঞাত নহেন। বঙ্গ ভাষায় ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু ইহার ব্যুৎপত্তি, বোধ হয়, অতি অল্পলোকে জ্ঞাত আছেন। ইহা সংস্কৃত-মূলক নহে; এবং বঙ্গভাষারও শব্দ নহে। ইহার প্রকৃত অবয়ব "কাঞ্চিল।" ঐ শব্দে যাবাদ্বীপস্থ লোকে কস্তুরিকা মৃগের সদৃশ এক প্রকার ক্ষুদ্র মৃগের অভিধান করে। ঐ মৃগ অত্যন্ত ধূর্ত্ত এবং নানা প্রকার চাতুর্য্যে অতীব পটু। কথিত আছে যে জালে ধৃত হইলে ঐ মৃগ মৃতের ন্যায় এ প্রকার অবস্থা ধারণ করে যে তাহাতে কাহার সন্দেহ থাকে না।

পরে জাল মুক্ত করিয়া ফেলিয়া রাখিলে অকস্মাৎ উঠিয়া পলায়ন করে। যাবার মনুষ্যেরা তাহার উপমায় ধূর্ত্ত মনুষ্যকে 'কাঞ্চেল' কহে; এবং সেই শব্দ এতদ্দেশে আসিয়া "কাঞ্চে" হইয়াছে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

কর্ম্মদেবী। রাজস্থানীয় সতী বিশেষের চরিত্র, শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুকীর্ত্তিত।

স্কালিজর, পণ্টেনসের গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "তাঁহার কাব্যের অধিকাংশই এক প্রকার বিকৃত বর্ণনাদ্বারা পরিপূর্ণ। যদি তাঁহার গ্রন্থহইতে 'কমল' এবং 'পাটল' প্রভৃতি কতিপয় শব্দ পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।" বাঙ্গালা ভাষায় এখন যত কাব্য হইতেছে তাহাদের বিষয়ে এরূপ বলিলে, বোধ হয়, কিছু অন্যায় বলা হইবেক না; যেহেতুক অধুনা যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ কাব্য নামে প্রচলিত হইতেছে তাহার অনেকেই এক প্রকার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ফলে ইহা নিঃশঙ্ক হইয়া বলা যাইতে পারে যে এখন বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যরচনা শব্দবিন্যাস মাত্র; দুই এক গ্রন্থের দুই এক স্থান ব্যতীত অন্যত্র কবির কবিত্বের পরিচয় পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। অর্থই বাক্যের শরীর; শব্দাদি অলঙ্কারস্বরূপ। সেই শরীরের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া অলঙ্কারের প্রতি যত্ন করা বুদ্ধিজীবি জন্তুর লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যের তাদৃশ আদর কেন? আর নলোদয়ের অনাদরই বা কেন? এই প্রশ্নের আলোচনা করিলে অনায়াসে বোধ হয় যে নলোদয় শব্দের ঘটামাত্র; তাহাতে কাব্যের লেশমাত্র নাই; এবং তন্নিমিত্তই তাহা শকুন্তলাদির তুল্য হইতে পারে নাই।

আমরা যে গ্রন্থের সমালোচনে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই গ্রন্থ বর্ণিত দোষহইতে নিতান্ত বিবর্জিত নহে। যাঁহারা ঐ গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে গ্রন্থকর্ত্তা "নয়ন" "ইন্দীবর" "ভাতি" "ধরাসন" প্রভৃতি কতিপয় শব্দ মুক্ত-হস্তে বিতরণ করিয়াছেন। পরন্তু ইহা আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে সম্প্রতি যে সকল কাব্য প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। কবিত্বের গৌরব ইহাতে প্রকৃত আছে; এবং বঙ্গভাষায় এরূপ কবিতা প্রচুর হইলে ভাষার উন্নতি স্বীকার করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত কাব্যের নায়কের নাম সাধু; নায়িকার নাম কর্ম্মদেবী, এবং প্রতিনায়কের নাম অরণ্যকমল।

যশলমীরের অন্তঃপাতি পুগল-দেশে ভট্টিবংশ-সম্ভূত অনঙ্গদেব নামে এক রাজা ছিলেন। অশেষ-গুণ-সম্পন্ন, মধুর প্রকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি, বীর্য্যশালী সাধু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সাধু এক দিন শ্রবণ করিলেন, যে মোগল পাঠান প্রভৃতি বণিক্-দলেরা ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া বিপাশা-নদী তীরে অবস্থান করিতেছে। এই কথা শুনিবা-মাত্র তিনি ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যবনেরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি দুর্দশা করিয়াছিল, তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। "কাণ্যকুব্জ" "সোমনাথ" "মধুপুরী" "কালিঞ্জর" প্রভৃতিকে যবনেরা ভগ্নাবশেষ করিয়াছে, এই দুঃখ তাঁহার মনে নবীকৃত হইয়া উঠিল। তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া বিপাশা-নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং যবনদিগকে পরাভূত করিয়া ভারতভূমিহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সংস্কৃতাভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তির তাহা অবিদিত আছে? কালিদাসের এবিষয়ে কথাই নাই। বিলাপের সময় কি প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিয়া সকলে বিলাপ করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার অজ-বিলাপ আর রতি-বিলাপেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই দুই স্থল পাঠ করিতে২ বোধ হয় যেন কোন মর্ত্ত্য যথার্থই বিলাপ করিতেছে, তাহা কবির রচনা নহে। যদি কালিদাস অজ-বিলাপ আর রতি-বিলাপের সময় সেই প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ না করিয়া, শার্দ্দূল বিক্রীড়িত প্রভৃতি দীর্ঘ২ ছন্দঃ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে কখনই কথিত দুই বিলাপের এত সমাদর হইত না। পরন্তু কালিদাস প্রভৃতির কথায় প্রয়োজন কি? আমাদের ভারতচন্দ্র ছন্দঃ-প্রয়োগ-বিষয়ে সামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার দক্ষযজ্ঞ-নাশ ও রতি-বিলাপ, এই দুই স্থলের ছন্দঃ পাঠ করিলে বোধ হয় যেন প্রকৃত কেহ সেই২ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি তিনি রতি বিলাপের সে প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ না করিয়া দক্ষযজ্ঞনাশের ছন্দঃ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করিতাম না। ফলে শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই, এবং কোন২ স্থলে তিনি শৃগালের গর্ত্তহইতে বৃহদাকার গজেন্দ্র বহিষ্কৃত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের উক্তিস্থলে যে প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার স্থানে অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছে। সাধুর মরণের পর কর্ম্মদেবী খেদ করিয়া তাঁহার সহোদরকে কহিতেছেন—

"কপোতিনী কপোত ধিরায়, হায়! বিধি আনি মিলাইল তায়।
হইতে না হইতে মিলন সুখ, ঘটিল বিরহ ঘোর দায়॥
কোথা থেকে আইল নিষাদ ক্রূর, কপোত মারিল বিষবাণে।
কাতরা কপোত বধূ বিরহের বাণে কিবা আশ্বাস পরাণে॥"

সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাপ স্থলে এরূপ ছন্দঃ প্রয়োগ করা উচিত কি না। ভারতচন্দ্রের রতি বিলাপের ছন্দের সহিত ইহার তুলনা করিলে কত অন্তর হইবে, তাহা যাঁহারা এই দুই স্থল পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তিনি আরও এক স্থলে, যেখানে সাধু সংগ্রাম সজ্জা করিয়া কর্ম্মদেবীর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছেন, সেই খানে—

"আইলাম বিধুমুখি বিদায় লইতে তব কাছে হে।
নিবেদন তব প্রতি আমার আর কি বল আছে হে॥"

এই রূপ ছন্দঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা কোন মতেই উচিত নহে। ইহাতে করুণা রসের কিছুমাত্র উদ্রেক হয় নাই। বিশেষতঃ এরূপ স্থলে বারম্বার "হে" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া রসের হানি করিয়াছেন।

অপর কএক স্থানেও এই রূপ ছন্দের অনুপযুক্ততা দৃষ্ট হয়। অপর নায়িকার স্বভাব রাজস্থানীয় স্ত্রীলোকের মত সকল স্থলে বর্ণিত হয় নাই। কোন২ স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার স্বদেশীয় মহিলাগণের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সমুদায়ে বিবেচনা করিলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি গ্রন্থখানি কমনীয় হইয়াছে।

দেশ।

দেশের রীতি কি বলবান্ পদার্থ? ইহার অনুরোধে মনুষ্য কত প্রকার কদর্য্য কর্ম্ম স্বীকার করে? অনেক স্থানে তাহার প্রণোদনে ভদ্রলোকে মহা পাপেও ভীত হয় না। রাজপুত্রদিগের মধ্যে কন্যোদ্বাহে প্রচুর ব্যয় করার রীতি আবহমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। সেই রীতির অনুরোধে তাহারা অনায়াসে সদ্যোজাতা কন্যাকে অহিফেনদ্বারা বিনষ্ট করে—কোন মতে কন্যাহত্যায় ভীত হয় না। ব্যভিচার চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মও দেশরীতির অনুরোধে অনেক প্রচলিত হয়; এবং যে স্থলে দেশের রীতিতে ভয়ানক পাতক সকল

LADIES' HEAD-DRESSES OF THE FIFTEENTH AND SIXTEENTH CENTURIES.

LADIES' HEAD-DRESSES OF THE EIGHTEENTH CENTURY

ইংরাজী স্ত্রীদিগের কেশসজ্জা।

প্রসিদ্ধ হয়, তথায় সামান্য কদর্য্য ও কুৎসিত প্রথার অসম্ভব·কি? পরন্তু ইহা আশ্চর্য্য মানিতে হইবে যে এক মনুষ্য জাতির তুল্য ইন্দ্রিয় জ্ঞান চৈতন্য সত্ত্বেও দেশভেদে "চালের" সম্যক্ বিপর্য্যয় দেখা যায়। আমরা যে মানসিক ক্ষমতায় সুন্দর ও কুৎসিত নিরূপণ করি তাহা মনুষ্য-মাত্রে অবশ্য তুল্য মানিতে হইবে; অথচ দেশের চালের অনুরোধে তাহা সর্ব্বত্র তুল্যরূপে ব্যক্ত হয় না। যে কোন কারণে হউক আমরা ললনার বৃহৎ চক্ষু সর্ব্বদা প্রশংসনীয় জ্ঞান করি, এবং বিশ্বাস করি যে পাঠকবৃন্দের মধ্যে কেহই আমাদিগের সে ছিদ্রের নিমিত্ত নিন্দা করিবেন না; অথচ চীন-দেশে আমরা তাহা স্বীকার করিলে, অনায়াসে অসভ্য কোল কি সাঁওতালের মধ্যে গণ্য হইব; যেহেতু তথায় যত নয়নের ক্ষুদ্রতা হয় ততই লোকে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি স্বীকার করে। চীনেরা সভ্যজাতি, বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, এবং দেশ সৌষ্ঠবে তাহারা ভদ্রের মধ্যে গণ্য; তাহারা কি কারণে ক্ষুদ্র প্রায়ঃ-বিলুপ্ত চক্ষুকে সুন্দর কহে ইহা স্থির করা দুষ্কর। অপর নখ-বিষয়েও তাহাদিগের এক অদ্ভুত ভ্রম আছে; তাহারা মনে করে যে ভদ্রমহিলার হস্তে নখ না থাকা দুঃখের চিহ্ন; অতএব তাহারা অতি সাবধানে হস্তের নখ রক্ষা করে, এবং পাছে নিদ্রাবস্থায় নখ ভাঙ্গিয়া যায় এই আশঙ্কায় রাত্রিতে নখোপরি স্থূল আবরণ বদ্ধ করিয়া রাখে। এই প্রথানুসারে ধনাঢ্য সীমন্তিনীদিগের হস্তের নখ ব্যাঘ্র ভল্লুকের নখহইতেও বৃহৎ বোধ হয়। চীনদেশে ক্ষুদ্র পদেরও বিশেষ প্রশংসা আছে; তদর্থে তাহারা বাল্যকালে ধাতুময় পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক পদের বৃদ্ধি নিবারণ করে। হিন্দু কামিনীদিগের নথ অপেক্ষা প্রিয় অলঙ্কার আর নাই, তদর্থে তাঁহারা বাল্যকালাবধি যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন; অথচ ইংরাজী বিবীদিগের বিবেচনায় ঐ আভরণ অতি হেয় বোধ হয়। একদা উক্ত দেশীয়া এক ধীমতী এতল্লেখককে তিরস্কার করিয়া কহিয়াছিলেন যে "বলদের নাসিকা বেধ এবং হিন্দু স্ত্রীর নাসিকাবেধে প্রভেদ কি?" পরন্তু আমরা স্বয়ং বিলাতি কর্ণবেধে এবং বঙ্গীয়াবলার নাসিকাবেধে কোন ভিন্নতা দেখিতে পাই না।

পুরুষদিগের কেশ সজ্জা প্রত্যেক দেশে ভিন্ন দেখা যায়; বরং বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলাতেও স্বাতন্ত্র্য অনুভূত হয়। শ্মশ্রু-সম্বন্ধেও এবিষয়ের অনেক রহস্য দেখা যায়। অসভ্য জাতি মাত্রেই শ্মশ্রুর দ্বেষী, তাহারা কেহই শ্মশ্রু ধারণ করে না, ফলতঃ তাহাদের তাদৃশ শ্মশ্রু জন্মেও না; যেহেতু যৎসামান্য নীরস দুষ্পাচ্য খাদ্যে শ্মশ্রুর বিরলতা শুষ্কত্ব ও শূকর লোম সদৃশ কর্কশতা সম্পন্ন করে। খাদ্যের ঔৎকর্ষ্য এবং সভ্যতার বৃদ্ধির অনুসারে শ্মশ্রুর প্রাচুর্য্য চিক্বণতা এবং কোমলতা সিদ্ধ করে, এবং তদ্ধেতুক সভ্যদিগের মধ্যে শ্মশ্রু রাখার নিয়ম অধিক দেখা যায়। পরন্তু তাহাতেও সর্ব্বত্র নিয়মের একতা নাই। অতি প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় মনুষ্যেরা শ্মশ্রু ধারণ করিত। গ্রীসদেশে সেকন্দর পাদশাহের সময়ে সাধারণ লোকের শ্মশ্রু রাখার নিয়ম রহিত হয়, কিন্তু তৎপরে বহুকাল পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা শ্মশ্রু ত্যাগ করেন নাই। মিসর দেশে ইহার বিপরীত দেখা যায়; তথায় সামান্য লোকে শ্মশ্রু ধারণ করিত, কিন্তু পণ্ডিতেরা আপাদ মস্তক সমস্ত ক্ষৌর করিত; কেবল মৃতাশৌচ কালে শ্মশ্রু ধারণ করিত। গ্রীসদেশে যে সময়ে শ্মশ্রু রাখিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল, সে সময়ে মৃতাশৌচে প্রত্যহ ক্ষৌর হওয়া বিধি থাকে, এবং তৎপরে শ্মশ্রু রাখার রীতি রহিত হইলে মৃতাশৌচে শ্মশ্রু ধারণ বিহিত হয়। রোমরাজ্যেও

এই রূপ শ্মশ্রু-ধারণ-রীতির সময়ে মৃতাশৌচে তাহার ছেদন এবং শ্মশ্রু-ক্ষৌরের রীতির সময়ে তাহার ধারণ প্রচলিত ছিল। ইংরাজদিগের মধ্যে গত কিয়ৎ কাল শ্মশ্রু ত্যাগই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাহার ধারণ-রীতি প্রবল হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বাদৌ শ্মশ্রু ধারণ করাই প্রচলিত নিয়ম ছিল, কিন্তু ত্বরায় নাপিতের দৌরাত্ম্যে তাহার রহিত হয়, এবং এক্ষণে গৃহস্থ হিন্দুমাত্রে মৃতাশৌচ ভিন্ন সর্ব্বদা শ্মশ্রু ত্যাগই সৎপ্রথা স্বীকার করেন, অথচ শ্মশ্রু যে সমাদরণীয় পদার্থ তাহা নব্য বাবুদিগের গোঁপের সমাদরে অনায়াসে অনুভূত হয়। প্রথমোন্মুখ যৌবনাবস্থায় শ্মশ্রুর ঈষদ্রেখা দৃষ্টে হিন্দুমাত্রেই হর্ষোৎফুল্ল হইয়া থাকেন। বোধ হয় এমত কোন গম্ভীর পাঠক নাই যিনি তাহা অস্বীকার করিবেন। অথচ দেখুন মগেরা সেই শ্মশ্রুর অঙ্কুর দৃষ্টিমাত্র তাহা সম্যক্ প্রযত্নে উৎপাটিত করে, এবং পাছে যন্ত্রের অভাবে তৎকর্ম্মের বিলম্ব ঘটে এই নিমিত্ত সর্ব্বদা গলদেশে একটা চিম্‌টা ধারণ করে। চীনদিগের মধ্যে শ্মশ্রু-ধারণের প্রথা নাই, এবং আমরিকাদেশের আদিম লোকেরা মগের ন্যায় সর্ব্বদা শ্মশ্রু উৎপাটিত করে; ফলে দুই শত শতাব্দির পূর্ব্বে বিলাতে শ্মশ্রুবান-সত্ত্বে শ্মশ্রুহীনের পক্ষে বিলাসবতীদিগের মন হরণ করা যাদৃশ দুষ্কর, মগদিগের মধ্যে শ্মশ্রুহীন-সত্ত্বে শ্মশ্রুবানের তাদৃশ দুষ্কর বোধ হয়—শ্মশ্রুবান মগের বিবাহ হওয়া অসাধ্য। যদ্যপি কোন পাঠকবর একথায় হাস্য করেন তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করি যে তিনি হিন্দু ললনাদিগের অনুগ্রহাভিলাষিদিগের মধ্যে গোঁপ-বিহীন ও গোঁপ-বিশিষ্টের কি অবস্থা হয় তাহা স্মরণ করেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়েরা যে সময়ে শ্মশ্রু ধারণ করিত তখন শ্মশ্রু-ত্যাগ ক্রীতদাসের চিহ্ন নিরূপিত করিয়াছিল। এবং ক্রীতদাসেরা শ্মশ্রু রাখিলে তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিত। পরে আপনারা শ্মশ্রু ত্যাগ করিলে সমস্ত ক্রীত-দাসদিগকে শ্মশ্রু রাখায়, এবং দাসত্ব মোচনের প্রথম চিহ্ন ক্ষৌর নিরূপিত করে। অপর কেবল গোঁপ গত-শতাব্দিতে ইংলণ্ড দেশে উদ্বাহের সহযোগী ছিল না, এতদ্দৃষ্টে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে গোঁপ ও দাড়ীর সহিত সৌন্দর্য্যের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই; দেশ ব্যবহারানুসারে তাহারা কখন সৌন্দর্য্য এবং কখন কদর্য্যের কারণ বলিয়া গণ্য হয়। যে শক্তিদ্বারা আমরা সৌন্দর্য্যের অনুভব করি তাহা স্বভাব সিদ্ধ হইলে তাহা সকল জাতীয় মনুষ্যে বর্ত্তমান থাকিত, এবং তাহার সাহায্যে সকলেই সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত এক দিগে ধাবিত হইত। কিন্তু কথিত দৃষ্টান্তে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। অপর দাড়ী স্বীকার করিলেও সকলে এক প্রকার অবয়ব বা বর্ণের দাড়ী গ্রাহ্য করে না; জাতি ও ব্যক্তিভেদে দীর্ঘ খর্ব্ব স্থূলাদি বিবিধ অবয়ব ও রক্ত পীত কৃষ্ণাদি বিভিন্ন বর্ণের সমাদর আছে। পারস্য দেশে শ্মশ্রুর প্রচলিত বর্ণ কৃষ্ণ, তাহা না থাকিলে লোকে ভদ্র হইতে পারে না। যে কোন দুর্ভগার ঐ বর্ণের শ্মশ্রু না থাকে তাহাকে প্রতি সপ্তাহ দীর্ঘকাল প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ঐ বর্ণের সাধন করিতে হয়। তদর্থে তাহারা প্রথমতঃ কিয়ৎ ক্ষণ উষ্ণ জলের কুণ্ডে অবগাহন করিয়া থাকে; পরে শ্মশ্রু কোমল হইলে তাহাতে মেহেন্দীর লেপ দিয়া এক ঘণ্টাকাল অবস্থিতি করে; তাহাতে সমস্ত শ্মশ্রু ইষ্টক বর্ণ হইয়া যায়। তদনন্তর মেহেন্দী ধৌত করত তদুপরি নীল বৃক্ষের পত্র সম্বলিত এক প্রকার লেপ বিমর্দ্দিত করিয়া দুই ঘণ্টাকাল ধারণ করিতে হয়। এই লেপের স্পর্শে মুখ-চর্ম্মে প্রকৃষ্ট বেদনা অনুভূত হইয়া সমস্ত মুখ বিকট শীর্ণ হইয়া যায়, এবং শ্মশ্রু সংরঞ্জকের অত্যন্ত যাতনা হয়। তদনন্তর

উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করিলে শ্মশ্রু ঘোর হরিদ্ বর্ণের বোধ হয়, এবং তৎপরে এক দিবা রাত্র আলোক স্পর্শে তাহা চিক্কণ কৃষ্ণত্ব ধারণ করে। কিন্তু প্রক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হইলে কৃষ্ণত্বের স্থানে নীলত্ব বা পীতত্ব ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে এই সমস্ত প্রক্রিয়া পুনরায় সম্পাদন করিতে হয়। কিন্তু এত সাধের কৃষ্ণ শ্মশ্রু পারস্যদিগের প্রতিবাসী বোখারা নিবাসিনীরা অত্যন্ত হেয় মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মনোমোহনার্থে তদীয় নাগরেরা শ্মশ্রুতে নীলবর্ণ লেপন করে, এবং তাহাদের প্রতিবাসী মোগলেরা তদুভয়কে হেয় করিয়া মেহেন্দীর নাগরঙ্গ বর্ণ মনোনীত করেন। পরন্তু এই শ্মশ্রু বিষয়ে যেরূপ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, বেশভূষা বিষয়েও তাহার অন্যথা নাই। প্রত্যেক দেশেই এক এক ভিন্ন পরিচ্ছদ; তাহা ধারণ না করিলে তদ্দেশীয়দিগের মনে সৌন্দর্য্যের হানি ও কুপ্রথার অনুসরণ অনুভূত হয়; ইহাতেই পরিচ্ছদদ্বারা জাতির নিরূপণ হয়; কেবল নব্য বাঙ্গালীরা এই নিয়মের আয়ত্ত নহে। ইহাদিগের মধ্যে সকল দেশের সকল পরিচ্ছদই প্রচলিত; কেহ ইংরাজি পাণ্টুলুন, কেহ রাম-জামা, কেহ চীনে-কোট প্রভৃতি বিবিধ বস্ত্রে তাহারা বহুরূপার কনিষ্ঠ সহোদর হইয়া থাকেন। চীন ইংরাজ মোগল আরব তুর্ক ইত্যাদি সকল জাতির এবং তাহাদের সকলের সঙ্করত্ব যে পর্য্যন্ত সম্ভব তৎসমুদয় দেশীয় ভায়ারা স্বীকার করেন, সুতরাং দুই ব্যক্তি বাঙ্গালীকে এক রূপ পরিচ্ছদে দেখা ভার; সকলেই স্ব স্ব প্রধান, এবং সকলেই নূতন প্রথা প্রচলিত করিতেছেন, তাহাতে বিদেশীয়দিগের নিকট বাঙ্গালীরা যে কিপর্য্যন্ত হেয় হইতেছেন তাহার পূর্ণ বর্ণন করা দুষ্কর; বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় অনেকে সভ্য পরিচ্ছদের প্রধান উদ্দেশ্য যে দেহাবরণ তাহা এককালে বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং ও আপনাদিগের মহিলাদিগকে বায়ুহইতেও সূক্ষ্ম 'সিমলে' ও 'শান্তিপুরে'-দ্বারা আবৃত করেন; ইহাতে তাঁহারা সভ্যতা ও লজ্জায় যে একেবারে জলাঞ্জলি দেন তাহা তাঁহাদিগের এক বারমাত্র বোধ হয় না। ইহাতে বীর্য্যের হানি ও লাম্পট্যের বৃদ্ধিও ঘটিতেছে, কিন্তু কুপ্রথা এমনি বলবতী যে তাহার নিবারণ দূরে থাকুক পশ্চিম প্রদেশী হিন্দুস্থানীরা কিয়ৎ কাল এতদ্দেশে থাকিলে ইহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।

অপর ঐ বেশ সময়েং এপ্রকার পরিবর্ত্তিত হয় যে পূর্ব্বাপরে তাহার কোন সৌসাদৃশ্য থাকে না। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা পাঠক নিকরকে ১৩ পৃষ্ঠাস্থ চিত্রপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে ইংলণ্ডীয় ললনাদিগের সময়ে সময়ের শিরোভূষার আদর্শ দৃষ্ট হইবেক। তাহার প্রথম শ্রেণীতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চ দশ ও ষোড়শ শতাব্দির প্রচলিত শিরোভূষণ চিত্রিত আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম চিত্রে ১৭৭২ বর্ষে যে প্রকার কবরী প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার এক বৎসর পরে কবরী সুদীর্ঘ হইয়া দ্বিতীয় চিত্রের অবয়ব ধারণ করে। তদনন্তর ১৭৮০, ১৭৮১ ১৭৮৩, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৮৬ এবং ১৭৯০ অব্দে ইংরাজী কবরীর যে যে পরিবর্ত্ত হইয়াছিল তাহার আদর্শ পর পর চিত্রে দৃষ্ট হইবে। পাঠক মহাশয়েরা তৎসমুদয় কেবল হাস্যজনক মনে করিবেন, এবং সৌন্দর্য্যের লোভে মনুষ্য কত প্রকার কদর্য্য বেশ ধারণ করে তাহার দৃষ্টান্ত পাইবেন। কিন্তু আমাদিগের পাটিকা চারুশীলা অনেকে ইংরাজি খোঁপার অনুরাগিণী, তাঁহারা প্রদত্ত আদর্শের কোন্ খোঁপা গ্রহণীয় বোধ করেন তাহা আমাদিগের জানিবার সম্যক্ আকাঙ্ক্ষা আছে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ২ খণ্ড।] ফাল্গুন; সংবৎ ১৯১৯। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

পারস-দেশীয়-স্ত্রীদিগের রীতি ও নীতি।

পারস্য মহিলাদিগের রীতি ও নীতির ব্যাখ্যার প্রত্যাশায় আমরা এস্থলে 'কিতাবে কল্‌সুম্ নানঃ' নামক গ্রন্থের চূর্ণক সঙ্গৃহীত করিলাম। উক্ত গ্রন্থ এতদ্দেশীয় "চাণক্য-শ্লোকের" প্রতিরূপ; চাণক্যে যে রূপে ভারতবর্ষীয় পুরুষদিগের ইতি-কর্ত্তব্য বিধান করে, উহাতে সেই রূপে স্ত্রীদিগের রীতি নীতি ও কর্ত্তব্যের বিধান করিয়াছে। উক্ত বিধান অতি গম্ভীরভাবে স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে, এবং কথিত আছে যে সপ্তর্ষিস্বরূপা সাত জন মহামান্যা গৃহমেধিনী* তাহার নির্দ্দেশ করেন,

* উক্ত সপ্ত গৃহমেধিনীর নাম, (১) কল্‌সুম্ নানঃ, (২) শহরবানু দাদঃ, (৩) দাদঃ বজ্ম আরঃ, (৪) বাজ্জা য়াশ্মিন্. (৫) খালঃ গুল্‌বারী, (৬) খালঃ জান্ আঘা, (৭) বীবী জান্ অফ্রোজ।
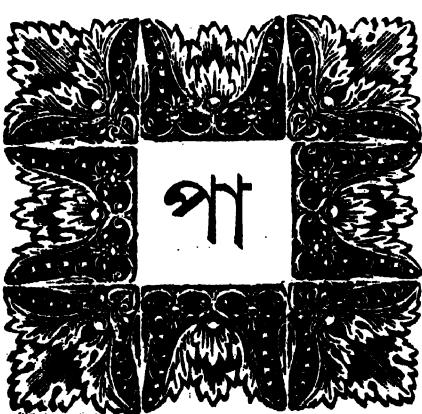
এবং আপন২ আজ্ঞাসকলের মাহাত্ম্য জ্ঞাপনার্থে কোন আজ্ঞাকে "অবশ্য-শাস্ত্র-সিদ্ধ" (সুন্নতে মুঅক্কদ্), কোন আজ্ঞাকে "শাস্ত্রসিদ্ধ" (সুন্নৎ), কাহাকে "বাঞ্ছনীয়" (মুস্তহব), এবং কাহাকে বা "বিধেয়" (ওয়াজিব) বলিয়া নির্ণীত করেন; তথা ঐ আজ্ঞাসকলের অবহেলায় ইহলোকে দুঃখ এবং পরলোকে শাস্তির বিধান করিয়াছেন। পরন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে কোন কৌতুকতৎপর বিদূষক স্বদেশীয় বরাঙ্গনাদিগের আচরণের উপহাসচ্ছলে ইহার বিন্যাস করিয়া থাকিবেক। সে যাহা হউক বর্ণনীয় গ্রন্থে যে সকল বিধির নির্দ্দেশ আছে তাহা যে পারস-দেশে ব্যবহারতঃ প্রচলিত বটে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু প্রস্তাবিত গ্রন্থের অনুকরণে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা "কানূনে ইস্লাম্" নামক এক খানি স্মৃতিগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মের আদেশের সহিত ইহার মর্ম্মসকল সঙ্গৃহীত হইয়াছে। ঐ মর্ম্ম পারসদেশের রীতি-মূলক না হইলে তাহার প্রচার হইত না। ফলে স্ত্রীরা অবলা হইয়াও আপনাদিগের লাবণ্যের মোহিনী-শক্তি-দ্বারা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র সভ্য পুং জাতিকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের উপর স্ব স্ব আধিপত্য প্রকাশ করেন; ইহাতে সভ্য ইউরোপ এবং সভ্য আশি-আর কেবল প্রকারগত ভেদ দেখা যায়, বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই। এই প্রযুক্তই পণ্ডিত মির্জ্জা আবু তালেব খাঁ উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন যে "সৌন্দর্য্যের প্রধান লক্ষণ স্বামিকে অধীনস্থ করা; এবং তাহাকে সর্ব্ব প্রকারে বিরক্ত করাই তাহার পরম্পরাগত অনাদি রীতি।"

প্রস্তাবিত গ্রন্থ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত; তাহার প্রথম পরিচ্ছেদে কতিপয় অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্মের বিধান আছে; তন্মধ্যে চতুর্থ নিয়মটি হাস্যজনক বোধ হইতেছে। তাহাতে লিখিত আছে যে পবিত্র রমজান্ মাসের শেষ শুক্রবার দিবস বরাঙ্গনাদিগের "অবশ্য-শাস্ত্রসিদ্ধ" কর্ত্তব্য এই যে আপন২ অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক সৌগন্ধ্যে পরিমোদিত হইয়া মস্জিদের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান থাকেন, যেহেতু বিম্বোষ্ঠ কন্দর্প-সদৃশ যুবকগণ অন্যত্রাপেক্ষা তথায় সর্ব্বদা একত্রিত হয়েন। অপর তথায় ঐ মদগন্ধাভিভূতারা পদ-প্রসারণপূর্ব্বক বসিয়া প্রত্যেকে দ্বাদশটী দীপ জ্বালিয়া মস্জিদে প্রদান করেন, এবং ঐ সময়ে আপন২ হস্ত এপ্রকারে উত্তোলন করেন যাহাতে অবগুণ্ঠন যেন দৈবাৎ বিচলিত হইয়া শ্রীমুখ-জ্যোতি বিকাশিত করে। তৎসময়ে ঈষৎ-পদ-বিন্যাস-দ্বারা যুবকদিগকে আরঞ্জিত-নখের দর্শন দেওয়াও বিধেয়। পরন্তু বৃদ্ধা গতযৌবনাদিগের পক্ষে এ নিয়মের প্রতি আস্থা করিবার প্রয়োজন নাই। দাদঃ বজ্ম আরাঃ, বাজী য়াস্মিন্ এবং শহর বানু দাদঃ আজ্ঞা করেন যে প্রাগুক্ত দীপ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে স্পর্শ করা অতি কর্ত্তব্য; এবং যে ব্যক্তি ঐ রূপ স্পর্শ করাইবার সময়ে দৈব আপন জানুর শোভা বিকশিত করে নিরয়ের অগ্নিহইতে তাহার অবশ্য পরিত্রাণ হইবে। এই সপ্ত গৃহমেধিনীর জ্যেষ্ঠা কল্সুম্ নানঃ নিশ্চয় কহেন যে যে নরাধম স্বামী আপন জায়াকে এই নিয়ম রক্ষা করিতে নিষেধ করিবেক কদাপি তাহার সদ্গতি হইবেক না।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্নানের বিধিসকল নিরূপিত হইয়াছে; তাহার সমস্তই অদ্ভুত কৌতুকাবহ। পারস-দেশে নদী বা পুষ্করিণীতে স্নানের নিয়ম নাই। তথায় সকলে "হমাম" নামক স্নানাগারে গাত্র ধৌত করিয়া থাকে। ঐ স্নানাগারে দুইটী গৃহ থাকে; তাহার প্রথম গৃহ নির্ব্বাস হইবার স্থান এই প্রযুক্ত 'বাসগৃহ' নামে প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয় গৃহ প্রকৃত 'স্নান গৃহ।' প্রথম গৃহের

চতুঃপার্শ্বে গালিচা দুলিচা প্রভৃতি সুবস্ত্রমণ্ডিত উপবেশন স্থান আছে; তথায় বহু সঙ্খ্যক কৌতুক-তৎপরা মহিলারা বসিয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা কাল একত্রে ধুমপানে ও সদ্গল্পে যাপন করেন। পরে গামছার ন্যায় ক্ষুদ্র লুঙ্গিনামক বস্ত্র কেবল কটিদেশে বদ্ধ করিয়া স্নান-গৃহে প্রবেশ করেন। তথায় মর্ম্মর-প্রস্তর-মণ্ডিত গৃহ-তলে শয়ন করিলে জনৈক সহচরী নিকটস্থ কুণ্ডহইতে এক ক্ষুদ্র ঘটী করিয়া প্রচুর তপ্ত জল তাহার উপর প্রক্ষেপ করে। তৎপরে তাহার পদে ও নখে এবং কাহার২ দেহ মেহিন্দী-পত্রদ্বারা আরঞ্জিত করিয়া পুনরায় তাহার দেহে প্রচুর জল নিক্ষেপ করে। এই জল নিক্ষেপের পর "খিসা" নামক একটি লোমশ থলীদ্বারা অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল দেহ ঘর্ষণ করিতে হয়। তদনন্তর পুনরায় জল-সেচন এবং ঝামাদ্বারা হস্ত পদাদির ঘর্ষণ ও তৎপরে দেহমর্দ্দন প্রক্রিয়া অতি চাতুর্য্যের সহিত নিষ্পন্ন করা হয়, তদানুষঙ্গিক "গাঁট মট্কান;" তাহার মাহাত্ম্যে দেহ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতঃপর ভূমিতে শয়ন করিলে দেহে সাবান লেপন করা যায়। ঐ সাবান ধৌত করিয়া কুণ্ডমধ্যে অবগাহন করিলেই স্নান কার্য্য সমাধা হইল। তখন স্নানকারিণী এক খানি শুষ্ক চাদরে আবৃতা হইয়া বেশগৃহে প্রবেশ করেন। অনেকে ঐ স্নান সময়ে পাঁচ সাত ছিলিম তামাক খাইয়া থাকেন; কেহ২ স্নানের পূর্ব্বে ও পরে ধূমপান বিহিত বোধ করেন; পরন্তু প্রায় সকলেই আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে একত্রে ঐ বেশগৃহে উপাদেয়

জলযোগ করিয়া থাকেন। স্নান-গৃহের ব্যাপারও একত্রে সমাধা হয়; ফলে হমাম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেহাবরণাভাবে লজ্জার কোন অনুরোধ থাকে না; পরন্তু ইহা মন্তব্য যে তথায় পুরুষমাত্র থাকিবার নিয়ম নাই। পারস্য ললনাদিগের পক্ষে এই হমাম অতীব আদরণীয়, এবং ব্যয়ের সাধ্য হইলে সকলেই তথায় মহাকৌতুকে দীর্ঘ কাল যাপন করেন; তথা তাহাতে বঞ্চিত হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক সুখহইতে বঞ্চিত হইয়াছেন মনে করেন। বরং কাশীস্থ স্বামীরা সহধর্ম্মিণীকে মণিকর্ণিকায় স্নান করিতে নিষেধ করিতে পারেন, কিন্তু পারস্য স্বামী কদাপি গেহিনীকে হমামে যাইতে নিষেধ করিতে পারে না; যেহেতু নিশ্চয় আছে যে ঐ দুর্ভাগা নিষেধক শেষ-বিচার-দিনে প্রাগুক্ত সপ্তগৃহমেধিনীর শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে, এবং বর্ণিত গ্রন্থমতে ঐ অপরাধ ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষাও ঈষদ্ গুরু।

হমামের নিয়মাবলীর শেষে শহর বানু দাদঃ তিন প্রকার স্বামীর লক্ষণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে যে স্বামী ভার্য্যার নিতান্ত আজ্ঞাবশবর্ত্তী, যে আপন স্ত্রীকে প্রচুর অর্থে পরিতুষ্ট করে, এবং কোন বিষয়ে নিষেধ করে না, যে কদাপি স্ত্রীর আদেশ ভিন্ন গৃহ বহির্গত হয় না, এবং সকল কর্ম্মে তাহার অনুমতি লইয়া প্রবৃত্ত হয়—সেই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তির গৃহে সম্পত্তি অল্প, যে কেবল অন্ন বস্ত্রে স্বচ্ছল, যে স্ত্রীর অভিপ্রায় সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে, এবং ইচ্ছানুসারে স্ত্রীকে কোন অভিপ্রেত-সাধনে নিষেধ করে, সে পাপিষ্ঠ "অর্দ্ধস্বামী"। তাহাকে কর্কশ কথা বলা, তাহাকে দংশন করা, নখাঘাতে তাহার দেহ বিদারণ করা, যে কোন প্রকারে তাহার শ্মশ্রু উৎপাটন করা, এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে বিরক্ত করা, সৎস্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বদা "বিধেয়" (ওয়াজিব।) ইহাতে কোন পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলে কাজীর নিকট গিয়া ঐ স্বামীহইতে পৃথক্ হওয়া বিধেয়। এই জাতীয় এক দুষ্ট স্বামীর আখ্যান আমরা এতদ্দেশে শুনিয়াছিলাম; তাহার দুষ্ট জিহ্বা মহিলার পাকে কদাপি সন্তুষ্ট হইত না, কিন্তু অস্থিগত ঈষৎ ভদ্রতার মাহাত্ম্যেই হউক বা নখাঘাতের ভয়-প্রযুক্তই হউক সে স্পষ্টরূপে কোন পাকের নিন্দা করিতে সমর্থ হইত না; পরন্তু প্রত্যহ স্বাদুরহিত ব্যঞ্জনের যাতনা অসহ্য বোধে একদা সত্য কহিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, এবং ভোজন-সময়ে চাল্‌তার অম্বলের কটুতায় সত্য সম্ভাষণের অবকাশও উপস্থিত হইল; কিন্তু গেহিনী সম্মুখে দণ্ডায়মানা, এবং "চালতার অম্বল কেমন হইয়াছে" জিজ্ঞাসু; দেহনিকটে তাহার হস্তসত্বে সত্যের অনুরোধ দুর্ব্বল হইল, এবং স্বামী "এই বলি" বলিয়া আচমনে সত্বর হইলেন। তাহার সমাধানে গৃহ-প্রান্তস্থ একটি পয়ঃপ্রণালী উৎক্রমণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমত সময়ে গেহিনী পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, "কৈ চাল্‌তার অম্বল কেমন হইয়াছে বল্লে না?" স্বামী তখন পয়ঃপ্রণালীর ব্যবধানে বিশ্বস্ত হইয়া কহিলেন "এখন বুকঠুকে বলছি, চাল্‌তার অম্বল ভাল হয় নাই।" হায়! ঐ ধূর্ত্ত গেহিনীর হস্ত-নিকটেও ছিল না, এবং এদেশে তাহার নিমিত্ত কাজীও ছিল না! পরন্তু পুরুষ জাতির অনুরোধে ইহাও বক্তব্য যে এতদ্দেশীয় বর্ত্তমানা ভুবন-মোহিনীরা পাকের অপটুতায় তথা মেজদিদীর তত্ত্ব, বেহানের সাদ, আতরের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি আবদারের অনুরোধে স্বামীকে শশব্যস্ত করিতেও ত্রুটি করেন না।

তৃতীয় প্রকার স্বামীর নাম "হুপল্ হুপলা"। সে নরাধম কেবল আপন বেশভূষায় ব্যগ্র, স্ত্রীর তত্ত্বাবধারণ-করণে নিতান্ত অলস, এবং কোন মতে তাহার বাধ্য নহে। তাহার ইহলোকে বজ্র

নাই এবং পরলোকে স্বর্গ নাই। যদ্যপি তাহার স্ত্রী দশ দিবারাত্রি গৃহে বর্ত্তমানা না থাকে তত্রাপি তাহাকে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেক না; তদন্যথায় তাহার স্ত্রী অবশ্য কাজীর নিকট স্বাতন্ত্র্যের আজ্ঞা লইবেক। কল্সুম্ নানঃ কহেন যে ঐ পাপিষ্ঠ পরে গললগ্না-কৃতবাসা হইয়া জায়া-পদপঙ্কজে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তাহার গৃহে স্ত্রীর একরাত্রিও অবস্থিতি করা উচিত নহে। বঙ্গ-দেশে এই ত্রিবিধ স্বামিরই বাহুল্য দেখা যায়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কাজীর অভাবে অৰ্দ্ধ-স্বামী ও হুপুলহুপ্লার দণ্ডবিধানের উপায় নাই।

বর্ণনীয় গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্রত ও উপবাসের বিধি আছে; তৎসমুদায় এস্থলে সঙ্গ্রহ করা অভিধেয় নহে, পরন্তু তাহার দুই এক নিয়ম নিতান্ত অশ্রাব্য হইবে না। কল্সুম্ নানঃ একদা শহর বানু দাদঃকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "বাদ্য যন্ত্রের শব্দ-সত্ত্বে স্ত্রীর পক্ষে ভজনা নিষিদ্ধ কেন?" তদুত্তরে শহর বানু কহিয়াছিলেন, "শাস্ত্রের অভিমত এই যে কোন দুই বিষয় বিধেয় (ওয়াজিব) হইলে যে টি বিশেষ হৃদ্য তাহাই অনুষ্ঠেয়; যেহেতু সৎস্ত্রীর পক্ষে আজ্ঞা আছে যে সে সর্ব্বদা আপন বাঞ্ছনীয় হৃদ্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে; সুতরাং সুমধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি, বিমোহনকর রবার ও সারঙ্গের ঝঙ্কার, তথা প্রিয়ের কমনীয় স্বর বর্ত্তমান থাকিতে অন্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করা উচিত হইতে পারে না।" পরন্তু কোন স্ত্রী ভজনা করিতেছে এমত সময়ে যদ্যপি সে দেখে যে তাহার স্বামী অপরিচিতা কোন ললনার সহিত কথোপকথন করিতেছে তাহা হইলে ভজনায় নিরস্ত হইয়া ঐ কথোপকথন শ্রবণ করা 'বিধেয়'। (ওয়াজিব।) তিনি আরও কহেন যে যদ্যপি কোন দুষ্ট স্বামী হমামে স্নান করিবার ব্যয়ে কুণ্ঠ হয় তাহা হইলে হমামের স্নানবিরহে উপবাস ব্রত ত্যাগ করা দূষণীয় নহে। কল্সুম নানঃ কহেন যে যে স্ত্রী দীর্ঘকাল ব্যয়াভাবে হমামে যাইতে পারে নাই সে স্বামীর গৃহহইতে যে কোন দ্রব্য লইয়া বিক্রয় করত তাহার উপস্বত্ত্ব স্নানার্থে ব্যয় করিবেক, তাহা তাহার পক্ষে ওয়াজিব; এবং ইহাও ওয়াজিব যে সে তদৰ্থে প্রত্যহ অল্পতঃ দুই বার স্বামীকে দুর্ব্বাক্য কহিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে। অপর যেহেতু স্বামীদিগের মনেরও ধৈর্য্য নাই, এবং জীবনেরও স্থৈর্য্য নাই, এবং তাহারা অনায়াসে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেও পারে এবং পঞ্চত্ব পাইতেও পারে, অতএব ইহা 'বাঞ্ছনীয়' (মুস্তহব) এবং 'বিধেয়' (ওয়াজিব) যে স্ত্রীরা যে পর্য্যন্ত স্বামীর গৃহে থাকে তৎকাল-যাবৎ সাধ্যানুসারে যে কোন প্রকারে গৃহসম্পত্তিহইতে ও আহ্নিক ব্যয়হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ বাঁচাইয়া রাখে; তাহা হইলে দৈব স্বামীহইতে পৃথক্ হইবার পর সুন্দর বেশভূষার বিহিত সঙ্গতি থাকিবে, এবং যে পর্য্যন্ত দুর্ভাগা স্বামী নম্রতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করে তদবধি দুঃখের আশঙ্কা থাকিবেক না।

চতুর্থ অধ্যায় সঙ্গীত বিষয়ে বিন্যস্ত। পারস্য মহিলাদিগের নিমিত্ত এবিষয়ের বিধি-নিরূপণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়, যেহেতু তাহারা গীত বাদ্যে অত্যন্ত অনুরক্তা এবং অবকাশ পাইলেই সকলে তাহার আলোচনা করিয়া থাকে। ভদ্র গৃহস্থের গৃহে প্রায়ই এক দোলনা থাকে; তদুপরি দোলন এবং তদানুষঙ্গিক গান বাদ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই প্রচলিত আছে। প্রিয় স্ত্রী-পুরুষে একত্র দোলন বিধেয় এবং বাঞ্ছনীয়; কল্সুম নানঃ কহেন তদপেক্ষায় রম্য ও সুন্দর নির্দোষী ক্রীড়া আর কি হইতে পারে? সফর মাসের ১০ ই বুধবার দোলের প্রসিদ্ধ সময়; তৎসময়ে বাদ্যবিহীন দোলন ভক্তিবিহীন পূজার সদৃশ নিষ্ফল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বর্ণিত সপ্ত গৃহমেধিনীরা একবাক্যে কহেন যে

বিবাহোৎসবে, হুমামে স্নান-সময়ে, বন্ধু সমাগমে, মহোৎসবে, পুত্র জাতে, এবং দোল-ব্যসনে, বাদ্য অবশ্য প্রশস্ত; তাহার অন্যথা করিলে স্বর্গ-লাভের ব্যাঘাত সম্ভাবনা। বাজী য়াস্মিন্ কহেন যে বাদ্য-ধ্বনি হইলেই স্ত্রী-মাত্রেরই আনন্দের সহিত তৎশ্রবণে উৎসুক হওয়া কর্ত্তব্য; কল্সুম্ নানঃ এবং শহর বানু দাদঃ লিখিয়াছেন যে ভজনা করিতে করিতে যদ্যপি কোন মহিলা সঙ্গীত শুনিতে পান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহার বিশেষ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, এবং এই বাক্যের ভাষ্যে বাজী য়াস্মিন্ বীবী জান্ অফ্রোজ এবং দাদঃ বজ্ম আরঃ লিখিয়াছেন, যে ঐ মহিলা বৃদ্ধা ক্ষীণা বা রোগগ্রস্তা হইলে ভজনা রহিত করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সৌন্দর্য্য ও যৌবন সত্ত্বে যে সৌদামিনী সুশ্রাব্য সঙ্গীত সত্ত্বে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে সে অপরাধিনী মান্যমানের উপযুক্ত পাত্রী নহে; বরং দণ্ডের যথার্থ ভাজন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্বাহ রাত্রিতে 'স্ত্রী-আচারের' বিহিত কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সকল নিয়মের এই মাত্র অভিপ্রেত যে তদ্দ্বারা স্বামী দারার বশীভূত ও অনুগত হয়, কিন্তু এবিষয়ে পারস্য মহিলারা বঙ্গাঙ্গনাগণের তুল্যা নহেন। এতদ্দেশের গোর মুড়া, মুখে কুলুপ, কদলীতে সূচিবেধ, সূত্রের শলিতা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার তুল্য কিছুই পারস-দেশে প্রচলিত নাই। কল্সুম্ নানঃ কহেন যে বাসরগৃহে বরের বামপার্শ্বে কন্যা এপ্রকারে বসিবেক যাহাতে তাহার দক্ষিণ পদ বরের বাম পদের উপর এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত তাহার বাম হস্তের উপর থাকিতে পারে, তাহা হইলেই বরকে চিরকাল কন্যার অধীন থাকিতে হইবে। অপর তদবস্থায় দম্পতীর উপর কার্পাসের বীজ নিক্ষেপ করিলে সকল ইষ্ট সিদ্ধ হয়। এতদ্দেশে যেরূপে বাসরগৃহে বহু ললনার সমাগম হইয়া থাকে, পারস-দেশেও সেই রূপ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এতদ্দেশে কথিত ললনাদিগের মধ্যে অনেক কদাকারা বৃদ্ধারা একত্র হইয়া থাকে, পারস-দেশে তাহা নিষিদ্ধ; তথায় রূপযৌবন সম্পন্নারাই বাসর গৃহের উপযুক্ত-পাত্রী; পরন্তু তাহাদিগের সহিত হাস্য উপহাস করা নিষিদ্ধ, যেহেতু তাহাতে নবোঢ়ার প্রতি অনাদর জ্ঞাপন হয়। "আড়ি পাতা" ভারতবর্ষ ও পারস এই উভয় দেশেই তুল্য।

বিবাহের পর গর্ভাধানের ইতিকর্ত্তব্য লেখা স্বাভাবিক নিয়ম, এবং তদনুসারে কল্সুম্ নানঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহার বিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'সাধের' বিবরণ ও "সুপ্রসব মন্ত্রই" প্রধান। তদনন্তর সপ্তম পরিচ্ছেদে দম্পতীর পরস্পর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিধান আছে। তদাদৌ একমাত্র বিবাহের প্রশংসায় লিখিত আছে যে যে পাপিষ্ঠ দুই স্ত্রী বিবাহ করে সে অবশ্য দূষণীয় এবং চিরকাল মনস্তাপের ভাজন, যেহেতু উল্লিখিত সপ্ত গৃহমেধিনীর অভিশাপ অবশ্য তাহার উপর ফলিবেক। সেই অভিশাপে বর্ণিত আছে যে—

যে অভাগা একাধিক করয়ে বিবাহ।
বহে না তাহার মনে সুখের প্রবাহ ॥
দিবা নিশি মনে তার ভাবনা অপার।
জগতে তাহার পক্ষে সকলি আঁধার ॥
এক স্ত্রীর প্রেমাভাস অমৃত বিশেষ।
আনন্দের খনি সেই নহি তার শেষ ॥
তাহাকে ছাড়িয়া যেবা দুই দারা সনে।
বাঞ্ছয়ে ভুঞ্জিতে সুখ মহা ভ্রম মনে ॥
উভয়ে মিলিয়া তার দহয়ে জীবন।
সদা ক্লেশে সে মূর্খের জীয়ন্তে মরণ ॥
নিদ্রাহীন রাত্রি তার দিবসে যাতনা।
বরে সে দুঃখের মুখ, নহেত ললনা ॥

মির্জা আবু তালেব খাঁ এই অভিশাপের উল্লেখে কহিয়াছেন যে "দুই স্ত্রীর সহিত বাসাপেক্ষা দুই ব্যাঘ্রীর সহিত শয়ন করা সুসাধ্য;" এবং ইহা যে

পারস্যদিগের গূঢ়াভিপ্রায় বটে তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, যেহেতু কোরাণে চারি বিবাহের আদেশ সত্ত্বেও তাহাদিগের সাধারণ লোকে একাধিক বিবাহে অনুরক্ত নহে; কেবল ধনগর্ব্বে পরিপূরিত বর্ব্বরেরাই তাহার অন্যথা করে। অপর একাধিক বিবাহ না করিলেই সৎস্বামীর কর্ত্তব্য সিদ্ধ হয় না। একমাত্র স্ত্রীকে অঙ্গীকার করত তাহার অবাধ্য হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা ক্লেশ দেওয়া অপেক্ষা দুই স্ত্রী শ্রেয়। স্ত্রীর প্রতি নিয়ত অনুরাগ অবশ্য প্রয়োজনীয়। কামিনীরা অতি কোমল-প্রকৃতি, অতএব সাদরে ও সৎস্বভাবে অতীব কোমলতার সহিত পালনীয়া; তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও কর্কশতা সর্ব্বদা নিন্দনীয়।

এ বিষয়ে বর্ণনীয় গ্রন্থে অপর অনেক গুলি আদেশ আছে, এবং পরপর পরিচ্ছেদে অনেক কৌতুকাবহ প্রকরণ আছে, কিন্তু তৎসমুদায় বর্ণনার্থে অন্য অবকাশ অপেক্ষা করিতে হইল। এতৎ সন্দর্ভের নিয়মানুসারে এক বা দুই প্রস্তাবে সমস্ত পত্র পূর্ণ করা বিধেয় নহে।

বিজয়বল্লভ।

দ্যময় কাব্যকে আখ্যায়িকা বলে। হর্ষ উৎপাদন করিয়া সদ্গুণ-সমূহের প্রশংসা করাই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কিরূপ বিষময়ফল ভোগ করিতে হয়, এবং পুণ্য কর্ম্মের আচরণ করিলেই বা পরিণামে কিরূপ সুখভাগী ও সকলের আদরভাজন হওয়া যায়, পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া সম্যগ্রূপে সেই বিষয় প্রদর্শন করাই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত অনেক গুলি উপাদানের আবশ্যক। গল্পটী অতিশয় মনোহর হওয়া উচিত। নায়কের কার্য্য সমুদয় বলিবার সময় এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করা উচিত, যেন নায়কের সহিত পাঠকের ভেদ জ্ঞান না থাকে। যে সকল ব্যক্তি গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত হইবে, তাহাদের স্বভাবের কিরূপ বৈলক্ষণ্য তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ইত্যাকার বহুবিধ উপাদান সামগ্রীদ্বারা আখ্যায়িকা গ্রথিত না হইলে, আখ্যায়িকা নীরস হয়, সুতরাং কাহারও হৃদয়-গ্রাহিণী হয় না।

সদাখ্যায়িকা নামে প্রসিদ্ধ হইতে পারে, বাঙ্গালাতে এখন এরূপ একখানিও গ্রন্থ নাই। আখ্যায়িকা নাম দিয়া কএক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই আখ্যায়িকা-নামের যোগ্য নহে। প্রায় কোন গ্রন্থকারই সম্যগ্রূপে প্রকৃতিকে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। কাহারই ভাবনাশক্তি তেজস্বিনী নহে। অনেকে ভাষার বৈচিত্র্য-সাধনে প্রয়াস পাইয়াছেন—প্রায় কেহই প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। অতি অল্পের গ্রন্থে কোন কিছু নূতন সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়—সকলেই অন্য পাদপ্রহত মার্গের অনুসরণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি এক খানি সদাখ্যায়িকা প্রচারিত হইয়াছে; তাহার নাম "বিজয়বল্লভ।" শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ ঘোষ ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকর্ত্তা যে বিষয় উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন প্রথমে তাহার নির্ণয় করা যাউক।

মগধ-দেশে বীরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শান্তশীল, কন্যার নাম চম্পকলতা। শান্তশীল ধীরপ্রকৃতি, এবং চম্পকলতা অতিশয় রূপবতী ছিলেন। চম্পকলতার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। মগধরাজ্যে ধনপতি নামে এক রত্নবণিক্ বাস করিতেন। বিজয়বল্লভ তাঁহার পোষ্যপুত্র। বিজয়বল্লভের পিতামাতার

নাম-ধাম কেহই জানিত না। বিজয়বল্লভ যেমনি রূপবান্ তেমনি বীর্য্যশালী ছিলেন। রাজা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি শৌর্য্য ও বীর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তশীলের সহিত তাঁহার বয়স্যভাব সংস্থাপন করিয়া দেন। রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা বিজয়বল্লভের বিনয়ে বশীভূত হইয়াছিল। এক দিন প্রদোষ-সময়ে বিজয়বল্লভ রাজবাটীর চতুঃপার্শ্ব পরিক্রম করিতে২ অন্তঃপুর সংলগ্ন এক মনোহর উদ্যানের শোভা অবলোকন করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক সারিকা উদ্যানহইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইল। সারিকার দক্ষিণপদে এক সুবর্ণ শৃঙ্খল অবলোকনে তাহাকে রাজবাটীর পালিত বিবেচনা করিয়া তিনি উহাকে ধরিলেন, এবং বহির্দ্বার দিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদ্যানমধ্যে দেখিতে পাইলেন রাজকন্যা সখীগণ সমভিব্যাহারে সারিকার অন্বেষণ করিতেছেন। বিজয়বল্লভ আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সহচরীর হস্তে সারিকা-প্রদান করিয়া প্রীতিবিস্ফারিতনয়নে চম্পকলতাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র পিঞ্জর মুক্ত হইয়া হুঙ্কার-করণ-পূর্ব্বক রাজকন্যাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাজকন্যা পলায়নে অসমর্থা—অচেতন হইয়া পতিতা হইলেন। বিজয়বল্লভ এক বিশাল তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা ব্যাঘ্রের মস্তক ছেদন করিয়া চম্পকলতাকে সচেতন করিলেম, এবং রাজকন্যা রক্ষার্থে প্রত্যাগতা সখীদিগের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এই ব্যাপারের পর বিজয়বল্লভ রাজার প্রিয়পাত্র, এবং রাজকন্যার অনুরাগভাজন হয়েন।

রাজা বীরসিংহের সোমদত্ত নামে এক জন সভাসদ্ ছিল। এই ব্যক্তির মন অতিশয় কুটিল। সে কাহারও মঙ্গল দেখিতে পারিত না। সে বিজয়বল্লভের কিসে সর্ব্বনাশ হয়, এই চেষ্টা করিতে লাগিল। 'বিজয়বল্লভ অযোধ্যা নগরস্থ এক চণ্ডালের পুত্র,' ইহা রাজ্যমধ্যে সোমদত্ত রটনা করিয়া দিল। সোমদত্তের কূটমন্ত্রণার পরবশ হইয়া রাজার পুরোহিত কপিঞ্জল তাঁহাকে এই বলিয়া ভয় দেখায়, 'যদি বিজয়বল্লভকে নির্ব্বাসিত না কর,' তাহা হইলে রাজ্যের অশেষবিধ অমঙ্গল ঘটিবে। রাজা যে রাত্রিতে বিজয়বল্লভকে নির্ব্বাসিত করিবার সঙ্কল্প করেন, বিজয়বল্লভ সেই রাত্রিতেই এক বিকৃত স্বপ্ন দেখিয়া পিতা-মাতার অন্বেষণে বহির্গত হন। বিন্ধ্যাচলবাসী কতকগুলি নরহত্যাব্যবসায়ী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইয়া তিনি অযোধ্যা নগরে উপস্থিত হইয়া মিথ্যাপবাদে কারারুদ্ধ হন। কিছু দিন পরে রাজা বীরসিংহ অযোধ্যাধিপতির দূত-মুখে বিজয়বল্লভের কারাবাস শ্রবণ করিয়া, শান্তশীলকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। শান্তশীল এক বার পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদযোগ করিতেছেন ইতিমধ্যে বিজয়বল্লভ কারাগারহইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, এবং অযোধ্যা নগরের সেনাগণকে পরাভূত করিলেন। অতঃপর সোমদত্ত কৃতঘ্নতাপূর্ব্বক বিজয়বল্লভকে অযোধ্যারাজের নিকট ধরাইয়া দেয়। অযোধ্যারাজ জয়ধ্বজ বিজয়বল্লভকে শূলে দিতে আজ্ঞা করিলেন। বিজয়বল্লভকে শূলে আরোহণ করাইবার সমুদয় উদযোগ হইতেছে, এমত সময়ে রাজা শুনিলেন যে বিজয়বল্লভ তাঁহারি পুত্র। তিনি তৎক্ষণাৎ বিজয়বল্লভকে সম্মুখে ডাকাইলেন। রাজা পরে জানিতে পারিলেন যে সোমদত্ত পূর্ব্বে অযোধ্যায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে বিজয়বল্লভের বিমাতার পরামর্শে তাহাকে সর্পদষ্ট করায়। রাজপরিচারকেরা তাহাকে জলে ভাসাইয়া দেয়। বিশারদ নামে এক ধীবর তাহাকে প্রপ্ত হইয়া, মন্ত্রৌষধি বলে তাহা

কে প্রাণদান দেয়, এবং সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ধনপতিকে সেই শিশু প্রদান করে। জয়ধ্বজ এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং পুত্রের যথোচিত আদর করিলেন। পরিশেষে চম্পকলতার সহিত বিজয়বল্লভের বিবাহ হইল।

আমরা সতর্ক হইয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে। ইহার ভাষা অতীব সুন্দর; শব্দগুলি যেমনি কোমল, তেমনি মধুর। একটীও বিজাতীয় অসংস্কৃত কর্কশ শব্দ অবলোকন করিয়া আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় নাই। অপর ঐ শব্দগুলি অতি পরিপাটীর সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে; ফলে রচনা-বিষয়ে গ্রন্থকার সম্যক্ পটুতা প্রদর্শিত করিয়াছেন, এবং তন্নিমিত্ত তিনি অবশ্য প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি এরূপ উৎকৃষ্ট রচনা অতি অল্প প্রকাশিত হইতেছে, অতএব তাহা সকলের সমাদরণীয় হওয়ার সম্ভাবনা। পরন্তু এবিষয়ে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। গ্রন্থের আদ্যোপান্তে শব্দ-সাধুতা কোন২ স্থানে বিতৃষ্ণার কারণ হইয়াছে। প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত একপ্রকার স্বাদ জিহ্বার অবশ্য অসন্তোষকর। মগধরাজ বীরসিংহ ও মেছুনী বৈসারিণী এই দুই জনের মুখহইতেই অনর্গল সংস্কৃত প্রায় তদ্বৎ। সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপকেরা বলিয়া থাকেন, অরুণোদয়-সময়ে যে রূপ রাগরাগিণী ব্যবহার করিতে হয়, বেলা দুই প্রহরের সময়ে, অথবা নিশীথ-সময়ে সে রূপ রাগ-রাগিণী ব্যবহার করিলে শ্রোতার সন্তুষ্টি জন্মে না, কেবল গায়ক হাস্যাস্পদ হয়। এক্ষণে যাঁহারা বাঙ্গালাতে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের অনেকেই এই বাক্য স্মরণ করেন না। তাঁহারা কেবল 'মাধুর্য্য' ও 'লালিত্য' ভাল বাসেন; ওজস্বিতার প্রতি তাঁহাদের কিরূপ অনুরাগ, সকলের কাছে তাঁহারা তাহা ব্যক্ত করিতে চাহেন না। যুদ্ধের সময়েও তাঁহারা যেরূপ শব্দ ব্যবহার করেন, প্রণয়বিজৃম্ভণ-সময়েও তাঁহারা সেই সকল শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বাক্যে আমাদিগের অভিপ্রায় কি নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করিলেই পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিজয়বল্লভ সৈন্যগণকে শ্রেণিবদ্ধ ও একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রোৎসাহিত করিতেছেন—

"হে সমরানুরক্ত যোদ্ধৃগণ, তোমরা সকলেই অসামান্য-বলবীর্য্য-সম্পন্ন। তোমাদিগের দুর্জয়তা সর্ব্বকালে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ আছে। সঙ্গ্রাম-কৌশলানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তোমাদিগের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে সমরবিজয়ী হইতে পারে। অতএব এক্ষণে তোমরা স্বীয় স্বতঃসিদ্ধ পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া সমরে অগ্রসর হও। একবার পরাভূত হইয়াছ বলিয়া ভগ্নোৎসাহ হইও না। এই বার সমর-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলবিক্রমে অনায়াসে জয়লাভ করিতে পারিবে।"

এই বিষয়ে কোন সংস্কৃত পণ্ডিত যথার্থ কহিয়াছেন—"ক্ষণে ক্ষণে যন্ নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।" যখন যে সময় তখন সেই রূপ শব্দপ্রয়োগ করিলেই ভাষা রমণীয় হয়।

আমরা ভাষার অলঙ্কৃতি-সাধন-বিষয়ে আর একটী কথার উল্লেখ করিব। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিরাও উৎকট উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করিলেও যখন পাঠকেরা বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লন, তখন তদ্বিষয়ে অন্যের পক্ষে কি প্রকার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য তাহা অনায়াসেই বোঝা যাইতে পারে। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে বোধ হয় গ্রন্থকার এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই।

"দিবাকর পাছে স্বকীয় কান্তার শোভাবলোকন করিবার মানসে পুনরাগত হন, এই ভয়েই

বুঝি সন্ধ্যাকালের অন্ধকার তাঁহার (চম্পকলতার) মুখারবিন্দ তিমিরাবৃত করিয়া রাখিল, অথবা যেন দিনমণির বিরহেই তাঁহার মুখপদ্ম নিমীলিত হইয়া রহিল।”

অপর চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে সকলেরই অসুখ জন্মে। সংস্কৃত কবিদের অনুগ্রহে বিরহ-সময়ে “কন্দর্পের কুসুমশর”, “সুস্নিগ্ধ মলয়বাত”, “ঋতুরাজ বসন্ত” এবং ‘কোকিলের কুহূরব’ আমাদিগকে এত বার যাতনা দিয়াছে যে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করিলে আমাদের আর কষ্ট বোধ হয় না।

“হা ধিক্ অদৃষ্ট! এই অবনী-মণ্ডলে সকলেই কি এক্ষণে এই অভাগিনীর প্রতি প্রতিকূল হইয়া উঠিল। এই বিকসিত কুসুমগণ চতুর্দ্দিকে ব্যঙ্গোক্তিচ্ছলে যেন আমারি প্রতি হাস্য করিতেছে! সুস্নিগ্ধ মলয় পবনের সঞ্চারে দগ্ধহৃদয় সুশীতল হইবে বলিয়া আমি এখানে আগমন করিলাম, কিন্তু কে জানে সেই পবন আমার পক্ষে দহন হইয়া উঠিবে।

“হে ঋতুরাজ! এই কি তোমার রাজধর্ম্ম যে অকৃত অপরাধে আমাকে যাতনা দিতে উপস্থিত হইয়াছ? হে কন্দর্প তুমিও কি বিরহবিধুরা অবলা ভিন্ন কুসুমবাণ সন্ধান করিবার অন্য স্থান পাইলে না? হে মলয়পবন! তুমি জগৎপ্রাণ নাম ধারণ করিয়া কেন অকারণে আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ।”

বিজয়বল্লভের গল্পটী বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে মনোরঞ্জক হইয়াছে মানিতে হইবে; এবং তাহার গ্রন্থনে গ্রন্থকর্ত্তা প্রশংসাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পরন্তু নিরপেক্ষতানুরোধে বলিতে হইল যে তিনি গল্প-রচনার কএক নিয়ম-প্রতি সম্যক্ মনোনিবেশ না করায় রসের ঈষৎ হানি হইয়াছে।

বিজয়বল্লভ কে? তাহা গ্রন্থকর্ত্তা দশ কি বার বার বর্ণিত করিয়াছেন, এবং ঐ পুনরুক্তিদ্বারা গল্পের স্থানে২ মনোহারিতার ব্যাঘাত হইয়াছে। গল্প মনোরম করিতে হইলে যাহাতে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি না হয় সর্ব্বতোভাবে ঐ রূপ চেষ্টা করা আবশ্যক। কৌতূহল সংবর্দ্ধিত করিতে না পারিলে, ভাবনাশক্তি যত কেন তেজস্বিনী হউক না, শব্দ বিন্যাস যেমন কেন মধুর হউক না, আখ্যায়িকা পাঠকের মনোহরণ করিতে অসমর্থ হয়। পরে কি হইবে, তাহা যদি অগ্রেই পাঠক বুঝিতে পারেন তাহা হইলে আগ্রহ হইয়া আদ্যোপান্ত তাহা শ্রবণ করা দূরে থাকুক, গল্পের মধ্যস্থলেই নিদ্রাকর্ষণ হয়। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, বিজয়বল্লভের প্রথম পরিচ্ছেদের আবশ্যকতা কি? যদি গ্রন্থকর্ত্তা এই পরিচ্ছেদটী ত্যাগ করেন, এবং বিজয়বল্লভ কি রূপে ধীবরকর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল, কেবল প্রসঙ্গক্রমে তাহা বর্ণনা করিয়া তদ্বিষয়ক পুনরুক্তিসকল একেবারে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে বর্ণিত দোষের পরিহার হয়।

গ্রন্থকর্ত্তা বিজ্ঞাপনমধ্যে বলিয়াছেন, ইউরোপীয় লোকদিগের কার্য্যসকল যেরূপ অদ্ভুত ও চমৎকারজনক, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং এতদ্দেশীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী আদর্শের ন্যায় প্রবন্ধ রচনা করা সুকঠিন। আমরা সর্ব্বপ্রকারে এই মতের অনুমোদন করিতে পারি। তত্রাপি বলিতে হইবে যে সকল দেশে ও সকল কালেই মনুষ্যের মন একরূপ। সকলের জীবনবৃত্তান্তই এক এক অদ্ভুত কাহিনী। রাজপথহইতে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আন, এবং একাগ্রমনে আদ্যোপান্ত তাহার জীবন চরিত শ্রবণ কর। ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, শুনিতে শুনিতে তোমার কৌতুক বৃদ্ধি হইবে, হৃদয় প্রীতিবিস্ফারিত হইবে, শোকার্দ্র হইবে, ভয়বিহ্বল হইবে, ক্রোধোদ্দীপ্ত

হইবে। ফলে চিত্রকরের গুণেই বটবৃক্ষ সুন্দর অথবা কদাকার দেখায়। মহাকবির হস্তে পতিত হইয়া রামগিরিস্থিত এক খানা যৎসামান্য মেঘও দৌত্য কার্য্য স্বীকার করে।

পরিশেষে আমরা গ্রন্থকারের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পক্ষপাত-শূন্য হইয়া আমরা তাঁহার কএকটী দোষের উল্লেখ করিয়াছি। হীরকখণ্ডকে শাণদ্বারা মার্জ্জিত করিলে, তাহার উজ্জ্বলতা কখন বিনষ্ট হয় না, বরং অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়া উঠে। সেই জ্ঞানে তাঁহার গ্রন্থ খানি উত্তম পদার্থ জানিয়াই তাহার কয়েকটী মলাকণার প্রতি ঈক্ষণ করিলাম। অপর স্বচ্ছ হীরক-মধ্যে কণামাত্রমলার অনায়াসে বিভাস হয়, কর্দ্দমে তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য, যে স্থলে "এক রাজার দুই রাণী, তাহার সো রাণীকে রাজা ভাল বাসিতেন, দোকে দেখিতে পারিতেন না", ইত্যাকার গল্পই প্রসিদ্ধ, সে স্থলে বিজয়বল্লভের দোষোল্লেখ কর্ত্তব্য নহে যেহেতু বাঙ্গালি প্রচলিত আখ্যায়িকা-মধ্যে তাহা এক খানি প্রধান বলিয়া গণ্য হইবে; পরন্তু প্রদত্ত দৃষ্টান্তের প্রভায় ব্যক্ত হইবে, যে যে দোষসকল প্রচলিত গ্রন্থে কোনমতে লক্ষ্য হয় না বিজয়বল্লভের স্বচ্ছতায় তাহার অত্যল্প মাত্রও বিস্ফারিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার সুচারু লেখক; তাঁহার "জ্যোতিশ্চক্র" আমরা অতি উত্তম বলিয়া বর্ণিত করিয়াছি, এবং এই ক্ষণে তাঁহার রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে ভরসা হইতেছে যে তাঁহার সুমধুর-লেখনী-নিঃসৃত অন্য উপাদেয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। এই আশয়ে আমরা তাঁহাকে উল্লিখিত কএক বিষয় গোচর করিলাম। পরন্তু পাঠকবৃন্দকে আমরা অকপটে কহিতে পারি যে বিজয়বল্লভ তাহাদিগের মনোবল্লভের অনুপযুক্ত গ্রন্থ নহে।

মস্তিষ্ক।

মন কি? এ প্রশ্ন শীঘ্র কাহার মনে উদিত হয় না, অথচ তাহার সদৃশ অন্তরঙ্গ আর নাই। জীবের সকল কর্ম্মেই মন প্রধান। বালক ক্রীড়া করিবেক তাহার প্রধান কারণ তাহার মনে ক্রীড়ার ইচ্ছা; যুবক আনন্দ সম্ভোগ করিবেক তাহার উত্তেজক মন; এবং মন ভিন্ন বৃদ্ধের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কদাপি ঘটে না। আমাদিগের এই লেখা মন ভিন্ন হইত না, এবং এই পাঁচ ছত্র লিখিতে পুনঃ পুনঃ মন শব্দ আমরা এ প্রকারে ব্যবহৃত করিয়াছি যাহাতে বোধ হইবেক যেন মন কি তাহা আমরা সকলেই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি; অথচ তাহা কীদৃশ পদার্থ তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। ফলে মন প্রাণ আত্মা এই তিন পদার্থের প্রকৃত নির্দ্দেশ অদ্যাপি হয় নাই। পদে একটা কণ্টক ফুটিলে অথবা হস্তে অগ্নি স্পৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ বেদনার অনুভব হয়; কিন্তু সেই হস্ত বা পদের বেদনা হস্ত বা পদদ্বারা অনুভূত না হইয়া হস্ত বা পদহইতে তাহার জ্ঞান দেহের অন্যত্র আনীত হইয়া তথায় ঐ বেদনা আমাদিগের গোচর হয়; হস্ত পদ স্বয়ং কদাপি তাহার অনুভব করে না। এই বেদনা-জ্ঞান দেহের যে যন্ত্রে অনুভূত হয় তাহাই মনের আধার বা চেতনাযন্ত্র, এবং যে ক্ষমতাদ্বারা আমরা সেই জ্ঞানের অনুভব করি তাহাই মন; কেবল এই প্রকার লক্ষণাদ্বারা মনের নির্দ্দেশ করা যায়। পরন্তু মনের আধার কি তাহা শারীরবিধান বেত্তারা অতি উত্তমরূপে নির্ণীত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে দেহের স্থানে স্থানে একপ্রকার ছানার সদৃশ শুক্ল পদার্থের গ্রন্থি আছে; সেই গ্রন্থিহইতে নির্গত

হইয়া কতকগুলি শুক্ল সূত্র দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপন করে। শারীরস্থানবেত্তারা এই সূত্রগুলিকে 'শিরা' শব্দে অভিধান করেন, এবং গ্রন্থিগুলি 'শিরা-গ্রন্থি'। কীট-পতঙ্গাদি জীবের দেহে এই গ্রন্থিগুলি শরীরের উভয়পার্শ্বে দুই শ্রেণীতে সংস্থাপিত থাকে, এবং তাহার আদর্শ নিম্নস্থ চিত্রে দৃষ্ট হইবে। ঐ চিত্রে একটী বৃশ্চিকের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে।
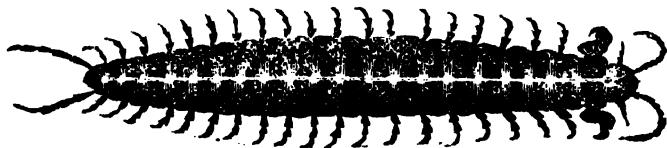
প্রস্তাবিত শিরা অতি কোমল এবং ইহাতে যে কোন পদার্থের স্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার জ্ঞান ঐ শিরাগ্রন্থিতে আনীত হইয়া দেহে ঐ স্পৃষ্ট দ্রব্যের জ্ঞান উদিত হয়, সুতরাং এই শিরাগুলি চেতনা-সঙ্গ্রাহক, এবং ঐ গ্রন্থিগুলি মনের আধার। এতৎ বাক্যের সপ্রমাণার্থে শারীর-বিধানবেত্তারা কোন কোন শিরার মধ্য ভাগ কাটিয়া দেখিয়াছেন যে সে আর চেতনা লইয়া শিরাগ্রন্থির গোচর করিতে পারে না। ফলে এই শিরা-গুলি তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রস্বরূপ, ঐ যন্ত্রদ্বারা যেমত তারে খবর যায়; দেহে শিরাদ্বারাও সেই রূপ খবর যায়; এবং তার কাটিলে যেমন আর খবর যাইতে পারে না, শিরা কাটিলেও সেই রূপ দেহপ্রান্তহইতে দেহমধ্যে খবর যাইতে পারে না।

এই শিরা ও শিরা-গ্রন্থির বিভিন্ন ধর্ম্ম নির্ণয়ের পূর্ব্বে তাহাদের পদার্থের বিবরণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শিরা ও শিরাগ্রন্থি সকল ছানার সদৃশ একপ্রকার শুক্লপদার্থে নির্ম্মিত। ঐ পদার্থের এক শত ভাগের ৭ ভাগ অণ্ডের শুক্লাংশ সদৃশ শ্লেষ্মা, ৫ ভাগ মেদ, ৮০ ভাগ জল, এবং অবশিষ্ট ভাগ কএক প্রকার লবণ এবং ফস্ফরস নামক দ্রব্য। এই পদার্থগুলি বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া দুই প্রকার শিরা-পদার্থ প্রস্তুত করে, তাহার একের বর্ণ পাংশুল এবং দ্বিতীয়ের বর্ণ শুক্ল। শিরা ও শিরাগ্রন্থি সকল এই উভয় পদার্থ মিলিয়া প্রস্তুত হয়; এবং তাহার প্রত্যেকে বিভিন্ন অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়। শিরা ও শিরাগ্রন্থি মাত্রে এই দুই প্রকার পদার্থে নির্ম্মিত; কুত্রাপি তাহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। পরন্তু জীবভেদে প্রস্তাবিত গ্রন্থিগুলির অবয়বের তথা তাহার শুক্ল ও পাংশুল পদার্থের পরিমাণের সম্যক্ ভেদ হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা হীন জীবদিগকে অপরিব্যক্তদেহ কহা যায়, যেহেতু তাহাদের অনেকের দেহ সামান্য নয়নে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের দেহস্থ শিরা-সৃষ্টির অবয়ব কীদৃশ তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য। তদপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ জীবদিগের নাম অংশুশিরালদেহ। তাহাদের দেহস্থ শিরাসকল মুখের চতুর্দ্দিগে একটি কুণ্ডলের ন্যায় বেষ্টন করে, এবং সেই কুণ্ডলাকার শিরাহইতে বহুলশাখা সূর্য্য কিরণের ন্যায় নির্গত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করে, এই প্রযুক্তই তাহাদের বিশেষ নামকরণ হইয়াছে। তাহাদের দেহে শিরাগ্রন্থি আছে কি না তাহা তাহাদের শরীরের ক্ষুদ্রত্ব প্রযুক্ত অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। তৃতীয় প্রকার জীবদিগের নাম ত্বগাধারদেহ; শম্বূকাদি জীব তাহার প্রধান। ঐ সকল জীবদিগের মুখসন্নিকটে তিন চারিটা শুক্ল গ্রন্থি থাকে, সেই গ্রন্থিহইতে শিরা সকল নিঃসৃত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করে। কোন শম্বূকের দেহের অন্যত্রও শিরাগ্রন্থি দৃষ্ট হইয়াছে। শম্বূকাদিহইতে উৎকৃষ্ট জীবদিগের নাম গ্রন্থ্যাধারদেহ; পিপীলিকা বৃশ্চিক পতঙ্গাদি জীবই তাহার প্রধান; এই সকলের দেহে প্রচুর সঙ্খ্যায় শিরাগ্রন্থি দৃষ্ট হয়। এবং

সেই শিরাগুন্থিসকল দেহের মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে দুই শ্রেণীতে সংস্থাপিত থাকে। ২৮ পৃষ্ঠায় যে বৃশ্চিকের প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ঐ শিরাগুন্থিসকলের সংস্থিতির বিশেষ জ্ঞান উপলব্ধ হইতে পারিবেক। অপরাপর গ্রন্থ্যাধারদেহ জীবদিগের দেহস্থ শিরাগুন্থিসকলও ঐ রূপ। বর্ণিত শিরাগুন্থিগুলি জীবদেহ যত বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হইতে থাকে ততই স্থূল ও বহুসঙ্খ্যক হয়; এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্থ্যাধারদেহ জীবদিগের দেহে একত্র হইয়া পৃষ্ঠের অস্থির মধ্যস্থ এক দীর্ঘ ছিদ্রে স্থূল রজ্জুর ন্যায় বিস্তৃত হয়। ঐ ছিদ্রের ঊর্দ্ধভাগ মস্তকের কুহরহইতে ক্রমাগত, এবং প্রাগুক্ত শিরারজ্জু ঐ ছিদ্রদ্বারা মস্তককুহরে আসিয়া স্ফীত হওত মস্তিষ্ক সম্পাদন করে। ফলে মস্তিষ্ক কএকটা শিরা-গুন্থির সমষ্টি। পরন্তু অপর সকল শিরাগুন্থিহইতে তাহা অতি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত নির্ম্মিত। অস্থিবিশিষ্ট জীব মাত্রেরই দেহে মস্তিষ্কনামক এই শিরাগুন্থি আছে। আশু দেখিলে বোধ হয় যে প্রাগুক্ত শিরারজ্জু মস্তিষ্কের পুচ্ছ-স্বরূপ, এবং তন্নিমিত্ত প্রাচীন ইংরাজী শারীরস্থান-নির্ণায়ক পণ্ডিতেরা তাহার নাম "মেডুলা অব্‌লঙ্গাটা" অর্থাৎ দীর্ঘীভূত মজ্জা রাখেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নির্ণীত হয় যে ঐ রজ্জু মস্তিষ্কের উপাঙ্গ না হইয়া মস্তিষ্কই তাহার উপাঙ্গ, যেহেতু অনেক জীবের মস্তিষ্ক নাই, তাহাদিগের দেহের সকল কার্য্য ঐ শিরারজ্জুদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। ঐ রজ্জু হইতে বহুসঙ্খ্যক শিরা নির্গত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপন করে, এবং সেই শিরার ক্ষমতায় জীবসকল চেতন ও স্পন্দন-শক্তি প্রাপ্ত হয়; অতএব ঐ রজ্জুকে আমরা পৃষ্ঠশিরামাতৃক নামে নির্দ্দিষ্ট করিলাম। পার্শ্বস্থ চিত্রে তাহা ৪ চিহ্নে দৃষ্টি হইবে।

মনুষ্যের মস্তিষ্কের অবয়বও ঐ চিত্রে দর্শিত হইল। তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হইবে যে মস্তিষ্ক দুই বিভিন্ন পিণ্ডে বিভক্ত। তাহার এক পিণ্ড বৃহৎ; তাহা মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ পুরোভাগ এবং মধ্যভাগ পূর্ণ করে, অপর পিণ্ড ক্ষুদ্র, তাহা মস্তক-পশ্চাতে স্থিত। এই উভয় পিণ্ড ১ এবং ৩ চিহ্নে লক্ষিত হইয়াছে। তাহাদিগের প্রভেদ-করণার্থে তাহাদিগকে "বৃহন্মস্তিষ্ক" ও "ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক" এই অভিধানে বর্ণন করা যায়। ইহারা উভয়েই শুক্ল ও পাংশল এই দুই রূপ শিরাপদার্থে নির্ম্মিত; কিন্তু বৃহন্মস্তিষ্কে পাংশল পদার্থ শুক্ল পদার্থের কেবল আবরণস্বরূপে থাকে, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তাহা মস্তিষ্ক-পিণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং তাহার বিস্তারে ঐ মস্তিষ্ক মধ্যে তরুশাখার ন্যায় দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত চিত্রে ৩ চিহ্নে তাহার অনুভব হইবে। অপর বর্ণিত মস্তিষ্কপিণ্ডদ্বয়ের প্রত্যেকে বাম ও দক্ষিণ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে বৃহন্মস্তিষ্কের দুই খণ্ড ক্ষুদ্র মস্তিষ্কহইতে বিশেষ পৃথক্, এবং তাহাদের মিলন স্থান ২ চিহ্নে দেখা যায়।

বর্ণিত পিণ্ডদ্বয়ের কোন্ স্থানে কি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় এই নিরূপণার্থে শারীরবিধান শাস্ত্রজ্ঞেরা অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং তাহাদের অন-

সন্ধানে স্থির হইয়াছে যে মনন ধ্যান স্মরণ কল্পনা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিসকল বৃহন্মস্তিষ্কে নিষ্পন্ন হয়, এবং জীবনধারণের ও বংশ-রক্ষার সাপেক্ষ চেতনা শ্বাস প্রভৃতি কার্য্যসকল ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কে সমাহিত হয়। কেহ২ কহেন যে বৃহন্মস্তিষ্কের পাংশল পদার্থই মানসিক বৃত্তির মূলস্থান; কিন্তু তাঁহাদিগের মত অদ্যাপি সপ্রমাণিত হয় নাই। বৃহন্মস্তিষ্ক মানসিক বৃত্তির আধার স্বীকার করিলে ইহা অবশ্য মানিতে হইবে যে সেই মস্তিষ্ক যত বৃহৎ ও সর্ব্বাবয়বপূর্ণ হইবে তত মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি—ও তাহার হ্রাসে মানসিক ক্ষমতার হ্রাস হইবে; ফলতঃ তাহাই বটে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মস্তিষ্কের পরিমাণানুসারে জীবের মানসিক বৃত্তির ইতরবিশেষ হয়। শরীরের সহিত তুলনা করিলে মনুষ্যের মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং মানসিক শক্তি মনুষ্যের যাদৃশ আছে তাদৃশ আর কাহার নাই। মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ গড়ে ১ সের ।।৵ ছটাক। স্ত্রীদিগের মস্তিষ্ক পুরুষ অপেক্ষা ৵১০ ছটাক লঘু। মস্তিষ্কের উভয় পিণ্ডের পরস্পর পরিমাণানুসন্ধানে স্থির হইয়াছে যে বৃহন্মস্তিষ্কের পরিমাণ গড়ে ১ সের ।৵১৫ ছটাক; ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পরিমাণ ৵ ছটাক ১৫ কাচ্চা। ব্যক্তিভেদে এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অন্যথা হয়; কিন্তু যে স্থলে বৃহন্মস্তিষ্কের অত্যন্ত লাঘব দেখা যায় তথায় বুদ্ধির অভাব অবশ্যই ঘটে, সুতরাং বিশ্বাস আছে যে বৃহন্মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক হইলে মানসিক বৃত্তির প্রবলতা হয়। এই প্রযুক্তই প্রবাদ হইয়াছে যে পণ্ডিতদিগের মস্তক বৃহৎ। এবিষয়ে এক প্রসিদ্ধ আখ্যান আছে তাহার উল্লেখে, বোধ হয়, অনেকে প্রস্তাবিত বিষয়ের যাথার্থ্য অনুভূত করিতে পারিবেন। কথিত আছে যে এক জন নাবিক দৈব এক জাহাজের মাস্তুলহইতে পড়িয়া অচেতন হয়, এবং তদবস্থায় জিব্রালটর নগরের চিকিৎসালয়ে আনীত হইয়া তথায় কএক মাস থাকে। তৎকালে সে দিবারাত্রি মৃতপ্রায় থাকিত; কেবল শ্বাস ও নাড়ীর গতিদ্বারা সে জীবিত আছে অনুভূত হইত। ক্ষুধার সময় সে মুখ ও জিহ্বা ঈষৎ নাড়িত। তাহাতেই তাহার কিঞ্চিৎ চেতনাবশেষ আছে বোধ হইত; কিন্তু চেতনা ও জ্ঞানের আর কোন চিহ্ন ছিল না। বৎসরাবশেষে এই ব্যক্তিকে জিব্রাল্টর নগরহইতে ডেপ্‌টফোর্ড নগরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় মেং ডেবী নামক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক তাহাকে দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য বোধে তাহাকে লণ্ডন-নগরে আনয়ন করেন, এবং তথায় অপর দুই তিন জন বিখ্যাত চিকিৎসকের সহিত পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে তাহার মস্তকের এক স্থানের অস্থি ভাঙ্গিয়া বৃহন্মস্তিষ্ক চাপিয়া ধরিয়া আছে, অতএব ঐ স্থান কাটিয়া সেই চাপা অস্থিটুকু উচ্চ করিয়া দিলেন; তাহাতে ঐ ব্যক্তি চারি ঘণ্টাকালমধ্যে সচেতন হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল, এবং কিয়ৎকাল পরে আপন পূর্ব্ব বিবরণ সকল বর্ণন করিল। এই আখ্যানে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে মানসিক বৃত্তি-সমুদায় বৃহন্মস্তিষ্কে অবস্থিতি করে; তাহার চাপনে সুতরাং ঐ সকল বৃত্তি নিস্তব্ধ হয়। জ্বর-বিকার-সময়ে মস্তকমধ্যে অধিক শোণিত গিয়া প্রথমতঃ এই মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে, তাহাতেই আলোক ও শব্দ প্রথমত অসহ্য হয়; এবং তৎপরে ঐ শোণিতদ্বারা মস্তিষ্ক অত্যন্ত চাপিত হইলে আর তাহার চেতনা থাকে না, সুতরাং তখন দেহ অচেতন হইয়া পড়ে। এইহেতুকই অকস্মাৎ মস্তক মধ্যে অধিক রক্ত গেলে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা হয়। অধিককাল রৌদ্রে থাকিলে যে "ঝোলা" লাগে তাহার এক মাত্র কারণ মস্তকে অধিক রক্তের গমন, এবং তাহার প্রতীকারার্থে মস্তকে জল সেচন করিতে হয়; যেহেতু ঐ জলের

শৈত্যে মস্তকহইতে রক্ত অপসৃত হয়। এই বৃহন্মস্তিষ্কের অধোভাগহইতে অনেক গুলি শিরা নির্গত হইয়া মস্তকে ও শরীরকাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়। তন্মধ্যে দুইটি শিরা নয়নের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ঈক্ষণ-শক্তি প্রদান করে; অপর দুইটি শিরা কর্ণ মধ্যে গিয়া কর্ণের শ্রবণ-শক্তি প্রদান করে; অপর দুইটি নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি এবং অপর দুইটি জিহ্বায় আস্বাদন-শক্তি প্রদান করে। তাহাদিগের কোন একটি শিরাকে কাটিলে তৎক্ষণাৎ সেই শিরার নিষ্পাদ্য কর্ম্ম আর নিষ্পন্ন হয় না। এইহেতু কোন জীবের জিহ্বার শিরা কাটিয়া দিলে সে জীব খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণে একান্ত অশক্ত হয়। অপর, যে স্থলে একটি শিরা কাটিলে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ম্ম আর নিষ্পন্ন হয় না, সেস্থলে অনায়াসে অনুভূত হইতে পারিবে যে যে মস্তিষ্কহইতে উক্ত শিরা সকল নির্গত হয় তাহা বিকল হইলে বা তাহাকে চাপিয়া ধরিলে ঐ সকল শিরার নিষ্পাদ্য সমস্ত কর্ম্ম আর নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং যে মনুষ্যের বৃহন্মস্তিষ্ক চাপিয়া পড়িয়াছে তাহার দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। শারীরিকবৃত্তিসকল এই মস্তিষ্কের অধীন নহে, সুতরাং ইহার চাপনে তাহার হানি হয় না; এই হেতু বর্ণিত আখ্যানে নাবিকের সমস্ত মানসিক বৃত্তি স্তব্ধ হইয়া থাকিলেও তাহার শ্বাস, নাড়ীর গতি, ক্ষুধা, পাককার্য্য, পুরীষ মূত্র-ত্যাগাদি শারীরিক বৃত্তিসকল ত্রয়োদশ মাস ক্রমাগত অবিবাদে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৃত্তিভেদ-জ্ঞাপনার্থে বৃহন্মস্তিষ্ককে মানসিক-মস্তিষ্ক এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে শারীরিক-মস্তিষ্ক বলিলে বলা যায়।

অপর মস্তিষ্কের যেরূপ পিণ্ডভেদে শারীরিক মানসিক বৃত্তিভেদ হয়, মস্তিষ্কের অঙ্গীভূত পৃষ্ঠশিরামাতৃকের সেই রূপ ভেদ আছে। ঐ শিরামাতৃক চারি গোচ স্থূল শিরায় নির্ম্মিত; তাহার পুরোভাগের দুই গোচ স্থূল, এবং বৃহন্মস্তিষ্কের প্রতিরূপ, এবং পশ্চাৎ ভাগের দুই গোচ সূক্ষ্ম, এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের প্রতিরূপ। ইহাদিগের ধর্ম্ম মস্তিষ্কের ধর্ম্মের সদৃশ।

বিলাতী ঠক্।

পা ঠকমণ্ডলী অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে এতদ্দেশে ঠক্‌নামক দস্যুরা অনেকে একত্রে দূরদেশীয় পথিকদিগের সঙ্গ লইয়া প্রথমতঃ আত্মীয়তা করে, পরে এক দুই বা তিন দিবস কাল একত্রে ভ্রমণ করত অবকাশমতে বিজন গহনবনে বা দুষ্পার-ক্ষেত্র-মধ্যে পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগের গলদেশে গামছা দিয়া ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত পথিকদলকে বধ করিয়া তাহাদিগের সম্পত্তি অপহরণ করে। এইরূপ ঠক্‌বৃত্তি পূর্ব্বে কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল, অন্যত্র ইহার কোন সংবাদ শ্রুত হওয়া যায় নাই; কিন্তু সম্প্রতি লণ্ডন নগরে এই প্রকার ঠক্‌দিগের অত্যাচার অতি প্রবল হইয়াছে। ঐ ঠকেরা এতদ্দেশীয় ঠক্‌হইতে স্বতন্ত্র,; কিন্তু তাহাদিগের দস্যুবৃত্তির প্রণালী প্রায় তুল্য। তাহারা বহুসংখ্যক দলে আবদ্ধ হইয়া দূরদেশীয় পথিকের প্রত্যাশা করে না, পরন্তু রাত্রিতে নগরমধ্যেই আপন২ দুর্বৃত্তি সাধন করে। তাহারা তিন ব্যক্তি মিলিয়া এক২ দল সম্পন্ন করে; এবং রাজপথ-প্রান্তে স্থানে২ অবস্থিতি করিয়া পথিকের অনুসন্ধান করিতে থাকে। দৈবাৎ সম্পত্তিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিলেই এক জন তাহার ২০-৩০ হস্ত ভূমি অগ্রে গমন করে; অপর এক জন তাহার ১০—১৫ হস্ত পশ্চাতে আ-

হঁসে, এবং তৃতীয় ব্যক্তি শতহস্ত পশ্চাতে থাকে। এই অবস্থায় গমন করিতে২ যখন রাজপথের এমত স্থানে উপস্থিত হয়, যথায় অন্য কোন পথিক নাই, এবং অগ্রস্থ ও পশ্চাৎস্থ ঠকেরা সঙ্কেত-দ্বারা কহে যে অগ্রে বা পশ্চাতে কেহ আসিতেছে না, তখন মধ্যস্থ ব্যক্তি ত্বরিতপদে পথিকের নিকটস্থ হইয়া হঠাৎ তাহার কপালে ঈষৎ আঘাত করে। তাহাতে স্বভাবতঃ ঐ ব্যক্তি শিরঃউত্তোলন করিলেই ঐ ঠক্ তাহার বাম হস্ত পথিকের গলদেশে এ প্রকারে দেয় যাহাতে তাহার বাহু ঠিক টুঁটীর উপরে স্থিত হয়, এবং সেই অবকাশে ঠক্ আপন বক্ষোদেশ পথিকের পৃষ্ঠে দিয়া তাহার কণ্ঠ দাবন করে, ও তৎসময়ে পাছে সে হস্তদ্বারা মুক্ত হইবার চেষ্টা পায়, এই আশঙ্কায় সে আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা পথিকের বাম হস্ত ধারণ করে। এই অবস্থায় পথিকের আর অব্যাহতি নাই; টুঁটীর ঊর্দ্ধভাগ দাবন করিলে তৎক্ষণাৎ স্বর বদ্ধ হয়, এবং শরীর এমত অবসন্ন হইয়া যায় যে পথিক সুপ্ত বালকের ন্যায় ঠকের ক্রোড়ে অচেতন হইয়া পড়ে। তখন অগ্র ও পশ্চাৎবর্ত্তী ঠকেরা নিকটে আসিয়া পথিকের অঙ্গে যে কোন সম্পত্তি থাকে তাহা লইয়া তাহাকে পথপার্শ্বে ফেলিয়া পলায়ন করে। পথিক অর্দ্ধ ঘণ্টা বা ততোধিক কাল অচেতন থাকিয়া পরে চেতন প্রাপ্ত হয়। কেহ২ প্রথম ধৃত হওনাবস্থায় বল প্রকাশ করিলে ঠক্‌কর্ত্তৃক এ প্রকারে দাবিত হয় যে তাহাদিগের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সচেতন হইবার উপায় থাকে না। অপর অধিক বলপ্রকাশ করিলে পুরোদেশস্থ ঠক্ ত্বরে আসিয়া মস্তকে যষ্ট্যাঘাতদ্বারা একেবারে পথিকের জীবনাশা পরিত্যাগ করায়। অপটু ঠকেরা কেহ ২ অসাবধানে গল দাবিয়াই পথিককে বিনষ্ট করে; পরন্তু সচারাচরে পথিককে বিনষ্ট না করিয়া কেবল অচেতন করিয়া ফেলিয়া যায়। তাহাদিগের গলদাবনের কৌশল এমত সুসাধ্য যে তাহা প্রায় ব্যর্থ হয় না; অর্দ্ধ মিনিট কালমধ্যেই পথিক অচেতন হয়, ও সেই অচেতনাবস্থাহইতে শীঘ্র সচেতন হইতে পারে না, সুতরাং ঠকের পক্ষে একেবারে মারিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় না। অপর এই অচেতন অবস্থায় দৈবাৎ অন্য পথিক নিকটে আসিলে কোন আশঙ্কা নাই, যেহেতু ঠকেরা তাহাকে দেখিলে অনায়াসে কহে, "আমাদিগের এই আত্মীয়টী হঠাৎ মৃগী রোগে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহাঁকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়াছি।" ভারতবর্ষীয় ঠগের গামছা অপেক্ষা এই প্রকরণ অনেক অংশে সুসাধ্য; ইহাতে বহু ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজনীয় নহে; ইহার সাধনার্থে বিজন গহনকাননের আবশ্যক নাই; কিঞ্চিৎ অন্ধকার ও শতাধিক হস্ত স্থান নির্জন হইলেই হয়; ইহার প্রক্রিয়া অব্যর্থ-কদাপি বিফল হয় না; অধিকন্তু ইহাতে মনুষ্য বধের আবশ্যক নাই। এই প্রক্রিয়াকে বিলাতে 'গারোট' শব্দে কহে, এবং অধুনা ইহা এমত প্রবল হইয়াছে যে লণ্ডন নগরে মধ্যরাত্রিতে একাকী ভ্রমণ করা ভার, কারণ সর্ব্বদাই গারোটদ্বারা অনিষ্টের সম্ভাবনা। ইহার উপশমনার্থে শান্তি রক্ষকেরা নানাপ্রকার চেষ্টায়ও আপন কর্ত্তব্য সিদ্ধ করিতে পারিতেছে না। এতদ্দেশীয় দস্যুরা বিলাতি দস্যুর ন্যায় পটু ও সাহসী নহে; অতএব তাহারা যে এতদ্দেশে গারোট প্রক্রিয়া প্রচারিত করিবে এমত বোধ হয় না, এবং সেই ভরসায় এস্থলে তাহার বিবরণ লিখিত হইল। পরন্তু যদ্যপি কলিকাতার কোন২ গলিতে গারোট ভয়ে গভীরা রজনীতে নাগরিকদিগের সমাগমের লাঘব হয় তাহা হইলে, বোধ হয়, এতদ্দেশে গারোট নিতান্ত অনিষ্টকর হইবে না।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ৩ খণ্ড।] চৈত্র ; সংবৎ ১৯১৯। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

রণপোত।

আশু মনে হইতে পারে যে মনুষ্য স্থলজ জীব, তাহারা আদৌ স্থলে চরণ-যোগ্য গাড়ী প্রস্তুত করিবে, এবং সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে পরে জলে-গমন-যোগ্য নৌকার আয়াস পাইবে ; কিন্তু বস্তুতঃ গাড়ীর অপেক্ষা নৌকা অতি প্রাচীন কালাবধি মনুষ্য-ব্যবহারে নিযুক্ত আছে। যে সকল অসভ্যেরা অদ্যাপি বস্ত্রবপনে অক্ষম, যাহারা লৌহ অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় নাই, যাহারা পশুর ন্যায় বনে কাল যাপন করে, তাহারাও নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া আপন ২ ব্যবহারে আনিয়াছে। বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থ আণ্ডামান দ্বীপবাসী লোকেরা কেবল মাত্র দিগম্বর ধারণ করিয়া থাকে, যৎসামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণে অপটু—তাহাদিগেরও অতিদীর্ঘ ও দ্রুতগামি নৌকা যথেষ্ট আছে। স্থির-সমুদ্রের ক্ষুদ্র ২ দ্বীপে অনেক অসভ্য মনুষ্য আছে, যাহাদিগের লৌহাস্ত্র মাত্র নাই, এবং বল্কল-ভিন্ন বস্ত্র নাই, অথচ সুদীর্ঘ নৌকা তাহাদের অনেক আছে। তাহাতে তাহারা স্ব স্ব আবাসের নিকটস্থ সমুদ্রে বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তিদিগের মনে গাড়ীর প্রয়োজন অদ্যাপি স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। পরন্তু তাহা কোন মতে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রয়োজনই সকল কর্ম্মের মূল, প্রয়োজন না থাকিলে মনুষ্য কিছুরই উদ্যোগ করে না ; অসভ্যদিগের স্থলে গমন পদদ্বারাই অনায়াসে নির্ব্বাহ হয়, তদর্থে গাড়ীর প্রয়োজন কদাপি মনে উদিত হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং তাহারা গাড়ী প্রস্তুত করে না। অপর গাড়ীর নিমিত্ত অশ্ব-গবাদি পশু ও তদুপযুক্ত সরল পথের প্রয়োজন ; অগ্রে তাহার আয়োজন না করিলে গাড়ী বহনের উপায়ই অসম্ভব। জলপক্ষে তাহার বিপরীত। বনভ্রমণ-সময়ে অসভ্যদিগকে সর্ব্বদা নদ্যাদি উত্তরণ করিতে হয়, এতদর্থে নৌকা অবশ্য প্রয়োজনীয় ; এবং সেই নৌকার আদর্শও অনায়াসে তাহাদিগের মনে উদ্ভাবিত হয়। একটা শুষ্ক শাখা অবলম্বন করত যে এক বার নদীপার হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার মনে দুই তিনটা কাষ্ঠ একত্র করিয়া ভেলা বানাইবার ভাব উদিত হইতে পারে ; এবং ভেলার পর শূন্য-গর্ভ বস্তুর ভাসমানতা জ্ঞাত হওয়া কোনমতে দুর্লভ নহে। বনের তাল নারিকেলাদি স্বভাবসিদ্ধ শূন্যগর্ভ-বৃক্ষ-দৃষ্টে তাহা অনায়াসেই ঘটে। সেই শূন্যগর্ভ বৃক্ষেই নৌকা উৎপন্ন হয়, এবং ক্রমশঃ ঐ

বিলাতী রণপোত।

শূন্যগর্ভ এক খণ্ড কাষ্ঠের নৌকার আদর্শহইতে অপর সকল নৌকা উৎপন্ন হইয়াছে। এবিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে এই ক্ষণে যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের সকলেরই নৌকা এক কাষ্ঠ-খণ্ডে নির্ম্মিত। ঐ অসভ্যদিগের কিঞ্চিৎ সভ্যতা হইলে এক খণ্ড কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে দুই তিন বা ততোধিক খণ্ড কাষ্ঠের নৌকা প্রস্তুত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ যত সভ্যতার বৃদ্ধি হয় ততই নৌকার সমৃদ্ধি হইয়া অবশেষে পরমাদ্ভুত ইংরাজী যুদ্ধতরী উপলব্ধ হইয়াছে। এই নিয়মে অনায়াসে অনুভূত হইবে যে নৌকাদৃষ্টে কোন জাতির সভ্যতার অনেক নিরূপণ হইতে পারে; বস্তুতঃ তাহাই প্রমাণ বটে। পরন্তু সমুদ্রহইতে দূরতাভেদে এবিষয়ের কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে, কারণ তুল্যসভ্য দুই জাতির মধ্যে এক জাতি সমুদ্রতটে বা দ্বীপে বাস প্রযুক্ত সর্ব্বদা নৌকার সংস্কার বৃদ্ধি করিতে থাকে, এবং অপর জাতি সমুদ্রহইতে দূরে বাস প্রযুক্ত প্রয়োজন না থাকায় নৌকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না করিয়া ক্রমশঃ তাহার উন্নতির হানি করে। অপর সম্ভোগানুরাগে কোন সমাজে উৎসাহের লাঘব হইলেও নৌকার সৌষ্ঠবের হানি হয়। ইহার দৃষ্টান্তার্থে আমরা রোমীয়দিগের উল্লেখ করিতে পারি। তাহাদিগের উন্নতি-সময়ে তাহারা অর্ণবযানে পরিভ্রমণ করিয়া অনেক অসভ্য প্রতিবাসীদিগকে অধীনস্থ করে, এবং তৎপরে অত্যন্ত সুখানুরক্ত হইলে সেই অসভ্যদিগের নিকট আপন গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীরাও এবিষয়ের এক প্রমাণ হইতে পারে। তাহারা কোন কালে বিশেষ উৎসাহী ছিল, এবং তখন অনায়াসে সমুদ্রযানে লঙ্কা জাবা সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যাইতে পারিত। লঙ্কার ইতিহাসে কথিত আছে যে প্রায় যোড়শ শত বৎসর হইল এক বাঙ্গালী রাজতনয় পিতার সহিত কলহ করিয়া সিংহল-দ্বীপে সপ্ত শত সঙ্গি-সমভিব্যাহারে গমন করে; এবং তথায় প্রথমতঃ এক রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবশেষে তাহার তনয়ার পাণিগ্রহণ করত রাজ-সিংহাসন অধিকৃত করে। সেই বাঙ্গালীর নাম বিজয়, এবং তাহার বংশ অদ্যাপি লঙ্কার রাজ্য সম্ভোগ করিতেছে; অথচ বাঙ্গালীরা এতদ্দেশে আলস্যপ্রিয় হইয়া সমুদ্রযান নির্ম্মাণে একেবারে অশক্ত হইয়াছে, এবং অধুনা পূর্ব্বোক্ত বিজয়ের আখ্যান শুনিলে অনেক বাঙ্গালীর বিশ্বাস হওয়াও কঠিন হইবে।

নৌকার প্রধান অঙ্গ তাহার দেহ। ইহা বলা বাহুল্য যে তাহা অনেক গুলী কাষ্ঠফলকে নির্ম্মিত হয়, এবং তদ্দ্বারা যে শূন্যগর্ভ উৎপন্ন হয় তাহা 'নৌগর্ভ' বা 'খোল।' ঐ নৌকা সংচলনের প্রথম উপায় 'দাঁড়'*। পূর্ব্বকালে বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল প্রকার নৌকা ঐ দাঁড়দ্বারাই চালিত হইত। নাবিকেরা বায়ুর ক্রম জ্ঞাত হইলে তৎপরে পালের সৃষ্টি করে। তদনন্তর বাষ্পযন্ত্রের ক্ষমতা উদ্ভাবিত হইলে চক্রের সৃষ্টি হয়; এবং তাহাই এই ক্ষণে নৌকাপরিচালক-মধ্যে মুখ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে, কারণ বিনাব্যাঘাতে যথেচ্ছ শীঘ্রগমন বাষ্পে যে প্রকার সিদ্ধ হইতে পারে অন্য কোন উপায়ে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ যুদ্ধার্থে বাষ্পতরী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অন্য কোন নৌকা তাহার তুল্য নহে। পরন্তু বাষ্পের প্রভাবে পাল যে একেবারে অগ্রাহ্য হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই; যেহেতু পাল বানাইবার ব্যয় অল্প, এবং তাহাদ্বারা নৌকাচালনার্থে বিনাব্যয়ে বায়ু পাওয়া যায়; লোকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বহুব্যয়সাধ্য বাষ্পযন্ত্রে

* দাঁড়ের সংস্কৃত নাম অরিত্র, আরিত্র, ক্ষেপণী, ক্ষপণী, তরণ্ড, তরিরথ।

সর্ব্বদা দুর্মূল্য কয়লা পোড়াইয়া অল্পমূল্য দ্রব্য স্থানান্তর করিবে, ইহা বিবেচনা সিদ্ধ নহে।

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে উক্ত দাঁড় পাল বা চক্রে নৌকার সঞ্চালনমাত্র হয়, অর্থাৎ তাহাতে নৌকার অগ্র বা পশ্চাৎ গমন হইতে পারে; তাহাদ্বারা নৌকা ফেরাণ যাইতে পারে না। তদর্থে প্রাচীন কালাবধি অপর এক যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; তাহার নাম 'কর্ণ' বা 'কেনিপাত'; বঙ্গভাষায় তাহাকে 'হাল' শব্দে বিধান করে। ইহাদ্বারা নৌকার চালন ও ফেরাণ উভয় কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয়; এবং তদ্দৃষ্টে মৎস্যের পুচ্ছের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। ইহার অভাবে পোতকে বশবর্ত্তী রাখা অসাধ্য, এবং তন্নিমিত্তই ইহাকে 'পোতরক্ষক' নামে বর্ণন করা যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে যে ব্যক্তির বিবেচনায় এই পোতরক্ষকের চালনা হয় তাহার নাম "কর্ণধার।"

পূর্ব্ব বর্ণনায় ব্যক্ত হইবে যে নৌকার প্রধান অঙ্গ তাহার দেহ, গর্ভ, হাল, এবং দাঁড় অথবা দাঁড়ের পরিবর্ত্তে পাল ও তাহা বান্ধিবার উপযুক্ত মাস্তুল, কিংবা বাষ্পীয় যন্ত্রের চক্র। নৌকার উন্নতি-অনুসারে এই প্রত্যেক অঙ্গের নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে নৌকার দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি ছিল না; যে বৃক্ষকাণ্ড কাটিয়া নৌকা প্রস্তুত করিত তাহার অবয়বে নৌকার অবয়ব নির্দ্দিষ্ট হইত; এবং যেহেতু বৃক্ষকাণ্ড প্রায় গোল হয় এবং তাহার দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধই নৌকার নিমিত্ত প্রশস্ত, এই প্রযুক্ত অর্দ্ধনলাকারই নৌকার প্রসিদ্ধ অবয়ব নিরূপিত হয়। পরে নাবিকেরা জলের ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া ঐ অর্দ্ধনলাকারের পরিবর্ত্তে পশ্চাতে ন্যুব্জ ও সম্মুখে ঢালু এক বিশেষ অবয়ব নিরূপিত করিয়াছেন, তাহাই এই ক্ষণে নৌকার প্রশস্ত অবয়ব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইংরাজি "জলীবোট" নামক নৌকায় এই অবয়ব প্রত্যক্ষ হইবে। এতদ্দেশীয় নৌকার তদ্রূপ অবয়ব করিলে তাহার দৃঢ়তা ও দ্রুতগামিতা ও অল্পবলে পরিচলনীয়তা অনেক অংশে বর্দ্ধিত হইতে পারে। অপর এতদ্দেশীয় নৌকাদেহে কোন আবরণ না থাকায় যে সকল কাষ্ঠ-ফলকে নৌকাদেহ প্রস্তুত হয় তাহার জীর্ণতায় বা কালবশে শুষ্ক হওয়ায় বা অপটু সংযোজনে নৌকামধ্যে সর্ব্বদা জল প্রবেশ করে; তন্নিবারণার্থে বিলাতি নৌকার গাত্রে তাম্র বা দস্তার ফলক আবরণ করিবার নিয়ম আছে। অধুনা এতদ্দেশেও তাহার প্রচার হইতেছে। জাহাজ-মাত্রেই এই আবরণ অতীব প্রয়োজনীয়।

আদিম অবস্থায় নৌকার গর্ভে কোন ব্যবধান থাকিত না; সমস্ত খোল এক খণ্ড থাকিত। পরে নৌকার পুরোভাগে দাঁড়িদিগের স্থান ও পশ্চাতে যাত্রির বাসস্থান নিরূপিত হয়; তৎপরে ঐ পশ্চাতের স্থান দুই বা ততোধিক কুটীরে বিভক্ত হয়। যে সকল নৌকা পালদ্বারা চালিত হয় তাহার প্রায় সমস্ত গর্ভ যাত্রিদিগের ব্যবহারে নিয়োজিত হয়, এবং তদর্থে তাহার নানা বিভাগ হইয়া থাকে। বৃহৎ যুদ্ধতরীতে ঐ বিভাগের বিশেষ প্রাচুর্য্য আছে। তাহার ভাব জ্ঞাপনার্থে ৩৪ পৃষ্ঠায় এক যুদ্ধতরীর প্রতিরূপ মুদ্রিত হইল; তাহার নাম 'লাইনর' বা "মেন অফ ওয়ার।" তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হইবে যে উক্ত তরির সমস্ত খোল পাঁচ তালায় বিভক্ত হয়; তাহার ঊর্দ্ধহইতে প্রথম তিন তালার নাম 'ডেক'। তাহার চারি দিগে কামান সংস্থাপিত থাকে, এবং মধ্যে নাবিকদিগের আবাস স্থান নিরূপিত হয়। চতুর্থ তালা নৌকাবহিঃস্থ জলসীমাহইতে নিম্ন, এবং তথায় সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অপদস্থ নাবিকদিগকে রাখা যায়। তন্নিম্নে যে স্থান তাহাই প্রকৃত "খোল।" তাহার মধ্যভাগে অতীব দৃঢ়কোষ্ঠে পিপায় করিয়া বারুদ রাখা যায়, এবং তদু-

ভয় পার্শ্বে আশু অপ্রয়োজনীয় রজ্জু ও অন্যান্য দ্রব্য সংস্থাপিত হয়। এই সকল দ্রব্য ও বারুদ অনেকহস্ত জলের নিম্নে থাকে, সুতরাং যুদ্ধের সময়ে জলভেদ করিয়া তন্মধ্যে বিপক্ষের গোলা প্রবেশ করিতে পারে না। ঊর্দ্ধহইতে ঐ গোলা বারুদভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু পার্শ্বহইতে গোলা যে বেগে আইসে ঊর্দ্ধ-হইতে তাদৃশ বেগে পড়িতে পারে না। অপর ঐ গোলা পড়িয়া বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা একেবারে নিরাকরণার্থে ঐ ভাণ্ডারের ছাদ অতি দৃঢ় করিয়া নির্ম্মিত হয়। অধিকন্তু সম্প্রতি ঐ দার্ঢ্যের আ-ধিক্য জন্য নৌকার গাত্রে চারি বুরুল স্থূল লৌহের পাত, তিন হারা করিয়া আবৃত করা যায়, তাহাতে নৌকা গাত্রে এক ফুট স্থূল লৌহ হয়। অতি বৃহৎ কামানের গোলাও ঐ তিন হারা লৌহ পাত ভেদ করিতে পারে না; সুতরাং নাবিকেরা নির্ভয়ে তন্মধ্যহইতে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। অপর প্রচলিত জাহাজের উভয় পার্শ্ব জলহইতে অনেক উচ্চ থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ করিয়া বৃহৎ গোলা নিক্ষেপ করা অতি সহজ হয়, এই নিমিত্ত মার্কিনদেশে সম্প্রতি 'মনিটর' নামক এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে যাহার দেহের অধি-কাংশ জলমধ্যে নিমগ্ন থাকে— অতি অল্পমাত্র জলের ঊর্দ্ধে ভাসমান থাকে, তৎপার্শ্বে গোলা নিক্ষেপ করা সহজ হয় না। অপর যে অংশ ঊর্দ্ধে থাকে তাহা এপ্রকার স্থূল লৌহে আবৃত যে গোলাদ্বারা তাহার ভেদ হইবার কোন আশঙ্কা নাই, সুতরাং নাবিকেরা নির্ভয়ে রণপোতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুপক্ষ পোতের অত্যন্ত নিকট হইয়া কামানের গোলাদ্বারা তাহার ধ্বংস করিতে পারে। অধিকন্তু প্রস্তাবিত রণপোতের পুরো-ভাগে একটি প্রকাণ্ড লৌহখড়্গ সংযুক্ত থা-কায় ঐ ভীষণ পোত অতিবেগে কাষ্ঠপোতের বিপক্ষে গিয়া খড়্গাঘাতে তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলে।

প্রচলিত রণপোতের পশ্চাদ্ভাগে প্রাগুক্ত তিন কামানের ডেক ভিন্ন অপর এক ডেক থাকে; তাহাই পোতাধ্যক্ষের নিবাসস্থান। তাহা সর্ব্বদা চারি পাঁচ গৃহে বিভাগ করা থাকে, এবং তথায় প্রতি রবিবারে সমস্ত নাবিকেরা আসিয়া একত্রে ভজনা করে। নাবিকদিগের অপরাধের বিচার-স্থানও ঐ গৃহ; পরন্তু তথায়ও কামান রাখা যায়, এবং ঐ কামান ব্যবহার করিবার সময় প্রাগুক্ত গৃহবিভাগের বেড়া সকল খুলিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা কামান অনায়াসে ব্যবহার করা যায় না। বর্ণিত অপর তিন ডেকের পশ্চাতে ও মধ্যে মধ্যে নাবিকদিগের বাসার্থে অনেক ক্ষুদ্র২ ঘর থাকে, যুদ্ধসময়ে ঐ সকল ঘরের বেড়া খুলিয়া সমস্ত ডেক পরিষ্কার করিতে হয়। এই সকল ডেকে সর্ব্বদা একত্রে ৮৫০ ব্যক্তি নাবিক বাস করে, এবং তদ্ভিন্ন প্রয়োজনমতে অপর ৮০০ ব্যক্তি অনায়াসে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। যে সকল যুদ্ধতরিতে দুইটি ডেক এবং দুই সারি কামান থাকে তাহাতে ৩০০ নাবিকের অধিক প্রয়োজন হয় না। এক-ডেক-বিশিষ্ট যুদ্ধপোতের নাম 'ফ্রিগেট্,' তাহাতে ৩০।৪০ বা ৫০ টা কামান এবং দুই তিন শত নাবিক থাকে।

মেন-অফ্-ওয়ার নামক প্রথম প্রকার পোতে বর্ণিতসঙ্খ্যক মনুষ্য ভিন্ন ৫০ বা ৬০ হাজার মন দ্রব্য বোঝাই হইতে পারে। এই কথা মনে করিলে অনায়াসে বোধ হইবে যে বৃহৎ যুদ্ধপোত এক ক্ষুদ্র-নগরবিশেষ; এবং নগরের প্রয়োজনীয় সকল পদার্থই তাহাতে রাখিতে হয়। কর্ম্ম-কার, সূত্রধর, পালনির্ম্মাণকর্ত্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারী জাহাজমাত্রেই প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন চিকিৎ-সার নিমিত্ত চিকিৎসক, ভজনার নিমিত্ত পাদরী,

ও আনন্দের নিমিত্ত বাদ্যকর নিযুক্ত থাকে। এই বৃহৎ জনতার নিমিত্ত বহুমাসের উপযুক্ত লবণাক্ত মাংস ও জীবিত পশু-পক্ষী অনেক রাখিতে হয়। অপর ঔষধ রোটিকা মিষ্টজল মদিরা প্রভৃতি যে কোন দ্রব্য সভ্য মনুষ্যের আবশ্যক হইতে পারে তৎসমুদায়ই তথায় রাখিতে হয়। এতৎ দ্রব্যের সমষ্টির সহিত যাত্রি বারুদ গোলা কামানাদি অস্ত্র প্রভৃতির সমষ্টি করিলে প্রথম প্রকার জাহাজে লক্ষ মোন বোঝাই নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই মহাসমারোহের মঙ্গলার্থে পোতাধ্যক্ষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হয়, নতুবা পোতের অনিষ্ট সম্ভাবনীয়। এই প্রযুক্ত পোতাধ্যক্ষ পোতমধ্যে রাজার অপেক্ষাও অধি একাধিপত্য করিয়া থাকেন; এবং সকল কর্ম্মের এতাদৃশ সুশৃঙ্খলা করেন যে কদাপি কোন বিষয়ের অন্যথা হইবার নহে। দৈব কোন প্রকারে কোন বিষয়ের অনিয়ম হইলে অপরাধী তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত হয়, এবং সেই দণ্ড নিবারণের পক্ষে কোন ব্যক্তির নিকট পুনর্ব্বিচার হইবার নিয়ম নাই। এই সকল সুনিয়মেই ইংরাজদিগের রণপোত সমুদ্রে স্বরাট্ হইয়া আধিপত্য করিতেছে।

প্রশস্তি-প্রথা।

পত্র শব্দে বৃক্ষের পর্ণ; প্রথমতঃ মনুষ্যে তাহাই লিখিবার আধার বলিয়া ব্যবহার করে; এই নিমিত্ত যে লেখনে এক ব্যক্তি অন্যকে কোন বিষয়ের বিজ্ঞাপনাদি করে তাহার নাম 'পত্র' হইয়াছে। এই অর্থে ইহার পর্য্যায় শব্দ 'লিপি' ও 'পত্রী।' ইহার সৃষ্টি লেখনের সৃষ্টির সমকাল অবধি নির্ণয় করা যায়; যেহেতু অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই লেখনের সৃষ্টি হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালের পত্রে কেবল জ্ঞাতব্য কথামাত্র লিখিত থাকিত; সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে উৎকর্ষ অপকর্ষ তুল্য ব্যক্তির পদভেদ-জ্ঞাপনার্থে পাঠাপাঠের নির্দ্দেশ হয়, এবং তাহাই 'প্রশস্তি' নামে বিখ্যাত। ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীন কালাবধি এই প্রশস্তির বিশেষ পর্য্যালোচনা আছে, এবং তদ্বিষয়ক অনেক গ্রন্থও প্রচলিত দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থমধ্যে বররুচিকৃত "পত্রকৌমুদী" নামক সঙ্গ্রহই অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে প্রশস্তি-রচনা-বিষয়ে তৎপূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিশেষ মনোযোগ হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা তাহারা তদনুরূপ ঔৎকর্ষ্যও সাধন করিয়াছিল।

উক্ত গ্রন্থের মতানুসারে পত্রলেখনের অঙ্গমধ্যে ব্যক্তিভেদে পত্রের পরিমাণ, পত্রের ভাঁজ, পত্রের রঞ্জন, পত্রের কোণকর্ত্তন, পত্রে শ্রীশব্দবিন্যাস, পত্রের পাঠ এবং শিরোনাম, এই কয় বিষয়ের উল্লেখ আছে। পত্রের পরিমাণবিষয়ে লিখিত আছে যে উত্তম পত্র এক হস্ত ছয় অঙ্গুলী, মধ্যম পত্র এক হস্ত, এবং সামান্য পত্র মুষ্টি হস্ত (মুঠমহাত) দীর্ঘ হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ পত্রকে তিন ভাঁজ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধের দুই ভাগ ত্যাগ করত শেষ ভাগে পত্ররচনা করিবে। পত্রের রঞ্জন-বিষয়ে বর্ণিত আছে যে উত্তমের পত্র স্বর্ণদ্বারা, মধ্যমের পত্র রৌপ্যদ্বারা, এবং সামান্য পত্র রাং তামা শীশা প্রভৃতিদ্বারা রঞ্জিত করিবে; এতদ্ভিন্ন ভদ্র নিয়ম রক্ষা হয় না।

পত্রের কাগজ এই রূপ প্রস্তুত হইলে তাহার অধোভাগের দক্ষিণ কোণের এক অঙ্গুলি পরিমাণ কাটিয়া পত্রের উপরিভাগে মঙ্গলার্থে অঙ্কুশাকার এক রেখা ও তাহার মধ্যদেশে এক বিন্দু, তাহার নীচে সাতের অঙ্ক, তাহার অধোভাগে স্বস্তি এই শব্দ বিন্যাস করিয়া বিহিত প্রশস্তি

লিখনানন্তর পত্রের বক্তব্য রচনা করত কিমধিকমিতি লিখিয়া পত্র প্রেরণের সংবৎসর মাস ও দিনের অঙ্কদ্বারা পত্র সমাপন করিবেক।

তৎপরে পত্রের পৃষ্ঠে শ্রীবিন্যাস ও পত্রোর্দ্ধভাগে পত্রচিহ্ন নিয়োগ করা আবশ্যক। ব্যক্তিভেদে ঐ চিহ্ন এবং শ্রী সঙ্খ্যার অন্যথা করিতে হয়। আদিষ্ট আছে যে গুরুর পত্রে ৬ শ্রী, স্বামীর পত্রে ৫ শ্রী, রিপুর পত্রে ৪ শ্রী, মিত্রের পত্রে ৩ শ্রী, এবং পুত্র স্ত্রী ও ভৃত্যের পত্রে ১ শ্রীলেখা কর্ত্তব্য।

পত্রের চিহ্নবিষয়ে কথিত আছে যে পত্রের ঊর্দ্ধহইতে ছয় অঙ্গুলী-প্রমাণ স্থান নিম্নে চন্দ্রমণ্ডলের সদৃশ বর্ত্তুলাকার কস্তূরী-কুঙ্কুমদ্বারা রাজপত্রে চিহ্ন করিবেক। মন্ত্রি ও যতির পত্রে কুঙ্কুমের চিহ্ন এবং পণ্ডিত ও গুরু ও পিতা পুত্র ও সন্ন্যাসির পত্রে চন্দনের চিহ্ন, স্বামীর পত্রে সিন্দূরের চিহ্ন, স্ত্রীর পত্রে অলক্তের চিহ্ন, ভৃত্যবর্গের পত্রে রক্তচন্দনের চিহ্ন, এবং শত্রুর পত্রে রক্তের চিহ্ন নিরূপিত আছে।

অধুনা পত্র লিখিবার এই সকল নিয়মের অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা পত্রের পরিমাণ ও রঞ্জন বিষয়ে অদ্যাপি মনোযোগী আছে; কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহার আর কোন অনুধাবন নাই। চন্দন হরিদ্রাদিদ্বারা পত্রচিহ্ন-করণ কেবল বিবাহের সম্বন্ধ-পত্রে দেখা যায়; অন্যত্র তাহার ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। প্রাচীন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের পত্রে অদ্যাপি কোণকর্ত্তন ও শ্রীমুখের রীতি আছে; কিন্তু ত্বরায় তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা; যেহেতু এই ক্ষণে পত্র লিখিবার আবশ্যক নানাপ্রকারে বর্দ্ধিত হইয়াছে; অনেককে প্রত্যহ ৩০—৪০—৫০ খানি পত্র লিখিতে হয়; তাহাদিগের পক্ষে পত্র-রঞ্জন চিহ্ন স্বস্তি শ্রীমুখ কোণ-কর্ত্তনাদির নিয়ম রক্ষা করা কোনমতে সুসাধ্য নহে; অধিকন্তু তাহার পরিত্যাগে কোন অভীষ্টের হানি হয় না, সুতরাং লোকে তাহার প্রতি সম্যক্ অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন। এই কারণে প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ দীর্ঘ পাঠ ও শিরোনামসকলও পরিত্যক্ত হইতেছে। তাহার আদর্শস্বরূপে নিম্নে * আমরা একটি পাঠ উদ্ধৃত করিলাম; তদ্দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ আমাদিগের অভিপ্রেত অনায়াসে জ্ঞাত হইবেন। ঐ সকল প্রশস্তি প্রাচীনদিগের পক্ষে সুসাধ্য ছিল; যেহেতু তাহাদিগের সময়ে অতি অল্প পত্র লেখা হইত; তদর্থে অধিক শ্রম করা কোন মতে আশ্চর্য্য নহে। বররুচিকৃত পত্রকৌমুদীতে লিখিত আছে যে রাজাকে কোন পত্র লিখিতে হইলে পত্র-প্রেরণ-দিবসের বিহিত-কাল-পূর্ব্বে তিনি লেখককে আহ্বান করিয়া নির্জনে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যথাযোগ্য গদ্যপদ্যদ্বারা যত্নপূর্ব্বক এক পত্র রচনা করিতে আজ্ঞা দিবেন। তদনন্তর লেখক দুই জন পণ্ডিতকে একান্তে আনিয়া দুই তিন দিবস পরামর্শ করিয়া "জনমোহন নির্দোষ নিঃসন্দেহ এবং কোন ভ্রম না থাকে এতাদৃশ দেশ-কাল-পাত্রানুরূপ পত্র প্রস্তুত করিয়া" রাজাকে নির্জনে শ্রবণ করাইয়া রাজাজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার উত্তম পত্রেতে তাহা লিখিবেন। এতাদৃশ আড়ম্বরের এক পত্র লেখায় অত্যন্ত দীর্ঘ পাঠ সুতরাং ঘটিয়া উঠে। কিন্তু এতৎকালের বিষয়িদিগের পক্ষে পত্র লিখিবার এই নিয়ম হইলে, হয় সকল কর্ম্ম কিংবা পত্র লেখা রহিত করিতে হয়।

* স্বস্তি গীর্ব্বাণচয়চূড়ারত্নরাজি রোচিশ্চুম্বিত চন্দ্রচূড়চরণ নখেন্দুবৃন্দচন্দ্রিকাসন্দোহাস্বাদচতুরচেতশ্চকোরবরবিষমসমর-সঞ্চরৎ প্রবলতরতুরগখুরপুটপটলদলিতভূপৃষ্ঠোত্তিষ্ঠদ্ভূয়িষ্ঠ ধূলিধারাধূষরিত-সকলহরিদন্তর প্রচণ্ড ভুজদণ্ড ভ্রাজমান খরতরাসিবিত্রাসিত প্রত্যর্থি পৃথিবীপতিসার্থপ্রার্থিতানুকম্পাসুধাসম্পাতানবরত বিদ্বদ্দারিদ্র্য-বিদ্রাবণ দুর্ব্বিণরাশিবিতরণসমুপার্জ্জিতোর্জ্জিত যশোমরালাবলি কবলিত বলি দধীচি সঞ্চিত যশোমৃণাল জাল ভূপাল কুলতিলক শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজেষু।

বর্ণিত দীর্ঘ পাঠ সকলের স্থানে ২ অনেক রচনা-চাতুর্য্য দেখা যায়, কিন্তু তাহার অত্যুক্তি সহৃদয়দিগের পক্ষে সর্ব্বদাই অসুখজনক, এবং তাহার স্পষ্ট অলীকত্ব প্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করা বিহিত না হইলেও অবকাশের অনুরোধে তাহা আর এতদ্দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে না। অপর ঐ সকল পাঠ সর্ব্বদা সংস্কৃতে রচিত হইয়া থাকে; ঐ ভাষা এই ক্ষণে অপ্রচলিত; বহুল আয়াস ভিন্ন তাহার অভ্যাস হয় না, সুতরাং সাধারণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা পরিশুদ্ধ রূপে ব্যবহৃত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর; অতএব তাহার পরিত্যাগই বিধেয় হইয়াছে। যদ্যপি দেশ-প্রচলিত-প্রথার অনুরোধে সংস্কৃত পাঠ ও শিরোনাম একেবারে রহিত করা যায় না, তত্রাপি তাহার লাঘব করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইক্ষণকার বিষয়ী ব্যক্তি কদাপি উদ্ধৃত পদরাজি লিখিতে সময় পাইবেন না। তাহার অনুকরণ করিতে হইলে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পদরচনাতেই নিযুক্ত থাকিতে হয়। অনেক বিষয়ির পক্ষে ঐ বাগাড়ম্বর পড়াই দুষ্কর। অধিকন্তু অনেক বাঙ্গালী রাজার নিকট সুদ চাহিতে ও অন্য বিষয় কর্ম্মের নিমিত্ত প্রত্যহ দুই চারি খানা পত্র লিখিতে হয়; তাহাদিগের প্রতি এতাদৃশ রাজপাঠ উপহাস ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। ভিক্ষা প্রার্থনার পত্রেও পড়িবার ক্লেশ নিবারণার্থে ঐ পাঠ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ইহার পরিবর্ত্তে দুই একটি সামান্য প্রশস্তি অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। আমাদিগের বিবেচনায় ঐ প্রশস্তি বাঙ্গলায় হইলেই উত্তম হয়। তাহা সকলের পক্ষে অনায়াস বোধগম্যও বটে ও শ্রবণ-সুখকরও বটে। আশু তাহার প্রচারে এক মাত্র আপত্তি আছে। যে ব্যক্তি প্রথমে অল্প প্রশংসা-বিশিষ্ট বাঙ্গালী-পাঠের পত্র পাইবেক সে আপনাকে অবমানিত মনে করিতে পারে, যেহেতু এবিষয়ে স্বদেশীয়দিগের বিশেষ মনোযোগ আছে; এবং অতি অল্পেও গুরু অভিমান করিতে পারেন। সংস্কৃত ভাষায় স্বল্প পাঠ হইলে সে আপত্তি হয় না, অতএব এতদ্দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল বাঙ্গালী পাঠ প্রচলিত না হইতেছে তদবধি সংস্কৃতে স্বল্প পাঠ অবলম্বন করা বিধেয়। ইংরাজীতে দীর্ঘপাঠ লিখিবার রীতি নাই, এবং অল্প পাঠে কেহ আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করে না। হিন্দীতেও অতি দীর্ঘ পাঠ প্রচলিত নহে, এবং হিন্দুস্থানীরা আপনাদিগের অল্প পাঠে পরিতুষ্ট আছে; অতএব এতদ্দেশে তাহা প্রচলিত হইলে কোনমতে আপত্তিজনক হইতে পারে না। এতদ্দেশে বাণিজ্যের যত বৃদ্ধি হইবেক, সময়ও তত বহুমূল্য হইবেক; সেই সময় লোকে নিষ্প্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বরে নিঃক্ষেপ করিতে পারিবেক না; সুতরাং দীর্ঘপাঠ ত্বরায় পরিত্যক্ত হওয়াই বিহিত। ফলে আমাদিগের বিবেচনায় সকল পাঠ উঠিয়া গিয়া পত্রারম্ভে একটি মাত্র সম্বোধন রাখিলেই যথেষ্ট হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাতে কোনমতে অবমানের সম্ভাবনা নাই। দেখুন সম্প্রতি পিতাকে বাঙ্গালীতে পত্র লিখিতে হইলে এতদ্দেশীয়েরা "পরমপূজনীয়" ইত্যাদি দীর্ঘ শিরোনাম লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে ইংরাজিতে পত্র লিখিতে হইলে কেবল "বাবু অমুক" লিখিয়া কোনমতে পিতার অবমান হইল এমত জ্ঞান করেন না। পিতাও তাহা অবমানের বিষয় বোধ করেন না; এবং ইংরাজীতে যদ্যপি এই সঙ্ক্ষেপ শিরোনাম নিন্দনীয় না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীতে তাহা একবার প্রচলিত হইলে আর দূষ্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহাতে কার্য্যের লাঘব ও সময়ের সাশ্রয় অনেক হইবে, সন্দেহ নাই। কেহ কহিতে পারেন যে গুরুজনের মানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করাও কর্ত্তব্য তত্রাপি পাঠের

লাঘব করা বিধেয় নহে। আমরা এ কথা অবশ্য স্বীকার করি; কিন্তু পাঠের লাঘবে আমরা কোনমতে মানের লাঘব করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কর্ম্মের শীঘ্রতানুরোধে অনেকে পিতাকে কেবল 'শ্রীচরণেষু' পাঠ লিখিয়া পত্র সমাধা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা স্বপ্নেও পিতার অবমান ইচ্ছা করেন না, এবং আমরা ঐ সঙ্ক্ষেপ পাঠ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা প্রচলিত করিতে মানস করি।

এই পাঠ-সম্বন্ধে আমাদিগের অপর এক বক্তব্য আছে। এতদ্দেশের প্রচলিত-রীতি-ক্রমে জ্ঞাতিবর্গের পত্রের শিরোনাম-মধ্যে পিতা মাতা দাদা খুড়া ইত্যাদি সম্বন্ধ-বোধক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন আপন ভৃত্য পত্র লইয়া পিতার নিকট যাইত তখন এ নিয়ম নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু এই ক্ষণে ডাকের নিয়মে ইহা অত্যন্ত দূষ্য বোধ হইতেছে; তাহাতে ডাকের পিয়াদা ও যে সকল ব্যক্তির হস্তে ঐ পত্র পড়িবেক তাহাকে পত্র মধ্যস্থ লেখকের নাম জ্ঞাপন করা হয়; এবং গুহ্য কথার প্রকাশ হইবার অনেক অবকাশ দেওয়া যায়। কাশীস্থা মাতাকে মাতা বলিয়া কলিকাতার লোক পত্র লিখিলে ঐ পত্রমধ্যে নোট কি হুণ্ডী আছে এই লোভে ডাকের পিয়াদারা অগ্রেই তাহা খুলিয়া দেখিবে। তাহা না হইলেও কে কাহাকে পত্র লিখিতেছে তাহার সংবাদ ঘোষণা করা কোনমতে এক্ষণে প্রশস্ত নহে; অতএব ঐ রীতির রহিত করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। ঐ রীতি প্রচলিত থাকায় অনেকে বাঙ্গালীতে পত্র লিখিয়া ইংরাজীতে তাহার শিরোনাম দিয়া থাকেন। এই দুই ভাষার সঙ্কর করণাপেক্ষা শিরোনামে সম্বন্ধ-সূচক শব্দ ত্যাগ করা প্রশস্ত মানিতে হইবেক। ইহাতে কাহার মনে গ্লানি জন্মিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে পত্রশিরোভাগে সম্বন্ধ জানাইয়া পত্রপৃষ্ঠে এক সাধারণ শিরোনাম লেখেন; তাহাতে অনেক উপকার দর্শিবে, সন্দেহ নাই। বোধ হয় 'মান্যবর মহাশয়েষু' শিরোনাম কনিষ্ঠ ভিন্ন অনেকের পক্ষে বিহিত হইবে; এবং কনিষ্ঠ ও ভৃত্যাদির নিমিত্ত 'সমীপেষু' কোনমতে নিন্দনীয় নহে। তাহাতে স্নেহ অন্তরঙ্গতা কিছুরই প্রকাশ নাই; অথচ তাহাতে কোন সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না। আমরা এস্থলে এবিষয়ের অধিক আন্দোলন করিতে মানস করি না, যেহেতু তাহা রহস্য-সন্দর্ভের উপযুক্ত হইবে না; প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক সম্পাদকদিগের পক্ষে এবিষয়ের যথাবিহিত বিচার উপযুক্ত, অতএব তাঁহাদিগের প্রতি আমরা ইহার যথাযোগ্য মীমাংসার ভার অর্পণ করিলাম।

নৈষধ-চরিত।

পূর্ব্বভাগ ১, ২, ৩, ৪, সর্গ। মহাকবি শ্রীহর্ষদেব বিরচিত। শ্রীজগচ্চন্দ্র মজুমদারকর্তৃক অনুবাদিত।

সংস্কৃত ভাষায় ছয়খানি কাব্য অপর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া "মহাকাব্য" নামে বিখ্যাত আছে। এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা অনেকেই তাহার মধ্যে নৈষধচরিতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনা কহিয়াছেন, "নৈষধের উদয়ে মাঘই বা কি? আর ভারবিই বা কি?" * অন্যেও এই রূপ তাহার প্রচুর প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ নৈষধের ঔৎকর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাষ্ট্র করিয়াছেন যে তৎকর্ত্তা দেবতার আরাধনা করিয়া অলৌকিক কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তৎসাহায্যেই তিনি নৈষধের সৌন্দর্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রশংসা

---

* উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।

নিতান্ত ব্যর্থ নহে ; যেহেতু সাহিত্যকারেরা উত্তম কাব্যের যে সকল লক্ষণ নির্ণীত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই প্রস্তাবিত কাব্যে বর্ত্তমান আছে।

শ্রীহর্ষদেব যিনি এই কাব্যের রচক তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পণ্ডিতেরা জ্ঞাত নহেন। সহস্র বৎসর হইল কাশ্মীরদেশে শ্রীহর্ষ নামে এক রাজা ছিলেন ; তাঁহার নামে 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' এই দুই নাটক বিখ্যাত থাকা প্রযুক্ত মৃত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেব তাঁহাকে নৈষধের রচক বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তিনি যে নৈষধকর্ত্তা নহেন তাহা নৈষধের শেষেই ব্যক্ত হইতেছে, যেহেতু তথায় গ্রন্থকার কান্যকুব্জাধিপতির প্রসাদ তাম্বূল পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিয়াছেন ; তাহা কাশ্মীর রাজার পক্ষে সম্ভব হয় না। অপর শ্রীহর্ষের মাতুল মম্মট ভট্ট আপন সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন আখ্যায়িকাস্বরূপে লিখিয়াছেন যে 'ধাবক কবি রত্নাবলী লিখিয়া শ্রীহর্ষের নামে বিখ্যাত করত অনেক ধন পাইয়াছিলেন।' তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহর্ষের সম্বন্ধে এ কথা সংলগ্ন হয় না। অপর কিংবদন্তী আছে যে কাশ্মীর দেশীয় হর্ষের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কান্যকুব্জরাজপাটে হর্ষ নামে এক নরপতি হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রশংসায় বান ভট্ট 'হর্ষ চরিত' নামে এক গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন, সেই রাজা নৈষধের রচক ; কিন্তু তাহা অলীক বোধ হইতেছে ; যেহেতু শ্রীহর্ষদেব পণ্ডিত ছিলেন, রাজা ছিলেন না ; ও তাঁহার মাতুল মম্মট ভট্ট কান্যকুব্জের শ্রীহর্ষহইতে অনেক পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

আমাদিগের বোধে নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ অপর ব্যক্তি। তিনি কান্যকুব্জে নিবাস করিতেন, এবং প্রায় সহস্র বৎসর হইল রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণে তথাহইতে অপর চারি জন ব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি যে সুপণ্ডিত ছিলেন ইহা অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে, যেহেতু আদিশূর পণ্ডিত আনিতেই কান্যকুব্জে লোক প্রেরণ করেন, কেবল ব্রাহ্মণ তাহার প্রয়োজন ছিল না। ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে আদিশূরের সভায় যে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই উত্তম পণ্ডিত ছিলেন ; তম্মধ্যে এক জন ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নাম নাটক লিখিয়া জনসমাজে অদ্যাপি বিখ্যাত আছেন ; অতএব শ্রীহর্ষও তাঁহাদিগের সঙ্গী হওয়া অসম্ভব নহে। অপর নৈষধকর্ত্তা আপনাকে নয় খানি গ্রন্থের রচক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ঐ নয় খানি পুস্তকের নাম (১) স্থৈর্য্য-বিবরণ, (২) বিজয়-প্রশস্তি, (৩) খণ্ডন-খণ্ড খাদ্য, (৪) গৌড়োর্ব্বিসাকুল-প্রশস্তি, (৫) অর্ণববর্ণন, (৬) ছন্দঃপ্রশস্তি, (৭) শিবশক্তিসিদ্ধি বা শিবভক্তিসিদ্ধি, (৮) নবশাহসঙ্কচরিত, (৯) নৈষধ-চরিত। এই কয়ের মধ্যে রত্নাবলীর প্রসঙ্গ নাই, এবং ইতোমধ্যে সমুদ্রের বর্ণন ও গৌড় রাজাদিগের কুলপ্রশংসার উল্লেখ দৃষ্টে এই কয় গ্রন্থের কর্ত্তাকে আদিশূরের সভাস্থ শ্রীহর্ষ বলাই শ্রেয় বোধ হইতেছে। তিনি কান্যকুব্জহইতে আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার পক্ষে কান্যকুব্জাধীশ্বরের প্রসাদি তাম্বূল পাওয়া সম্ভব বটে, ও গৌড়ে আগমনে গৌড় রাজাদিগের প্রশস্তি লেখাও বিহিত বোধ হয়। কাশ্মীরহইতে গৌড় ও সমুদ্রের প্রতি অনুরাগ নিতান্ত অসম্ভব। অপর তিনি কান্যকুব্জাধিপতি শাহসঙ্কের জীবন চরিত লেখায় উক্ত রাজার সমকালে বা প্রাক্‌কালে বর্ত্তমান ছিলেন বোধ হয়। শাহসঙ্কের রাজ্য কাল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, এবং আদিশূর সেই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন।

সে যাহা হউক, শ্রীহর্ষদেবকৃত নৈষধ-চরিত অতি বিখ্যাত গ্রন্থ। যদিচ তাহার বর্ণনীয় ব্যাপার নল রাজার স্বয়ম্বর নূতন বিষয় নহে, এবং তাহা ব্যাসদেব কালিদাস প্রভৃতি বিখ্যাত কবিরা অতীব সুললিত পদ্যে সঙ্গীত করিয়াছিলেন ; এবং তদ্রচনায়

শ্রীহর্ষকে কোন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে হয় নাই; তত্রাপি এক স্বয়ম্বর-সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ২২সর্গবিশিষ্ট কাব্য গুন্থন করিয়াছেন ইহা অবশ্য বিশেষ নিপুণতার বিষয় বলিয়া মানিতে হইবেক।

ঐ বাইশ সর্গের প্রথম সর্গ নলের সহিত হংসের সাক্ষাৎ বর্ণনায় পূর্ণ হইয়াছে। তৎপর সর্গে দময়ন্তীর সহিত হংসের সাক্ষাৎ, ও তদনন্তর দুই সর্গে ঐ উভয়ের কথোপকথন বর্ণিত আছে। এই প্রকার অতি অল্প বিষয়ে দীর্ঘ-ছন্দোবিশিষ্ট শতাধিক শ্লোকের এক২ সর্গ রচনা করা অল্প চাতুর্য্যের সাধ্য নহে। পরন্তু যখন বিবেচনা করা যায় যে ঐ সকল শ্লোকমালা অনেক গভীর ভাব ও নানাবিধ অলঙ্কারে এবং যৎপরোনাস্তি কৌশলে নিবদ্ধ হইয়াছে, তখন অবশ্যই শ্রীহর্ষকে কাব্যবিন্যাসে সুপণ্ডিত বলিয়া মানিতে হইবেক। যদিচ গল্প-রচনায় তিনি তাদৃশ সাফল্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই, যেহেতু প্রাচীন প্রসিদ্ধ আখ্যানই অবলম্বন করিয়া আপন কাব্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন, তত্রাপি তাঁহার বর্ণনা-শক্তি অতি চমৎকার। আপন মনোনীত কথা উপস্থিত হইলে তদ্বর্ণনে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ও মনুষ্যকৃত কোন বস্তুরই তুলনা দিতে ত্রুটি করেন না; এবং সেই তুলনাসকলও অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত প্রয়োগ করেন। প্রথম সর্গে নলকর্তৃক ধৃত হংসের বিলাপ সর্ব্বতোভাবে মনোমুগ্ধকর বলিয়া বোধ হয়। অন্যত্র চন্দ্র, সূর্য্য, তারক, রাত্রি, বৃক্ষ, নদী, তড়াগ, বাটী, মনের চাঞ্চল্য, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি ভাব সকলের অতি চমৎকার বর্ণন করিয়াছেন, তাহার পাঠমাত্রেই মন সম্যক্ উল্লাসিত হয়। সপ্তদশ সর্গে কলি ও দেবতাদিগের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি মহারথী ও তাহাদের অনুচরবর্গের যে বর্ণন আছে তাহা মহাকবি ভিন্ন অন্যদ্বারা কদাপি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই সকলের বর্ণন-সময়ে শ্রীহর্ষ পরম পাণ্ডিত্যের সহিত মধ্যে২ নীতিগর্ভ বাক্য ও সদুপদেশ অনেক প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অতীব মনঃপ্রীতিকর বোধ হয়, যেহেতু তাঁহার বর্ণনায় ঐ সকল কথা এমত উপযুক্ত স্থানে ও সুচতুরতার সহিত সংলগ্ন হইয়াছে যে তাহাতে নীতি উপদেশের কাঠিন্য কিছুমাত্র অনুভব হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা নৈষধহইতে অনেক শ্লোক গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; যেহেতু সমুদ্র স্বরূপ বিস্তার নৈষধের দুই একটি দৃষ্টান্ত এই অল্পায়তন পত্রে উদ্ধৃত করিলে পাঠক-মণ্ডলীর কদাপি তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু এবিষয়ের প্রস্তাব করিয়া তাহার দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করাও বিহিত বোধ হইতেছে না, এই নিমিত্ত আমরা পাঠকবর্গকে দেবতাদিগের সহিত কথোপকথন-সময়ে নলের মনোগত ভাবের বর্ণন পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যেস্থলে ভীম-রাজ-দুহিতা দময়ন্তী হংসকে বিলম্ব করিতে নিষেধ করিতেছেন তাহাও প্রস্তাবিত কথার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত।

বাক্যালঙ্কারে শ্রীহর্ষকে অদ্বিতীয় বলিলে বলা যায়। তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র বাক্যালঙ্কারে বিভূষিত;—গ্রন্থের যে স্থান উদ্ঘাটন করা যায় সেই স্থানেই তাহা প্রচুর ও পরিপাটীরূপে দেখা যায়। অনুপ্রাস প্রতি শ্লোকের তিন চারি স্থানে বর্ত্তমান আছে, এবং যমকের যমক কুত্রাপি লাঘব নাই। পরন্তু সহৃদয়ের পক্ষে এই সকল অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহী হয় না। রূপবতীদিগের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনার্থে অলঙ্কার অতীব উপযুক্ত, কিন্তু অত্যন্ত অধিক অলঙ্কারে যে প্রকারে ভুবনমোহিনী মনোরমাদিগেরও সৌন্দর্য্য আচ্ছন্ন করে, সেই রূপে অধিক অলঙ্কারে শ্রেষ্ঠ বর্ণনাও দূষিত হইয়া থাকে। শ্রীহর্ষ এই বিষয়ের

প্রতি মনোযোগ করেন নাই। তাঁহার সমকালে ও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আলঙ্কারিকদিগের প্রাদুর্ভাব হয়, ও তাঁহাদের সন্তোষার্থে তিনি শব্দালঙ্কারের আড়ম্বরে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার উৎকৃষ্ট ভাব সকলও ঐ মোহান্ধকারহইতে রক্ষা পায় নাই। পুনঃ পুনঃ শব্দ ঝঞ্ঝনায় অর্থের গৌরব অনেক স্থানে লুপ্ত হইয়াছে। অপর দ্ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন; তাহা তিনি এতাদৃশ প্রচুররূপে আপন গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহাতে মন একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এয়োদশ সর্গে বাগ্‌দেবী সরস্বতী বিভিন্ন ব্যক্তির গুণ-বর্ণন-সময়ে এই রূপ বহ্বর্থশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যে প্রত্যেক শব্দ সকলের প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে, এবং সকলেই স্ব স্ব প্রতি ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করে। এই চাতুর্য্য বিশেষ কৌশল ব্যতীত হয় না; এবং তদর্থে শ্রীহর্ষের সম্যক্ প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু সে প্রশংসা প্রায় মূত্র-ছন্দঃ গোমেধ ছন্দঃ প্রভৃতি ছন্দের কিম্বা ৯ ঘরে ৭২ অঙ্ক পূরণ শিল্পির প্রশংসার সদৃশ; তাহাতে কবির মহত্ত্ব সাব্যস্ত হয় না। দুই এক শ্লোক তাদৃশ-অলঙ্কার-বিশিষ্ট হইলে ক্ষতি নাই; বরং তাহাতে তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু বাইশ সর্গ গ্রন্থ ঐ প্রকার অলঙ্কারে পূর্ণ থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া শ্রম ভিন্ন আনন্দ উপলব্ধ হয় না। অধিকন্তু শ্রীহর্ষ অত্যন্ত উৎপ্রেক্ষানুরক্ত ছিলেন; সামান্য কথায় তৃপ্ত হইতেন না। অত্যুক্তি ভিন্ন কথা কহিতে তাঁহার ক্লেশ হইত। নলের অশ্ব অত্যন্ত বেগে গমন করিতেছে ও তাহার পদদ্বারা যে ধূলি উড়িতেছে তাহা প্রচুর এই কথা তিনি বলিবেন, এতদর্থে লিখিয়াছেন যে ঐ ধূলি এমত উঠিতেছিল যে লোকের মনে হইল এ অশ্বের বেগে ধাবনের পক্ষে পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র হইয়াছে, অতএব তাহাকে বাড়াইবার জন্য অশ্ব ধূলি উড়াইয়া সমুদ্র পূর্ণ করিতেছিল। ইত্যাদি অত্যুক্তি অন্যত্র অনেক আছে, এবং তাহাতে নৈষধের লালিত্যের বিশেষ হানি করিয়াছে। ফলতঃ নৈষধ প্রচণ্ড ধীসম্পন্ন পণ্ডিতের রচনা, তাহাতে সাহিত্যকারদিগের আজ্ঞানুরূপ সকল অলঙ্কার সঙ্গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু কবিতার প্রধান গুণ যে হৃদয়-গ্রাহিতা তাহার ঐ গ্রন্থে লাঘব দেখা যায়। ঐ গুণ বিদ্যার আধিক্যে কি গ্রন্থের আলোচনায় পাওয়া যায় না; তাহা স্বভাবসিদ্ধ, এবং তাহাই কবিদিগের মূল ধন। বীণাপাণীর প্রসাদভিন্ন তাহার প্রাপ্তি হয় না। সেই গুণ থাকাতেই কালিদাসের মেঘদূত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ সহস্র বার পড়িলেও শ্রান্তি হয় না, এবং তাহার অভাবে নৈষধ এক বার পড়িলেই বিশ্রামাকাঙ্ক্ষা হয়। এ কথায় আমাদিগের বক্তব্য কি তাহার স্পষ্টীকরণার্থে আমরা দুই বাঙ্গালী কবির উল্লেখ করিতে পারি; তাঁহাদিগের তুলনা করিলেই আমাদিগের ভাব পূর্ণ বিভাসিত হইবে। ৩০ বৎসর হইল এতন্নগরে দুই জন উত্তম কবি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের এক জন শাস্ত্র-বিশারদ মহাপণ্ডিত; অন্য ব্যক্তি সংস্কৃত জানিতেন না ও কখন গুরূপদেশ পাইয়াছিলেন কি না তাহা সন্দেহ করিলে করা যায়। তাঁহারা উভয়েই গীত রচনা করিতেন, এবং তাহাতে আপন২ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। পণ্ডিত কবি সংস্কৃত সাহিত্যের সকল অলঙ্কারই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গীতগুলি সংস্কৃত উৎকৃষ্ট কবিতা সকলের অনুবাদ বলিলে বলা যায়। আলঙ্কারিকেরা তাহাতে সকল অলঙ্কারেরই উত্তম দৃষ্টান্ত পাইতে পারেন। অপর কবি কেবল সরস্বতীর প্রসাদে পদ লালিত্য মাত্র পাইয়াছিলেন। তিনি সেই প্রসাদে যে অবস্থায় যে প্রকার মনের ভাব উদিত হইত তাহাই বাক্যামৃতে ব্যক্ত করিতেন;

তাহাতে যমক অনুপ্রাস প্রায় কিছুই দিতেন না, এবং সংস্কৃত-জ্ঞানাভাবে শাস্ত্রীয় শব্দমাত্র ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার গীত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সকলের মুখে বিরাজমান আছে, এবং তাঁহাকে 'নিধুবাবু' বলিলে সকলেই আপন আত্মীয় জ্ঞান করেন। পণ্ডিত কবির নাম রাধামোহন সেন। তিনি আমাদিগের ন্যায় গ্রন্থকীট-ভিন্ন অন্যের গোচর আছেন কি না তাহা সন্দেহাস্পদ। কালিদাস ও শ্রীহর্ষে সেই রূপ সম্বন্ধ; এবং উভয়ে উক্ত রূপে পরিচিত আছেন ও থাকিবেন। বোধ হয় এই নিমিত্তই শ্রীহর্ষের মাতুল মম্মট ভট্ট নৈষধ দেখিয়া কহিয়াছিলেন, "বাপু, যদ্যপি তুমি কিছু পূর্ব্বে তোমার গ্রন্থখানি আনিতে, তাহা হইলে আমার অলঙ্কার গ্রন্থের দোষ পরিচ্ছেদের উদাহরণজন্য পরিশ্রম করিয়া নানা গ্রন্থের আলোচনা করিতে হইত না; এই নৈষধেই সকল পাওয়া যাইত।"

শ্রীহর্ষের কবিতা-বিষয়ে আমাদিগের এই রূপ অভিমত হওয়ায় যে আমরা তাহা অগ্রাহ্য করি ইহা কাহার মনে হইলে আমাদিগের প্রতি অন্যায় করা হইবেক; যেহেতু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে শ্রীহর্ষ এক জন মহাপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার কাব্য বহু-দোষ-সত্ত্বেও মহাকাব্যের পদ রক্ষা করিবেক। প্রস্তাব-প্রারম্ভেই আমরা তাহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছি, এবং মুক্তকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করি যে কবিবরের গ্রন্থে অনেক বর্ণন এমত উৎকৃষ্ট আছে যাহার সাদৃশ্য অতিঅল্প গ্রন্থে পাওয়া যায়; তদর্থে নৈষধ এক খানি প্রধান কাব্য বলিয়া চিরকাল সর্ব্বত্র গণ্য থাকিবে। তাহা অনায়াসে বোধগম্য নহে; টীকার সাহায্যেও তাহার কোন২ স্থান দুরূহ বোধ হয়; পরন্তু বোধগম্য হইলে তাহাতে বিদ্যার চাতুর্য্য প্রচুর দেখা যায়, এবং তাহার গুণগরিমার অবশ্য প্রশংসা করিতে হয়। ঐ গুণগরিমা সাধারণ জনগণের সুগোচর করণার্থে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয় নৈষধের বাঙ্গালী অনুবাদ প্রস্তুত করিতেছেন, এবং তাহার আদর্শ-স্বরূপে প্রথম চারি সর্গ সম্প্রতি প্রকটিত করিয়াছেন। আমরা ঐ প্রথম ভাগ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি। অনুবাদ অতি উপাদেয় হইয়াছে, এবং তাহা সাধারণের আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। মজুমদার মহাশয় অতি সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃত কাব্যে পারদর্শী। তিনি অনেক পরিশ্রমে দন্তস্ফোটদুঃসাধ্য শ্রীহর্ষকৃত দুরূহ পদসকলের যে প্রকার অর্থানুবাদ করিয়াছেন বাঙ্গালীতে তদ্রূপ ব্যাখ্যা অল্প দেখা যায়। পরন্তু ইহা স্মর্তব্য যে এই গ্রন্থ কেবল অনুবাদ নহে, ও প্রচলিত অনুবাদের নিয়মে লিখিত হয় নাই। নৈষধের প্রধান অঙ্গ তাহার পদাবলী। ঐ পদসকলের ভাব কি ও তাহা কি প্রকারে দ্ব্যর্থ বা বহ্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা না জানিতে পারিলে নৈষধের মাহাত্ম্য জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই প্রযুক্ত অনুবাদক উপযুক্ত বিবেচনার সহিত কেবল উপাখ্যানের অনুবাদ না করিয়া প্রত্যেক পদের অনুবাদ ও তাহার আভাষ সকল বিবৃত করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার গ্রন্থ কেবল অনুবাদ না হইয়া এক প্রকার ভাষ্য হইয়াছে। তৎপাঠে সংস্কৃতানভিজ্ঞেরা মূলের অর্থ অনায়াসে করিতে পারিবেন; সুতরাং গ্রন্থখানি সংস্কৃতাভিজ্ঞ ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ উভয়ের পক্ষেই উপকারক হইয়াছে; অতএব আমরা সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ করি যে তাঁহারা এই গ্রন্থের বিহিত সমাদর করুন—ইহা সম্যক্ সমাদরের উপযুক্ত পদার্থ বটে।৵

ট্রোগন পক্ষী।

বসন্তবৌরী নামে এতদ্দেশে একপ্রকার সালিক-সদৃশ পক্ষী আছে; তাহা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতার চতুঃপার্শ্বে অনেক আসিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা আম্রবৃক্ষের নিবিড় পত্রমধ্যে লুক্কায়িত থাকে বলিয়া লোকে তাহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে পায় না। পরন্তু তাহাদিগের রব অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন; যেহেতু তাহা অনেক দূর-হইতে কর্ণগোচর হইয়া থাকে, এবং তাহা অসাধারণ বলিয়া এক বার শুনিলে আর বিস্মৃত হওয়া যায় না। ঐ রবে বোধ হয় যেন পক্ষী "পোকা

হউক, পোকা হউক” এই কথা বলিতেছে। তাহার বর্ণ পৃষ্ঠে চিক্কণ কৃষ্ণ, এবং বক্ষোদেশে উজ্জ্বল পীত; এবং তাহার অবয়ব সুন্দর ও মনোহর বলিয়া গণ্য। পরন্তু এই পতত্রী যে জাতিমধ্যে নির্ণীত হয় তাহার অন্যান্য পক্ষী সকল যে প্রকার মনোহর ইহা তাদৃশ নহে; বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকাদেশে ইহার শ্রেণীস্থ ট্রোগন নামে যে পক্ষী আছে তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনায় এ বংশীয় অন্য কোন বিহগ সুরূপের স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। ঐ কমনীয় বিহঙ্গমের এক চিত্র প্রস্তাবশিরোভাগে মুদ্রিত হইল; কিন্তু তাহাতে ইহার রূপমাধুরীর কিছুই অনুভব হয় না। চিত্রকরের সমস্ত রঙ্গ একত্র করিয়া ইন্দ্রধনুর আভা যদ্যপি এই পত্রে নিবদ্ধ করা যাইত তাহা হইলে বক্তব্য ট্রোগনের কিঞ্চিৎ আভাস ব্যক্ত হইতে পারিত; অবিকল সৌন্দর্য্য সেই স্বভাবসিদ্ধ চিত্রকর যিনি ঐ পক্ষীর সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্যে উৎপন্ন করিতে পারে না। রঙ্গবিশিষ্ট ছবি হইলে আমাদিগের অভিপ্রায় যথাকথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারিত, কিন্তু রহস্য সন্দর্ভের তাদৃশ আয় নাই যে বর্ণিত চিত্র প্রকাশ করা যায়, সুতরাং নিরস্ত থাকিতে হইল। যদ্যপি কখন বিদ্যানুরাগী দেশহিতৈষীদিগের অনুগ্রহে এই পত্রের দশসহস্রাধিক গ্রাহক হয় তাহা হইলে নানাবর্ণে আরঞ্জিত ছবির নিমিত্তে আয়াস হইতে পারে। বিলাতের সমস্ত প্রজার সঙ্খ্যা দুই কোটি, তন্মধ্যে যে পত্রের আদর্শে এই সন্দর্ভ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ডেড় লক্ষ খণ্ড প্রতি সপ্তাহে বিক্রীত হইত। বঙ্গদেশে চারি কোটি মনুষ্য আছে; তাহাদের মধ্যে দশ সহস্র ব্যক্তি আমাদিগের গ্রাহক হইবেন এ আশা দুরাশা নহে। এই ক্ষণে বোধ হয় উক্ত সঙ্খ্যক ব্যক্তি আমাদিগের পাঠক হইয়াছেন; এবং তাঁহাদিগের আনন্দ-সাধন-বৃত্তে আমরা সিদ্ধ-সঙ্কল্প হইলে তাঁহারা আমাদিগের গ্রাহক অবশ্য হইবেন; অতএব কোন সময়ে তাঁহাদিগকে চিত্রিত ছবিদ্বারা তুষ্ট করিবার ভরসা আছে। পরন্তু যে অবধি তাহা সিদ্ধ না হইতেছে তদবধি প্রদত্ত চিত্রেই তুষ্ট থাকিতে হইল। ঐ চিত্রের দীর্ঘপুচ্ছবিশিষ্ট পক্ষী আমাদিগের অভিপ্রেত ট্রোগন; অপর গুলী ট্রোগন-জাতীয় পক্ষী বটে, কিন্তু তাহারা কোনমতে দীর্ঘপুচ্ছ ট্রোগনের তুল্য নহে। যদ্যপি পাঠকবৃন্দ মনে করেন যে ঐ দীর্ঘপুচ্ছের প্রত্যেক পক্ষ এক একটি নির্ম্মল মরকত মণি, এবং ঐ বিহঙ্গের দেহের সর্ব্বত্র শুক্ল-কৃষ্ণ-রক্ত-পীতাদিবর্ণের রেখায় চিত্রিত, তাহা হইলে প্রস্তাবিত কমনীয় পক্ষীর রূপের অনুভব হইতে পারে। ইহার শিখার পক্ষগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এবং তাহার বর্ণ মরকত-সদৃশ উজ্জ্বল। শুকাদি পক্ষীর অঙ্গুলীর ন্যায় ইহাদিগের অঙ্গুলী দুইটী পুরোভাগে অপর দুইটী পশ্চাদ্‌ভাগে থাকে; এবং ইহারা বৃক্ষ-কোটরে নীড় নির্ম্মাণ করে। ইহাদিগের চঞ্চু খর্ব্ব সরল এবং স্থূল কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে আবৃত। ভারতবর্ষে যে সকল ট্রোগন আছে তাহাদের শ্মশ্রু ও শিখা নাই। ইহাদের প্রধান খাদ্য সুমিষ্ট ফল। কিন্তু কীট পতঙ্গাদি ইহাদিগের অগ্রাহ্য নহে। ঐ কীটাদি ধৃত করণার্থে ইহারা বৃক্ষ শাখায় লুক্কায়িত থাকে; সম্মুখে খাদ্য জীব দেখিলেই অতি বেগে তাহার উপর পড়িয়া তাহার সংহার করে। কোন২ জাতীয় ট্রোগন কেবল কীটপতঙ্গ আহারেই দিন যাপন করিয়া থাকে। তাহারা মধ্যদিবসে নিস্তব্ধ থাকিয়া কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় খাদ্যাহরণে সচেষ্ট হয়। স্বভাবতঃ ধীর, দীর্ঘপুচ্ছ ট্রোগন মনুষ্যাবাসে আনীত হইলে অনায়াসে বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ইহা সর্ব্বদা দেখা যায় না। মেক্সিকো-দেশের নিবিড় কাননই ইহার প্রিয় বাসস্থান। ঐ কাননের অধিকাংশে অদ্যাপি মনুষ্যের সমাগম হয় নাই।

অদ্ভুত অলঙ্কার।

অলঙ্কারানুরাগ স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম। কি সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যা কি বিলাতীয় সুসভ্যা, সকল স্ত্রীতে ঐ অনুরাগ প্রবল দেখা যায়, কেহই তাহার প্রণোদনহইতে স্বতন্ত্র নহে। কটক-প্রদেশের আরণ্য স্থানে 'পটুয়া' নামে এক অত্যন্ত অসভ্য জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহারা অদ্যাপি বস্ত্র-বপনে সক্ষম হয় নাই, বস্ত্র-বিনিবয়ে সপত্র শাখা ধারণ করিয়া লজ্জা নিবারণ করে; তাহাদিগের রমণীরাও অলঙ্কারার্থে অনুরাগিণী, এবং বন-মধ্যে সুচিত্রিত শামুক, গেঁড়ী, কি কড়ি পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা মস্তকে কি কণ্ঠে ধারণ করে। উক্ত দেশীয়া সভ্যা কটকিনীরা দুই তিন সের কাঁসার বাঁকমল ও তাড়ের ভার বহনে আপনাদিগকে ধন্যা মনে করেন। বঙ্গদেশে এক শত ভরি রূপার মল ও পঞ্চাশ ভরি স্বর্ণের বাউটী বাল্য-কালে আমরা অনেক দেখিয়াছি। এইক্ষণে কলিকাতার এক এক ললনার অঙ্গে অলঙ্কার বলিয়া তিন চারি সের স্বর্ণ রৌপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার তুলনায় বন্দীদিগের পাঁচ সেরী বেড়ী বিশেষ গুরু হইবেক না। কর্ণস্থ কর্ণফুল, কাণবালা, মাঁছ, কাণ, প্রভৃতি দশ ছিদ্রের সমস্ত আভরণ একত্র করিলে ধাতু মুক্তা ও প্রস্তরে এক পোয়া পরিমাণ হইতে পারে। এই ভার বহন সভ্যতা কি অসভ্যতার চিহ্ন তাহা নাগরী কামিনীরাই স্থির করিবেন। বিলাতী সভ্যা স্ত্রীদিগের মধ্যে এরূপ ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না; তাঁহারা শিল্পের ঔৎকর্ষ্যে স্বদেশীয় অলঙ্কারের অনেক উত্তমতা সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা অলঙ্কার বলিয়া চরণে বেড়ীও ধারণ করেন না, এবং কর্ণে এক পোয়া ধাতু টাঙ্গাইয়া সৌন্দর্য্যাভিমানে গদ্‌গদচিত্তও হয়েন না। পরন্তু অলঙ্কারের অনুরাগ তাঁহাদিগের মধ্যে কোনমতে হ্রাস হয় নাই। স্ত্রীর অলঙ্কার-নির্ম্মাণার্থে বিলাতী লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি দিবারাত্র শ্রম করিতেছে, এবং স্বভাবসিদ্ধ ও মনুষ্যকৃত এমত কোন চিক্কণ পদার্থই নাই, যাহা অলঙ্কারের নিমিত্ত নিযোজিত না হইতেছে। ঘাঘরা স্ফীত রাখিবার নিমিত্ত এক্ষণে প্রত্যহ অনেক শত মণ লৌহের খাঁচা প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে কটিদেশ ক্ষীণ ও বক্ষোদেশ স্থূল দেখাইবার জন্য অনেক-সহস্র জীবের কাঁচকড়া লাগিত; অধুনা তাহার পরিবর্ত্তে শত শত মণ লৌহ তদর্থে নিযোজিত হইতেছে। পরন্তু এ সকল সামান্য কথা। সম্প্রতি মার্কিনদেশে ইহা অপেক্ষা অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। তথায় সুবেশানুরাগিণীদিগের মনে হীরকের জ্যোতিও ম্লান বোধ হয়; অতএব তাঁহাদিগের সম্প্রীত্যর্থে এক শিল্পী এক নূতন সুবর্ণালঙ্কার বানাইয়াছেন, তাহা চিরুণীর ন্যায় কবরীর উপর ধারণ করা হইয়া থাকে। তাহার অঙ্গে হীরকাদির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে কোন মণি সংযুক্ত নাই, দিবসে তৎস্থানে এক একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রের সহিত একটি অণ্ডাকার দৃঢ় পিত্তল পাত্রের সংযোগ আছে। সেই পাত্র গ্যাস নামক বায়ু যাহা কলিকাতার রাস্তায় আলোক প্রদান করে তাহাতেই পূর্ণ থাকে, এবং ঐ পাত্র খোঁপার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। ললনারা ঐ অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক রজনীযোগে নিমন্ত্রণ বাটীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সহাগত স্বামিকে অনুরোধ করেন, এবং স্বামী তদাজ্ঞানুসারে পিত্তল পাত্রের মুখ বিমুক্ত করত একটি দিয়াশলাই লইয়া প্রাগুক্ত সূক্ষ্ম ছিদ্রের মুখ জ্বালাইয়া দেন। সেই জ্বলনে চিরুণীর উপর অনেকগুলি অতি ক্ষুদ্র শিখা জ্বলিতে থাকে, তাহাতে হীরকবৎ অথচ হীরকহইতে অনেক উজ্জ্বল মণির ন্যায় আভা বোধ হয়। মণিতে তাদৃশ সৌন্দর্য্য হইতে পারে না।

// রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ৪ খণ্ড।] বৈশাখ ; সংবৎ ১৯২০। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

তুরুষ্ক-দেশীয় কাওয়ার আড্ডা।

তকগুলি অবিতর্ক নীতিশাস্ত্রানুরাগী আছেন, তাঁহারা মনে করেন, যে যে কর্ম্মে উপস্থিত লাভ নাই সে কর্ম্ম কর্ম্মই নহে। তাঁহাদিগের মনে তামাক খাওয়া কোন মতে উপযুক্ত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে আশু কোন উপকারই বোধ হয় না। এই প্রযুক্ত তামাক আলস্যানুরক্ত নিষ্কর্ম্মদিগের সময়-সংহারক বলিয়া গণ্য হইয়াছে; অথচ দৃষ্ট হইতেছে ভারতবর্ষে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কোন না কোন প্রকারে সেই তামাক সেবনার্থে অনেক আয়াস স্বীকার করেন; তাহাতে কোন উপকার না থাকিলে দেশের সমস্ত লোক কদাপি তাহার অনুরাগ করিত না। অনুমিত হইয়াছে যে প্রতি সাত বর্ষে কোটি টাকার তামাক এতদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। সেই পরিমাণের সহিত শর্করার তুলনা করিলে তাহার বার্ষিক পরিমাণ তদর্দ্ধেক হওয়া ভার হইবেক। শর্করা সুস্বাদুতার আদর্শ; তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিক্ত, কটু, শিরঃপীড়াজনক তামাককে সমাদর করা বিনা কারণে কদাপি সম্ভবে না। পরন্তু তামাক যে প্রকার কুস্বাদু হইয়াও এতদ্দেশের প্রিয় হইয়াছে সেই রূপে ভূমণ্ডলের অন্যত্র অপর অনেক দ্রব্য আছে, তাহাও কটু-কষায় হইয়াও জনসমাজের আদরণীয় হইয়া বিরাজমান আছে। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা মেক্‌সিকো-দেশের 'কুয়া' নামক পত্রের উল্লেখ করিতে পারি। তাহার তিক্ততা চিরেতা-হইতে সহস্র গুণ অধিক, এবং স্বাদুতা তথৈবচ। তাহাতে ক্ষুধার শান্তি হয় না, শরীরের কান্তি হয় না, এবং রোগেরও সাম্য হয় না। অথচ কথিত দেশের সকলে তাহা প্রত্যহ চারি পাঁচ বার সেবন করিয়া থাকে। চীন, তাতার, মোঙ্গলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশে কুয়া পত্রের পরিবর্ত্তে চার ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে; এবং উক্তদেশীয়দিগের দৃষ্টান্তে বিলাতে লোকে প্রতি বর্ষে বিংশতি কোটি টাকার চা ক্রয় করে। তাতার দেশীয় লোকেরা দিবা রাত্রি চা পান করিয়া থাকে; কদাপি সামান্য জল গ্রহণ করে না, এবং মোঙ্গলিয়া ও কাশ্মীরদেশে দিবসের মধ্যে চারি পাঁচ বার চা খাওয়া প্রচলিত রীতি। পারশ, আরব, তুরুষ্ক, মিসর প্রভৃতি দেশে চার পরিবর্ত্তে কাওয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু তথায় চা অজ্ঞাত নহে। ইউরোপ-খণ্ডে চা ও কাওয়া দুই বস্তুই

কাওয়ার আড্ডা।

ব্যবহৃত হয়, এবং তাহার বাণিজ্যে বহু সহস্র ব্যক্তি দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতেছে।

এতৎ সন্দর্ভের পাঠকবৃন্দ জ্ঞাত আছেন যে অনভ্যস্ত বাঙ্গালী কেহ উক্ত চা বা কাওয়া দুগ্ধ ও শর্করার সহযোগ বিনা পান করিতে পারেন না, যেহেতু তদবস্থায় তাহা তিক্ত ও দুঃসাদু বোধ হয়। পরন্তু চীন দেশীয়েরা চার সহিত অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করা অবোধের কার্য্য মনে করে। তাতার দেশেও চা বিনা দুগ্ধ-শর্করায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কেহ কেহ তাহার সহিত লবণ নবনীত ও শক্তু মিশ্রিত করিয়া পান করে। পারশ ও তুরুষ্ক দেশে কাওয়াও বিনাবলম্বনে পীত হইয়া থাকে, এবং তদন্যথাচরণ মূর্খত্বের চিহ্ন বলিয়া গণ্য হয়। কথিত আছে যে কোন সময়ে লেডী এস্থর ষ্টান্‌হোপ্ নাম্নী এক জনা বিখ্যাতা বিলাতী দেশভ্রমণানুরাগিণী রমণী আরব দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি উক্ত দেশীয় বেদুইন নামা ব্যক্তিদিগের রীতি নীতি জ্ঞাত হওনাভিলাষে সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত সহবাস ও তাহাদিগের অন্তঃপুরে গমন করিতেন, এবং যে কোন বস্তু দেখিতেন তৎসম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেন। ইহাতে বেদুইনেরা মনে করিল যে তিনি পাগল হইয়া থাকিবেন, নচেৎ সামান্য বিষয়েও তিনি এত অনুসন্ধান কেন করিতেছিলেন? একদা এই ক্ষিপ্ততার তর্ক হইতেছে, তাহাতে কেহ কহিলেন যে "এই বদান্যা স্নেহান্বিতা বহুজনহিতকারিণী স্ত্রী কদাপি ক্ষিপ্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।" অন্যে কহিল; "না, তিনি আমাদিগের পাকের মসলার কথা জিজ্ঞাসা করেন, ও বাল্যকালে কি প্রকারে শিশু পালিত হয় তাহার অনুসন্ধান করেন; ইহা সজ্ঞানে কে কোথা করিয়া

থাকে?" অন্যে অপরাপর তর্কবিতর্ক করিল; কিন্তু কিছুতেই উক্ত রমণীর ক্ষিপ্ততার প্রমাণ হইল না। পরে এক জনা অশীতিপর বৃদ্ধ বেদুইন কহিলেন, "আমি নিশ্চয় জানি যে উক্ত স্ত্রী ভয়ানক উন্মাদগ্রস্তা, কারণ সে কাওয়াতে চিনি দিয়া পান করে।" এবং এই কথায় সকলের মনে উন্মত্ততার অকাট্য প্রমাণ হইল। আমাদিগের দেশীয়েরা চীনি ও দুগ্ধ উভয় পদার্থ কাওয়ার সহিত মিশ্রিত করে, এ কথা উক্ত বৃদ্ধটী শুনিলে বোধ হয় সকলকে পাগলা-গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন। আমাদিগের এক জনা পরমাত্মীয় শর্করা ও দুগ্ধ ব্যতীত কাওয়াতে দুই তিনটি অণ্ডের কুসুম ও এক খানি পাঁওরুটী মিশ্রিত করিয়া থাকেন! তিনি এই বৃদ্ধের হস্তে পড়িলে শৃঙ্খলের যোগ্য নিরূপিত হইতেন, এবং তুরুষ্কমাত্রে সেই শাস্তির পোষকতা করিত।

পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যে কাওয়া এক প্রকার শুষ্ক ফল। তাহা শুষ্ক খোলায় ভর্জিত করত চূর্ণ করিয়া উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করিলে যে ক্বাথ প্রস্তুত হয় তাহাই পেয় পদার্থ। তাহা তিক্ত ও কটু, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ সুগন্ধ আছে; অভ্যস্ত-ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা অতি বিমুগ্ধকর বোধ হয়; ফলে যদিচ প্রথম পান করিতে হইলে কাওয়ার ক্বাথ অত্যন্ত কটু বোধ হয়, কিন্তু দুই চারি বার পানের পর তাহাতে বিশেষ আসক্তি জন্মে, এবং দেখিলেই পান করিতে ইচ্ছা হয়। এই বিমোহনী শক্তি মাদক দ্রব্যমাত্রেই আছে, কাওয়াতে অসাধারণ নহে; এবং তাহারই অনুরোধে মাদকদ্রব্য সকল সর্বত্র বিজয়ী হইয়াছে।

চা ও কাওয়া উভয়েই এক প্রণালীতে পানার্থে প্রস্তুতীকৃত হয়, অথচ তুর্ক পারশিক ও আরব্যেরা তথা মিশর-দেশীয়েরা চা গৃহে পান করে, এবং কাওয়া-পান-করণার্থে আড্ডায় গমন করে। অত্যন্ত ধনবান্ ও উচ্চপদস্থদিগের আড্ডায় যাওয়ার রীতি নাই; কিন্তু মধ্যবিত ও সামান্য ব্যক্তি সকলেই আড্ডায় গিয়া থাকে, এবং তদর্থে তাহাদিগের সকল নগরের প্রত্যেক গলীতে দুই একটী আড্ডা আছে। এই আড্ডা সকল নামতঃ এতদ্দেশীয় গুলীর আড্ডা, কি তাড়িখানা, কি ভেটেরাখানার সদৃশ বলিতে হইবেক; কিন্তু ফলতঃ তাহা এতদ্দেশীয় ঐ কদর্য্য আড্ডাসকলহইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। এতদ্দেশীয় আড্ডামাত্র হেয় স্থান, এবং যে কেহ তথায় গমন করে সে অবশ্য নিন্দনীয় হয়; কিন্তু উল্লিখিত দেশে কাওয়ার আড্ডা কোন মতে নিন্দনীয় নহে, এবং তথায় গমনে কাহার লজ্জা বা অবমান হয় না। ফলে ঐ আড্ডা সকল উক্তদেশীয়দিগের সমাগমের প্রধান স্থান, এবং বৈঠকখানার প্রতিরূপ। এতদ্দেশে বৈঠকখানায় বসিয়া ধূমপান করা যে রূপ, তুরুষ্কে কাওয়ার আড্ডায় যাওয়াও সেই রূপ সাধারণ রীতি। ঐ আড্ডা প্রায় পথপার্শ্বেই সংস্থাপিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে এতদ্দেশীয় গুলীপায়ীদিগের মাটীর মোড়ার পরিবর্ত্তে কাওয়াপায়ীদিগের ব্যবহারার্থে সুপ্রশস্ত তক্তাপোষ ও তদুপরি মাদুর ও গালিচা বিস্তৃত থাকে। ঐ তক্তাপোষ গৃহের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীভুক্ত রাখা যায়, এবং ধনাঢ্যদিগের গম্য আড্ডায় তদুপরি বালিশ ও সুকোমল বস্ত্রাবরণ করা যায়। গৃহ মধ্য কমনীয়-প্রস্তর-নির্মিত এক বা ততোধিক উৎস থাকে; তাহাতে সর্ব্বদা পরিশুদ্ধ বারি উৎক্ষিপ্ত হয়; এবং গৃহের সর্ব্বত্র ঝাড় লণ্ঠন মুকুরাদি সজ্জায় বিভূষিত থাকে। অপর গৃহের এক পার্শ্বে গুলীপায়ীদিগের ভাঙ্গা হুঁকে ও কলসীর কানার পরিবর্ত্তে চীনদেশীয় সুচারু পিয়ালা ও ধাতুময় কাওয়া-সিদ্ধ-করণ পাত্র প্রস্তুত থাকে। কাওয়াপায়ীরা আগমন করিলেই আড্ডার ভৃত্য তাঁহাকে এক পাত্র উত্তপ্ত

কাওয়ার ক্বাথ প্রদান করে। তিনি তাহা অল্পে২ পান, এবং মধ্যে২ ধূমপান, ও সহপায়ীদিগের সহিত সদালাপ করিতে থাকেন। তুর্কেরা ধূমপান দুই প্রকারে করেন; কেহ বিলাতীয়দিগের ন্যায় শুষ্ক নলে, কেহ বা আমাদিগের ন্যায় জলমধ্যদিয়া ধূম সেবন করেন। শেষোক্ত প্রথা তাঁহারা এতদ্দেশহইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের হুঁকা নারিকেল শব্দের অপভ্রংশে "নার্ঘেলী" নামে প্রসিদ্ধ; অথচ তাহা নারিকেলে নির্ম্মিত না হইয়া এই ক্ষণে গ্লাস কাঁচ রৌপ্য বা স্বর্ণে নির্ম্মিত হয়। তুর্কদিগের ধূমপানের নল ইউরোপীয়দিগের নলের সদৃশ, কিন্তু তাহাহইতে অনেক দীর্ঘ; অনেক নল দুই তিন হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ৫০ পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে কেবল নলের প্রতিরূপ আছে।

এতদ্দেশীয় গুলীর আড্ডায় কথোপকথন অধিক হয় না, যেহেতু গুলীপায়ীরা অহিফেণের ধূমে কথোপকথনের অবকাশ অল্প পাইয়া থাকে। অপর তাড়ীর আড্ডায় গীত বাদ্য কলরব অত্যন্ত অধিক, তাহার নিকট তিষ্ঠন ভার। কাওয়ার আড্ডায় তাদৃশ কোন নিন্দনীয় লক্ষণ নাই। তথায় ভদ্রলোকে আসিয়া ভদ্রের সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া থাকে। পরন্তু তথায় অপর এক আমোদের উপায় আছে। সকল উত্তম কাওয়ার আড্ডায় এক২ জন কথক থাকে। সে ব্যক্তি কাওয়াপায়ীরা সমাগত হইলে আড্ডার দুই শ্রেণী তক্তাপোষের মধ্যে পরিক্রমণ করিতে থাকে, ও নানাবিধ সরস উপন্যাসে শ্রোতাদিগকে পরিতুষ্ট করে। এতদ্দেশীয় কথকেরা যে প্রকার অঙ্গভঙ্গী ও হস্ত-পদাদি পরিচালন করে তুর্ক কথকেরাও সেই রূপে হাবভাব-অঙ্গভঙ্গীদ্বারা আপন কথকতার সাফল্য করে, এবং তাহাতে শ্রোতারা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। কখন২ এই কথকেরা গল্পের মধ্যভাগে আসিয়া যখন দেখে যে শ্রোতারা অনন্যমনে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় স্থির হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে, তখন হঠাৎ আড্ডা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; তাহাতে শ্রোতাদিগের আশু মনো বেদনা হয়, কিন্তু গল্পের শেষ ভাগ শ্রবণ করণাভিপ্রায়ে তাহাদিগকে পর দিবস নিশ্চয় সেই আডডায় আসিতে হয়; ইহাতে আড্ডাধারীর সম্যক্ লাভের সম্ভাবনা। অপর গল্প-শ্রবণ-ভিন্ন আড্ডাতে দেশের হিতাহিত বিষয়ক তর্কবিতর্ক অনেক হইয়া থাকে। রাজা নিষ্ঠুর হইলে তাঁহার দোষোল্লেখ কাওয়ার আড্ডায় অধিক হয়, এবং সেই সূত্রে তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার উপায় ঘটিয়া উঠে। এই হেতু কোন সময়ে তুর্ক সম্রাটেরা আপন রাজ্যে কাওয়ার আড্ডা উঠাইয়া দিতে অনুমতি করেন; কিন্তু তাহাতে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। লোকে সম্মুখে নাপিত কি অন্য কাহার দোকান করিয়া বাটীর পশ্চাতে কাওয়ার আড্ডা সংস্থিত রাখিত, এবং ক্ষৌর বা দ্রব্য ক্রয়ের উপলক্ষ্য করিয়া লোকে তথায় আগমন করত তামাক ও কাওয়া পানে আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত করিত।

যদিচ কাওয়া পানে তাদৃশ মাহাত্ম্য নাই, তত্রাপি তদুপলক্ষে লোক প্রত্যহ একত্র হইয়া সদালাপ করে ইহা সামান্য উপকারের বিষয় নহে। ইহাতে পরস্পর হৃদ্যতার বৃদ্ধি হয়; লোকাপবাদে অধিক ভয় হয়, এবং অনেকে একত্র হইলে সাধারণ-হিত সাধনের উপায় হয়। বঙ্গদেশে তাহার অভাবেই স্বজাতীয়মধ্যে দ্বেষ বিদ্রোহ মৎসরতাই অধিক দেখা যায়; পরস্পরে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ সদ্ভাব সদালাপ কিছুই ঘটে না; সুতরাং লোকে একত্র হইয়া কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে সক্ষম হয় না। অতএব ইহা অত্যন্ত প্রার্থনীয় যে কোন নির্দোষী আমোদের স্পৃহায় এতদ্দেশীয় লোকে সময়ে২ সমবেত হওনে উৎসুক হউন।

অপূর্ব্ব বামন

বা

অঙ্গুষ্ঠ জাঁদ্রেল টম্ থম্।

মেরিকা-খণ্ডের বষ্টন নগরে এক অতি ক্ষুদ্র বামন বিংশতি বৎসরাবধি বিখ্যাত হইয়াছে। তাহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ২৮ বৎসর; কিন্তু তাহার শরীর এপ্রকার ক্ষীণ ও খর্ব্ব যে সমস্ত দেহের পরিমাণ ১৫সের, এবং দৈর্ঘ্যে পৌনে দুই হাত মাত্র; সুতরাং সে কোন মেজের পার্শ্বে দাঁড়াইলে তাহার মস্তক মেজের উপরিভাগহইতে নিম্নে থাকে। পরন্তু ক্ষীণতা ও দৈর্ঘ্য ভিন্ন ইহার অবয়বের অন্য কোন বৈলক্ষণ্য নাই—সমস্তই অবিকল অন্য মনুষ্যের সদৃশ, এবং বুদ্ধি-বৃত্ত্যাদি মানসিক সকল ক্ষমতাও সর্ব্বমত প্রকারে সাধারণ মনুষ্যের তুল্য। ইহার পিতার নাম ষ্ট্রাটন্ ছিল, এবং ইহার নাম চার্লস্ হেনেরী; কিন্তু সাধারণতঃ ইহার সে নাম বিখ্যাত নাই। বার্নম্ নামা এক ব্যক্তি সুচতুর ইহাকে আপন অধীনে লইয়া প্রধান সেনানায়কের পরিচ্ছদে আবৃত করত খড়্গাদি অস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া জেনেরল্ টম্ থম্ নামে বিখ্যাত করিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় "থম্" শব্দে অঙ্গুষ্ঠ এবং "টম্" শব্দে বৃহৎ, সুতরাং তদুভয় শব্দার্থে বৃহৎ অঙ্গুষ্ঠ হইল। নামের অনুবাদ নিষিদ্ধ বলিয়া আমরা ইহার ইংরাজী নাম রক্ষা করত অঙ্গুষ্ঠ শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত করিলাম। বার্নম সাহেব এই বামনকে সঙ্গে লইয়া এতদ্দেশীয় বৈদ্যনাথের পাঁচপেয়ে গোরুর ন্যায় দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে; এবং কিঞ্চিৎ২ অর্থ লইয়া তাহাকে সাধারণ লোককে প্রদর্শন করে। কথিত আছে যে এই প্রকারে উক্ত ব্যক্তি প্রচুর ধনলাভ করিয়াছে। চারি বৎসর কাল সে বিলাতে ভ্রমণ করে, এবং সেই সময়ে পোনের লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। অন্যত্রও তাহার লভ্য ঐ পরিমাণে হইয়াছে।

অধুনা বর্ণিত বামন বষ্টন-নগরে বাস করিতেছে। তথায় সে ধনবান্ মান্য ও ভাগ্যবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তায় ভদ্রলোকের সহিত গণ্য; কোন বিষয়ে তাহার নিন্দা নাই। তাহার আবাস বহুমূল্য গৃহসজ্জায় পরিপূর্ণ, এবং বিবিধ ভৃত্যে সংসেবিত। বায়ুসেবনার্থে তাহার একখানি সুদৃশ্য ও বহুমূল্য ফেটিন্ গাড়ী আছে, এবং তাহাতে চারিটী অশ্ব সংযোজিত হইয়া থাকে। কথিত গাড়ী বামনের উপযুক্ত ক্ষুদ্র, এবং অশ্ব গুলীও তদনুরূপ যৎপরোনাস্তি খর্ব্ব। ঐ গাড়ীর সারথ্য সাধনার্থে এক জন বামন নিযুক্ত আছে; এবং তাহার সহচর সহীসেরাও বামন বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু কেহ২ কহেন যে ঐ গাড়ীর সহীস নাই। পরন্তু গাড়ী এপ্রকার খর্ব্ব যে তাহার পশ্চাতে বামন ভিন্ন অন্যসহীসে আরোহণ করিতে পারে না।

সম্প্রতি এই জাঁদ্রেলী বামন নায়কের একটী তদনুরূপ নায়িকার সহিত পাণিগ্রহণ হইয়াছে। তাহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর; এবং বিবাহসময়ে সে স্বামির তুল্য দীর্ঘ অর্থাৎ পৌনে দুই হস্ত পরিমিত ছিল। তাহার পৈত্রিক নাম ওয়ারেন্। বিবাহ-যোগ্যা হইলে টম্ থম্ ও তাহাহইতে ঈষৎ দীর্ঘ অপর এক ব্যক্তি বামন তাহাকে সহধর্ম্মিণীকরণাভিলাষে তাহার অনুসরণ করে; কিন্তু তিনি দীর্ঘকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্যপ্রেমে টম্ থমের হস্ত গ্রহণ করেন। ইহাতে কেহ কেহ কহে যে তিনি টম থমের প্রচুর ধনেই মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, কিন্তু অন্যে তাঁহাকে সে অপবাদহইতে মুক্ত করিয়াছে। তাঁহার বিবাহ অতি সমারোহ-পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইয়াছিল, এবং বরযাত্রিমধ্যে দেশের

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে বরযাত্রীর গণনা করিলে ত্রিংশৎ সহস্রেরও অধিক হইবে। এই সমারোহের নিমিত্ত লক্ষ মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়াছিল; কিন্তু জাঁদেলটার যে প্রকার আয় তাহার তুলনায় ইহা অধিক বলা যায় না। কথিতা বামনার কনিষ্ঠা ভগিনীও খর্ব্ব-কায়া, এবং তাহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, সে যে ঈষৎ দীর্ঘ বামনকে পরিত্যাগ করে, তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং এই ক্ষণে বষ্টন-নগরে দুই পরিবার কুটুম্ব বামন হইয়াছে। তাহাদের পিতামাতা সামান্য দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিল, কেবল তাহারাই বামন। এই ক্ষণে স্ত্রীপুরুষ বামন হওয়াতে ইহাদের সন্ততি বামন কি দীর্ঘকায় হইবে ইহা নিরূপণ করা রহস্যের বিষয়; সন্ততি বামন হইলে ক্রমশঃ এক বামন জাতি হইয়া উঠিবে।

ভাষা-বিজ্ঞান।

পৃথিবীতে ন্যূনাধিক চারি সহস্র ভাষা প্রচলিত আছে, এই বাক্যটী কর্ণগোচর হইবামাত্র শ্রোতাদিগের মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়। ভিন্ন২ প্রদেশের ভাষা ভিন্ন২ হইল কেন? সকল প্রদেশের লোকেরাই এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে না কেন? সাহারা-মরুভূমি-স্থিত এক জন বর্ব্বর আর্য্যাবর্ত্তবাসী এক ধীবরের কথা বুঝিতে পারে না কেন? এক জন দাক্ষিণাত্য এক ফরাসীসের কথা বুঝিতে অক্ষম কেন? আমরিকদের ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ, লাপ্‌লাণ্ডীয়দের ইন্দ্রিয় সকলও সেই রূপ। সকলকার চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয় একপ্রকার কার্য্য করে, এবং সকলেই এক পদার্থকে একপ্রকারে বর্ণন করে; আমরিকেরা নবদূর্ব্বাদলকে শ্যামবর্ণ বলে, লাপ্‌লাণ্ডীয়েরা তত্তই তাহাকে পীতবর্ণ বলে না? জর্ম্মনেরা যাহাকে নবনীত-কোমল বলে, ইংরাজেরা তাহাকে লৌহ কঠিন বলে না। সকল মানবেরই বুদ্ধিবৃত্তি একরূপ। নীলনদ-তীর-বাসীরাও যেরূপে তত্ত্বাবধারণ করিবে, ভাগীরথী-কূলস্থিত আর্য্যেরাও সেই রূপে তত্ত্ব সমূহের উদ্ভাবন করিবে। কেবল ভাষা-শক্তি লইয়াই এত গোলযোগ কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে প্রাচীন ইহূদীরা বলেন যে কালের প্রারম্ভে ঈশ্বর-প্রসাদ-দুর্ললিত কতকগুলি উদ্ধত লোক অহঙ্কারে মত্ত হইয়া একটী অভ্রংলিহ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল ঐ প্রাসাদ-সাহায্যে স্বর্গে আরোহণ করিবে। ঈশ্বর তাহাদের দুরাগ্রহ-দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ভাষার ব্যতিক্রম জন্মাইয়া দিলেন। তাহাতে তাহারা আর সমবেত হইয়া কথোপকথন করিতে পারিল না, সুতরাং ঐ প্রাসাদ-নির্ম্মাণে বিরত হইল। তৎপূর্ব্বে সকলেই এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত; কিন্তু সেই অবধি সকলের ভাষা ভিন্ন২ হইল। মনে কর, এই কথাটী যুক্তি যুক্ত। কিন্তু ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, যে এক ভাষাই ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ আকার ধারণ করে। সামবেদীয়েরা যদি শ্মশান-ভূমি-হইতে উত্থিত হন, তাঁহারা কালিদাসকে আপনাদের সন্তান বলিয়া চিনিতে পারিবেন না, কারণ সামবেদের ভাষা এবং শকুন্তলার ভাষা এত ভিন্ন যে তাহা এক ভাষা বলা যায় না। ইংলণ্ড-দেশের বিখ্যাত রাজা এল্‌ফ্রেড্ যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেক্‌স্‌পিয়র সে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন নাই। ভবভূতির সময়েও কোকিল-ঝঙ্কার যেরূপ ছিল, আমাদের সময়েও সেই রূপ আছে,

কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল ভাষারই ব্যতিক্রম হইয়াছে কেন?

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে ভাষারও তরুণ বয়স, যৌবন কাল, এবং পরিণত বয়স আছে। ভাষার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, এবং ভাষার বিধান সমুদয় স্বতন্ত্র। ঐ প্রকৃতিসকলের নির্ণয় এবং ভাষাগত বিধান সমুদয়ের নিরূপণ-করণার্থে সম্প্রতি এক নূতন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম "ভাষা-বিজ্ঞান।" ভাষাসকলের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ কিরূপ, ভাষা-বিজ্ঞান তাহা স্থির করিয়া দেয়। কোন এক ভাষার ধর্ম্ম নিরূপণ-করণার্থে সাহিত্য-শাস্ত্র আছে, কিন্তু ভাষার প্রকৃতি নির্ণয় করা সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ভিন্ন২ কালীন মহাত্মাদের মনোগত নিগূঢ় তত্ত্ব ভাষায় কি প্রকার বিভাসিত হয়, তাহার উপলব্ধি করিয়া দেওয়াই সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ভাষা-বিজ্ঞান তাহাতে হস্তক্ষেপ করে না। ভাষা কি সামগ্রী, ভাষা-বিজ্ঞান তাহাই নিরূপিত করে। ভাষা-বিজ্ঞানের অসাধারণ ক্ষমতা। যেখানে ইতিবৃত্ত পদক্ষেপ করিতে পারে না, সে স্থলেও ভাষা-বিজ্ঞানের গতি বিধি আছে। হিন্দু, ইংরাজ, ফরাসীস, গ্রীক, রোমীয় প্রভৃতি জাতিদের আদিপুরুষ এক কি বহু, ইতিবৃত্তদ্বারা তাহার কিছুই টের পাওয়া যায় না; ভাষা-বিজ্ঞান তাহা স্থির করিয়া দিয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞান আপনার অদ্ভুত সামর্থ্যে ইহা নির্ণয় করিয়াছে যে হিন্দু, গ্রীক, রোমীয়, ইংরাজ, ফরাসীস, ইহারা সকলেই এক বংশহইতে উদ্ভূত। এক্ষণে ইহাদিগকে যত ভিন্ন বোধ হউক না কেন, এরূপ এক সময় ছিল, যখন ইহারা সকলেই একত্র ও এক পরিবারে বাস করিত। হিন্দুরা তখন ফরাসীসদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিতেন না; তখন ইহারা ফরাসীসদিগকে স্বজাতীয় আত্মীয় জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার করিতেন। অপর জাতিহইতে আর্য্যেরা বিভিন্ন হইবার পূর্ব্বে, তাহারা কি পর্য্যন্ত সভ্য হইয়াছিলেন, মেক্ষ মূলর প্রভৃতি শব্দ শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতেরা ভাষা-বিজ্ঞানবলে তাহাও স্থির করিয়াছেন।

ভাষা-বিজ্ঞানের যখন এতাদৃশ অপরিসীম ক্ষমতা, তখন বোধ হইতে পারে যে বহুকালাবধি ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে, ও ভিন্ন২ দেশীয় ভিন্ন কালীন পলিতকেশ পরিণতবুদ্ধি মহোদয়েরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অতি অল্প দিন হইল ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। শত বৎসর-হইতে পণ্ডিতেরা ভাষা-বিজ্ঞানের তত্ত্ব সমুদয় উদ্ভাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তৎপূর্ব্বে ভাষা-বিজ্ঞান অন্ধতমসাবৃত ছিল। এ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিয়া ভাষার আকৃতি কিরূপ রমণীয় কেহ তাহা অবলোকন করে নাই। মনুষ্যেরা প্রকৃতির সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন; সমুদ্র-গর্ভস্থ রত্ন সমুদয় আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, আর্ত্তব কুসুম সমুদয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; এক [illegible] অস্থিগত তত্ত্বব্যূহ উদ্ভাবিত করিতে সমুদয় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; আত্মার প্রকৃতি নিরূপিত করিয়াছিলেন; গ্রহ-নক্ষত্রাদি কি নিয়মে আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করে তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু যে শক্তি পশু-পক্ষী-প্রভৃতি নিকৃষ্ট জন্তুহইতে মানুষকে বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে, যে শক্তিবলে আমরা সমুদয় পৃথিবীতে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছি, তাহার প্রতি কেহ এক বার নয়ন বিক্ষেপও করেন নাই।

রোমীয়দের ক্রীড়াদ্রব্য কিরূপ ছিল, ইহা জা-

নিবার জন্যে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে প্রোথিত পম্পিয়াই নগর উদ্‌ঘটিত হইয়াছে; কিমীয় বিদ্যাবলে গ্রীক্‌দেশীয় মহাত্মাদের বিলুপ্তপ্রায় মনোভাবসকলও অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু কেহ এক বার ভাষা-নিহিত মহামূল্য রত্ন সমুদয়ের প্রতি ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। এই ক্ষণেও অনেকের ভাষা-বিজ্ঞানের প্রতি অতিশয় দ্বেষ আছে। তাঁহারা বলেন, "ভাষা-বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহদ্বারা পৃথিবীর বিন্দুমাত্র উপকারও সমাহিত হয় না। যদি বুঝিতাম যে ভাষার প্রকৃতি নির্ণয় করিলে, এবং ভাষা-গত বিধানসমুদয় অবধারিত করিলে, পৃথিবীস্থ সমুদয় ভাষা অনায়াসে শিক্ষিত হইতে পারিবে; যদি বুঝিতাম ভাষা-বিজ্ঞানবলে এক আদি ভাষা আবিষ্কৃত হইবে, তাহা হইলে ভাষা-বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যখন জানি যে ভাষা-বিজ্ঞানদ্বারা এরূপ কিছুই হইবে না, তখন ইহাতে বৃথা সময়ক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা কি?" যাঁহারা একথা বলেন তাঁহাদের বাক্যসমুদয় যে অজ্ঞান-মূলক তাহাতে কোন সংশয় নাই। যে সকল ক্ষৌণীবিৎ পণ্ডিতেরা এক খণ্ড যৎসামান্য প্রস্তরের তত্ত্বজ্ঞানার্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, এবং দিবারাত্র কেবল সেই প্রস্তরের প্রতিই চাহিয়া আছেন; যে সকল জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা ভীষণ তরঙ্গাকুল বারিধি অতিক্রম করিয়া এক জনশূন্যক্ষেত্রে অনাহারে তুষারাবৃত-রজনীতে শীত-কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। আমাদের তাহাতে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এক্ষণে অনেকের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে—অনেকে এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে ভাষা-বিজ্ঞান মহোপকারক। ভাষা-বিজ্ঞান কি তাহা জানিতে না পারিয়াই সকলে তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে ভাষা-দেবীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া সকলে বিমোহিত হইয়াছে, এবং তদ্‌গতচিত্তে ভাষার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জর্ম্মনী, ফ্রান্‌স, এবং ইংলণ্ডদেশে এই শাস্ত্রের চর্চ্চা হইতেছে। জর্ম্মনী দেশ ভাষা-বিজ্ঞানকে জন্মদান করিয়াছে। ফ্রান্‌স তাহার শরীর দিন২ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। হুম্‌বোল্‌ট্‌, গ্রিম্‌, বপ্‌, বুন্‌সেন, মেক্ষ মূলর প্রভৃতি মহোদয়েরা অনন্য কর্ম্মে ব্যাসক্ত হইয়া ভাষা-বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভাষা-বিজ্ঞানের এক্ষণে দিন২ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। জর্ম্মনী দেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষিত হইতেছে।

এই ভাষা-বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথম কার্য্য ভাষার প্রকৃতি নির্ণয় করা। তদর্থে ভাষা সকলের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে হয়। আপাততঃ তৎকর্ম্ম কোন এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতে পারে, কারণ সমস্ত জীবন ভাষা শিক্ষাতে অতিবাহিত করিলেও চারি সহস্র ভাষা শিক্ষা করিতে পারা যায় না। পৃথিবীর আদি অবধি এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই দুঃসাধ্য কার্য্য সমাহিত করিতে পারে নাই। মেজোফান্টি নামক এক জন বিখ্যাত ভাষাবিৎ অনেক কষ্টে কেবল ত্রিশটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সকল ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য নিরূপণ করা সাধ্য নহে। কিন্তু ভাষাবিৎ পণ্ডিতের সকল ভাষাতেই পাণ্ডিত্য লাভ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি কেবল শব্দের ও ব্যাকরণের পরস্পর সম্বন্ধ দেখিয়া আপন অভিপ্রেত সাধন করেন, এবং তাহা এক জনের পক্ষে অসাধ্য নহে। ভাষা-বিজ্ঞানানুসন্ধায়ী সমুদয় [illegible] সাহিত্য শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিতে [illegible] তিনি

কেবল ধাতু ও শব্দ সকলের সংযোগ বিয়োগ লইয়াই ব্যস্ত। তিনি রঘুবংশ, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত্র, মেক্‌বেথ্‌, হেমলেট্‌, ইনফর্ণো প্রভৃতি কাব্য সকলকে কণ্ঠস্থ করিতে প্রয়াস পান না। তিনি অলঙ্কারিকদের মনোমধ্যে প্রবেশ করেন না। গৌতম, ক্যাণ্ট, কম্‌টি প্রভৃতি দার্শনিকদের যুক্তি-সকলের মর্ম্মগ্রহ করিতে তাঁহার অবকাশ নাই। তিনি কেবল পাণিনি, অমর-কোষ, হেমচন্দ্র, মেদিনী, বিশ্ব, লিন্‌লে মরে, ওয়েবষ্টর প্রভৃতি ব্যাকরণ ও অভিধান লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তাহা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য নহে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

হীরক।
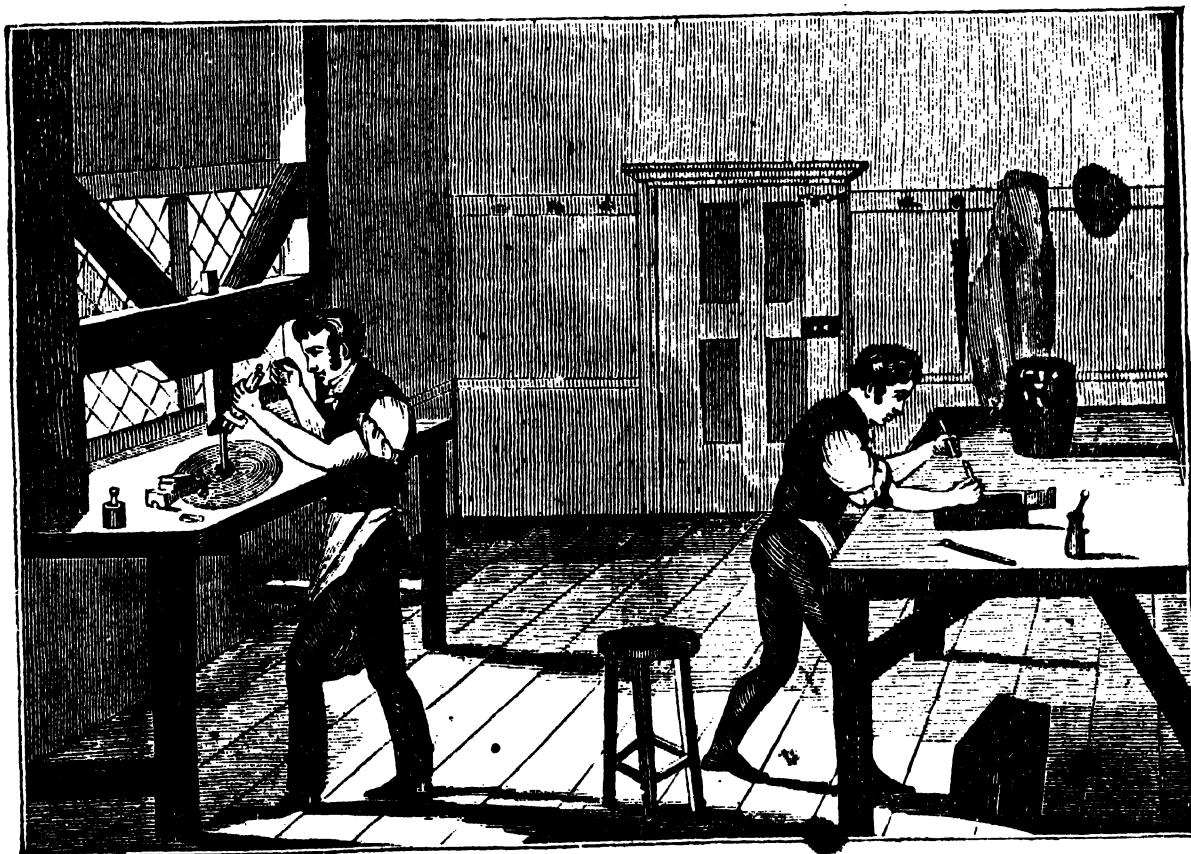
ণ্ডিত-সমাজে বহুকালাবধি বিশ্বাস ছিল যে চুণী পান্না প্রভৃতি মণির ন্যায় হীরকও [illegible] প্রস্তর; কিন্তু রসা- [illegible] বিশারদদিগের অ- নুস[illegible] হইয়াছে যে [illegible] মনে [illegible] মাত্র। সাধারণ লোকে এ [illegible] বিস্ময়াম্বিত হইয়া বক্তাকে অনৃতভাষী মনে করিতে পারেন, কারণ যে পদার্থ আবহমান কাল চাকচক্যের উপমাস্থল, দৃঢ়ত্বের অদ্বিতীয় আধার, ও মণিমাত্রের প্রধান বলিয়া 'মণিমুখ্য' ও 'বজ্র' নামে বিখ্যাত আছে, তাহাকে অতি হেয় কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার বলিলে অবশ্যই বক্তার প্রতি অনাস্থা জন্মিতে পারে। পরন্তু পরীক্ষার পর প্রমাণ নাই; এবং সেই পরীক্ষাদ্বারা সব্যবস্থ হইয়াছে যে বস্তুতঃ হীরা ও অঙ্গারে কোন ভেদ নাই; কেবল অঙ্গার নানা প্রকার উপায়ে প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহাতে মলা থাকিতে পারে; হীরক

স্বভাবসিদ্ধ পদার্থ, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিশুদ্ধ, তাহাতে মলামাত্রের লেশও নাই। এই কথার প্রমাণার্থে লাবোয়াসিয়ে, এলেন, পেপী, প্রভৃতি রসায়নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা হীরা ও কয়লা পৃথক্২ কাচপাত্রে আবৃত করিয়া কেবল মাত্র অক্‌সিজিন বায়ুর সহযোগে দগ্ধ করেন; তাহাতে উভয়েই সামান্য অঙ্গারের ন্যায় দগ্ধ হইয়া আঙ্গার্য্য বায়ু উৎপন্ন হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে অঙ্গার ও লৌহ একত্রে দীর্ঘকাল উত্তপ্ত করিলে ইস্পাত প্রস্তুত হয়; এবং সর্ জর্জ মেকেঞ্জী সাহেব সেই কথার প্রমাণার্থে এক খণ্ড লৌহকে হীরক চূর্ণে আবৃত করিয়া উৎতপ্ত করেন, তাহাতে দেখিলেন যে হীরকের সহিত লৌহের অত্যন্ত সংযোগ হইয়া লৌহ ইস্পাৎ রূপে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থ-বিদ্যাবিৎ মহাশয়েরা অপর অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং ঐ সকল পরীক্ষাতেই হীরকের অঙ্গারত্ব সাব্যস্থ হইয়াছে। এতদ্দেশে হীরককে বিষ বলিয়া প্রবাদ আছে; কিন্তু তাহা পারশ্য মণিবোধক "জবাহির" এবং গরল বোধক 'জহর শব্দের অর্থ গ্রহণের দোষে ঘটিয়া থাকিবে; ফলতঃ হীরায় গরলের লেশও নাই।

হীরকের আদিম স্থান ভারতবর্ষ; তথাকার দক্ষিণদেশের ঘাটাখ্য পর্ব্বতের অনেক স্থানে তাহা বহুকালাবধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ঐ সকল স্থানের মধ্যে গোলকণ্ডানামক স্থান সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, এবং ভূমণ্ডলে যে সকল উত্তম হীরক অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই সকল ঐ স্থানহইতেই আনীত হয়। হিন্দুরা এই হীরক অতি প্রাচীন কালাবধি জ্ঞাত আছেন; এবং পূর্ব্বকালীয় বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার নাম অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু তাহা এত বিস্তার রূপে প্রচরিত ছিল যে তাহাকে লোকে বিবিধ নামে বিখ্যাত করিত। ঐ সকল নাম মধ্যে হীর, হীরক, বজ্র, বরারক, অবিক, অশির, দধীচ্যস্থি, দৃঢ়াঙ্গ, লোহজিৎ, সূচীমুখ, রত্নমুখ্য, ভার্গবপ্রিয় প্রভৃতি নাম অনেক স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে, এবং ঐ সকল নামেতে হীরকের অসদৃশ দৃঢ়ত্বের প্রমাণ উপলব্ধ হয়; তন্নিমিত্তই ইহাকে বজ্রনামে বিখ্যাত করা যায়; এবং বৃত্রাসুর বধের নিমিত্ত দধীচি মুনির অস্থি হীরকরূপে পরিণত হয়। মহাভারতে এই শেষোক্ত ব্যাপারের এক দীর্ঘ আখ্যায়িকা উপন্যস্ত আছে, বোধ হয় তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন, অতএব তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল না।

ভারত সমুদ্রের বোর্ণীও দ্বীপ তথা আমেরিকা খণ্ডের ব্রেজীল দেশহইতেও ইদানীন্তন অনেক হীরক আনীত হইতেছে; কিন্তু তৎসমুদায় ভারতবর্ষীয় হীরকের তুল্য উত্তম নহে এই বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং তন্নিমিত্ত অনেক মণি-বণিকেরা ব্রেজীলের হীরক প্রথমতঃ ভারতবর্ষে আনিয়া তথাহইতে ইউরোপে লইয়া যায়, এবং তথায় তাহা ভারতবর্ষীয় হীরক বলিয়া বিক্রয় করে। সম্প্রতি এই অপবাদ অনেক অংশে অপনোদিত হইয়াছে; বিশেষতঃ অধুনা ভারতবর্ষীয় গোলকণ্ডা প্রভৃতি স্থানের খনিতে অধিক হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং লোককে ব্রেজীলের হীরক লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। শেষোক্ত স্থানহইতে এক্ষণে ৫ বা ৬ সের হীরক খণ্ড প্রতি বর্ষে আনীত হয়; কিন্তু তন্মধ্যে অলঙ্কারের যোগ্য নির্ম্মল হীরা ৮০০ রতির অধিক পাওয়া যায় না।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে হীরক আছে বলিয়া কেহ জ্ঞাত ছিল না; পরে সেরো ডি ফ্রিও প্রদেশে স্বর্ণ আছে বলিয়া তাহার অনুসন্ধান হয়; তৎসময়ে অনুসন্ধায়ীরা কঙ্কর-মৃত্তিকা-মধ্যে অনেক হীরক খণ্ড প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহারা হীরকের মূল্য না জানায় ঐ হীরক-খণ্ড [illegible] সামান্য প্রস্তর-খণ্ড মনে করিয়া [illegible] কেবল

সৌন্দর্য্যের হেতু নিক্ষিপ্ত না করিয়া তাহা খেলিবার সময় দান ধরিবার ঘুঁটী বলিয়া ব্যবহৃত করিত। ফলে এতদ্দেশে যে প্রকারে কড়ী দিয়া খেলার দান ধরা যায়, সেই প্রকারে ব্রেজীল বাসীরা হীরকখণ্ড দিয়া দান ধরিত। তৎপরে এক ব্যক্তি ভদ্র সাহেব যিনি ভারতবর্ষে অনেক হীরক দেখিয়াছিলেন, তিনি ব্রেজীলে ঐ হীরক ঘুঁটী দেখিয়া তাহার পরীক্ষা করেন, এবং সন্দেহান্বিত হইয়া হলণ্ড-দেশে কয়েকটী ঘুঁটী প্রেরণ করেন। তথায় পরীক্ষাদ্বারা সব্যবস্থ হয় যে ঐ ঘুঁটী প্রকৃত হীরক বটে। এই সংবাদ ব্রেজীলে পৌঁছিবামাত্র উক্ত সাহেব ও অপর দুই তিন ব্যক্তি সমস্ত দানের ঘুঁটী ক্রয় করিয়া প্রচুর ধনলাভ করেন; এবং তদবধি ঐ ঘুঁটী হীরক বলিয়া প্রচরিত হয়।

পূর্ব্বকালে স্রোতোজলে আনীত লোষ্ট্র যে স্থলে সংস্থিত আছে তন্মধ্যে হীরক পাওয়া যায়, সুতরাং তাহার আদিম স্থান কি তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। তাহার প্রকৃত অবয়ব অষ্ট-সমত্রিকোণক্ষেত্র-বিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহার দেহে আটটী সমত্রিকোণ ক্ষেত্র পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই অবয়বোপরি ঈষৎ অস্বচ্ছ পদার্থের আবরণ থাকে; ঘর্ষণদ্বারা তাহার অপনোদ করিলে হীরক পরিশুদ্ধ উজ্জ্বল হয়। তদবস্থায় তাহার তুল্য স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল অন্য কোন দ্রব্য নাই। অপর কোন ২ উত্তম হীরকের বিশেষ ক্ষমতা এই যে তাহার মধ্যে আলোক আবদ্ধ থাকে। অন্ধকারে ঐ হীরক লইয়া গেলে সেই আলোক নিঃসৃত হইয়া উজ্জ্বল দেখায়।

হীরক সচরাচর বর্ণবিহীন, কিন্তু কোন২ হীরায় কৃষ্ণ নীল হরিৎ বা পদ্ম বর্ণ দেখা যায়। কৃষ্ণ বর্ণের হীরক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ধূম বর্ণের হীরক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা দূষ্য এবং অল্পমূল্য। হীরকের দৃঢ়ত্বের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ইহার ভার জলহইতে ৩॥০ গুণ অধিক। ইহাদ্বারা বিদ্যুৎ পরিচালিত হয় না; এবং তাহা কোন দ্রাবকে দ্রব হয় না। আবৃত পাত্রে উত্তপ্ত করিলে ইহা কদাপি দ্রব হয় না; কিন্তু সামান্য বায়ুর কিংবা অক্সিজিন বায়ুর সংযোগে ইহা যে উত্তাপে রৌপ্য দ্রব হয় সেই উত্তাপে দগ্ধ হয়।

এই হীরক প্রকৃত অবস্থায় অলঙ্কারের উপযুক্ত নহে; তদর্থে প্রয়োজনমতে ছেদ, ভেদ, ঘর্ষণ, পরিমার্জ্জনাদি প্রক্রিয়াদ্বারা তাহার সৌষ্ঠব সাধন করিতে হয়। ঐ প্রক্রিয়া-সকল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; কারণ হীরক অপর সকল পদার্থহইতে অধিক দৃঢ়, সুতরাং লৌহাদি অস্ত্রে তাহার বিদারণ করা যায় না। কেবল হীরক অপর হীরকের সহিত ঘৃষ্ট হইলে ক্ষত হয়। তাহাকে ছেদ করিতে হইলে যে স্থান কর্ত্তনীয় তথায় একটা সূক্ষ্মাগ্র হীরক দিয়া রেখা টানিতে হয়; পরে তদুপরি তৈল ও হীরক চূর্ণদিয়া তদুপরি একটা সূক্ষ্ম পিত্তলের তার করাতের ন্যায় টানিতে হয়; এই প্রক্রিয়ায় হীরক চূর্ণ ক্রমাগত ঘৃষ্ট হইয়া দীর্ঘকালে হীরককে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে। এই প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তে মণিকারেরা কখন কখন এক কাষ্ঠখণ্ডে ধূনাদ্বারা হীরককে আবদ্ধ করিয়া তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তীক্ষ্ণ হীরকদ্বারা অভিপ্রেত স্থানে এক রেখা টানে; পরে তদুপরি এক তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র রাখিয়া তাহাতে এক হাতুড়ীর আঘাত করে; তাহাদ্বারা লক্ষিত স্থান ফাটিয়া হীরক দুই খণ্ড হয়। হীরক ভেদ করণের এই প্রক্রিয়া অতি সাবধানে নিষ্পন্ন করিতে হয়, নতুবা হীরক নষ্ট হইবার অনেক সম্ভাবনা। হীরক ছিন্ন হইলে পরে ঘর্ষণদ্বারা তাহার দেহে পল তুলিতে হয়; ঐ কার্য্য দুই খণ্ড হীরকদ্বারা নিষ্পন্ন হয়; অথবা ঘর্ষণীয় হীরককে ধূনা ও গালাদ্বারা এক যন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহার উপর হীরক চূর্ণ ঘর্ষণ করিয়া তাহার

দেহে বিবিধ পল তোলা যায়। তৎপরে ঐ ঘৃষ্ট স্থানের উপর সূক্ষ্ম হীরকচূর্ণের সহিত পরিমার্জনদ্বারা তাহার চাকচক্য সিদ্ধ করা যায়। এই সকল প্রক্রিয়াতে হীরার পরিমাণের অধিক নষ্ট হয়; সুতরাং পরিশ্রমের মূল্য না ধরিলেও সামান্য হীরা অপেক্ষা কাটা হীরা দ্বিগুণ মূল্যবান্ হয়, এবং পরিশ্রমের মূল্য ধরিলে তাহা তিন গুণ মূল্যবান মানিতে হয়।

সামান্য হীরাকে এতদ্দেশে "পরব" হীরা কহে। তাহাকে বিশেষ অবয়বে কাটিলেই 'কমল' হীরা প্রস্তুত হয়। এবং এই কারণেই পরবহইতে কমলের মূল্য অনেক অধিক। পরন্তু ইহা স্মর্ত্তব্য যে সকল হীরক এক প্রকারে কাটা যায় না। কোন হীরার কেবল পার্শ্বে পল তোলা যায়, তাহাকে মণিকারেরা 'টাকিচে' শব্দে কহে। কাহার কেবল উপরিভাগে পল দেওয়া যায়, তাহার নাম 'পলকে।' কেহ২ তাহাকে 'উলন্দাজীকট' শব্দেও কহে। অপরের উপরে ও নীচে পল থাকে, এই শেষোক্তই সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য, যে হেতু তাহার প্রস্তুত করণে হীরকের তিন অংশের দুই অংশ ঘৃষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে ব্যয় অধিক। ইহারই নাম 'কমল।'

হীরক "রতি" পরিমাণে বিক্রীত হয়, এবং রতির খণ্ডাংশকে "বিশ্বা" বলিয়া নির্ণীত করা যায়; যেহেতু রতিকে বিংশতি অংশ করিলে 'বিশ্বা' হয়। এই বিশ্বাকে 'চড়তা' শব্দেও কহে। সাধারণের অনুমান হইতে পারে যে হীরার পরিমাণ-বৃদ্ধির অনুসারে তাহার মূল্যের বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা না হইয়া তাহার দেড় বা দুই গুণ করিয়া তাহার মূল্য নিরূপিত হয়। এই হেতু এক খণ্ড এক রতি কমল হীরার মূল্য ৮০ টাকা হইলে, এক খণ্ড দুই রতি হীরার মূল্য ১৬০ না হইয়া ২৪০ টাকা হইবে, এবং এক খণ্ড চারি রতি হীরার মূল্য ৪৮০ না হইয়া ৭২০ বা ৯৬০ টাকা হইবে।

হীরকের এই সাধারণ বর্ণন করিয়া এই ক্ষণে যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হীরক ভূমণ্ডলে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে 'কোহেনূর' নামক প্রসিদ্ধ হীরকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার জ্যোতিঃ মণিমধ্যে অদ্বিতীয়, এবং তাহার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঐ মণি ১৫৫০খ্রীষ্টাব্দে গোলকণ্ডার খনিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাহজহাঁ পাদশাহ তথাহইতে তাহা দিল্লীতে লইয়া যান, এবং বিনিসদেশীয় হর্ত্তেনশিও বোর্গিও নামা এক জন মণিকারকে কাটিতে দেন। ঐ মূর্খ অপটুতাপ্রযুক্ত অদ্বিতীয়-মণিখণ্ডটি প্রাপ্ত হইয়া তাহা এ প্রকারে কাটে যে তাহার সৌন্দর্য্য কোনমতে বর্দ্ধিত না হইয়া তাহার পরিমাণ ৮০০ রতি হইতে কমিয়া গিয়া ২৭৯ রতি অবশিষ্ট থাকে। ঐ কাটা তাহার এক দিকেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল, অপর পৃষ্ঠ চেপ্টা ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এ প্রকার কাটাকে 'পলকে' বা ওলন্দাজী কহে। ইংরাজেরা তাহাকে 'রোজকট' কহে। শাহজহাঁ বোর্গিওর মূর্খতায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার দশ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করেন। শাহজহাঁর পরিবারহইতে এই মণি মুশেদ দেশে নীত হয়; তথাহইতে কাবুলের অধিপতি তাহা সঙ্গ্রহ করেন; এবং তাঁহার অপত্যমধ্যে শাহশুজা তাহা লাহোরে আনিয়া রণজীত সিংহকে প্রদান করেন। রণজীত এই মণি অতি অল্পকাল ভোগ করেন, এবং তাঁহার পরিবারের হস্তহইতে এই ক্ষণে মহারাণী বিক্টোরিয়ার হস্তে তাহা সমর্পিত হইয়াছে। দেখিতে এই মণিটী কুক্কুট অণ্ডের অর্দ্ধ পরিমাণ হইবে; এবং ইহার মূল্য দুই কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই মণিকে কাটিয়া কমল হীরার আকার দেওয়া হইয়াছে।

কোহেনূরহইতে কনিষ্ঠ অথচ অপর সকল হীরকহইতে বৃহৎ এক খানি হীরা রুশ-দেশের অধিপতির নিকট আছে। পূর্ব্বে তাহা শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবের কপালে আবদ্ধ ছিল। এক জন ফরাসী সৈন্য তাহা চৌর্য্য করিয়া এক পোতাধ্যক্ষ কাপ্তানকে ২০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে। ঐ কাপ্তান তাহা বিলাতে লইয়া এক মণিকারকে দুই লক্ষ টাকায় বেচে; এবং ঐ মণিকার নয় লক্ষ টাকা নগদ, যাবজ্জীবন বার্ষিক চাল্লিশ হাজার টাকার বৃত্তি, এবং কৌলীন্য উপাধি লইয়া তাহা রুশীয় মহারাণী কাথিরাইন্‌কে প্রদান করে। এক্ষণে ঐ মণি পিতর্সবর্গ নগরে অতি সাবধানে রক্ষিত আছে। ইহার পরিমাণ ১৯৩ রতি। পার্শ্বস্থ চিহ্নে ইহার আকৃতি দৃষ্ট হইবে।
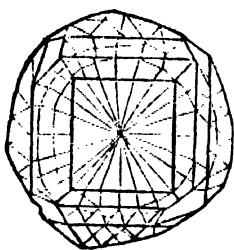
রুশীয়-হীরক।

রুশীয় হীরকের কনিষ্ঠ পিট সাহেবের হীরক। তাহা মালাকা-দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং মহারাণী আনের রাজ্য-সময়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর তমাস্ পিট সাহেবকর্তৃক দুই লক্ষ চারি হাজার টাকায় ক্রীত হয়। তৎকালে ঐ হীরক পরিমাণে ৪১০ রতি ছিল। বিলাতে আনীত হইয়া কমল হীরার অবয়বে কাটিলে তাহার পরিমাণ ১৩৬৷৷ রতি হয়। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশের রাজা তাহা তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় ক্রয় করেন, এবং ক্রয় করণের দালালীস্বরূপে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। তদ্ভিন্ন তাহা কাটিবার ব্যয়ার্থে ত্রিশ হাজার টাকা প্রদত্ত হয়। এই ক্ষণে ঐ হীরকের মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার অবয়ব অপর সকল হীরকহইতে শ্রেষ্ঠ। অপর স্তম্ভের ঊর্দ্ধস্থ চিত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে।
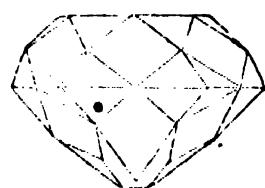
কমলাকার পিট্‌ হীরক।

পিট সাহেবের হীরক অপেক্ষায় গুরু এক খানি হীরক আষ্ট্রীয়াদেশে আছে, তাহার পরিমাণ ১৩৯৷৷ রতি। কিন্তু তাহা 'পল্‌কে' রূপে এক পৃষ্ঠে কাটা, তাহার তলা চেপ্‌টা, সুতরাং তাহা পিট সাহেবের হীরকের তুল্য উজ্জ্বল নহে। নিম্নে তাহার অবয়ব দৃষ্ট হইবে।

পলকে আষ্ট্রীয়-হীরা।
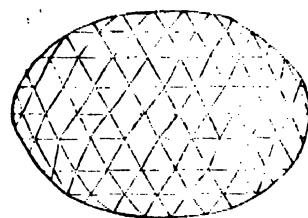
আষ্ট্রীয় হীরক-অপেক্ষা মহারাষ্ট্র-দেশের নাসিক নগরের হীরক কনিষ্ঠ; তাহার পরিমাণ ৭৯ রতি এবং অবয়ব কুৎসিত; কিন্তু তাহা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরাজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রদিগের যুদ্ধ-সময়ে তাহার প্রাপ্তি হয়। তাহার আকৃতি যথা—
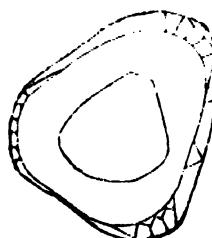
টাকি‌চ নাসিক-হীরক।

ইহার তুলনায় পিগট-হীরক শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহার অবয়ব অতি সুন্দর। পিগট নামা এক জন সাহেব

তাহা ভারতবর্ষহইতে লইয়া গিয়া মিসর-দেশের অধিপতিকে বিক্রয় করে। তাহার পরিমাণ ৪৯ রতি এবং আকৃতি কমল; তদ্যথা—

পিগট-হীরক।

হাইদরাবাদের নিজামের নিকট একটী হীরক আছে তাহার পরিমাণ ৭৯ রতি; কিন্তু তাহা কমলাকারে কাটিলে পিগট-হীরকহইতেও অনেক ক্ষুদ্র হইবেক। অযোধ্যার পাদশাহের এক খানি হীরক ছিল; তাহা সম্প্রতি বিক্রীত হইয়া বিজিন-গ্রামের রাজার হস্তগত হইয়াছে। তাহা পরিমাণে ৩০ রতি; কিন্তু এই ক্ষণে তাহা পরব আছে; কাটিলে তাহা ২০-২৫ রতির অধিক কমল হইবে না।

রবর্ বা কাউচুক্।

ভারত বর্ষের দ্রুমরাজী-মধ্যে অশ্বত্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তন্নিমিত্তই ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আপনার সাদৃশ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ঐ অশ্বত্থের শ্রেণী-মধ্যে বট, ডুম্বুর, উড়ুম্বর প্রভৃতি অনেকগুলি বৃক্ষ আছে; তৎসকলের এক প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাদিগের শাখা কাটিলে কিম্বা ত্বচ্ ভেদ করিলে আহত স্থানহইতে দুগ্ধের সদৃশ এক প্রকার গাঢ় শুক্ল নির্য্যাস নির্গত হয়; তাহাদ্বারা ব্যাধেরা পক্ষী-ধৃত করণার্থে আঠা প্রস্তুত করে। এই শুক্ল নির্য্যাস সকল বৃক্ষহইতে সমপরিমাণে নির্গত হয় না; কোন জাতীয় বৃক্ষে অধিক এবং কোন জাতীয়ে অল্প নির্গত হয়। কাউচুক নামে এক বৃক্ষ আছে, তাহাহইতে এই নির্য্যাস প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীস পণ্ডিতেরা ঐ বৃক্ষ ব্রেজীল দেশে প্রথম দেখেন। তৎপরে উহা তত্রত্য পারা এবং কুইটো দেশে অনেক দেখা যায়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের আসাম প্রদেশে, তথা জাবা, পিনাঙ, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপেও অনেক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটস্থ উদ্যানে তথা কৃষ্ণনগরে এই প্রস্তাব লেখক বর্ণিত বৃক্ষ অনেক দেখিয়াছেন। ইহার অবয়ব বটের সদৃশ, কিন্তু ইহার পত্র বট-পত্রহইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার এবং বৃহৎ, তথা ইহার শাখাহইতে বটের ন্যায় অধিক ঝুরি নির্গত হয় না। অপর ইহার কোমল পত্র যখন প্রথম নির্গত হয় তখন ঘোর রক্তবর্ণ বোধ হয়। অশ্বত্থ শ্রেণীর অপরাপর বৃক্ষের ন্যায় এই কাউচুক বৃক্ষ অনায়াসে ও অতি সত্বরে বর্দ্ধিত হয়, এবং কএক বৎসর মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া উঠে। এই বৃক্ষের ত্বচে আঘাত করিলে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়। ঐ নির্য্যাস লোকে শুষ্ক মৃত্তিকার বোতল বা ঘটির ছাঁচে পুনঃ২ আবৃত করিয়া যখন ঐ নির্য্যাস ছাঁচের উপর অভিপ্রেত স্থূল হয়, তখন ঐ সমস্ত কাষ্ঠের ধূমের উপর রাখে, এবং সেই ধূমে ঐ নির্য্যাস কৃষ্ণবর্ণ হইলে মৃত্তিকার ছাঁচ ভাঙ্গিয়া তাহা পৃথক্ করিয়া লয়। এই অবস্থায় নির্য্যাসের একটী বোতল বা ঘটি হয়। তাহা দেখিতে চর্ম্মের সদৃশ, নরম এবং যৎপরোনাস্তি স্থিতি-স্থাপক গুণবিশিষ্ট। মার্কিন দেশীয় লোকে এই বোতল তরল দ্রব্য রাখিবার জন্য ব্যবহার করে। অন্য পাত্রহইতে ইহার এই প্রধান গুণ যে ইহা নরম ও স্থিতিস্থাপক হওয়াতে কোন মতে ভাঙ্গে না। বিলাতে এই দ্রব্য আনীত হইলে প্রথমতঃ ইহার কোন বিশেষ ব্যবহার অনুমিত হয় নাই; কেবল

লোকে ইহা পেন্‌সিলের দাগের উপর ঘর্ষণ করিয়া নিষ্প্রয়োজনীয় দাগ উঠাইত। ঐ ঘর্ষণ-ক্রিয়া ইংরাজীতে "রব" ধাতুতে জ্ঞাপন করে; এবং যে ব্যক্তি ঘর্ষণ করে তাহার নাম "রবর;" তাহাহইতে এই নির্যাসের নাম রবর হইয়াছে। ইহার মার্কিন-দেশীয় নাম 'কাউচুক', এবং ইংরাজেরা এই ক্ষণে ঐ নামই প্রচার করিতেছেন।

কাউচুক দেখিতে স্থূল চর্ম্মের সদৃশ এই নিমিত্ত এতদ্দেশে সামান্য লোকে ইহাকে শূকর-চর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করে। ইহা টিপিলে নরম বোধ, এবং টানিলে বর্দ্ধিত হয়; ঐ বর্দ্ধিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিলে কাউচুক সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই স্থিতি-স্থাপকতা গুণ প্রায়ঃ অদ্বিতীয়, এবং তন্নিমিত্ত এই ক্ষণে কাউচুক নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। ইহা জলহইতে ঈষৎ লঘু। অত্যন্ত শীতে ইহা কঠিন হয়; কিন্তু কদাপি ভেদুর হয় না। উষ্ণ জলে দীর্ঘকাল সিদ্ধ করিলে কাউচুক নরম হয়, কিন্তু কোন মতে গলে না, যেহেতু ইহা জলে গলনীয় নহে। সুরানির্যাসেও ইহা দ্রবনীয় নহে; কিন্তু তারপিন তৈল, লাবেণ্ডরের তৈল, সাসাফ্রাস্ কাষ্ঠের তৈল, তথা আলকাতরার তৈলে ইহা অনায়াসে দ্রব হয়। কেবল-উত্তাপে কাউচুক গলিয়া থাকে, এবং ঐ উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের ৬০০ অংশ হইলে বাষ্পরূপে উদ্গমন করে। ঐ বাষ্প শীতল হইলে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'কাউচুসীন্' এবং তাহা অপর সকল দ্রব পদার্থাপেক্ষা লঘু। জলহইতে তাহা প্রায় দ্বিগুণ লঘু। এই তৈলে কাউচুক গলিয়া থাকে; এবং ঐ দ্রব পদার্থ এক উপাদেয় বার্ণিশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তাহা জাহাজের দড়ীতে মাখাইলে সে দড়ী জলে শীঘ্র নষ্ট হয় না। পরন্তু কাউচুসীন্ অত্যন্ত মহার্ঘ বলিয়া তাহা প্রচুররূপে ব্যবহৃত করা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে কাউচুক মসিনার তৈলে সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার বার্ণিশ প্রস্তুত হয়, তাহাই অনেক কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জ্বালাইবার গেস প্রস্তুত করিবার সময় যে আলকাতরা উৎপন্ন হয় তাহার তৈলে দ্রব করিলে কাউচুকে যে বার্ণিশ প্রস্তুত হয় তাহা স্থূল কাপড়ের এক পৃষ্ঠে মাখাইয়া তদুপরি অপর একখান কাপড় দিয়া দুই উত্তপ্ত লৌহ বেলন মধ্যে চাপিলে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা জলের অভেদ্য; দীর্ঘ কাল জলে ভিজাইলেও তাহা সিক্ত হয় না। এই প্রযুক্ত নাবিক ও অন্য ব্যক্তি যাহাদিগকে সর্ব্বদা বৃষ্টিতে বাহিরে কর্ম্ম করিতে হয় তাহারা এই বস্ত্রের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে। ইহা এতাদৃশ অভেদ্য যে ইহার মধ্যে বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং ইহার খোল বানাইয়া তন্মধে বায়ু পূর্ণ করিলে এক প্রকার সুকোমল গদী প্রস্তুত হয়, তাহা ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়; কারণ বায়ু নির্গত করিলে ঐ লেপ একখানী চাদরের মত অনায়াসে ইতস্ততঃ লইয়া যাওয়া যায়; এবং প্রয়োজন মতে বায়ু পূর্ণ করিলে দুই মণী তুলার লেপের সদৃশ স্থূল ও কোমল গদী প্রস্তুত হয়। ঐ প্রকার বস্ত্রে বালিশ ও এক প্রকার থলী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা দেহে বান্ধিয়া জলে পড়িলে সন্তরণে অনভ্যস্ত ব্যক্তিও জলমগ্ন হয় না। কোন কোন শিল্পী সূক্ষ্ম বস্ত্রের উভয় পার্শ্বে কাউচুকের সূক্ষ্ম বার্ণিশ মাখাইয়া এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে; তাহা দেখিতে কেম্ব্রিক কাপড়ের সদৃশ, অথচ জলে অভেদ্য। পরন্তু এই সকল কাপড় বাষ্প ও বায়ুর অভেদ্য বলিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হয়, সুতরাং সর্ব্বদা ধারণ করা যায় না। অপর ইহাতে কাউচুকের এক প্রকার গন্ধ থাকে, তাহা অত্যন্ত অপ্রিয় বোধ হয়। কাউচুসীন্দ্বারা যে বার্ণিশ প্রস্তুত হয় তাহাতে এই গন্ধ বোধ হয় না।

কিন্তু কাউচুসীন্ দুর্মূল্য বলিয়া তাহা সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অধিকন্তু তাহাতে উষ্ণতার কোন লাঘব হয় না।

বার্ণিশ ব্যতীত কাউচুকের অনেক অন্য ব্যবহার আছে; তদর্থে কাউচুককে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে দীর্ঘকাল সিদ্ধ করিতে হয়, তাহাতে কাউচুকের মলা সকল নির্গত হয়; পরে তাহাকে উষ্ণ জলমধ্যে পুনঃ২ ছেদন ও দাবন করিলে এক নির্মল স্থূল পিণ্ড প্রস্তুত হয়; ঐ পিণ্ডকে প্রয়োজন মতে কাগজের সদৃশ পাতলা চাদর কাটা যায় অথবা অতি সূক্ষ্ম সূত্র রূপে ছেদন করা যায়। এই সূত্র কার্পাসের সূতা বা রেশমদ্বারা আবৃত করিয়া ফিতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহা নানা প্রকারে মনুষ্যের ব্যবহারে নিযুক্ত আছে। মোজা বান্ধিবার ফিতা ও জুতার স্প্রিং এই কাউচুক বস্ত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কাউচুককে দ্রুব গন্ধকের মধ্যে কিয়ৎকাল রাখিলে তাহার বিবর্ণ হইয়া শৃঙ্গবৎ পদার্থের সদৃশ বোধ হয়। এই অবস্থায় কাউচুক অত্যন্ত অভেদ্য হয়, অথচ ইহার স্থিতিস্থাপকতার হানি হয় না। অপর তদবস্থায় ইহা কোন দ্রুব্যে গলে না। তথা উত্তাপেও ইহার কোন ব্যাঘাত হয় না। অধিকন্তু তদবস্থায় যে কোন দাবনে চাপিয়া যায় না। কাউচুককে তৈলে দ্রুব করিয়া গন্ধক মাখাইলেও এই ফল হয়, অথবা কাউচুক ও গন্ধক একত্রে দীর্ঘকাল মর্দন করিলেও তাহা ঘটে। এই অবস্থায় বিলাতে কাউচুক নানা ব্যবহারে নিযোজিত হয়। তাহাতে দৃঢ় হালকা ও জলে অভেদ্য জুতা প্রস্তুত হয় তাহা এই ক্ষণে এতদ্দেশে অনেক আনীত হইতেছে। ঐ কাউচুককে খড়খড়ের আল বানাইলে খড়খড়ে বন্দ করিবার সময় শব্দ হয় না। ইহাতে কলসাদিপাত্র বানাইলে তাহা কোন প্রকারে ভগ্ন হয় না; তথা তাহা কোন দ্রাবকে দ্রুব হয় না। কাঁচের পাত্রে এই গুণ নাই যেহেতু তাহা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায় ও মহাদ্রাবকে নষ্ট হয়। তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের তারে এই কাউচুক দিলে তাহা কদাপি মড়িচায় নষ্ট হয় না, ও সমুদ্র জলমধ্যেও ক্ষয় হয় না।

অপর এই পদার্থে নৌকা বানাইলে তাহা কদাপি ভগ্নও হয় না ও জলে মগ্নও হয় না। এক জন শিল্পী এই পদার্থে গাড়ীর চাকার হাল বানাইয়াছেন তাহা ক্ষয়ও হয় না ও তাহাতে চাকার শব্দও হয় না। যে ঘরে মাদুর কি গালিচা নাই তথায় চৌকি টানিলে অত্যন্ত কর্কশ শব্দ হয়, সেই শব্দের নিবারণার্থে চৌকির পায়ায় এক ২ খণ্ড গন্ধকাক্ত কাউচুক দিবার রীতি আছে তাহাতে চৌকি টানিলে আর শব্দ হয় না। কপাটের ধারে কিঞ্চিৎ এই কাউচুক দিলে দ্বাররোধের শব্দ নিবারণ করা যায়। মহারাণী বিক্টোরিয়ার উইণ্ডসর নগরের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ রাস্তায় এই পদার্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে যখন ঐ প্রাসাদে গাড়ি প্রবেশ করে তখন কোন শব্দ শ্রুত হয় না। চতুরতার সাহায্যে কাউচুকের অপর অনেক ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এ স্থলে বর্ণনীয় নহে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ৫ খণ্ড।] জ্যৈষ্ঠ; সংবৎ ১৯২০। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

চীনের ভোজবাজী।

ঐন্দ্রজালিক রহস্য ব্যাপার এতদ্দেশে 'ভোজবাজী' নামে বিখ্যাত আছে; অথচ ভোজ রাজার সহিত যে তাহার কোন সম্পর্ক আছে, তাহার প্রমা কুত্রাপি দেখা যায় নাই। ঋগ্বেদের সময় হইতে এতৎ সময় পর্য্যন্ত অন্ততঃ বিংশতি ব্যক্তি ভোজ নামে ভারতবর্ষে রাজা হইয়াছেন, কিন্তু ইহাদিগের যে জীবন-বৃত্তান্ত অবশিষ্ট আছে, তাহাতে ঐন্দ্রজালিকের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। কথিত আছে যে ধারা-নগরীয় ভোজরাজ যিনি আট শত বৎসর হইল রাজ্য করিয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এবং ভোজ-প্রবন্ধ নামক তাঁহার জীবন-চরিত-গ্রন্থে তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতদিগের রচিত অনেক শ্লোকমালা সঙ্গৃহীত আছে; কিন্তু তাহাতে ঐন্দ্রজালিকের কোন উল্লেখ নাই। রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে

তাল বেতালের উপাখ্যান আছে, এবং তদানুষঙ্গিক ঐন্দ্রজালিক কর্ম্মের উল্লেখ থাকিলে আশ্চর্য্য হইত না। কিন্তু তাহা কোথাও দৃষ্ট হয় না। ভোজের সম্বন্ধে এক গল্প আছে, যে কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ভোজের আত্মা এক মৃত শুক পক্ষীর দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া স্বয়ং ভোজদেহে প্রবেশ করত কিয়ৎকাল রাজ্য করিয়াছিল, কিন্তু তৎসমুদায়ই অলীক গল্প এবং তাহাতেই যে ইন্দ্রজালের নাম ভোজবাজী হইবে, ইহা সম্ভবে না; অতএব ভোজবাজী শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধনে আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। পরন্তু তাহাতে আমাদিগের পাঠকবৃন্দ কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে ক্লেশ পাইবেন না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মামীর মার খেল ও বাঁশবাজী দেখিয়া পুনঃ২ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন; এবং অল্পবয়স্ক অনেকে বিশ্বাস করেন ঐ সকল রহস্য-ব্যাপার ভোজবাজীর মন্ত্রবলে হইয়া থাকে। ঐ ঐন্দ্রজালিকে যে মন্ত্র-মাত্র নাই তাহা বলা বাহুল্য। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র সুচতুর সর্ব্ব লোকেরা অভ্যাসের কৌশলে এবং ব্যবসার চাতুর্য্যে অনেক বিষয় নিষ্পন্ন করিতে পারে যাহা সাধারণের পক্ষে দৈববল ভিন্ন অসাধ্য বোধ হয়। চীন-জাতীয়েরা এবিষয়ে অত্যন্ত পটু; এবং তাহাদের গুলি ভক্ষণ, গুলি লুক্কায়িত করণ, তাহা কর্ণে নিহিত করিয়া মুখহইতে নিঃসারণ, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। পরন্তু তাহারা যে অভ্যাসদ্বারা বলের কৌশল দেখায় তাহা ততোধিক আশ্চর্য্য। এই বিষয়ের একটী চিত্র উপরে মুদ্রিত হইল। তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে এক দল জনতা মধ্যে চারি ব্যক্তি চতুষ্কোণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের স্কন্ধে অপর দুই ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়াছে। ঐ ব্যক্তির স্কন্ধে এক ব্যক্তি দুই পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে, ও তাহার স্কন্ধে এক পা দিয়া অপর পাদ শূন্যে উত্তোলন করত অপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছে। সে ঐ উচ্চাসনে উঠিবার সময় এক সোপানের আশ্রয় লয়, এবং সে দণ্ডায়মান হইলে নবম ব্যক্তি ঐ সোপানদ্বারা তাহার হস্ত নিকটে আইসে; স্কন্ধস্থ সর্ব্বোর্দ্ধ ব্যক্তি ইহাকে পাইলেই তাহার কটিদেশের বস্ত্র ধরিয়া তাহাকে মস্তকোপরি দণ্ডের ন্যায় ঘুরাইতে থাকে, এবং কিয়ৎকাল এই প্রকার ক্রীড়া করত তাহাকে এক পার্শ্বে বেগে নিঃক্ষেপ করে, এবং স্বয়ং ডিগবাজী খাইয়া অপর পার্শ্বে পড়ে। নিঃক্ষিপ্ত ব্যক্তি ঘুরিতে২ জনতার মধ্যে আপনাদিগের দলস্থ কোন ব্যক্তির হস্তে নিপতিত হয়; এবং তাহার সাহায্যে ভগ্নস্কন্ধ হইবার আপদহইতে রক্ষা পায়। এই ক্রীড়া চীনের বাজীকরেরা সর্ব্বদা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কখন কোন ব্যাঘাত হয় না। ইহা যে এতদ্দেশীয় বাঁশবাজীর মাস্তুরের উপর ঘূর্ণন করা অপেক্ষা বিশেষ বিস্ময়জনক ইহা বলা বাহুল্য। আশু বোধ হইতে পারে যে ইহাতে বলের প্রাচুর্য্যের পরিচয় দেয়; কিন্তু ফলতঃ তাহাতে বল অধিক নাই, অভ্যাসই ইহার মুল তাৎপর্য্য।

উৎকলবর্ণন।

১ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে বিদ্যা-জ্যোতির পুনরুদ্দীপন হওনাবধি বহুতর প্রদেশের পূর্ব্বতন বা আধুনিক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে; বহু দূরস্থ ভারতবর্ষীয় জনপদ সকল ক্রমশঃ সদ্ভাব-সুত্রে গ্রথিত হইতেছে, এবং পূর্ব্বতন অনেকানেক অপরিচিত স্থান এই ক্ষণে চিরপরিচিতের ন্যায় অনুভূত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানীর অদূরবর্ত্তি উৎকলদেশের আনুপূর্ব্বিক

কোন বৃত্তান্ত অদ্যাপি সঙ্গৃহীত হয় নাই। উৎকলদেশীয় লোকদিগকে আমরা হটেণ্টট্‌বৎ বিদেশীয় বা বিজাতীয় জ্ঞান করিয়া থাকি, অথচ ইহাদিগের সহিত আমাদিগের প্রকৃতি বা দেহগত তাদৃশ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত আর্য্যজাতির যে সকল শাখা ভারতবর্ষমধ্যে প্রসারিত হইয়াছে, উৎকলদেশীয়েরা তাহারই এক শাখা। দেশ কাল পাত্র প্রভৃতি বিভেদ অনুসারে প্রকৃতির কিয়ৎ২ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে; এক বৃক্ষের এক দিগের শাখাস্থ ফলনিকর সূর্য্যরশ্মিতে অধিকতর আরক্তিমা লাভ করে, অন্য দিগের ফলচয় পীত বা হরিত দশায় পরিণত হয়, কিন্তু তত্তাবতই এক বৃক্ষের ফল। শূরসেন প্রদেশীয়, সারস্বত প্রদেশীয়, কান্যকুব্জ প্রদেশীয়, মগধ প্রদেশীয়, এবং বঙ্গ তথা উৎকল প্রদেশীয় হিন্দুদিগের মধ্যে আচার ব্যবহার ভাষা শরীর এবং প্রকৃতির যে কিছু উৎকর্ষাপকর্ষ থাকুক, তাহারা সকলেই এক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ফল পুষ্পাদিস্বরূপ মাত্র। সত্য বটে, এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইতে পারে যে আর্য্যশাখাসমূহের সহিত ভারতবর্ষীয় আদিম জাতিদিগের কিয়ৎ সংমিশ্রণ হইয়াছে; বোধ হয় নিস্‌সঙ্কর আর্য্য নামের অভিমান করিতে পারেন, ভারতবর্ষে এমত কোন লোকই বর্ত্তমান নাই; অনুলোম স্থলে পিতৃলক্ষণের প্রচুরতা দেদীপ্যমান হয়, এই জন্যই অদ্যাপি ভারতবর্ষীয় নানা দেশীয় লোকের অঙ্গভঙ্গী এবং ভাষা প্রভৃতিতে আর্য্যলক্ষণের বহুলতা লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু উৎকলদেশীয় মনুষ্যে তল্লক্ষণের প্রাচুর্য্য নাই বলিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় আদিম জাতিদিগের ন্যায় জ্ঞান করা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উপযুক্ত নহে; এরূপ অপ্রাচুর্য্যের কারণ আছে।

আর্য্যজাতির স্বভাবই এই যে তাঁহারা যখন যে দেশে গমন করিয়া থাকেন, তখন তদ্দেশের উত্তমাংশেই উপনিবাস স্থাপন করেন। বংশবাহুল্য হইয়া উঠিলে সুতরাং উত্তমাংশে আর স্থান হয় না; তখন তদিতর অংশে যাইয়া নিবাস করিতেই হয়। তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত এই নিয়ম সমাশ্রয় করিয়াছিলেন, এই জন্যই ভারতবর্ষের উত্তমাংশ অর্থাৎ উত্তর এবং মধ্য খণ্ডের কিয়দ্ভাগ আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়। সে সময়ে বঙ্গ এবং উৎকল প্রভৃতি দেশ ম্লেচ্ছভূমিমধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল স্থান বহুকাল পর্য্যন্ত অসভ্য আদিম জাতিতে পরিপূর্ণ বিধায় অদ্যাপি তত্তৎপ্রদেশীয় লোকেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় হিন্দুদিগের অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং সাহস ও সাধুতা প্রভৃতি আর্য্যজাতির প্রধান২ লক্ষণাভরণে ভূষিত হইতে পারে নাই। যেরূপ হিমাচল প্রদেশেই কস্তূরিকা এবং কুঙ্কুম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের অতিশয়তা লাভ করে, কিন্তু প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে তাপিত দেশে ম্রিয়মাণ হইয়া যায়, সেই রূপ সুশীতল আর্য্যভূমি পরিত্যগ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যদেশে আগমন করণানন্তর বাস করাতে আর্য্যজাতির প্রতিভার যথাবৎ অপচয় হইয়া থাকিবেক; পশ্চাৎ তদপেক্ষা অপকৃষ্ট প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গ বা উৎকলদেশে তাঁহাদিগের বংশধরেরা যে সমধিক নিষ্প্রভ হইবেক তাহা আশ্চর্য্য নহে।

আমরা উৎকলদেশের লঘিমা উল্লেখ করিতেছি, কিন্তু পুরাণ উপপুরাণাদিতে তাহার গরিমাব্যাখ্যার অবশেষ নাই। উৎকল শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা দুরূহ। কটকনিবাসী কতিপয় পণ্ডিত এরূপ অর্থ করিয়াছিলেন, যে কলিকালে প্রধান স্থান রূপে গণনীয় বিধায় ওড্রদেশের উৎকল সংজ্ঞা হইয়াছে। পরন্তু উৎকল শব্দের অর্থান্তর “ব্যাধ” এবং “ভারবাহক।” যদিও ওড্রদেশীয় লোকদিগের আদিম এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এতদর্থ সুপ্রযুজ্য হউক, ফলতঃ ইহা গে,নার্থ

মাত্র। উৎকলীয় লোকের অবস্থার প্রতিই এরূপ অর্থ-সঙ্গতি হইয়া থাকিবেক, উৎকল শব্দের তাহা প্রকৃত ব্যুৎপত্তি হইতে পারে না। অপিতু "কল" শব্দে মধুরাস্ফুট ধ্বনি, কিন্তু তাহার সহিত উৎকলের শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে এমত বোধ্য নহে. যেহেতু ভারতবর্ষীয় যাবতীয় লোকের মধ্যে উড়িস্যা দেশীয়েরা কর্কশবাদে কোন রূপেই হীনকল্প নহে। বস্তুগত্যা উৎকল শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করা দুষ্কর। এক 'কল' ধাতুর অশেষবিধ অর্থ হইয়া থাকে। শাব্দিকেরা এই ধাতুকে কামধেনুর সহিত তুলনা করিয়াছেন. কিন্তু কপিলসংহিতায় ভরদ্বাজ মুনি এই দেশের যেরূপ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে উৎকল শব্দে প্রতিভান্বিত অর্থ সমন্বয় হইতে পারে। উক্ত ঋষি শিষ্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহেন, "পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশ ভারত খণ্ড, এবং ভারতখণ্ডের মধ্যে উৎকল প্রদেশই সর্ব্বোপরি গরিমাস্পদ। ইহার নিখিল পরিসর এক নিরবচ্ছিন্ন তীর্থ বিশেষ। এই দেশীয় মনুষ্যেরা নিঃসংশয়ে দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়। প্রত্যুত যে সকল অন্যদেশীয় মনুষ্যেরা ইহা দর্শনার্থ গমন করত এই দেশের পুণ্য-পয়স্বিনী-পুঞ্জে স্নানাবগাহন করে, তাহারা পর্ব্বত প্রমাণ পাপরাশিহইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। উৎকল খণ্ডের পুণ্য তীর্থ, দেবমণ্ডপ, ক্ষেত্র, সৌরভান্বিত কুসুম এবং অমৃতময় ফল, তথা তদ্দেশে যাত্রা করণের অশেষবিধ পুণ্য প্রভৃতি যথাবৎ বর্ণনে কাহার সাধ্য হইবেক? যে দেশে দেবতাগণ অবস্থান পূর্ব্বক আনন্দিত হন, সে দেশের গুণানুবাদে বাক্য-বাহুল্য-করণের প্রয়োজন বিরহ।"

এই রূপ উৎকল-দেশের প্রশংসাবাদে পুরাণ উপপুরাণাদিতে যদিও অত্যুক্তির পরিসীমা না থাকুক, তথাপি বস্তুতঃ বাঙ্গলাদেশের তীর্থযাত্রা যাঁহারা সহস্র২ দলবদ্ধ হইয়া বর্ষে২ জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন, বা যাঁহারা রাজকার্য্য বা অপর অনুরোধে উড়িস্যা দেশে বসতি করেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে উক্তদেশ সাধারণতঃ দরিদ্র, তাহার ভূমি অধিকাংশই বন্ধ্যাবৎ ঊষর, ও ফল পুষ্পাদি নিকৃষ্টকল্প; এবং উৎকল দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রদেশীয় মনুষ্যাপেক্ষা শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক তথা ধর্ম্মজ্ঞান-বিষয়ে নিতান্ত হীনতর। মুনিদিগের এরূপ প্রশংসাবাদের অন্য কোন কারণ থাকিবেক, তাহা দুরনুমেয় নহে।

কোন দ্বীপান্তরে বা দুর্গম দেশান্তরে যখন কোন উপনিবাস স্থাপিত হয়, তখন তদুদ্যোগকারিগণ সেই নবপ্রকাশিত দেশ আরণ্য এবং ভয়াবহ হইলেও তদ্দেশে বা উপনিবাসে স্বজাতীয় লোকের চিত্তাকর্ষণ নিমিত্ত বাহুল্যোক্তির আশ্রয় লইয়া থাকেন। আমেরিকার আবিষ্কারের পর কলম্বস্ এবং তাঁহার সহচরবর্গ নবভূখণ্ডের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য কল্পনার ত্রুটি করেন নাই; কলম্বস প্রথম সংযাত্রার পর স্বদেশে আসিয়া স্পেনীয় রাজদম্পতীর সম্মুখে যেরূপ চাতুরীর সহিত আমেরিকার স্বর্ণপ্রাচুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকালে রহস্য রসোদয় হইতে থাকে। অতএব বোধ হয় ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিপুঙ্গব দরিদ্র ভূমি উৎকলদেশের যে এতাদৃশ অসম্ভব শোভা-প্রতিভা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার নিদান উপরি উক্ত অভিপ্রায়মূলক হইবেক। এতদ্রূপ চিত্তাকর্ষণ বর্ণন বিরহে উপনিবাসের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগপূর্ব্বক আর্য্যগণ ওড্রদেশে আসিয়া প্রবসতি করিবেন, তাহার সম্ভাবনাও থাকিত না।

পরন্তু এই ক্ষণে যেরূপ অষ্ট্রেলিয়া এবং বান্দিমান্ প্রভৃতি দ্বীপচয় বৃটনীয় বন্দীদিগের উপনি-

বাসে শ্রীশালী হইয়াছে, পুরাকালে ওড্র প্রভৃতি দেশও কর্ম্মদোষে দূষিত আচারভ্রষ্ট আর্য্যজাতীয় লোকের নির্ব্বাসন ভূমি ছিল। মনু ব্রাত্যক্ষত্রিয় সম্ব্ধারে যে সকল জাতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পৌণ্ড্রক এবং ওড্র শব্দ দৃষ্ট হয়; অদ্যাপি উৎকলদেশে তদুভয় জাতি বর্ত্তমান আছে। ওড্রশব্দের অপভ্রংশে "অড়" এবং পৌণ্ড্রক হইতে "পাণ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। শেষোক্ত জাতি কলিকাতার পূর্ব্ববিভাগে শিবিকা-বহন-জীবিকায় অবস্থান করিতেছে। এই রূপ অতি পুরাকালে যে প্রকার ব্রাত্যক্ষত্রিয়গণ উৎকলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, সেই রূপ ব্রাত্যব্রাহ্মণেরাও তদ্দেশে গমন করিয়া বসতি করেন; ওড্র বা উৎকলীয় ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ। শাকদ্বীপ এবং শাকশাখা ম্লেচ্ছ মধ্যে পরিগণিত। অপর উক্তদেশে "মহাস্থান" ব্রাহ্মণ নামক আর এক জাতীয় অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ আছে, ইহারা যে নিতান্ত ব্রাত্য তাহা "মহাস্থান" সংজ্ঞাতেই সপ্রমাণ হইতেছে। ইহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বিহিত ধর্ম্ম এককালে পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে দিনপাত করে; ও স্বহস্তে হলসঞ্চালন করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত ইহারা 'হালিয়া ব্রাহ্মণ' নামে বিখ্যাত। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা যোত্রাপন্ন, তাহারা গ্রামাধিকারী পদবীস্থ, মোকদ্দমা এবং সরবরাকর নামে ভূম্যধিকারিদিগের অধীনে করাদায় করিয়া থাকে। তদ্বিশেষ দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিত হইবেক। ফলতঃ এই মহাস্থান ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, উৎকলদেশীয় গ্রাম্য যাজক ভিক্ষাজীবি ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা ইহারা শতগুণে প্রশংসাস্পদ।

আমরা উপস্থিত প্রবন্ধে উৎকলদেশের প্রাচীনত্ব সংস্থাপনার্থ পুরাবৃত্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না। উৎকলের বিশ্বাসভাজন-পুরাবৃত্তের কাল নিতান্ত পুরাতন নহে, সুতরাং তাহার সহায়তা এস্থলে প্রয়োজনীয় নহে। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময়ের সহিত ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ ক্ষেত্র, প্রভৃতি উৎকলের মহিমাধার মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা পরশ্বদিবসের বার্ত্তা বোধ হইবেক। প্রত্যুত আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সেই সময়কে চতুরংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ আদিম জাতিদিগের স্বাধীনাবস্থা; দ্বিতীয়তঃ মনু মহাত্মার সময়ে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির উৎকলে প্রবেশ; তৃতীয়তঃ ভরদ্বাজ ঋষির সময়ে ভদ্র আর্য্যশাখার সমাগম তথা তীর্থাদি সংস্থাপন; এবং চতুর্থতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার। আদিম জাতিদিগের সময়ে উৎকলের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অদ্যাপি নয়ন-গোচর হইতে পারে। যাঁহারা গুমশূরের খন্দ প্রভৃতি নৃশংস হিংসুক জাতির বিবরণ পাঠ করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের নিকট তদ্বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ উৎকলদেশ অতি পূর্ব্বতন কালাবধি ভারতবর্ষীয় আদিম জাতিদিগের একটা প্রধান বাসভূমি। প্রাচীন পুরাণাদিতে তাহারা 'পুলিন্দ' নামে খ্যাত। এই পুলিন্দ জাতি দেশভেদে নানা বিভাগে বিভক্ত। উৎকলদেশে তাহাদিগের শাখাত্রয় বর্ত্তমান আছে, যথা, কোল, খন্দ এবং শৌর। পুনশ্চ কোলশাখা বহুপল্লবে বিস্তৃত, যথা, কোল, লকা কোল, চৌয়াং, সারবন্তী, ধরোয়া, বাহুরা, ভূঞা, খণ্ডয়াল, সাঁওতাল, ভূমিজ, বাথোলী, এবং অমাবত। ইহাদিগের পূর্ব্ব নিবাস কোলান্ত দেশ, এই কোলান্ত দেশ ময়ূরভঞ্জ, সিংহভূম, জয়ন্ত, বনাই, কিয়ঞ্জর এবং ধলভূমের মধ্যগত স্থান। কিন্তু লোকেরা এই ক্ষণে ছোট নাগপুর, যশপুর, তৈমার, পাটকরা এবং সিংহভূম প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারা ময়ূরভঞ্জ, নীলগিরি এবং কিয়ঞ্জর প্রভৃতি রাজগণের অধিকারে সর্ব্বদা উৎপাত

করিত, সুতরাং অদ্যাপি উক্ত রাজগণ তাহাদিগের প্রতি সংশয়-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। কোলেরা সুদৃঢ়দেহ, বিকটবদন,পিশাচবৎ ঘোরতর জঘন্যাচারী। তাহারা কাষ্ঠময় কুটীরে বসতি করে, তন্নির্ম্মাণে তাহাদিগের বিশিষ্ট নির্ম্মিমিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র শর, ধনুঃ এবং কুঠার। কুঠারকে টাঙ্গী কহে। এই সকল অস্ত্র চালনায় তাহারা বিলক্ষণ পটু। তাহারা হিন্দুদিগের কোন দেবতাই স্বীকার করে না। সজনা বৃক্ষ, তণ্ডুল, তৈল এবং কুক্কুর, এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য তাহাদিগের নিকট পরম মাননীয়। সন্ধি এবং অঙ্গীকারকালে শোভাঞ্জন পত্র আনীত হয়, এবং পরস্পর তৈলাভ্যঙ্গ না করিয়া দান করিলে তাহা সঙ্কল্প-সিদ্ধ হয় না। দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে তাহা নিষ্পত্তিকালে উভয় পক্ষ এক গাছী তৃণ ভঙ্গ করিয়া থাকে, তাহাতেই বিবাদ মীমাংসা নিষ্পন্ন হয়। তাহারা অত্যন্ত মদ্যপ্রিয়। সর্ব্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। শূকরমাংস তাহাদিগের পরমাদরণীয় উপাদেয় মধ্যে গণ্য। তাহারা অরণ্য-জাত নানা প্রকার শস্য এবং শাক-মূলাদি সঙ্গ্রহ পূর্ব্বক কালযাপন করে। তাহারা এক২ জন গ্রামাধিপতির শাসনাধীন; সেই ব্যক্তি "মানকী" বা "মণ্ডা" নামে প্রসিদ্ধ।

খন্দ এবং শৌর জাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, প্রকৃতি এবং অঙ্গভঙ্গী কোলজাতির অন্যতর নহে, তবে দেশভেদে ও কালভেদে তাহাদিগের মধ্যে কোন২ বিষয়ে পার্থক্য জন্মিয়াছে। মহানদীর দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তি পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাহারা সুবিস্তর বসতি করে। রাণপুরে তাহাদিগের সঙখ্যাধিক্য বিধায় ঐ প্রদেশ 'খন্দরা দণ্ডপাট' নামে খ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দশপালা, বোয়াদ, এবং গুমশুরের মধ্যগত এক স্থানে তাহারা বাহুল্যরূপে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ গাঞ্জাম ও বিজয়গাপত্তনহইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যে সকল ঘোরতর বন্য মনুষ্য বসতি করে তাহারা এই খন্দজাতির অন্তর্গত। ঐ অঞ্চলের অন্তরালে গোণ্ড নামক যে এক অপর অসভ্য জাতি আছে, তাহারাও খন্দজাতির এক শাখা বোধ হয়।

শৌরেরা রাণপুরহইতে কটক পর্য্যন্ত খুর্দার অন্তঃপাতি জঙ্গলসমূহে এবং মহানদীর উত্তর সীমাপর্য্যন্ত আটগড় ডাল জোতা প্রভৃতি যে সকল উপত্যকাবর্ত্তি অটবী আছে তথায় বসতি করে। তাহারা অনেক হিন্দুবৎ আচার ব্যবহার পরিগ্রহ করিয়াছে; নগরীয় পণ্যবীথিকা এবং হট্ট প্রভৃতি স্থানে গন্ধৌষধ এবং ফল বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহারা ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। বিশেষ২ বৃক্ষ, শৈলখণ্ড বা গিরিগহ্বর তাহাদিগের উপাস্য। হিন্দুরা কহেন, তাহারা ঐ সকল নৈসর্গিক পদার্থে মহাদেব এবং দেবীর প্রতিমা কল্পনা করিয়া থাকে, ফলতঃ উক্ত কাষ্ঠ লোষ্ট্র এবং গৃহাদি স্ত্রী পুংচিহ্নাকারে চিহ্নিত হয়, তাহাতে তাহার লিঙ্গোপাসক হইতে পারে, কিন্তু বোধ হয়, এই ধর্ম্ম আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়া আদিম জাতিদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া থাকিবেন, সুতরাং শৌর প্রভৃতি বন্যজাতিরা যে লিঙ্গোপাসনা করিয়া থাকে তাহা হিন্দুদিগের নিকট পরিগৃহীত না হইয়া হিন্দুরাই তাহাদিগের স্থানে ঐ সকল পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাই সম্ভব; যেহেতু আর্য্যজাতির প্রথমাবস্থায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক ছিল না।

অনেকে অনুমান করেন, শ্রীরামচন্দ্রের বানরী সেনা উৎকলদেশহইতে সঙ্গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুমে উৎকল দেশে কিষ্কিন্ধ্যার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। আমাদিগের বোধ হয় বানরী সেনা আধুনিক উৎকলীয় লোকদ্বারা সংরচিত না হইয়া থাকিবেক, যেহেতু সে সময়ে

উৎকলে ব্রাত্যক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদির বাহুল্যরূপ উপনিবাস হয় নাই। এই প্রযুক্ত ইহাই স্থির হয়, যে লঙ্কাবিজয়ে আদিম জাতিরাই দাশরথির সহচর হইয়াছিল। আর যদ্যপি কিস্কিন্ধ্যা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পার্শ্ববর্ত্তী, এমত নির্ণয় হয়, তবে তাহা উৎকলে না হইয়া গোণ্ডবান দেশেই ছিল, যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণারণ্যে প্রবেশ করিয়া উক্তাঞ্চল হইয়া ক্রমশঃ সেতুরক্ষাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন এমত অনুমান হইতেছে।

আমরা উৎকলের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে অদ্য এতাবৎ লিখিলাম, কিন্তু এতদ্বিষয়ের আনুষঙ্গিক কথা উৎকল-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধে বিন্যস্ত থাকিবেক। এই ক্ষণে প্রার্থনা করি, পাঠক মহাশয়েরা উড়িয়া দেশের কথা বলিয়া এই প্রস্তাবকে অবহেলা না করেন, শৈলগহ্বরেই মাণিক্য থাকে এমত নহে, বল্মীক-স্তূপেও তাহা কখন২ প্রাপ্ত হইতে পারে।

ইতি উৎকল দেশের প্রাচীনত্ব নির্ণয় প্রথম প্রবন্ধ।

সুবিখ্যাত সিসস্ত্রিস্ রাজা।

অবনীমণ্ডলে যে সকল সুবিখ্যাত রাজ্য আছে তন্মধ্যে মিসর-রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পূর্ব্বতন প্রাসাদে যে সকল রাজাবলী খোদিত আছে, তাহার প্রত্যেক রাজা ২৫ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন, স্বীকার করিলে দ্বাদশ সহস্র বৎসর তদ্দেশে ক্রমান্বয়ে রাজ্য চলিতেছে, মানিতে হয়। এরূপ রাজাবলী অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। অপর সকল প্রাচীন জাতিমধ্যে হিন্দু ও চীন জাতি অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া সুবিখ্যাত; কিন্তু হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস সাবধানে রক্ষিত হয় নাই। তাহাদের রাজাবলী যাহা পুরাণে দেখা যায়, তাহা একানুয়ে নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক রাজাকে ২৫ বৎসর রাজ্যকাল দিলে চারি সহস্র বৎসর হওয়া দুষ্কর হয়। চীনদিগের ইতিহাস অতি পরিপাটিরূপে লিখিত হইয়া আসিতেছে; তাহাদের তারিখ দিবার নিয়ম অতি উত্তম, এবং তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে চীনদেশের ইতিহাস চারি সহস্র বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল ব্যাপ্ত হয়। মিসর-দেশীয় পুরাবৃত্তে কথিত আছে যে আদৌ উক্ত দেশে আট জন দেবতা রাজ্য করেন, ও তাঁহাদিগের পর মিনিস্ নামা এক জন মর্ত্ত্য তথাকার সিংহাসনারূঢ় হয়েন। ঐ মিনিসের সহিত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ভগবান্ মনুর অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং তদ্দৃষ্টে কেহ২ অনুমান করেন যে হিন্দু ও মিসর-দেশীয়েরা এক আদিম আখ্যায়িকাহইতে মনুর বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক হিরদতস্, যিনি দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি লেখেন যে মিসর-দেশীয় ধর্ম্মযাজকেরা আপন২ প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থহইতে তাঁহার নিকট তিন শত ত্রিশ রাজার নামোল্লেখ করেন, যাহারা ক্রমানুয়ে উক্তদেশে রাজ্য করিয়া ছিল। দাইওদোরস্ সিকুলস্ নামক অপর এক ইতিহাসবেত্তা হিরদতসের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া লেখেন যে মিনিস্হইতে মিরিস রাজার সমকাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ শত বৎসর মধ্যে ৫২ ব্যক্তি রাজা হইয়াছিলেন; তাহা হইলে প্রত্যেক রাজার রাজ্য-কাল ২৭ বৎসর নিরূপিত হয়। এই দ্বিপঞ্চাশৎ ব্যক্তিকে চারি বংশে নিরূপিত করা যায়। তন্মধ্যে প্রথম বংশ মিনিস্হইতে তিমাস্ পর্য্যন্ত ২৫৩ বৎসর, দ্বিতীয় বংশ ২৩০ বৎসর, তৃতীয় বংশ ২৫১ বৎসর, এবং চতুর্থ বংশ ৩৪০ বৎসর, রাজ্য করে। শেষ বংশের শেষ ব্যক্তির নাম মিরিস্ বা তৃতীয় আমিনফ। তিনি খ্রীষ্টা

সুবিখ্যাত সিসস্ত্রিস্ রাজা।

ব্দের ১৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং এই নির্ণয়ে মিনিস্ অদ্যহইতে ৪২৯৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নব্য ইতিহাস-বেত্তারা মিসরদেশীয় প্রাচীন প্রাসাদের চিত্র-লিপি দৃষ্টে দাইওদোরসের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া মিনিসের কাল পঞ্চ সহস্র বৎসরহইতে অধিক প্রাচীন বলিয়া নির্ণয় করেন; পরন্তু সে বিষয়ের উল্লেখে প্রস্তাব বাহুল্য করিবার প্রয়োজন-বিরহ। এস্থলে সুবিখ্যাত সিসস্ত্রিস্ রাজার চরিত্র বর্ণনই অভিপ্রেত, তাহার বংশ ও কালের নিরূপণার্থে দাইওদোরসের নিরূপিত কাল ও বংশ-বিবরণ যথেষ্ট হইবে, তদর্থে অধিক স্থান ও কালব্যয় করা ব্যর্থ; কারণ কথিত বংশ-চতুষ্টয়ের রাজারা অনেকেই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন, তাঁহাদের গণনায় দশ জন অধিক কি অল্প ইহার নিরূপণার্থে পাঠকদিগের বিশেষ অনুরাগ সম্ভবে না।

সিসস্ত্রিস্ চতুর্থ বংশের অন্তর্গত। তিনি মিরিসের পিতামহ এবং আর্মাইসের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহাঁর প্রকৃত নাম রামেসিস্। ইনি বর্ণিত চারি বংশের অপর সকল রাজাহইতে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত আছেন। তাঁহার রাজ্যকাল খ্রীষ্টাব্দের ১৩৯৪ বৎসর, অর্থাৎ এই ক্ষণহইতে ৩২৫৭ বৎসর পূর্ব্ব। পরন্তু এ বিষয়ে ইসিহাস-বেত্তারা এক মত নহেন; অনেকে দুই শত বৎসরের অন্যথা করিয়া থাকেন, এবং এক জনা কহেন যে রামেসিস্ নামে কোন রাজাই ছিল না।

গল্প আছে যে সিসস্ত্রিসের জন্মদিনে মিসরদেশীয় দেবতা পথা আসিয়া সদ্যোজাত শিশুর পিতাকে স্বপ্নে কহিয়াছিলেন যে "তোমার পুত্র সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজা হইবেক।" এই স্বপ্নদ্বারা উত্তেজিত হইয়া উক্ত দিবসে যে সকল পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল তাহাদিগকে আর্মেইস একত্রে প্রতিপালন করেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে যে সকল বালকেরা আজন্মকাল একত্রে সহবাস করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহারাই প্রকৃত বন্ধু হয়, সুতরাং তাঁহার একত্রে পালিত বালকেরা তাঁহার পুত্রের প্রকৃত বন্ধু হইয়া অনন্য প্রেমের সহিত তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করিবেক, এবং উত্তম অমাত্য ও পারিষদ হইবেক। এই বালক সকল কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে তাহাদিগকে প্রত্যহ নানা প্রকার ব্যায়ামে নিযুক্ত করা হইত, এবং যাহাতে সর্ব্বসহিষ্ণু ও যুদ্ধ-বিশারদ হয় তাহার কোন উপায়ের ত্রুটি করা হয় নাই। বালকদিগের যৌবন-প্রারম্ভে যখন রাজা মনে করিলেন যে তাঁহার পুত্র যুদ্ধ-বিগ্রহে পারগ হইয়াছে, তখন তাহার পরীক্ষার্থে তাঁহাকে আরব দেশে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। ঐ যুদ্ধ-যাত্রায় কথিত রাজপুত্র ও তাঁহার সহচরেরা বিজয়ী হন, এবং তাঁহাদের সমর-সাফল্যে আরব দেশ মিসর-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়।

অতঃপর সিসস্ত্রিস্ মিসরের পশ্চিম প্রদেশ জয় করিতে যাত্রা করেন, এবং অল্পকাল-মধ্যে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সকল স্থান হস্তগত করেন। এই যাত্রাহইতে প্রত্যাগমন সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, ও তিনি মিসরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তাঁহার রাজ্য-কাল মিসরের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক হইয়াছিল। যেহেতুক তিনি তাহাকে যৎপরোনাস্তি সম্পত্তিশালী করিয়াছিলেন। রাজ্য-প্রাপ্তি মাত্র তিনি রাজ্যকে ৩৬ প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক্২ প্রতিনিধি নিযুক্ত করত সর্ব্বোপরি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্মেইসকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ঐ কনিষ্ঠ সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব পাইয়াছিল, কেবল রাজমুকুট ধারণ করিতে ও রাজপরিবারের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

রাজ্যের এই প্রকার শাসন প্রণালীর অবধারণ করিয়া সিসস্ত্রিস্ পথাদেবের ভবিষ্যদবাণীর

সত্য-সাধনার্থে ছয় লক্ষ পদাতি, চব্বিশ হাজার অশ্বারোহী, ও সাতাইশ হাজার রথী একত্র করিয়া ভুবন-বিজয়ে যাত্রা করেন, এবং সমুদ্রের দ্বীপ সকল হস্তগত করিতে দুই দলে চারি শত রণপোত প্রেরণ করেন। কথিত রণপোতের এক দল ভূমধ্যসাগরের কএকটি দ্বীপ জয় করে, এবং অপর দল রক্ত-সাগরের তটে কিঞ্চিৎ রাজ্য অধিকৃত করে। তৎকালে সমুদ্রে যান চালাইবার উপায় এমত হয় নাই, যে ঐ রণপোতে তদধিক কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিত।

পরন্তু রণপোতের অসাফল্যে বিজয়যাত্রার ব্যাঘাত হয় নাই। সিসস্ত্রিস্ আপন সৈন্য লইয়া প্রথমতঃ মিসর দেশের দক্ষিণে অনেক দূর পর্য্যন্ত জয় করেন। পরে আশিয়া খণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া আরব্য, পারস্য, ভারতবর্ষীয়, সিরীয়, মিদীয় এবং আসিরীয় প্রভৃতি জাতিদিগকে পরাস্ত করেন, এবং পরাজিত সকল দেশে জয়স্তম্ভ স্থাপিত করেন। ঐ সকল স্তম্ভ বহুকালাবধি বর্ত্তমান ছিল। আশিয়া-জয়করণানন্তর কাষ্পীয়-হ্রদের পার্শ্বদিয়া তিনি ইউরোপে প্রবেশ করেন, এবং প্রথমতঃ থ্রেসীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন। কেহ কেহ কহেন যে ঐ যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। অন্যে কহে যে তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরেই স্বদেশহইতে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার মহিষীকে গ্রহণ ও রাজমুকুট ধারণ করিয়াছেন; এবং ঐ দুষ্টের দমনার্থে নয় বৎসর দেশপর্য্যটনানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। সে যাহা হউক ঐ প্রত্যাগমন সময়ে তিনি প্রচুর ধন ও বহুল বন্দী সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যেরা তৎকালে পুনঃ২ জয়ে অত্যন্ত উৎসাহান্বিত ছিল। হর্মেইস্ তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে রাজার প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিয়া যথোচিত সমাদরে স্বদেশে গ্রহণ করেন, ও বিশেষ হৃদ্যতা-প্রকাশ-করণার্থে আপন বাটীতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। ঐ ভোজনের পরে তৎকালের প্রথানুসারে রাজা ও রাজমহিষী ও নিমন্ত্রিত রাজসহচরবর্গ সকলে প্রচুর পরিমাণ সুরাপানে মত্ত হইয়া যেখানে সেখানে সুপ্ত হইয়া পড়িলে রাজভ্রাতা রাজার শয়নাগারে অগ্নি সংযোগ করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হয় নাই, যেহেতু রাজা ও রাজ্ঞী নিতান্ত বিহ্বল হয়েন নাই; তাঁহাদের চেতন ছিল, এবং অগ্নির শিখা দৃষ্টিমাত্র গৃহহইতে পলায়ন করেন, এবং পরে দুষ্ট ভ্রাতাকে বিহিত শাস্তি দিয়া দেশবহিষ্কৃত করিয়া দেন। অতঃপর সিসস্ত্রিস্ সার্ব্বভৌম হইবার মানসে আর বিদেশে যুদ্ধ-যাত্রা করেন নাই; কিন্তু গৃহে তিনি নিরুদ্যম ছিলেন না, রাজ্যের সৌষ্ঠব-সাধনার্থে নানা প্রযত্ন করিয়া ছিলেন।

*"সিসস্ত্রিস্ রাজার শৌর্য্য বীর্য্য এবং কর্ম্মদক্ষতার বৃত্তান্তে অদ্ভুত রস ঘটিত অনেক সত্যাসত্য বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই তাঁহাকে সদাশয় রাজা এবং মহাবিক্রমশালী বীর বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। তিনি পরাজিত জাতিদিগহইতে যে বিপুল ধন লুণ্ঠন ও করগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সমস্ত দেশের মঙ্গল কার্য্যে ব্যয় করেন। সেই ধনে তিনি নূতন২ পুরী নির্ম্মাণ করেন, এবং নদীর জলপ্লাবন নিবারণার্থে কোন২ নগরের ভূমি উন্নত করেন, ও কোন২ জনপদের চতুষ্পার্শ্বে মৃত্তিকাময় উচ্চ বাঁদ স্থাপন করেন। তিনি নূতন২ পয়ঃপ্রণালীও খনন করাইয়াছিলেন, কথিত আছে যে তিনিই প্রথমতঃ নীল নদকে রক্ত সমুদ্রের সহিত সংযোগ করিবার কল্পনা করেন। অপর তিনি মিসর দেশ

* বর্ত্তমান প্রস্তাবের এই স্থানহইতে শেষ পর্য্যন্ত "ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত" নামক গ্রন্থহইতে সঙ্গৃহীত ও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্যাপিয়া যে বৃহৎ২ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার অধিকাংশ নুবিয়াস্থ ইবসাম্বল, দেবী, গাইর্ক, হানান, এবং ওয়াদি-এসিবোয়া নামক স্থানেতে তথা কুর্ণা এবং তৎসন্নিহিত এল-মেদীনা নামক নগরে দৃষ্ট হয়। তিনি তদ্ব্যতীত লক্সুর-নগরস্থ রাজসদন এবং কার্ণাক-নগরস্থ রাজসদনের স্তম্ভবিশিষ্ট দালান সমাপ্ত করেন। শেষোক্ত অট্টালিকা মনুষ্যকৃত অপর সকল প্রাসাদ অপেক্ষা মহৎ। পরন্তু সিসস্ত্রিস রাজা হর্কুলিস্ নামক মহাবীরের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করত অদ্ভুত শিল্পক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াও নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। তিনি মিসর দেশকে বৃহৎ২ অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়া পরে যথার্থ প্রজা-হিতৈষী হইয়া রাজনীতির নূতন ব্যবস্থাও সঙ্গ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এই যে সকল প্রজাদিগকে ভূম্যধিকারী হইবার শক্তি দেন, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা গোপদিগকে নিরাকরণ করণাবধি যে সর্ব্বাধিপত্য ও অপরিমিত পরাক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ঐ ব্যবস্থাদ্বারা তাহার সঙ্কোচ হইয়াছিল; একারণ সিসস্ত্রিস্ রাজার নাম চির উজ্জ্বল হইয়াছে। সে দেশে যত কাল পুরাবৃত্ত বিদ্যায় নিপুণ মিসর-জাতীয় লোক একান্ত লোপ পায় নাই তত কাল ঐ রাজার নাম সাধারণের অবিশ্রান্ত পূজ্য ছিল। ফলে মহান্ রামেসিস অর্থাৎ সিসস্ত্রিস্ রাজার অধিকার-কালেই মিসর জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইয়াছিল। তখন বিদেশে যেমন তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় তেমনি স্বদেশেও শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছিল।

মিসর-দেশে তৎকালে পদার্থ ও শিল্প বিদ্যা এবং রাজনীতি ও শান্তি রক্ষার্থ নিয়মের বিলক্ষণ অনুশীলন হইয়াছিল। ঐ রাজ্য-মধ্যে ষট্‌ত্রিংশ প্রদেশ ছিল, এবং প্রত্যেক প্রদেশে উত্তম মধ্যম নানা শ্রেণীস্থ রাজপুরুষেরা লিখিত ব্যবস্থানুসারে রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তথাকার লোক-সঙ্খ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক প্রায় পঞ্চাশৎ অথবা সপ্ততি লক্ষ হইবে। তাহার মধ্যে কতক লোক বিদ্যানুশীলন এবং শিল্প-ক্রিয়ার উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ করিত। তাহাদের প্রতি দেবার্চনা ও বিচার নিষ্পত্তি এবং স্থাবরাদি বিষয়ের পরিমাণানুযায়ি কর শুল্কাদি রাজস্ব নিরূপণ ও সঙ্গ্রহ করণ প্রভৃতি রাজকীয় সমস্ত কার্য্যেরও ভার অর্পিত হইয়াছিল। ঐ সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন, এবং 'যাজক শ্রেণী' বলিয়া মান্য হইতেন। রাজবংশীয় পুরুষেরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিষয় আদেশ করিতেন। মিসর জাতির মধ্যে মহত্তর লোক বিশিষ্ট আর এক দল ছিল, তাহারা সপরিবারে রাজবৃত্তি ভোগ করত রাজ্য রক্ষার্থ জাগরূক থাকিত, এবং বিদেশীয় অথবা স্বদেশীয় উপদ্রোহিগণের দমন করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে "রাজন্য" বা "যোদ্ধৃবর্গ" কহা যাইত। তাহাদেরই শ্রেণীহইতে সৈন্য সঙ্গ্রহ হইত, একারণ মিসরের মধ্যে কখন সৈন্যের অভাব হয় নাই। সর্ব্বদাই প্রায় ১,৮০,০০০ লোক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। উক্ত দেশে কৃষিজীবি লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। তাহারা স্বয়ং ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার হইয়া ভূমি-কর্ষণ বৃত্তিতে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিত, সুতরাং ভূম্যুৎপন্ন সমস্ত ফল তাহাদের নিজস্ব ছিল। কেবল রাজার এবং যাজক ও রাজন্যবর্গের প্রতিপালনার্থ কিয়দংশ রাজস্বরূপে প্রদান করিতে হইত। ফলতঃ রাজকীয় করের মধ্যে তাহাই প্রধান নৃপাংশ ছিল; আর তাহা সঙ্গ্রহ করণেও কোন ব্যাঘাত হইত না। প্রাচীন ইতিহাস-বেত্তারা কহেন ফারোরাজেরা বাৎসরিক যে রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন বিদেশীয় জাতিদের দত্ত কর সমেত

তাহার সঙ্খ্যা ন্যূনাধিক ২৭,০০,০০,০০০ বা ২৮,০০,০০,০০০ টাকা। ঐ দেশের বণিক্ শিল্পি এবং অন্যান্য কর্ম্মকারী লোকেরা চতুর্থ অর্থাৎ শ্রমজীবি-বর্গ বলিয়া গণিত হইত। তাহাদিগকে পণ্য-দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে শুল্ক প্রদান করিতে হইত; সুতরাং তাহারা নিজ পরিশ্রমে দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া রাজকীয় ব্যয়েরও কিয়দংশ ভার-বহন করিত। এই শ্রেণীস্থ লোকদিগের হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে মিসর রাজ্যের অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হইয়াছিল; ফলতঃ তাহাদের মধ্যে সকল প্রকার কারিকর থাকাতে তাহারা তৎকালের প্রভাবশালী সর্ব্বদেশীয় লোকের সহিত উত্তমরূপে বাণিজ্য ও দ্রব্যাদির বিনিময় করিত।”

মিসর দেশের ঐশ্বর্য্য তাদৃশ অধিক হইলেও ধর্ম্ম-বিষয়ে তত্রত্য লোকে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা জগদীশ্বরের মহিমা অনুভূত করিতে পারে নাই; এবং সেই প্রযুক্ত ধর্ম্মবিষয়ক ঘোর অন্ধকারে পতিত হইয়াছিল। মৎস্য কুম্ভীর ভূচর খেচর নানাবিধ জীব তথা পেয়াজ রসান প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ বস্তুর আরাধনা করিয়া ধর্ম্মস্পৃহা শান্ত করিত। তাহার ব্যাখ্যানার্থে আমরা এস্থলে একটি পদ্য উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই ঐ দেবতাদিগের বিবরণ ব্যক্ত হইবে।

“ইজিপ্ত দেশেতে যত ধর্ম্মমূঢ় নর।
ভক্তি ভাবে ভজে সবে জঘন্য অমর॥
যে কেহ শুনেছে উক্ত রাজ্যের সংবাদ।
জানিয়াছে ধর্ম্মের ঐ বিষম প্রমাদ॥
কেহ বা কুম্ভীর ভজে কেহ বা বিহঙ্গ।
রাশি রাশি আছে যার জঠরে ভুজঙ্গ॥
মেম্ননের মূর্ত্তি যেথা বিচিত্র রাগেতে।
চুরি করে চিত্ত নিধি মধুর নাদেতে॥
শতদ্বারী থিবী পুরী যেথা শোভাকরী।
কালাত্যয়ে হয়ে গেছে শ্রীহীনা নগরী॥
তথায় বিরাজমান কপিদেব মূর্ত্তি।
কিবা অপরূপ তার কাঞ্চনের স্ফূর্ত্তি॥
কোন স্থানে তিমিঙ্গিল নীল কলেবর।
কোন স্থানে নদীজাত মীনাদি নিকর॥
কুকুর ঠাকুর রূপে পাদ্য অর্ঘ্য পায়।
দিয়ানা প্রধানা দেবী বঞ্চিত পূজায়॥
পণ্ডিতে পলাণ্ডু পূজে কি কব ভণ্ডতা।
ভাঙ্গিলে ভক্ষিলে হয় ঘোর পাষণ্ডতা॥
ধন্য ইজিপ্তের লোক অপার মহিমা।
উদ্যানেও দেব দেবী জন্মে নাহি সীমা॥”
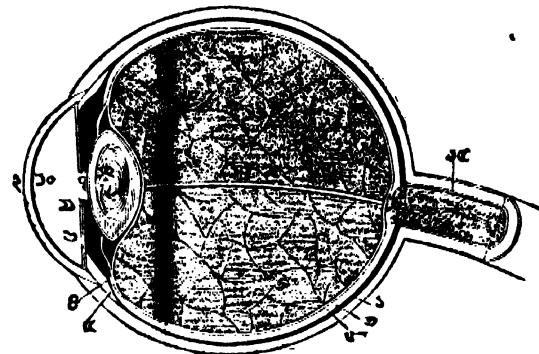
আমরা কি প্রকারে দেখিতে পাই ?

এই প্রশ্নোত্তরে আমরা নয়নেন্দ্রিয়ের বর্ণন করিবার মানস করি। উক্ত ইন্দ্রিয় জীবদেহের এক প্রধান অংশ এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রতিবিম্ব স্থান, এই প্রযুক্ত ইহাকে মনের দ্বার বলিলে বলা যায়; কারণ সামান্য দ্বার দিয়া দর্শন করিলে যে প্রকারে অনায়াসে গৃহমধ্যস্থ সকল দ্রব্যের অবস্থা নিরূপণ করা যায় নয়নদ্বার দিয়াও সেই প্রকারে মনুষ্যমনের অবস্থা বিনাপরিশ্রমে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। অপর ঐ দ্বার দিয়া কেবল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই যে মনের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন এমত নহে, অত্যল্পবয়স্ক শিশু ও অবোধ পশুরাও নয়নের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনের অবস্থা

নিরূপণ করিয়া থাকে। সকলেই দেখিয়াছেন ছয় মাস বয়স্ক বালক আরক্তিম ভীষণ নয়ন দেখিলে ভীত ও সানুকম্প নয়ন দেখিলে আনন্দিত হয়; ঐ নয়নদ্বারা সনয়নব্যক্তির মনের ভাব না জানিতে পারিলে তাহা হইতে পারিত না। গৃহপালিত পশু-পক্ষ্যাদির নিকট মনুষ্য আগমন করিলে ঐ জীব তৎক্ষণাৎ তাহার নয়নের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হয়, এবং তাহাতে প্রায় ভ্রম হয় না। পরন্তু অন্য জীবহইতে মনুষ্য-নয়নে মনের প্রতিবিম্বদায়কত্ব বিশেষ দেখা যায়। এমত কোন ব্যক্তি নাই যে অপরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার নয়নের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার স্বভাব চরিত্র ঐ নয়নে সন্দর্শন না করে, এবং সেই দর্শনে তাহার যে জ্ঞান লাভ হয় তাহারই অনুসারে সে বিষয়-ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। এই আশুজ্ঞান এপ্রকার বলবৎ যে তাহা ত্যাগ করিয়া লোকে বহুসংবৎসরের পরীক্ষা গ্রাহ্য করে না। নয়নের এতাদৃশ এক বিশেষ শক্তি জ্ঞাপনার্থে "সোনার চক্ষে দেখিয়াছে" এই কথার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ জ্ঞান সর্ব্বদা অব্যর্থ নহে, নানা দৈব কারণে তাহার ভ্রম হইয়া থাকে, এবং যাহাকে 'সোনার চক্ষে দেখা যায়' সে মন্দ হইতে পারে, পরন্তু এ স্থলে নয়নদ্বারা মনের অবস্থা জানিবার প্রকরণ বক্তব্য নহে, নয়নের প্রকৃত কর্ম্ম কি তাহাই বর্ণন করা যাইবে।

দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা দ্রব্যের আকৃতি, পরিসর, পরস্পর সম্পর্ক, বর্ণ এবং উজ্জ্বলতা নিরূপিত হয়। এই সকল ধর্ম্মের কোন২ ধর্ম্ম স্পর্শদ্বারাও নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কারণ কোন দ্রব্যের দর্শন না করিয়াও হস্তদ্বারা তাহার আকৃতি ও পরিসর অনুভূত হয়; পরন্তু বর্ণ ও উজ্জ্বলতা, যাহা আলোকের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা, ও দূরস্থ পদার্থের অবয়ব কেবলমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা নিরূপিত করা যায়। ঐ ইন্দ্রিয়ের আধার চক্ষুঃ; চক্ষুর্ভিন্ন তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ইহা বলা বাহুল্য যে উক্ত চক্ষু মস্তক পুরোভাগে দুই অস্থিময় কোষ মধ্যে সংস্থাপিত থাকে। ঐ কোষের ঊর্দ্ধভাগ চক্ষুকে এপ্রকারে আবৃত করিয়া রাখে যে চক্ষুতে দৈব আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না, অথচ তাহার পুরোভাগ অনাচ্ছাদিত থাকায় দৃষ্টির কদাপি হানি হয় না। ঐ ঊর্দ্ধভাগের উপরে ভ্রূ নামে খ্যাত যে কেশশ্রেণী তাহাতেও ঐ কার্য্যের অনেক সাহায্য করে। অতঃপর অক্ষিপুট ও পক্ষ্ম; তাহা দ্বারাও যে নয়নের বিঘ্ন নিবারণ ও সর্ব্বদা পরিমার্জ্জন হয়, তাহা সকলে বিদিত আছেন। তৎ পশ্চাতে যে গোলাকার যন্ত্র তাহাই প্রকৃত চক্ষু। তাহার নির্ম্মাণে তিন প্রকার ত্বচ্ ও তিন প্রকার রস প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ৭৩ পৃষ্ঠে যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে নয়নের অগ্র পশ্চাৎ অর্দ্ধ অঙ্কিত আছে। তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে ব্যক্ত হইবে যে চক্ষুর্গোলকের উপরিভাগ এক প্রকার স্থূল দৃঢ় শুক্ল ত্বচে আবৃত; কথিত চিত্রে তাহা ১ চিহ্নে লক্ষিত হইয়াছে। ঐ ত্বচের দৃঢ়ত্ব প্রযুক্ত তাহাকে সংহত ত্বচ্ শব্দে কহি। তাহার পুরোভাগ স্বচ্ছ এবং ঘড়ির গ্লাসের ন্যায় আবদ্ধ আছে, বোধ হয় তাহার স্বচ্ছত্ব ও শৃঙ্গবৎ দৃঢ়ত্ব প্রযুক্ত তাহাকে "স্বচ্ছ-শৃঙ্গচ্ছদ" বলা যায়, (২ চিহ্ন।) সংহত ত্বচের নিম্নে অপর এক ত্বচ্ আছে ৩ চিহ্নে তাহা দৃষ্ট হইবে। ঐ ত্বচ্ বাঙ্গালির চক্ষুতে কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়, কিন্তু ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি জাতীয়ের নেত্রে নীলাধূমাদি বর্ণ হইয়া থাকে; তাহার নাম "আরঞ্জিত ত্বচ্" রাখা হইয়াছে। তাহার পুরোভাগ চক্ষুঃসম্মুখে পর্দ্দার স্বরূপ ঝুলিতে থাকে, তাহার নাম "তারকামণ্ডল" (৩ চিহ্ন।) তাহার বর্ণেই চক্ষুর বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং

তাহার মধ্যদেশে যে এক ছিদ্র থাকে, তাহাকেই "তারা" বা "তারকা" কহা যায় (৭ চিহ্ন)। ইচ্ছানুসারে তাহা আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে পারে। মনুষ্য ও বানরের চক্ষুতে তাহা গোলাকার; পরন্তু বিড়ালের চক্ষুতে তাহা ঊর্দ্ধাধঃ দীঘ, এবং মেষ চক্ষুতে তাহা পার্শ্বাপার্শ্বি দীর্ঘ দেখা যায়।

আরঞ্জিত ত্বচের নিম্নে অপর এক অতি সূক্ষ্ম ও কোমল ত্বচ আছে, (৪।৫ চিহ্ন) তাহার বর্ণ শুক্ল। ১৫ চিহ্নে যে শিরা মস্তিষ্কহইতে আসিয়া নয়নে প্রবিষ্ট হয় তাহাই নয়ন-গোলক-মধ্যে প্রসারিত হইয়া ঐ ত্বচ নিষ্পন্ন করে। ইহাকে "শিরাল ত্বচ" বা "চিত্রপট" নামে বিধান করা যায়।

বর্ণিত তিন প্রকার ত্বচের মধ্যে তিন প্রকার তরল পদার্থ আবৃত থাকে; তন্মধ্যে যে তরল পদার্থ চক্ষুর্গোলকের অধিকাংশ পূর্ণ করে তাহা স্বচ্ছ শ্লেষ্মার সদৃশ, তাহাকে "কাচলরস" শব্দে কহা যায় (৮ চিহ্ন)। তাহার পুরোভাগে অপর এক পদার্থ আছে, তাহার অবয়ব সূর্য্যকিরণে আগুন তুলিবার গ্লাসের সদৃশ; এই নিমিত্ত তাহাকে "নেত্রদীপ্তোপল" নামে বর্ণন করা যায়। উহা যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল এবং বহুল স্বচ্ছ সূক্ষ্ম ত্বচে নির্ম্মিত (৯ চিহ্ন)। এই দীপ্তোপলের সম্মুখে তারকামণ্ডল বিস্তৃত থাকে,এবং তদ্দ্বারা নেত্রদীপ্তোপলহইতে স্বচ্ছ-শৃঙ্গ-ছদ পর্য্যন্ত (৯ অবধি ১০ পর্য্যন্ত) স্থান দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এবং তৎসমুদায় স্থান নির্ম্মল স্বচ্ছ তরল জলবৎ রসে পূর্ণ থাকে। ঐ রসকে "জলীয় রস" নামে বর্ণন করা যায় (১১ চিহ্ন)।

বর্ণিত ত্বচ ও রস সকলের প্রত্যেকের বিশেষ২ কার্য্য আছে, এবং তাহার কোন পদার্থের ঈষৎ মাত্র বিকল হইলে দৃষ্টির হানি হয়। প্রথমতঃ সংহতত্বচ, তাহাদ্বারা চক্ষুর্গোলকের আয়তন সিদ্ধ হয়, তদভাবে চক্ষুর অবয়ব রক্ষা পাইত না। তন্নিম্নে যে আরঞ্জিত ত্বচ আছে, তাহাদ্বারা নয়ন মধ্যে রস ও রক্তবাহক নাড়ী সকল আসিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করে; ঐ ত্বচের কোন ব্যাঘাত হইলে সুতরাং নয়নের পুষ্টির হানি তথা দৃষ্টির হানি অবশ্যই ঘটে। তদনন্তর শিরাল ত্বচ, তাহাতেই দৃষ্ট পদার্থের চিত্র পড়িলেই সেই চিত্র চিত্তে অনুভূত হয়। ঐ চিত্র কথিত শিরাল ত্বচে আনিবার নিমিত্ত চক্ষুঃপুরোভাগে স্বচ্ছশৃঙ্গছদ ঘড়ীর কাচের ন্যায় বর্ত্তুল হইয়া আছে। সেই বর্ত্তুলতার ফল এই যে তদ্দ্বারা চক্ষুঃপুরোভাগে যে কোন পদার্থ থাকে তাহার চিত্র নয়নমধ্যে পড়িতে পারে। বর্ত্তুল না হইয়া ঐ স্বচ্ছশৃঙ্গছদ চেপ্‌টা হইলে সম্মুখের কেবল এক স্থান দিয়া নয়নমধ্যে দৃষ্ট বস্তুর চিত্র যাইতে পারিত, সুতরাং দৃষ্টির বিস্তারের লাঘব হইত। এই কথার প্রমাণার্থে কেহ প্রথম চেপ্‌টা পরে ন্যুব্জ আরসির সম্মুখে দাঁড়াইলে দেখিবেন যে চেপ্‌টা আরসির এক স্থানে দাঁড়াইলে মুখ দেখা যায়, কিন্তু ন্যুব্জ আরসির যে কোন স্থানেই মুখের দৃষ্টি হয়। পরন্তু সকল জীবে স্বচ্ছশৃঙ্গছদ তুল্য ন্যুব্জ হয় না; জলচর মৎস্য কুম্ভীরাদিতে তাহার ন্যুব্জতা অল্প, এবং ভূচরবর্গে তাহার ন্যুব্জতা অধিক হয়; অপর খেচরবর্গে তাহা তদপেক্ষাও অধিক দেখা যায়। এই ছদদ্বারা পদার্থের প্রতিবিম্ব নয়নে পড়িলে তাহা তারকাদ্বারা উপরোক্ত জলীয় রসমধ্যদিয়া নীত হইয়া নেত্রদীপ্তোপলে নিঃক্ষিপ্ত হয়। দীপ্তোপলের প্রধান ধর্ম্ম এই যে তদুপরি যে কোন প্রতিবিম্ব পড়ে তাহার প্রতিকৃতি তাহার পশ্চাতে প্রতিবিম্বিত হয়; এবং ঐ দীপ্তোপলের ন্যুব্জতানুসারে প্রতিবিম্বিত হওনের স্থানের নির্দ্দিষ্ট হয়; অর্থাৎ ন্যুব্জতা অল্প হইলে দূরে ও ন্যুব্জতা অধিক হইলে তাহার নিকটেই প্রতিবিম্বিত ছবি উৎপন্ন হয়। স্বচ্ছশৃঙ্গছদের ন্যুব্জতাতেও এই রূপে প্রতিবিম্বের দূরতা ও নৈকট্য ঘটে; এবং তন্নিমিত্ত যে সকল

মনুষ্যের চক্ষুর পুরোভাগ অত্যন্ত গোল বা ন্যুব্জ তাহারা প্রায় খর্ব্বদৃষ্টি হইয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় লোচন শীর্ণ হইয়া নিয়মিত ন্যুব্জতার লাঘব হইলেও দৃষ্টির হানি হয়। এই দোষের নিবারণার্থে চস্‌মা ব্যবহার করা হায়; কিন্তু যেহেতু অল্প বয়সে অধিক ন্যুব্জতায় খর্ব্বদৃষ্টি হওয়া প্রযুক্ত ন্যুব্জতার লাঘব করা আবশ্যক, এই নিমিত্ত অল্প বয়সে উত্তান উপলের চস্‌মা ব্যবহার করিতে হয়, তথা বার্দ্ধক্যে ন্যুব্জতার হানিতে খর্ব্বদৃষ্টি হয়, এই নিমিত্ত বৃদ্ধ লোকের অক্ষির ন্যুব্জতা বাড়াইবার নিমিত্ত ন্যুব্জ উপলের চস্‌মা প্রয়োজনীয়। অপর কখন দূরস্থ কখন নিকটস্থ বস্তুর দর্শনার্থে কথিত ন্যুব্জতার অন্যথা করিতে হয়, এবং তন্নিমিত্ত অক্ষিগোলোকের চতুর্দ্দিগে মাংসপেশী সকল আছে; ইচ্ছা হইলেই সেই মাংসপেশী সকল অক্ষিগোলোকের ঊর্দ্ধ ও অধঃ চাপিয়া তাহার সম্মুখ ভাগকে অধিক ন্যুব্জ করিতে পারে, এবং তাহাতেই দূর ও নিকট সকল স্থানের দৃষ্টি অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়। অত্যন্ত দূরের দ্রব্য অনেক ক্ষণ দেখিতে হইলে বর্ণিত মাংসপেশী সকল নয়নকে অনেক ক্ষণ দাবন করে তন্নিমিত্তই দূর দৃষ্টিতে চক্ষুর বেদনা জ্ঞান হয়, এবং তাহা ফুলিয়া উঠিয়াছে বোধ হয়।

স্বচ্ছশৃঙ্গছদ ও দীপ্তোপল যথানিয়মে ন্যুব্জ হইলে তাহাদ্বারা দৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব নয়নে প্রবিষ্ট হইয়া নয়নের পশ্চাতে শুক্ল শিরাল ত্বচে নিপতিত হইয়া তথায় দৃষ্ট বস্তুর একটি ছবি উৎপন্ন করে; এবং সেই ছবি কথিত শিরা ত্বচে যে চেতনা উৎপন্ন করে তাহাই দর্শন জ্ঞান। নয়নমধ্যে অধিক আলোক প্রবেশ করিলে বর্ণিত ছবির সূক্ষ্মতার হানি করিতে পারে, এই নিমিত্ত নেত্রের তারার সৃষ্টি হইয়াছে। তারা অনায়াসে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা যখন যে পরিমাণে আলোকের প্রয়োজন তখন সেই পরিমাণে আলোক গ্রহণ করা যায়। এই হেতুই অত্যন্ত অন্ধকার ঘরে থাকিলে চক্ষুর তারা প্রসারিত হয়, এবং সুতরাং দেখিতে বড় বোধ হয়, এবং রৌদ্রে গেলে সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র বোধ হয়। অন্ধকারের প্রসারিত তারকাদ্বারা নয়নমধ্যে যে পরিমাণে আলোক প্রবিষ্ট হয়, তাহাই নয়নস্থ প্রতিবিম্বের স্পষ্ট দৃষ্টির প্রয়োজনীয়; রৌদ্রে তারা সেই রূপ প্রসারিত থাকিলে তাহাদ্বারা এত অধিক অলোক প্রবিষ্ট হয় যে তাহাতে প্রতিবিম্বিত ছবির স্পষ্টতা থাকে না। ইহার প্রমাণার্থে কেহ অন্ধকার গৃহহইতে ঝটিতি রৌদ্রে গেলে দেখিবেন যে তাঁহার পক্ষে সকলই অস্পষ্ট বোধ হইবেক। আলোকহইতে ঝটিতি অন্ধকারে গেলেও সেই ফল ঘটে। পরন্তু তারকা কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইয়া উপস্থিত আলোকের মত আপনার আয়তন সিদ্ধ করিয়া লয়। যে সকল জীব নক্তঞ্চর বা কেবল রাত্রিতে বিচরণ করে, তাহাদিগের তারা স্বভাবতঃ বৃহৎ; দিবসে তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া সঙ্কুচিত হয় না, এই নিমিত্ত দিবসে তাহারা দেখিতে পায় না; অথবা দিবসে দেখিতে তাহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। পেচক ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। কাক পায়রা প্রভৃতি দিনচর পক্ষীরা যে রাত্রিতে অন্ধ হয় তাহারও এই মাত্র কারণ।

চক্ষুর যে রূপ বর্ণন হইল তাহা মনুষ্য-চক্ষুতেই প্রত্যক্ষ হয়; পরন্তু অধম জীবে তাহার অনেক অন্যথা হইয়া থাকে। অত্যন্ত অধম জলজ কীটের চক্ষু আছে এমত বোধ হয় না। অন্তরস্থ কৃমিরও নয়ন নাই। কোন২ কীট আলোকের দিগে গমন করে কেহ বা আলোক ত্যাগ করিয়া নিয়ত অন্ধকারের দিগে যায়, তাহাতে কেহ২ মনে করেন যে তাহাদের প্রত্যক্ষ নয়ন না থাকিলেও নয়নসদৃশ কোন যন্ত্র আছে;

কিন্তু সে অনুমান অমূলক, যেহেতুক আলোকের উত্তাপ ও অন্ধকারের শীতলতা স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হইতে পারে; উত্তাপ ও শীতলতা না থাকিলেও স্পর্শেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণে আলোক ও অন্ধকারের অনুভব হয়। অনেক বাদুড়কে অন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিলে সে অনায়াসে দিয়ালে না পড়িয়া দ্বারদিয়া বহির্গমন করিতে পারে। তাহা কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনেক কীটের অক্ষি আছে; কিন্তু তাহা মনুষ্যনয়নের সদৃশ নহে; তাহা ঐ জীবের শুণ্ডের উপর সংস্থিত এবং তাহাতে চক্ষুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় না; কেবল এক উজ্জ্বল দীপ্তোপলের চিহ্ন ও তন্নিম্নে শিরাপিণ্ড দৃষ্ট হয়।

পতঙ্গদিগের চক্ষুঃ কীটচক্ষুহইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাহা মনুষ্য-চক্ষুর ন্যায় অনায়াসে সঞ্চালনীয় নহে। তাহা যে ২ স্থানে স্থাপিত তথায়ই আবদ্ধ থাকে, নড়িতে পারে না, সুতরাং ঐ চক্ষুর সম্মুখে যাহা থাকে তাহাই দেখা যায় পার্শ্বের কিছুই দেখা যায় না, কারণ চক্ষু ফিরাইয়া পার্শ্বে দেখিবার উপায় নাই। পরন্তু এই দোষের ক্ষালনার্থে জগদীশ্বর পতঙ্গদিগকে বহু সঙ্খ্যক চক্ষু দিয়াছেন; তৎসমুদায় ভিন্ন ২ দিগে লক্ষিত হওয়াতে পতঙ্গ সর্ব্বদিগে এককালে দেখিতে পায়। কোন ২ পতঙ্গের শতাধিক চক্ষু নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সকল চক্ষু দুই দলে সংযত থাকে, মাকড়সার আট চক্ষু, তাহা তাহাদের পৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে। কর্কটী গেঁড়ী ও শম্বুকদিগের চক্ষু দুইটা শুণ্ডের উপর থাকে। ঐ শুণ্ডের চালনে চক্ষুর সঞ্চালন হয়।

মৎস্যের চক্ষু মনুষ্য-চক্ষুর সদৃশ, কিন্তু মৎস্য-চক্ষুর তারা প্রসারিত বা আকুঞ্চিত হইতে পারে না, এবং তাহাদের স্বচ্ছ-শৃঙ্গ-ছদ তাদৃশ ন্যুব্জ নহে; অপর তাহাদের নয়নে পল্লব বা পক্ষ্ম নাই। মৎস্য-চক্ষুর স্থিতিও সর্ব্বত্র তুল্য নহে; কোন মৎস্যের চক্ষু মস্তক-পুরোভাগে থাকে, কাহার চক্ষু উভয় পার্শ্বে থাকে, কাহার উভয় চক্ষু এক পার্শ্বে থাকে, এবং অপর কাহার মস্তকোর্দ্ধে বা মস্তকনিম্নে থাকে। এই বিভিন্নতার কারণ অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে। মনে করুন কতক মৎস্য পঙ্ক মধ্যে মুখ গুঁজিয়া থাকে, তাহাদের মস্তক-পুরোভাগে বা পার্শ্বের চক্ষুতে কোন প্রয়োজন নাই; তাহাদের ঊর্দ্ধ পৃষ্ঠে চক্ষু থাকিলেই ব্যবহার যোগ্য হয়। অপর যাহাদিগের শত্রু নিম্ন দিগ্‌হইতে আইসে তাহাদিগের নিম্নদিগেই চক্ষু প্রয়োজনীয়। অপরাপরেরও এই প্রকার বিশেষ২ কারণ আছে। মৎস্যের চক্ষুর পল্লব নাই, সুতরাং নিমেষও নাই। নিমেষের অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা অপাঙ্গহইতে অশ্রু লইয়া নেত্রকে সিক্ত রাখা; মৎস্য-নয়ন সর্ব্বদা জলে সিক্ত থাকায় ঐ অশ্রু বিলেপনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং পল্লবেরও প্রয়োজনাভাব। পক্ষির চক্ষু মনুষ্য-চক্ষুর সদৃশ, কেবল তাহাদের গঠন পক্ষী বিশেষে অতি দূরহইতে বা অন্ধকারে দেখিবার উপযুক্ত। অপর তাহাদের নিয়মিত দুই পল্লব ভিন্ন এক তৃতীয় শুক্লত্বচ আছে, তাহা পার্শ্বহইতে বিস্তৃত হইয়া চক্ষুর আবরণ করে। অনেক পশুরও এই তৃতীয় পল্লব আছে। কুক্কুর বিড়ালাদিতে ঐ পল্লব অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় কয়েক দিবস নয়ন আচ্ছন্ন রাখে, সেই ত্বচ বিমুক্ত হইলে লোকে কুক্কুরের "চক্ষু ফুটিয়াছে" কহে। স্তন্যজীবীর মধ্যে কেবল তিমি জীবের চক্ষু মৎস্যের সদৃশ, এবং কএক প্রকার ছুঁচার চক্ষুমাত্র নাই। অপর সকলের চক্ষু প্রায় একই প্রকার, তাহাতে ঈষৎমাত্র ভেদ দেখা যায়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ৬ খণ্ড।] আষাঢ়; সংবৎ ১৯২০। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

ন্যুজীলণ্ডের বিবরণ।

ভূমণ্ডলে যে সকল সমুদ্র দৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে প্রশান্ত-সমুদ্র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহা আশিয়া ও আমেরিকা খণ্ডের মধ্যে স্থিত। অন্যান্য সমুদ্রে যে প্রকার জোয়ার ভাঁটার সঞ্চালন হইয়া থাকে ইহাতে তাদৃশ বেগবান জোয়ার ভাঁটা ঘটে না; এই প্রযুক্ত ইহার গর্ভে প্রবাল-কীটেরা নির্ব্বিঘ্নে আপন আবাস নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এবং সেই সকল আবাস এই ক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-রূপে পরিণত হইয়াছে। কথিত সমুদ্রের উত্তর ভাগে ঐ প্রকার দ্বীপ সহস্র সহস্র আছে, এবং দক্ষিণ ভাগেও তাহার অভাব নাই। পরন্তু দক্ষিণের ঐ সকল দ্বীপমধ্যে কএকটী বৃহৎ দ্বীপও আছে, তাহার এক একটীর পরিমাণ এক একটা মহা দেশের তুল্য হইতে পারে। ঐ বৃহৎ দ্বীপমধ্যে অস্ট্রেলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহার পরিমাণ ভারতবর্ষহইতেও অধিক হইবেক। পাপুয়া বাণ্ডিমানলণ্ড এবং ন্যুজীলণ্ডও বৃহৎ দ্বীপ; এস্থলে ঐ শেষোক্ত দ্বীপের সংক্ষেপ বিবরণ লেখিতব্য।

কথিত দ্বীপের আয়তন প্রায়ঃ বঙ্গদেশের তুল্য বৃহৎ হইবে, তাহার মধ্যে একটী জল সঙ্কট থাকাতে তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে; এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ও একটী মধ্যম পরিমাণ দ্বীপ আছে; ইংরাজেরা ঐ সমস্তকে এক নামে খ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার লোকেরা তাহাদের ভিন্ন২ নাম রাখিয়াছে। বৃহৎ দ্বীপটী প্রায় আট শত জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘ হইবে; এবং তাহার সমস্ত দৈর্ঘ্যে এক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার শিখর সকল নীহারে আবৃত থাকে। অপর ঐ পর্ব্বতের স্থানে স্থানে অনেক হ্রদ আছে, তাহাহইতে নদী সকল নিঃসৃত হইয়া দ্বীপের সর্ব্বত্র উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছে। কথিত নদী সকল ছোট বড় নানা প্রকার, ও স্থানে স্থানে নির্ঝররূপে প্রপতিত হইয়া সমস্ত দেশকে মনোহর সুন্দর করিয়াছে। পর্ব্বতের উচ্চতা প্রযুক্ত সমুদ্রের বাষ্প পর্ব্বত শিখরে লাগিয়া প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে; অথচ অনেক নদী থাকায় ঐ বৃষ্টি সত্বরে বহিয়া যায়, দেশকে ক্লিন্ন রাখে না, সুতরাং দেশে প্রচুর উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইলেও স্বাস্থ্যকরত্বের হানি হয় না; ফলতঃ ন্যুজীলণ্ড অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও মনোহর এবং উর্ব্বর দেশ।

ন্যুজীলণ্ডীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের সাক্ষাৎ।

তথাকার প্রয়োজনীয় কাষ্ঠোৎপাদক বৃহৎ বৃক্ষ সকল অতি স্থূল ও উচ্চ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে “ভোডী” নামক এক প্রকার দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ এক শত পাদ দীর্ঘ ও দ্বাদশ পাদ স্থূল সর্ব্বত্র দেখা যায়। অপরাপর বৃক্ষের কাষ্ঠ সকল কেহ দৃঢ়, কেহ লঘু, কেহ গুরু হওয়াতে নানাবিধ কার্য্যের উপযুক্ত হইয়া থাকে। অপর তথায় যে এক প্রকার ফরণ্ জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে মনুষ্যের নানাবিধ কার্য্যের নির্ব্বাহ হয়। অধিকন্তু তথায় এক জাতীয় পাট গাছ আছে তাহাতে যে পাট উৎপন্ন হয় তাহা জাল রজ্জু বস্ত্রাদি প্রস্তুত করণার্থে অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য; তৎসদৃশ উত্তম পাট অন্য কুত্রাপি জন্মে না। পরন্তু উদ্ভিজ্জের এতাদৃশ প্রশংসা হইলেও কথিত দেশে স্বভাবসিদ্ধ সুখাদ্য কোন ফল নাই; যে সকল বৃক্ষ আছে তৎসকলেরই ফল অখাদ্য। কেবল সম্প্রতি ইংরাজেরা যে সকল স্বদেশীয় ফলবৃক্ষ তথায় লইয়া গিয়াছে তাহাই খাদ্য বলিয়া গণ্য হয়।

পূর্ব্বে কথিত দেশে পশুরও অত্যন্ত অসদ্ভাব ছিল। নিরূপিত হইয়াছে যে ইংরাজদিগের সমাগমের পূর্ব্বে তথায় গো, অশ্ব, মহিষ, ছাগ, মেষ, কুক্কুর, শৃগাল, শূকর, ইন্দুর প্রভৃতি কিছুই ছিল না। অনেকে কহেন যে চতুষ্পদ জীবের মধ্যে পূর্ব্বে কেবল এক প্রকার টিকটিকী তথায় দৃষ্ট হইয়াছিল। এই ক্ষণে ইংরাজেরা গৃহপালিত পশু সকল তথায় আনিয়াছেন, এবং তাহা সর্ব্বত্র এতাদৃশ প্রচুররূপে বিস্তৃত হইয়াছে যে ৫০ পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে তাহার অনেকে বন্য হইয়া গিয়াছে; এবং সম্প্রতি কএক বার ন্যুজীলণ্ডহইতে উত্তম অশ্ব এতদ্দেশে আনীত হইয়াছে। স্বভাবতঃ পশুর অভাব পূরণার্থে ন্যুজীলণ্ডে অসংখ্য পক্ষী আছে; তৎসমুদায় বিবিধ সুচারু বর্ণে চিত্রিত, এবং মনোহর স্বর-সম্পন্ন। ফলতঃ পক্ষীবিষয়ে ন্যুজীলণ্ড দ্বীপকে অদ্বিতীয় বলিলে বলা যায়। তথায় মৎস্যও অনেক, এবং তাহা সুখাদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত পক্ষী ও মৎস্য বিভিন্ন জাতীয়, এবং তাহার সদৃশ পক্ষী কিংবা মৎস্য এতদ্দেশে অল্প আছে। এতদ্দেশীয় পক্ষীর মধ্যে হংস শুক ও কপোতই তথায় প্রধান।

ন্যুজীলণ্ডের পর্ব্বত শ্রেণী অদ্যাপি উত্তমরূপে পরীক্ষিত হয় নাই; সুতরাং তাহাতে কি কি খনিজ দ্রব্য সুপ্রাপ্য তাহা বলা যায় না; পরন্তু তত্রত্য লৌহ ও মৃদঙ্গার বা বিলাতি-কয়লা তথাকার লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রস্তাবিত দেশের মনুষ্যেরা মেওরী নামে খ্যাত, তাহাদিগের আচার ব্যবহার ও অবস্থা দৃষ্টে তাহাদিগকে অসভ্য বলিতে হইবেক। তাহাদের আকৃতি দৃষ্টে নিরূপিত হইয়াছে যে তাহারা মালাই জাতির অপত্য। পূর্ব্বকার মালাইরা স্বদেশহইতে নিঃসৃত হইয়া ক্রমশঃ ভারত সমুদ্রের সুমাত্রা জাবা প্রভৃতি দ্বীপ তথা প্রশান্ত-সমুদ্রের অনেক দ্বীপে বিস্তৃত হয়, এবং তাহারাই ন্যুজীলণ্ডে গমন করিয়া তাহা মনুষ্য সমাকীর্ণ করিয়াছে, অনুমিত হয়; এতদ্ভিন্ন অন্য কল্পনায় ন্যুজীলণ্ডীয় জাতির উৎপত্তি অনুমিত করা যায় না। ইহাদিগের কায়িক সৌষ্ঠব কোন মতে মন্দ নহে। ইহাদিগের শরীর দীর্ঘ ও পুষ্ট এবং বর্ণ মালাইদিগের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যাম; কিন্তু দেশাচার অনুরোধে ইহারা সকলেই মুখমণ্ডলে প্রচুররূপে উল্কী পরিয়া আপন সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। স্বদেশীয় পাটদ্বারা ইহারা নানা প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং শীত বর্ষা গ্রীষ্মাদি ঋতুর অনুসারে সেই নানা প্রকার বস্ত্রের ব্যবহার করে। বর্ষার নিমিত্ত ইহাদিগের এক প্রকার লোমশ বস্ত্র আছে, যাহা বারিতে সিক্ত হয় না, কারণ যে জল তদুপরি

পড়ে, তৎসমুদায় ঐ লোমদ্বারা গড়িয়া পড়ে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। ঐ লোম জীবজ পদার্থ নহে, তাহা পাটের সূত্রে নির্ম্মিত হয়।

ন্যুজীলণ্ডীয় মনুষ্যেরা কুটীরে বাস করে, অদ্যাপি ইষ্টক প্রস্তরাদির অট্টালিকা নির্ম্মাণে সক্ষম হয় নাই; পরন্তু তাহাদের কুটীর সকল সুচতুরতার সহিত নির্মিত হয়; এবং তদর্থে তাহারা অনেক পরিশ্রম করিয়া থাকে। এক এক দল মনুষ্য এক এক স্থানে আপনাদের কুটীর নির্ম্মাণ করে, এবং আপনাদের সমস্ত কুটীর এক উচ্চ সুদৃঢ় কাষ্ঠ প্রাচীরে আবৃত করে; সেই প্রাচীর নগর বা দুর্গের প্রাচীর স্বরূপ, এবং শত্রুপক্ষীয় লোকে তন্মধ্যে সহসা প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে ইহাদের এক এক গ্রাম এক এক দুর্গ স্বরূপ, এবং তাহা পর্ব্বতশৃঙ্গ বা অন্য কোন দুর্গম স্থানে সংস্থাপিত হয়। প্রস্তাবিত দেশীয় ভাষায় তাহার নাম "পাহ," এবং প্রত্যেক পাহের এক এক জন প্রধান থাকে; সেই ব্যক্তি ঐ পাহের অধ্যক্ষ; এবং পাহ্‌মধ্যস্থ সকলেই তাহার অধীনে থাকে। পরন্তু প্রত্যেক পাহের অধ্যক্ষেরা স্ব স্ব প্রধান নহে; যেহেতু তাহারা জাতিপ্রধানের অধীনতা স্বীকার করে। জাতিপ্রধান রাজাস্বরূপ। পরন্তু ন্যুজীলণ্ড দেশে অনেক জাতিপ্রধান আছে, তাহারা স্ব স্ব প্রধান, এবং পরস্পরে সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ করিয়া থাকে। এক এক দলস্থ সামান্য লোকেরা তিন দলে নির্ণীত হয়; প্রথম, কুলীন; দ্বিতীয়, সাধারণ ব্যক্তি; তৃতীয়, দাস। ইহাদিগের মধ্যে কুলীনেরাই সভ্য ভদ্র এবং বুদ্ধিমান্; কিন্তু দাসদিগের প্রতি তাহারা সর্ব্বদা অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া থাকে। অপর ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতি তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ও বিদ্রোহিতা আছে; এবং এক বার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে পুরুষানুক্রমে তাহার নির্ব্বাণ হয় না।

ন্যুজীলণ্ডীয়দিগের ঈশ্বর-জ্ঞান আছে; তাহারা এক অদৃশ্য সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মাকে সকলের অধিপতি বলিয়া মানে, এবং তাঁহাকে "অতুয়া" নামে বিখ্যাত করে। কিন্তু ঐ আত্মা ভিন্ন তাহারা অন্য অনেক দেবতাকে মানিয়া থাকে ও তাহাদের উপাসনা করে। অপর ঐ দেবতাগণ ব্যতীত "বিরো" নামে তাহাদের মতে এক দৈত্য আছে, সে সর্ব্বদা মনুষ্যের অনিষ্ট করিতেছে। এই দৈত্যকে যবন শাস্ত্রীয় শয়তানের প্রতিরূপ বলিলে বলা যায়। বৌদ্ধেরা এই দৈত্যের প্রতিরূপে কাম দেবকে "মার" নামে বিখ্যাত করে।

প্রস্তাবিত দ্বীপব্যূহ পূর্ব্বকালে ইউরোপ কি আশিয়া খণ্ডের পরিচিত ছিল না। ইং ১৬৪২ অব্দে এবল্ জান্‌সেন্ তাস্‌মান্ নামা এক ব্যক্তি ওলন্দাজী নাবিক ইহার উদ্ভাবন করেন। পরন্তু তিনি নোঙ্গর করিয়া তাহাতে অবতরণ-করণ-সময়ে তত্রত্য মনুষ্যেরা তাঁহার নাবিকদিগকে আক্রমণ করাতে তিনি তথায় না নাবিয়া চলিয়া আইসেন। তাঁহার পর কাপ্তান কুক ইং ১৭৬৯ শালে এই দ্বীপে অবতরণ করত অনেক প্রজাবর্গের সংহার করিয়া তাহার বিবরণ সঙ্গ্রহ করেন। তৎপরে ডি সর্বিল্ নামা এক জন ফরাসিস্ নাবিক তথায় আসিলে ন্যুজীলণ্ডীয়েরা তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করত যথানিয়মে আতিথ্য সাধন করে; কিন্তু ডি সর্বিল্ তাহার বিনিময়ে যে দলের প্রধান তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল তাহারই পাহ্ ভস্মসাৎ করত তাহাকে জাহাজে বন্দী করিয়া পলায়ন করেন। তৎপর বৎসর কাপ্তান কুক ইংলণ্ডের মহারাজের নামে উক্ত দ্বীপ অধিকৃত করিয়া লন; কিন্তু তদবধি ১৮২৪ শাল পর্য্যন্ত তাহা কেবল নামতঃ ইংরাজদিগের অধীনে ছিল; কারণ তথায় ইংরাজদিগের অধিক সমাগমও হয় নাই ও রাজ্য শৃঙ্খলাও নিয়মবদ্ধ করা হয় নাই। যে কেহ তিমি জীব ধৃত করণার্থে দক্ষিণ সমুদ্রে যাইত তাহারা সময়েং

এই দ্বীপে অবতরণ করিয়া প্রায় প্রজাদিগের অপহরণ ও অনিষ্ট করিয়াই পলায়ন করিত। অপর অস্ট্রেলিয়া দ্বীপহইতে অনেক ইংরাজী মহাপরাধীরা পলায়ন করিয়া এই দ্বীপে বসতি করে; তাহারাও আদিম প্রজাদিগের বিষম শত্রুতা সাধন করিত; এবং পুনঃ পুনঃ তাহাদের পাহ্ দগ্ধ করিয়া ও দেশ লুণ্টন করিয়া তাহাদিগের আবাসে আপন আপন আবাস সংস্থাপিত করিত। এই অত্যাচারে ন্যূজীলণ্ডে ইংরাজদিগের নাম অত্যন্ত তিরস্কৃত হয়, এবং তাহার প্রতিকারার্থে খ্রীষ্টীয়ান পাদরীরা সযত্নে পুনঃ পুনঃ বিলাতে আবেদন করেন। সেই আবেদনের ফল-স্বরূপে ১৮২৬ শালে ন্যূজীলণ্ডে ইংরাজদিগের রাজ্যশৃঙ্খলা উত্তমরূপে সংস্থাপিত হয়; তদবধি কথিত অত্যাচারের অনেক শান্তি হইয়াছে। পরন্তু অত্যন্ত সভ্য ইংরাজদিগের সহিত অসভ্য ন্যূজীলণ্ডীয়দিগের সর্ব্বদা সদ্ভাব ও একতা থাকা সহজ ব্যাপার নহে। পরস্পরের আচার ব্যবহার ও অভিমত অত্যন্ত পৃথক্, সুতরাং মধ্যে মধ্যে বিবাদ ও পরস্পর যুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা বলা বাহুল্য যে ঐ সকল যুদ্ধে ইংরাজদিগের সর্ব্বদা জয় হইয়া থাকে; সুতরাং ন্যূজীলণ্ডীয় মেওরীদিগের অধিকার ক্রমশঃ অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ইংরাজ ও মেওরীদিগের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, বোধ হয় তাহাতে অনেক মেওরী ধ্বংস হইবেক।

উৎকল বর্ণন।

২ প্রকরণ উৎকল দেশীয় ভূমি এবং তদুৎপন্ন সামগ্রীসমূহ। *

উৎকল দেশের পশ্চিমভাগ অদ্যাপি সুন্দররূপে আবিষ্কৃত হয় নাই; তৎপ্রদেশ প্রায়শঃ পর্ব্বত এবং নিবিড় জঙ্গলময়; মধ্যে মধ্যে উর্ব্বর ক্ষেত্র এবং উপত্যকাবলী বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বভাগ কেদার বা সমতল ভূমি বিশিষ্ট; তাহা উপরি উক্ত গিরি-বন-সমন্বিত দেশহইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই প্রদেশ নদীমাতৃক; ইহার কোন স্থানে শৈলাদি উন্নত ভূমির চিহ্নমাত্র নাই, এবং ঘুটিং নামক কঙ্কর ব্যতীত অপর কোন প্রকার প্রস্তর বা ধাতু দৃষ্ট হয় না।

উৎকল দেশ নৈসর্গিক এবং রাজকীয় নিয়মাধীনে খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত, যেহেতু এই তিন খণ্ডের জলবায়ু, স্বাভাবিক শোভা, উৎপন্ন সামগ্রী এবং ব্যবহার প্রভৃতি এক রূপ নহে। প্রথম খণ্ড সুবর্ণরেখাহইতে কর্ণারক বা পদ্মক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা সজল ভূমি এবং ক্ষুপ জঙ্গলাবৃত। ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম প্রসার ৩ ক্রোশ হইতে ১০ ক্রোশের অধিক নহে। দ্বিতীয় খণ্ড উক্ত সিন্ধু তটস্থ প্রথম খণ্ড এবং পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পাট বা সরল ভূমি। ইহার প্রসার উত্তর ভাগে ৩ ক্রোশ-হইতে ৮ ক্রোশের অধিক নহে; কিন্তু দক্ষিণদিগে কোন কোন স্থলে ২০ বা ২৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত আছে। তৃতীয় খণ্ড পর্ব্বত প্রদেশ। প্রথম এবং তৃতীয় খণ্ডকে উৎকলীয় লোকেরা পূর্ব্ব এবং পশ্চিম "রাজবারা" পদে বাচ্য করে, অর্থাৎ তদুভয় দেশ রাজা,

---

* এই প্রস্তাবের মুলভাগ ষ্টর্লিং রচিত গ্রন্থ-সাহায্যে লিখিত হইল।

খণ্ডায়িত, জমীদার প্রভৃতির অধিকৃত। দ্বিতীয় খণ্ড "মোগলবন্দী" বা "খালিসা" নামে বিখ্যাত। এই খণ্ডহইতে উৎকল দেশের প্রাচীন হিন্দু রাজগণ এবং মোগল শাসনকর্ত্তারা ভৌমিক রাজস্বের বাহুল্যাংশ প্রাপ্ত হইতেন। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষেরাও অধুনা এই খণ্ডহইতে ২০,০০,০০০ টাকা উক্ত কর স্বরূপ লাভ করিতেছেন। অপর গড়জাত রাজগণের স্থানে 'পেশকষ' নামে ১২০৪১১ টাকামাত্র লইয়া থাকেন। এই অধীনতার স্বীকৃতিবৎ সামান্য উপহার চিরকালের নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন রূপে অবধারিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত বিভাগমতে ভূমি, উৎপন্ন সামগ্রী এবং ভূস্তর রচনার বিবরণ করাই সুগম বোধ হইতেছে, অতএব তদনুসারেই লিপি করা গেল।

প্রথম খণ্ডে যেরূপ বহুল সজল বিল, কুম্ভীরপূর্ণ অসঙ্খ্য বক্রগামিনী নদী, নিবিড় জঙ্গল এবং বিষবিদূষিত বায়ু প্রবাহিত, তাহাতে তাহার প্রকৃতি অনেকাংশে সুন্দরবনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু সুন্দরবনের মধ্যে স্থানে স্থানে যেরূপ বিচিত্র অটবী শোভায় চিত্ত প্রফুল্লিত হয়, তদ্রূপ শোভার কিঞ্চিন্মাত্র উক্ত খণ্ডে পরিলক্ষিত হয় না। এই খণ্ডের সুপরিসর অংশ কক্কা এবং কুজঙ্গের রাজা, তথা হরিষপুর, মরীচপুর, বিষ্ণুপুর, গলরা ও আর আর অপ্রসিদ্ধ খণ্ডায়িতদিগের মধ্যে বিভাজিত আছে। আল্ নামক কিল্লার অধিকারী রাজাও ইহার কিয়দ্ভাগে স্বামিত্ব রক্ষা করেন। কক্কার উত্তরে বালেশ্বর পর্য্যন্ত জঙ্গলের লাঘব দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই প্রদেশ অসঙ্খ্যেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী পরিপূর্ণ, তাহাতে চোরাবালী বা দলদলের প্রাদুর্ভাব; অনভিজ্ঞ বা অসাবধান পথিকদের পক্ষে তত্তাবৎ অতীব সঙ্ঘাতক। ভূমির উপরি ভাগ গুল্ম এবং নলতৃণে আচ্ছন্ন, তৎসমুদায় লবণ প্রস্তুত করণীয় বিহিত ইন্ধনের কার্য্য করে। তদ্ব্যতীত ঝুড়ীঝাউ এবং হিন্তাল বৃক্ষের প্রাচুর্য্য আছে। যে স্থলে কেবলমাত্র বালুকার সংস্থান, বিশেষতঃ কর্ণারকের নিকটবর্ত্তী স্থানে নিবিড় জালবৎ এক জাতীয় কলম্বী লতার প্রবলতা; ইহার পুষ্পাবলী সমুজ্জ্বল নীললোহিত বর্ণ। তদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে "কাঁইসারী লতা" কহে। তথায় আর এক জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে, তাহার পত্রচয় ঘোর হরিদ্বর্ণ, এবং ললিতরস-প্রধান বোধ হয়। বালুকাস্তুপ শিখরে "গোরুকাঁট" নামক কণ্টকাকীর্ণ গুল্মাদি শোভিত দেখা যায়। কাষ্ঠদায়ী বৃক্ষের মধ্যে সুন্দরীর প্রচুরতা আছে, বিশেষতঃ এক জাতীয় কণ্টকময় ক্ষুদ্র বংশ (বেউড় বাঁশ) বৃক্ষের জঙ্গল প্রধানতা হেতু কুজঙ্গ (কুজঙ্গল) এবং হরিষপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জলপথ ব্যতীত স্থলপথে গতি বিধি করা দুরূহ। এই সকল জঙ্গলে চিত্রব্যাঘ্র এবং মহিষের যেরূপ বহুলতা, নদীনিকরে আবার জলবৃদ্ধি কালে সেই রূপ অতি ভয়ানক প্রকাণ্ড২ কুম্ভীরের ঘোরঘটা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রদেশের বারিবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে কম্পজ্বরাদি ব্যতীত দুইটি রোগের অর্থাৎ শিলীপদ বা গোদ এবং উদরাময়ের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। বিশেষতঃ শূল নামক এক সাঙ্ঘাতিক উদরাময়ের সঞ্চারে বিস্তর লোক গতাসু হয়।

এই আরণ্য অস্বাস্থ্যকর ভূমিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার বাণিজ্যবলে রাজকোষে বর্ষে বর্ষে ১৮।১৯ লক্ষ টাকা ন্যস্ত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষণে লবণপোক্তান্ বাধ হইল, সুতরাং উৎকলদেশের এক প্রধান রাজকীয় আয়ের লোপসহ অনেক লোকের সৌভাগ্যের পথ নিরুদ্ধ হইতেছে। মহাজনদিগের হস্তগত হওনের পূর্ব্বে ঐ লবণ অত্যন্ত শুভ্র এবং নির্ম্মল থাকে। "পাঙ্গ"

নামে ইহা প্রসিদ্ধ; জ্বালপাকদ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। মলঙ্গীরা যে প্রণালীতে লবণোৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত সহজ। প্রথমতঃ 'খালাড়ী' অর্থাৎ লবণ প্রস্তুত করণের স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল যোগে সমুদ্রের জল আনীত হয়। ঐ জল ভাঁটার সময় বিগত হইলে তাহার লবণাংশ বিশিষ্টরূপে মৃত্তিকাতে নিবেশিত হইয়া যায়, এই রূপে আমাবস্যা এবং পূর্ণিমার কটালের প্রথমাংশে ৪।৫ দিবস জুয়ার জল উক্ত ভূমিতে সঞ্চারিত হইলে পর জুয়ারের মান্দ্যসময়ে আর তত দূর পর্য্যন্ত জলোপ্লিত হয় না। সেই সময়ে উক্ত সলবণ ক্ষেত্র যাহাকে "পাছাল" কহে, তাহা আতপতাপে শুষ্ক হইতে থাকে। তাহা শুষ্ক হইলে পর খুর্পাযোগে উপরি ভাগের মৃত্তিকা চাঁচিয়া রাশীকৃত করে, তদনন্তর চূণের ভাটির সদৃশ আধার বিশেষের নিম্নভাগে পলাল আস্তরিত করিয়া তদুপরি ঐ মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত করে। উক্ত আধারকে "বাড়ী" কহে। মৃত্তিকা নিক্ষেপ পরে তাহা পদদ্বারা চাপিয়া তদুপরি লবণাম্বু ঢালিয়া দেয়। ভাটির নিম্নভাগে এক ছিদ্র আছে; ঐ ছিদ্রপথে জল চ্যুইয়া প্রণালী-যোগে এক কুণ্ড-মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ঐ ক্ষরিত জল "দহ" নামে খ্যাত; ইংরাজিতে ইহাকেই "ব্রাইন্" কহে। তৃণান্তর হইয়া ঐ জল আসিবাতে তাহার বর্ণ গোমূত্রের ন্যায় হয়। কিঞ্চিৎ দূরে চুল্লী প্রস্তুত থাকে, ঐ চুল্লীর চতুর্দ্দিগে বায়ু নিবারণার্থে তৃণনলাদিদ্বারা বৃতি রচিত হয়। চুল্লীর উপরিভাগ ডিম্বাকার বর্ত্তুল, তাহাতে অন্যূন দুই শত ভাণ্ড স্থাপিত থাকে, সেই সকল পাত্রে উক্ত প্রস্তুতীকৃত জল দেওয়া যায়। পরে তীক্ষ্ণজ্বালে পাক করিবার সময়ে বাষ্পযোগে ভাণ্ডস্থ বারি যত হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে ততই বারম্বার সেই জল প্রদত্ত হয়। সমনন্তর করকাকারে ভাণ্ডমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ সঞ্চার হইলে লৌহ চমসদ্বারা তাহা লইয়া ঝুড়ীতে রাখা যায়। তদবস্থায় লবণ আর্দ্র বিধায় ঐ ঝুড়ী বহিয়া জলীয় ভাগ নির্গমন করিতে থাকে। এই রূপে লবণ প্রস্তুত হইলে পর স্তূপে স্তূপে তাহা রক্ষিত হয়, ও তদুপরি নল তৃণের আচ্ছাদন দেওয়া যায়; পশ্চাৎ গোলাজাত হয়।

রাজবারার উক্ত অংশে মধ্যে মধ্যে ধান্যের কৃষিও আছে। উৎপন্ন তণ্ডুলে স্থানীয় লোকের উদরপূর্ত্তির সঙ্কুলান হয়। তদ্ব্যতীত কঙ্কার রাজা কলিকাতা এবং কটকে বিক্রয়ার্থ সুবিস্তর ধান্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। সমুদ্রের উপকূলে বহুবিধ মৎস্য পাওয়া যায়, দেশীয় লোকেরা তন্মধ্যে ষষ্টি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্য ভক্ষণ করে। ইউরোপীয়েরা নিম্নলিখিত মীন-সমূহকে সমাদরে লইয়া থাকেন; যথা, শকুল, বাঁশপাতি, তপস্যা, খিরকী, গজকূর্ম্মা, ইল্লিশ, খড়ঙ্গণ, বিজয়রাম এবং শাল। চিল্কা হ্রদে অত্যুৎকৃষ্ট ভাকুট মৎস্য আছে। ফল্‌স-পইণ্ট নামক স্থানে উপাদেয় কূর্ম্ম, কস্তুরা, কর্কট এবং চিঙ্গট প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইংরাজ অধিকারপূর্ব্বে ঐ সকল জলচরের মূল্য উৎকলীয় লোকেরা অবগত ছিল না; এই ক্ষণে বালেশ্বর, কটক, এবং জগন্নাথপুরী নিবাসী ইংরাজ-মণ্ডলে তত্তাবৎ মহার্ঘ্য মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। সমুদ্রকূলে মৎস্য ধারণের উপযুক্ত সময় শরতের শেষহইতে বসন্তের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, কারণ তৎকালে বায়ু এবং তরঙ্গের ভাব অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। এই সময়ে উত্তরাঞ্চল নিবাসী জালুকেরা ২০।৩০ জন করিয়া এক এক দলবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জালযোগে মৎস্যধারণারম্ভ করে। ভাঁটার সময় ঐ সকল জাল বংশদণ্ড সাহায্যে ত্রিকোণাকারে বিস্তৃত করা হয়, সেই ত্রিকোণের মূলভাগ তটাভিমুখে উদ্ঘাটিত থাকে। জুয়ারের জল প্রস্থান করিবার সময়ে নিকটস্থ জালসমূহ সঙ্কোচ করিলে মৎস্য সকল তাড়া পাইয়া ত্রিকোণের শৃঙ্গাভিমুখে দৌ-

ড়িয়া যায়, এবং তথায় বৃহৎ ঝুলীর ন্যায় এক জাল বিস্তার থাকাতে তাহারা মন্মধ্যে বদ্ধ হয়। এক এক ক্ষেপের মৎস্য-সঙ্খ্যা অতি বহুল। তাহার কিয়দংশ সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্ত রক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় অতি দূরস্থ বা নিকটস্থ হট্ট প্রভৃতিতে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়। দূরস্থ পণ্যবীথিকায় ঐ সকল মৎস্য অত্যন্ত দুরিত এবং দুর্গন্ধীভূত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু উৎকলীয় লোকদের সমীপে তত্রাবৎ অতি প্রিয়।

এই অস্বাস্থ্যকর নিরানন্দময় প্রদেশ পরিহারপূর্ব্বক উৎকলের দ্বিতীয় অথচ প্রধান বিভাগের বর্ণনা করা যাউক। এই বিভাগের নাম "মোগল্‌-বন্দী" অথবা "খালিসা"। ইহাতে ১৫০ পরগণা আছে। ঐ সকল পরগণা পুনর্ব্বার ২৩৩১ মহালে বিভক্ত, এবং তত্রাবৎ রাজকীয় দেশ নির্ণয় পত্রে অর্থাৎ তৌজি প্রভৃতিতে বিন্যস্ত আছে। ঐ সকল মহাল অধুনা বাটয়ারা সূত্রে বহুধা বিভাজিত হইয়াছে। যদিও এই প্রদেশ বিশিষ্ট রূপে কর্ষিত বটে, এবং তথায় বাঙ্গালাদেশের সাধারণ শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার মৃত্তিকা অবশ্য নিস্তেজ এবং বন্ধ্যা পদের বাচ্য। মহানদীর দক্ষিণে ভূমির ভাব সাধারণতঃ বালুকাময়। ঐ নদী অতিক্রম পরে বিশেষতঃ পর্ব্বত-সমূহের সন্নিকটে মৃত্তিকা অঙ্গিল ধাতুময়ী এবং প্রায়শঃ অতি শুভ্র-বর্ণ-বিশিষ্টা। তদ্ব্যতীত বহুক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমির উপরিভাগ লঘুতর কঙ্কর বা ঘুঁটিং নামক পদার্থে আচ্ছন্ন। এই রূপ ভূমি প্রায় মেদিনীপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহা সামান্যতঃ দুর্ব্বল এবং অনুর্ব্বর; পর্ব্বতসমূহের নিকটে এই রূপ দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট-রূপে প্রত্যক্ষ গোচর হয়। অপর ধামনগর এবং ভদ্রক প্রভৃতি অঞ্চলে এমত সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র সকল নয়নগোচর হইয়া থাকে, যথায় জঙ্গলীয় করঞ্জ এবং বেণাবঞ্জর ব্যতীত আর কোন প্রকার বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয় না।

কৃষ্যুৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে ধান্যই প্রধান পদবীতে গণনীয়, যেহেতু তাহাই উৎকলের প্রধান খাদ্য। বৈতরণীর উত্তরস্থ পরগণা-সমূহে কৃষি কার্য্যের উদ্দেশই ধান্যমাত্র। তত্রত্য ধান্য প্রায় স্থূলতর কিন্তু ধাতু প্রদায়ক; ফলতঃ বাঙ্গলা এবং বিহার দেশের সহিত তুলনায় উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ নিকৃষ্টতর। কটকের ধান্য ঋতুদ্বয়ে বহুল পরিমাণে জন্মে, তদুভয়বিধ "শারদ" এবং "বিয়ালী" নামে বিখ্যাত। শারদ ধান্যের বীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে উপ্ত হইয়া কার্ত্তিক এবং পৌষের শেষ পর্য্যন্ত গৃহাগত হয়। এই ধান্যের ভূমিতে প্রায় অন্য প্রকার শস্য জন্মে না। দ্বিতীয় প্রকার ধান্য অর্থাৎ বিয়ালী এক সঙ্গেই উপ্ত হয়, কিন্তু তাহার স্থান উচ্চ ভূমি, এবং ঐ শস্য ভাদ্রের প্রথম ভাগহইতে আশ্বিন মাসমধ্যে পরিণতি লাভ করে। তদনন্তর ঐ ভূমিতেই রবি অথবা হৈমন্তিক শস্য প্রচুররূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাদ্র-আশ্বিনে আর এক প্রকার ধান্য উপ্ত হয়, তাহা যথেষ্টরূপ জন্মে না। ঐ ধান্য "শঠিয়া" নামে প্রসিদ্ধ, এবং অগ্রহায়ণ মাসে পরিপক্ব হয়। তদ্ব্যতীত আর এক প্রকার ধান্য শীতকালের প্রারম্ভে নিম্ন সজল ভূমিতে উপ্ত ও প্রতিরোপিত হইয়া সেচন-গুণে পরিপাক লভনানন্তর বৈশাখে কর্ত্তনের উপযুক্ত হয়। এই প্রকার ধান্য 'ডালা' নামে খ্যাত। খুর্দা প্রদেশে এবং চিল্কা হ্রদের ধারে তথা সমুদ্রকূলে এই ধান্য জন্মিয়া থাকে। উত্তরস্থ পরগণা-সমূহে শারদ ধান্য ব্যতীত স্থল-বিশেষে ইক্ষু, তামাকু, এবং এরণ্ডের কৃষি আছে। মধ্য এবং দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশে দ্বিদলমধ্যে মুদ্গ, মাস, মসুর, কুলথ, বরবটী, ভুট্টা, কাঙ্গনী, বাজরা, মড়ুয়া, তিল, সর্ষপ, এবং অতসী অর্থাৎ তিসী, জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশে ধান্য ব্যতীত অন্য শস্যাপেক্ষ

এরণ্ডের কৃষি অতি প্রচুর। দেশীয় লোকেরা ব্যঞ্জনাদি পাকে সর্ষপ-তৈল-সহ এরণ্ড তৈল বহুল পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া থাকে; সার্ষপ তৈল দেহে মর্দনাদি সুখসেব্য কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। কাপাস, ইক্ষু এবং তামাকু বৈতরণীর দক্ষিণে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার উৎপত্তি যে নিতান্ত নিকৃষ্ট তাহা অবশ্যই স্বীকার করা যায়; যেহেতু দেশীয় লোকেরা স্বদেশ-জাত-তামাকু-ব্যবহারে অনুরাগী নহে। পরন্তু পূর্ব্বে দেশমধ্যে যে সূক্ষ্মতর বস্ত্রসমূহ উপ্ত হইত, তদুপযোগী কার্পাস বিরার দেশহইতেই আনীত হইত, এ নিমিত্ত এই দুই পদার্থের উৎকর্ষ লাভ হয় নাই। সাইবীর এবং আশিরেশ্বর পরগণায় উৎকৃষ্ট গোধূম এবং কিয়ৎ পরিমাণ যব উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপর রঞ্জন ও ডোরী প্রভৃতি প্রস্তুত করণীয় উদ্ভিদ্ যৎসামান্যরূপে প্রাপ্ত হয়। এই উভয়বিধ প্রয়োজন সিদ্ধ করণার্থে কুসুম্ভ অথবা কুসুম ফুল, পাট, এবং কাশ্মীরা অথবা শণা দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। উৎকল-দেশে পোস্ত বা আফীম বৃক্ষ, নীল এবং তূথের কৃষি হয় না। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উৎকলীয় লোকেরা অত্যন্ত তাম্বূলভক্ত হইলেও কি রূপে তাহা জন্মাইতে হয় তাহা পূর্ব্বে জানিত না; বাঙ্গালিরা উৎকলে বাস করা পর্য্যন্ত পর্ণলতা প্রস্তুত করণীয় প্রণালী প্রচারিত হইয়াছে। এই ক্ষণে পুরীর চতুর্দ্দিগে এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ-শাসন-গ্রামে পানের বরজ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যে পরিমাণে জন্মে তাহা সাধারণ রূপে ভুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। আঈন্ অক্‌বরীতে উৎকলে বহুপ্রকার তাম্বূল জননের যে বর্ণনা আছে তাহা অমূলকমাত্র। পর্ণলতা, হরিদ্রা এবং ইক্ষু প্রভৃতির চাষ করণ বিশিষ্ট-রূপ-পরিশ্রম-সাধ্য। মৃত্তিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত না করিলে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবিত নহে। মসীনা এবং সষপ প্রভৃতির কল্কদ্বারা ঐ মৃত্তিকাতে সুন্দর রূপে সার দিতে হয়। উৎকলীয় ভাষায় ঐ কল্ক বা খলীকে "পীড়ি" কহে। অন্যান্য প্রকার শস্যক্ষেত্রে পচা খড়, গোময়, এবং ভস্ম সার প্রয়োজন মতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদ্যান-শোভাকর উদ্ভিদে উৎকল-দেশের তাদৃশ গরিমার কারণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ শাক, লঙ্কা-মরিচ, ফুটী, কুমড়া, চুবড়ী আলু এবং বার্ত্তাকুর বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দেখা যায়; তদ্ব্যতীত কচু, মূলা, করলা, রামতরুই, কাল শীম, কলম্বা, ডেঙ্গুয়া, কাঁকুড়, ধন্যা, যবানী, মেথী এবং শর্ষ প্রভৃতিও গ্রাম্য উদ্যানে ও ক্ষেত্রাদিতে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের ন্যায় নিম্নলিখিত ফলসমূহ উৎকলে লব্ধ হওয়া যায়, যথা, আম্র, জম্বু, পেয়ারা, আতা, চালতা, কেন্দু, দাড়িম্ব, কাঁঠাল, বেল, কপিত্থ, করঞ্জ এবং তাল ও খর্জ্জূর, কিন্তু এই সকল ফল সর্ব্বত্র সুলভ নহে। ব্রাহ্মণ-বসতিপূর্ণ গ্রাম-ব্যতীত নারিকেল এবং গুবাক বৃক্ষ প্রায় আর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ কটকের সর্ব্বত্র নারিকেল সুন্দররূপে জন্মিতে পারে এমত সম্ভাবনা। সর্ব্বকালেই উৎকল-দেশ কেতক কুসুমের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিখ্যাত। এই মনোহর বৃক্ষ তদ্দেশের সর্ব্বস্থানে জঙ্গলাকারে বিনা যত্নে জন্মিয়া থাকে; ক্ষেত্র এবং উদ্যানাদির বৃতি রচনা কেতকী গুল্মেই সম্পন্ন হয়। এই বৃক্ষের স্ত্রীজাতি অর্থাৎ কেতকী-শাখায় আনারসের ন্যায় এক নয়নানন্দকর শোভনীয় ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর কঠিন, সূত্রবৎ, তন্তুল, এবং স্বাদ-হীন। দরিদ্র লোকেরা তাহার শস্য সিদ্ধ করিয়া কখন কখন আহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের নিকটেও উক্ত পদার্থ প্রিয় নহে। পুংপুষ্পে অর্থাৎ কেতকদ্বারা এক প্রকার তীব্র মদ্য প্রস্তুত হয়, ইতর লোকেরা তাহা সমাদরে পান করে।

মোগলবন্দীর মধ্যে কাঁশ-বাঁশের দক্ষিণবর্ত্তী অনেক স্থলে নিবিড়-ছায়াকর শোভনীয় আম্র-কানন ও ঘন বংশ-বিপিন তথা প্রকৃষ্টতর বট-বৃক্ষ-শ্রেণী বিরাজিত আছে। তন্মধ্যে সুন্দরতর পুষ্পোদ্যান-নিচয়ে মল্লিকা, মালতী, যূথী, ওড়, চম্পক এবং বকুল প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষ দেখা যায়। দরিদ্র লোকদিগের পর্ণকুটীর-সমীপে নীম তথা কদম্ব প্রভৃতি শোভাঞ্জন এবং কদলীবন মধ্যে ২ নয়নগোচর হয়। চিত্রতার বিষয় এই শোভাঞ্জন বৃক্ষ বৎসরের সমুদয়াংশে ফল পুষ্পে শোভিত থাকে। উৎকলের মৃত্তিকা এবং বারি যে কৃষি ও উদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি-পক্ষে অনুকূল নহে, তাহা ইউরোপীয় প্রবাসীদিগের যত্ন-বৈফল্যে সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ উক্ত দৈব বিড়ম্বনা ব্যতীত উৎকলীয় কৃষকদিগের দীনতা মূর্খতা এবং নিরুৎসাহিতা যে তাহাদিগের সৌষ্ঠব-বিষয়ে বিষম বিঘ্নকর তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। সামান্য লোকেরা যে নিরুৎসুক তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উৎকল-দেশীয় জানম-লোক-পূর্ণ গ্রামের সহিত ব্রাহ্মণ-শাসন-সহ তুলনা করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু ইতর লোকের বাস ভূমিতে প্রায় কিছুই উত্তম বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ব্রাহ্মণ-বসতি-সকল নানা প্রকার শোভা এবং সম্ভোগাধান ফল পুষ্পাদিতে পরিপূর্ণ দেখা যায়। অতএব একথা বলা বাহুল্য, যে ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বর হইলেও যদ্যপি বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং স্বত্বের নিশ্চয়তা তথা আপেক্ষিক স্বল্প কর প্রদানের নিয়ম থাকে তবে উপযুক্ত পরিশ্রমের কল্যাণে সুন্দররূপ কৃষি কার্য্যাদি হইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা প্রায় উচ্চতর ভূমিতে দেবমণ্ডপাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া বসতি করেন। তথায় ভারতবর্ষের গরিমা বিধায়ক নাগকেশর, কেশর, বকুল, রক্ত অশোক, চম্পক এবং জারুল প্রভৃতি পুষ্প নয়নপথে পতিত হয়; তদ্ব্যতীত নারিকেল, সুপারি, তাম্বুল, কদলী, হরিদ্রা, আর্দ্রক প্রভৃতির অভাব নাই। এতাবতা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মণেরাই উৎকল-দেশের প্রধান-শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক। পশুবৎ কেবল উদরপূর্ত্তি ব্যতীত মনুষ্য যে ভোগানুরাগের বশবর্ত্তী তাহা উৎকল দেশে উক্ত জাতির কৃষি কার্য্যাদিতে স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

ঘর্ষকপদী পক্ষীদিগের বিবরণ।

তক গুলি পক্ষী আছে যাহারা সর্ব্বদা নখদ্বারা মৃত্তিকা বিদারণ করিয়া শস্য সঙ্গ্রহ করে; অনেকে শস্য সঙ্গ্রহ না করিলেও মাটি-আঁচড়ানরূপ জাতি-ধর্ম্ম সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকে। এই প্রকার পক্ষীদিগের অপর সকল লক্ষণ ও ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদিগের সকল জাতিকে এক গণে নির্ণীত করিয়াছেন, তাহার নাম "ঘর্ষকপদী"। ঐ গণের পক্ষীরা অনেকে গৃহপালিত হইয়া থাকে, এবং সকলেই অতি সুখাদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের সকলেরই দেহ স্থূল; পক্ষ খর্ব্ব ও দীর্ঘকাল উড্ডয়নে অশক্ত; পুচ্ছ প্রায় দীর্ঘ; গ্রীবা কাহার২ দীর্ঘ, অনেকের মধ্যম, কাহার বা খর্ব্ব; প্রতিপদের নখ-সঙ্খ্যা পুরোভাগে তিন ও পশ্চাতে এক; এবং বর্ণ অনেকেরই বিবিধ প্রকারে আরঞ্জিত। ইহাদিগের অপর এক লক্ষণ [illegible] যাহা প্রায় কেবল পুংপক্ষীতে দৃষ্ট হয়, স্ত্রীজাতিতে দৃষ্ট হয় না; ঐ লক্ষণ এই যে প্রত্যেক পদে এক একটি বিশাল শলাকা হয়; তাহা তাহাদিগের দুর্জ্জয় আয়ুধস্বরূপ। এই বর্ণনায় জীবানুরক্ত পাঠকেরা আমাদিগের অভিসন্ধেয় পক্ষী কি তাহা অনায়াসে নিরূপিত করিতে পারিবেন, কারণ যাহার মনে পক্ষীর

a. ময়ূর[illegible] পেরু। c. c. স্ত্রী ও পুং চাটগাঁই মোরগ। d. গিনী মোরগ। c. হামবর্গ মোরগ, মুরগী ও শাবক। f. স্ত্রী ও পুং লড়াইয়ে মোরগ। [illegible]. স্ত্রী ও পুং বাণ্টাম মোরগ।

লক্ষণ জাগরূক্ আছে তাহার মনে পূর্ব্ব-বর্ণনায় অবশ্যই ময়ূরের স্থূল কায়, খর্ব্ব পক্ষ, আরঞ্জিত দেহ, ও পুংময়ূরদিগের পদস্থ শলাকা উদিত হইবে। ঐ ময়ূরহইতে পেরু, মোনাল, মোরগ, তিত্তিরি, বটের প্রভৃতি পক্ষীর লক্ষণ আপনা-হইতে মনে বিকাশিত হয়। তাহাদের সকলেরই দেহ স্থূল ও পুষ্ট, পক্ষ খর্ব্ব, এবং পালখ বিবিধ বর্ণে আরঞ্জিত। তাহারা কেহই দীর্ঘ কাল উড্ডয়নে সক্ষম নহে, এবং নীড়-নির্ম্মাণে তাদৃশ পারগ নহে। সকলেই শস্যাদি গুল্মের মূলে নিভৃত স্থান পাইলেই তথায় অণ্ড প্রসব করে, এবং এক কালে অনেক গুলি শাবক উৎপাদন করত তাহাদিগকে

সঙ্গে লইয়া চারণ করে; পরন্তু কেহই শাবককে আহার দেয় না, যেহেতু ঐ শাবক অণ্ডহইতে নির্গত হইলেই আহার সঙ্গ্রহে স্বয়ং সক্ষম হয়, এবং তদর্থে আনন্দে মাতার চতুর্দ্দিগে বিচরণ করিয়া থাকে; পরন্তু মাতা না থাকিলে তৎকর্ম্মের হানি হয় না। পদদ্বারা মাটি আঁচড়ান উহাদিগের সাধারণ লক্ষণ। কি ময়ূর, কি মোরগ, কি তিত্তিরি সকলেই মধ্যে২ মাটি আঁচড়িয়া থাকে, এবং সকলেই উদ্ভিজ্জ শস্য ভক্ষণ করত দেহ ধারণ করে। ময়ূরেরা ক্ষুদ্র সর্প, ভেক, ও নানা প্রকার কীট ভক্ষণে অনুরক্ত বটে, এবং তিত্তিরি ও মোনাল পক্ষী সকল কীটপ্রিয়, কিন্তু তাহাদের প্রধান খাদ্য শস্য; তাহাদ্বারাই তাহাদিগের জীবন ধারণ হইয়া থাকে; কীটাদি উপলক্ষ্যমাত্র।

প্রস্তাবিত গণস্থ পক্ষীদিগের কায়িক সৌষ্ঠব সকলেই জ্ঞাত আছেন, অতএব তদর্থে এই সন্দর্ভের অল্পায়তন পূর্ণ করা কোনমতে বিধেয় নহে। ময়ূর অতি প্রাচীন কালাবধি সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া বিখ্যাত; পঞ্চ শতাধিক তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহার বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে বিদেশীয় বণিকের সমাগম হইত। যিহূদিদিগের প্রাচীন বাইবেলে ময়ূরের উল্লেখ আছে, এবং যেহেতু ময়ূর ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ ভিন্ন অন্যত্র জন্মিত না, সুতরাং মানিতে হইবেক যে ঐ বাইবেলের রচনাকালে যিহূদিদিগের সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের বাণিজ্য-ছিল। তৎপরে রোমীয়েরাও এতদ্দেশহইতে সর্ব্বদা ময়ূর লইয়া যাইত। এই ক্ষণে ইউরোপ-খণ্ডের অনেক নানা উদ্যানে ময়ূর আপন বংশ বৃদ্ধি করিতেছে, এবং দেশ-মাহাত্ম্যে তাহাদের কোন কোন অপত্য শুক্ল-পক্ষ-বিশিষ্ট হইয়াছে। ঐ শুক্ল ময়ূরের অপত্য শুক্ল হওয়াতে অনেকে শুক্ল ময়ূরকে এক স্বতন্ত্র জাতি মনে করে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইউরোপ-খণ্ডে ময়ূর-মাংস অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া গণ্য ছিল; এবং ধনাঢ্যেরা মেজের শোভা-সাধনার্থে আস্ত ময়ূর পাক করত তাহাকে ময়ূর পক্ষে আবৃত করিয়া ভোজনের মেজ সাজাইতেন; ভোজন সময়ে ঐ ময়ূর কাটিয়া ভোজন কার্য্য সিদ্ধ হইত।

এতদ্দেশে তিত্তিরি ও বটের পক্ষী চিরকাল সুখাদ্য বলিয়া গণ্য আছে, এবং হিন্দুদিগের খাদ্য বলিয়া লক্ষিত হওয়াতে ভারতবর্ষের মাংসাশী সকল হিন্দুর পাকশালায় তাহার ব্যবহার দেখা যায়।

পেরু মার্কিন দেশীয় পক্ষী; তিন শত বৎসর হইল তাহা বিলাতে আনীত হয়, কিন্তু তদবধি উহা অপর সকল পক্ষীর মাংসহইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং তন্নিমিত্ত সর্ব্বত্র বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। ইংরাজদিগের সমারোহ ভোজনে পেরুর অভাব কলিকাতায় ব্রাহ্মণ-ভোজনে লুচীর অভাবের তুল্য।

মোনাল-জাতীয় পক্ষীর আদিম আবাস-স্থান চীন তিব্বত ভারতবর্ষ ও মার্কিন দেশ। এই ক্ষণে ইউরোপ-খণ্ডে তাহার অনেক জাতি সুপ্রচারিত হইয়া স্বভাবতঃ বনে বাস করিতেছে। ইহাদিগের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু বিলাতে ইহারা বহুল প্রাপ্য নহে বলিয়া সর্ব্বদা ভুক্ত হয় না। চীন দেশে মোনাল প্রচুর পাওয়া যায়, সুতরাং তাহার প্রভূত ভোজনেরও প্রথা দেখা যায়। বিলাতে মোনালের পরিবর্ত্তে টার্মিগান্ ও ব্লাক কোএল নামক ঘর্ষকপদী-গণস্থ পক্ষী অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া গণ্য হয়; পরন্তু তাহা গৃহপালিতও হয় না এবং সকল সময়েও প্রাপ্য নহে, সুতরাং বারো মাস তাহা ভক্ষণ করিবার উপায় নাই। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এই পক্ষীজাতিদ্বয় বিলাতে আইসে, এবং তৎসময়ে ইহাদের শিকার করিতে সকলে উন্মত্ত হইয়া থাকে।

আফরিকা-খণ্ডে ঘর্ষকপদী পক্ষীর মধ্যে গিনী-মোরগ প্রসিদ্ধ। তাহা দর্শন ভোজন উভয় পক্ষেই উৎকৃষ্ট বলিয়া এই ক্ষণে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র নীত হইয়াছে। ইহাদিগের এক আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে ইহারা একপত্নীক, এক স্ত্রী-সত্ত্বে অন্য স্ত্রীর মুখাবলোকন করে না, এবং তদর্থে তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় মনুষ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক। ভরসা করি অনতিকাল-বিলম্বে হিন্দু ভ্রাতারা একপত্নীব্রতে ব্রতী হইয়া তাঁহাদিগের গিনী-মোরগ-হইতে নিকৃষ্টতার অপলাপ করিবেন।

গিনী মোরগের প্রসঙ্গে সামান্য মোরগের কথা স্মরণ হইল। ঐ পক্ষী ঘর্ষকপদীর এক প্রধান দৃষ্টান্ত। ইহার আদিম আবাস ভারতবর্ষ, এবং বোধ হয় তত্রত্য মনুষ্যের দৃষ্টান্তে ইহা একপত্নীব্রত ত্যাগ করিয়াছে। ইহার মাংস প্রাগুক্ত পক্ষীদিগের মাংসের তুল্য উৎকৃষ্ট নহে; পরন্তু কুক্কুটাহারীরা কহিয়া থাকেন যে তাহা কোনমতে নিন্দনীয় নহে। রাজনির্ঘণ্ট ও রাজবল্লভ নামক বৈদ্যক গ্রন্থে কুক্কুট মাংস হৃদ্য, শ্লেষ্মহর, লঘু, স্বাদুল, শীতল, স্নিগ্ধ, বাতহর, উদ্দীপক, বলকারী ও মধুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এবং মাংসাশীদিগের মতে এই প্রশংসা উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। অপর এই পক্ষীর সত্বরে বংশবৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত ইহা সর্ব্বত্র প্রচুর রূপে প্রাপ্য, সুতরাং সকলেরই খাদ্য হইয়াছে। অত্যন্ত শীতপ্রধান সুইডেন প্রভৃতি দেশ ভিন্ন কুক্কুট সর্ব্বত্রই পাওয়া যা[illegible] এবং সকল স্থানেই ইহা ধনী ও দুঃখী সকলেরই স্বাভাবিক খাদ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে মনুর আজ্ঞায় গৃহপালিত কুক্কুট (গ্রামকুক্কুট) ব্রাহ্মণের অখাদ্য; পরন্তু সে নিষেধ পেয়াজ ও গাজর ও রসুন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের সহিত একত্রে বলায় তুল্য নিন্দনীয় হইয়াছে, সুতরাং যাহারা মনুর বচন অবহেলা করিয়া পেয়াজ ভক্ষণ করে তাহাদের পক্ষে কুক্কুট-ভোজন অধিক অপরাধজনক নহে। প্রায়শ্চিত্ত-বিবেচক গ্রন্থে শূলপাণি লিখিয়াছেন যে পঞ্চনখী মাংসাশী জীব, গ্রাম্য শূকর ও মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ ও গ্রামকুক্কুটের মাংস ভক্ষণে তুল্য উপপাতক, এবং উভয়েরই পাপ নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পক্ষে প্রাজাপত্য করিতে হয়। অভ্যাসতঃ অপরাধে চান্দ্রায়ণ বিধি। শূদ্রের পক্ষে প্রথম পাতকে ৮০ পণ কড়ি দানের বিধি আছে। পরন্তু কোন স্মার্ত্তকার বন্যকুক্কুটের নিষেধ করেন নাই। মনুর টীকায় কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন যে বনকুক্কুটের আজ্ঞা দিবার নিমিত্তই গ্রামকুক্কুট শব্দ বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে, (গ্রামকুক্কুটে তু গ্রামগ্রহণমারণ্যকুক্কুটাভ্যনুজ্ঞানার্থং)। তদনুসারে দক্ষিণাঞ্চলের ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত হিন্দুমাত্রে বন্যকুক্কুট ভক্ষণ করিয়া থাকেন। পথ্যাপথ্য নাম বৈদ্যক গ্রন্থে নানা প্রকার রোগে কুক্কুট-মাংস প্রশস্ত পথ্য বলিয়া উপদেশ আছে, এবং তদনুসারে তাহার স্থানে২ ব্যবহারও দেখা যায়। কেবল আর্য্যাবর্ত্তে ও অনুগঙ্গ-প্রদেশে তাহার ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া বিখ্যাত।

নবীন—তপস্বিনী নাটক।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

তৎ সন্দর্ভের আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া আমরা সর্ব্বদা নূতন গ্রন্থের সমালোচনে নিযুক্ত হই না। পরন্তু সমালোচন বর্ত্তমান কালে সাময়িক পত্রের এক প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তাহাতে বিমুখ হওয়া কোনমতে উচিত নহে; তাহাতে অবশ্য-কর্ত্তব্যের ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। অপর অনেক পাঠক আছেন যাঁহারা প্রাচীন ইতিহাস, জীব-সংস্থার বিবরণ, অজ্ঞাত জাতিদিগের আখ্যান প্রভৃতি সকল প্রস্তাব বিস-

র্জন দিয়া সমালোচনের সমাদর করেন। তাঁহাদিগের নিকট স্থানাভাবের আক্ষেপ করিলে তাঁহারা অবশ্য আমাদিগের সচিত্র মুর্গীর ব্যবস্থা কূপশায়ী করিবেন; অতএব সমালোচনের প্রতি আমরা কদাপি মুগ্ধলোচন হইতে পারি না; অন্য প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইলেও তাহার সমাদর করিতে হইবেক। পরন্তু এ প্রকার অনুরোধ না থাকিলেও "নবীন-তপস্বিনীকে" আমরা অনাদর করিতে পারিতাম না; যেহেতু মিত্র ভায়ার "তপস্বিনী" অবশ্যই সাধারণের সম্যক্ আদরের পাত্রী হইবেক সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র জনসমাজে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত নহেন, পরন্তু তিনি নূতন-গ্রন্থকার নহেন। প্রবাদ আছে যে কএক বৎসর হইল তিনি এক থানি নাটক রচনা করত কৃত্রিম নামে প্রচার করেন। উক্ত নাটক সর্ব্বত্র বিস্তার-রূপে পঠিত হইয়াছিল; এবং রচনা-চাতুর্য্যে তাহা এক থানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ বলিয়া মান্য আছে; তত্তুলনায় বর্ত্তমান গ্রন্থ কনিষ্ঠ মানিতে হইবে। পরন্তু ভাষাপারিপাট্যে ইহার সহিত পূর্ব্বেঙ্গিত নাটকের সম্যক্ সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রচলিত কথিত ভাষার আদর্শে পরিপূর্ণ, এবং তাহাতে উপধানুরোধজাত বৈলক্ষণ্য অল্প দেখা যায়। সম্প্রতি যে সকল নাটক হইতেছে তাহার অনেকেতেই চলিত ভাষা আছে; কিন্তু নাটক-লেখন-সময়ে লিখিত ও কথিত ভাষার ভেদ রক্ষা করা দুরূহ, এই প্রযুক্ত অনেকে যাথার্থ্য-জ্ঞান-বিরহে প্রকৃত ভাষার কাল্পনিক ব্যভিচার করিয়া আপন অভিমান প্রকাশ করেন। মিত্রজার গ্রন্থে ঐ দূষণীয় লক্ষণ বিরল-প্রচার। কোন২ স্থানে উৎকট সংস্কৃত ও ইতর বঙ্গীয় শব্দ একত্রে সংহত হইয়াছে; কিন্তু তাহার সঙ্খ্যা অধিক নহে।

নাটকের আখ্যায়িকা ভাগ তাদৃশ আশ্চর্য্য বোধ হয় না। রত্নাবলী প্রভৃতি প্রচলিত নাটক সকলে যে প্রকার স্ত্রৈণ অল্পবুদ্ধি রাজা, উদরম্ভরি বিদূষক, দুঃখে নিমগ্ন নায়িকা প্রভৃতি ব্যক্তির নায়কত্ব হইয়াছে, ইহাতেও সেই রূপ সকল লক্ষণ দেখা যায়। আখ্যায়িকার সার ভাগ সঙ্গ্রহ করিতে আমাদিগের বাল্যকাল মনে উদিত হইল; তৎসময়ে গল্পানুরাগ-প্রযুক্ত আমরা প্রত্যহ পিতামহী-সম্পর্কীয়া এক প্রৌঢ়া কুটুম্বিনীর নিকট "রূপকথা" শ্রবণ করিতাম। ঐ কুটুম্বিনীর একটী সপত্নী ছিল; সেই অনুরোধেই হউক অথবা কল্পনাশক্তির অপ্রাচুর্য্যেই হউক তিনি সর্ব্বদাই গল্পারম্ভে কহিতেন "এক রাজার সো, দো, দুই মাগ; ছোট সো মাগকে রাজা বড় ভাল বাসিতেন, দো মাগকে দেখ্‌তে পাত্তেন না।" নবীন-তপস্বিনীর গল্প অবিকল তাদৃশ; তাহাতে কথিত আছে, যে রমণীমোহন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার দো, সো, দুই স্ত্রী। জ্যেষ্ঠা দো স্ত্রীকে রাজা দেখিতে পারিতেন না, ও কনিষ্ঠা সোর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার মাতা ঐ জ্যেষ্ঠার দ্বেষ করিতেন, সুতরাং কদাপি জ্যেষ্ঠার প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ হইলে মাতা ও কনিষ্ঠা স্ত্রীর ভয়ে তাহা সঙ্গোপন করিতেন। পরন্তু স্ত্রৈণ স্বভাব বশতই হউক বা জ্যেষ্ঠার অনন্যপতিভক্তির ক্রমেই বা হউক, তিনি মধ্যে২ গোপনে তাহার সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু পরে সে গর্ভবতী হইলে মাতা ও সো স্ত্রীর ভয়ে তাহার অসতীত্বাপবাদ দেন। ঐ সাধ্বী স্ত্রী অপবাদ অসহ্যজ্ঞানে মহাপ্র[illegible] প্রাণ ত্যাগ করিতে চেষ্টিতা হন, কিন্তু গর্ভস্থ শিশুর মায়ায় আত্মহত্যায় অশক্তা হইয়া তপস্বিনীবেশে বনে সপ্তদশ বৎসর যাপন করেন। তৎপরে মাতা ও সো স্ত্রীর লোকান্তর হইলে রাজার পুনর্ব্বিবাহের আয়োজন ও তাঁহার সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির

হয়। পরন্তু সভাপণ্ডিত প্রস্তাবিত বিবাহে আপন সহধর্ম্মিণীর অনুমতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কারণ ঐ স্ত্রী আপন কন্যাটিকে এক অল্প বয়স্ক সুকুমার তপস্বীকে প্রদান করিতে মানস করেন। বিদ্যাভূষণ স্পষ্টতঃ গেহিনীকে নিবারণ করিতে অশক্ত হইয়া রাজমন্ত্রির সহিত পরামর্শ করত ঐ তপস্বীকে কন্যাহরণ অপবাদে রাজসভায় বন্ধনাবস্থায় আনয়ন করেন; এবং ঐ প্রসঙ্গে তপস্বীর মাতা রাজসভায় আসিলে প্রকাশ হইল যে ঐ তাপস রাজপুত্র এবং তাঁহার মাতা রাজার জ্যেষ্ঠা পত্নী। এই গল্পের আনুষঙ্গিক কথা অনেক আছে, কিন্তু তাহার সারসঙ্গ্রহ করা প্রয়োজনীয় নহে।

গ্রন্থের প্রধান নায়িকা কামিনী। সে এক দিবস দৈব কোন সরোবর-সন্নিকটে পুষ্প চয়ন করিতে গিয়া উচ্চ শাখাস্থ একটী গোলাপ লইবার জন্য ক্লেশ করিতেছিল; তদ্দৃষ্টে তপস্বী-বেশধারী রাজপুত্র সেই পুষ্পটি আপনি পাড়িয়া তাহাকে দিতে আইসেন; কিন্তু লজ্জাশীলা কামিনী অপরিচিত ব্যক্তির হস্তহইতে পুষ্প না লইয়া মাতৃনিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং পরে মাতার অনুমতিতে ঐ পুষ্পটি গ্রহণ করেন। এই কামিনীর মাতা সরমা তাপস বালকের রূপলাবণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাহার মাতার বিবরণ শ্রবণাভিপ্রায়ে তাহাকে পর দিবস আপন বাটীতে আসিতে আমন্ত্রণ করিলেন। যে গর্ভাঙ্কে এই ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী স্ত্রীদিগের লক্ষণ অবিকল রক্ষা পাইয়াছে। কামিনীর সত্রপতা, সরমার নিষ্কপট দয়াশীলতা, মালতী এবং মল্লিকার নিষ্প্রয়োজন পিপৃচ্ছিষা ও স্বাভাবিক কৌতুহল স্বভাবসিদ্ধ ও পরিপাটি মানিতে হইবে। যে স্থানে সরমা কামিনীকে তপস্বীর ফুল নিতে অনুমতি করাতে সে কহে, "আমি দুটি আপনি তুলে এনেচি," তাহা লজ্জাশীলার অতি উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তৎপর দিবস কামিনী তপস্বিনীর বেশ ধারণ করিয়া আপন পিতার উদ্যানে ভ্রমণ করা কোন মতে সে লজ্জার পোষক নহে। এক বারমাত্র দেখিয়াই কাহার প্রতি সৎপ্রেমে মুগ্ধ হওয়া অসাধ্য নহে, এবং ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া ঊষা, দময়ন্তী, বিদ্যা প্রভৃতি নায়িকার একান্তানুরাগ বর্ণন করিয়াছেন; তত্রাপি পঞ্চদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা লজ্জাশীলা ভদ্র-গৃহস্থ-বালার পক্ষে তাহা কমনীয় বোধ হয় না। যদ্যপি কিয়ৎকালাবধি তাপসকে ভিক্ষা করিতে কি প্রতিবাসিত্বে দেখিয়া কামিনীর তাঁহার প্রতি অনুরাগ হইত, তাহা হইলে অধিক স্বভাবসিদ্ধ ও সম্ভবপর হইত। অপর তাহা না হইলেও কামিনীর পক্ষে তাপসের হস্তে প্রথম দিন ফুল না লইয়া পর দিবস একেবারে "প্রাণবল্লভ —হে তাপস! আমি আপনার জননী দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হএচি। আমি আপনার বাম পাশে দাঁড়ায়ে তাঁকে মা বলে ডাকি, আমার বড় ইচ্ছে। প্রাণনাথ; তোমার নিকটে জননী তাঁর দুঃখের কথা বলেন না; তুমি পুরুষ তা শুনতেও ব্যগ্র হও না; আমি তার মনের কথা বার করে নিতে পারবো" ইত্যাদি কথা কোনমতে সংলগ্ন বা অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা লজ্জাশীলা বাঙ্গালা গৃহস্থকন্যার উপযুক্ত হয় নাই। বিবাহের কল্পনামধ্যে প্রথম দিবস গোলাপ ফুল লইবার সময় মল্লিকা এক বার কহিয়াছিল—

"হর পূজে বর মিল্লো ভাল,
এত দিনের পর বুঝি তপস্বিনী হতে হলো।"

ইহাতে কামিনী কি প্রকারে তাপসকে প্রাণবল্লভ স্থির করিয়া তাহার সহিত গাঢ় প্রেম সম্ভাষণ ও অঙ্গুরী পরিবর্ত্তন করেন আমরা স্থির করিতে পারিলাম না, কারণ আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে অল্পবয়সে আদিরসের আলোচনা না করিলে ভদ্রগৃহে পঞ্চদশ-বৎসর-বয়স্কা অবিবাহিতা অঙ্গ-

নারা কদাপি একেবারে এতাদৃশ নিস্রূপ হইতে পারেন না। তৎপরে কামিনীর পাঠশালা ভিন্ন কিছুই উত্তম মনে হয় নাই; এবং পাঠশালায়ও তিনি সুনীতি-শিক্ষার উপদেষ্টা হইতে পারেন নাই। তাঁহার তৃতীয়া ছাত্রী যাহার বয়ঃক্রম পাঁচ বা ছয় বৎসরের অধিক হইবে না সে "একটি কবিতা বল?" এই প্রশ্নোত্তরে কহে—

"চিনে দিও মন, চিনে দিও মন, পুরুষে চিনে দিও মন,
আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন।"

তাঁহার চতুর্থাটি ঐ প্রকার বয়সে কহে—

"নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই।
গাছে তুলে দিয়ে বঁধু কেড়ে নিলে মই।"

কামিনীর নিজ মুখেও এই কবিতাদ্বয় নিন্দনীয় হইত, কারণ অবিবাহিতা অল্পবয়স্কার এ ভাব জানা কর্ত্তব্য নহে।

প্রস্তাবিত নাটকের প্রধান নায়ক বিজয়; কিন্তু তাহার চরিত্র অতি সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে তিনি মাতার আজ্ঞাবর্ত্তী ও অমিত্রাক্ষর-পদ্য-রচনে অক্ষম ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধ হয় না। কামিনীর প্রতি তাঁহার প্রেম, তাঁহার প্রতি কামিনীর প্রেমাপেক্ষা লাঘব বোধ হয়।

অপর নায়কদিগের মধ্যে রাজা ও বিদূষক অপদার্থ, যেহেতু তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই। রত্নাবলী নাটিকার রাজা ও বিদূষক অবিকল অনুকল্পিত হইয়াছে, এবং অনুকল্পনায় যে প্রকার আদর্শের প্রত্যবায় দেখা যায় এস্থলেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, সহকারী মন্ত্রী বিনায়ককে নিদর্শন করা ভার। অর্থমুগ্ধ সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ স্বজাতীয় ব্যবসায়ীর আদর্শ বটে। পরন্তু তৎতাবতে গ্রন্থকার আপনার কোন বিশেষ কৌশল প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পুরুষমধ্যে তাঁহার জলধরের চরিত্র প্রকৃত হইয়াছে। অল্পবুদ্ধি "হাঁদালা পেটা" লম্পটের লক্ষণ গ্রন্থকার উত্তম বর্ণন করিয়াছেন। ঐ বর্ণন আদ্যোপান্ত কৌতুকাবহ এবং তাহার পাঠে আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাহার সহিত জগদম্বা মল্লিকা ও মালতী এই তিনের বর্ণন একত্র করিলে গ্রন্থকারের প্রকৃত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়, এবং সেই ক্ষমতাদ্বারা তিনি অবশ্য আদরণীয় হইবেন। তাঁহার ঐ বর্ণন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, এবং তিনি তাহা পৃথক্ করিয়া একটি প্রহসন করিলে অমিশ্রিত প্রশংসার ভাজন হইতেন। তাহা না করিয়া আখ্যানের প্রাগল্ভ্যের নিমিত্ত গ্রন্থের স্থলে২ বৃথা বাক্যাড়ম্বর করিয়া রসের হানি করিয়াছেন; হোঁদলকুঁৎকুঁতের শাবক আনিবার পত্র দুই বার পঠিত হইয়াছে, পাঁচটি বালিকাকে একই প্রশ্ন পাঁচ বার করা হইয়াছে। ৩ জনা ঘটক নিষ্প্রয়োজনে পৃথিবীর কন্যার তালিকা করিয়াছে। তপস্বিনীর দীর্ঘ পত্র অভিনয়ে অবশ্য শ্রান্তিজনক বোধ হইবে। রাজা ও তপস্বিনীর মিলনের পর যে স্থলে "বিজয় কামিনীর জয় হউক" বলা হইয়াছে তাহাই গ্রন্থের প্রকৃত শেষ; তৎপরে তিন পৃষ্ঠা নিরর্থক বৃথা ব্যঙ্গে পূর্ণ হইয়াছে। শ্যামাকে লইয়া গ্রন্থকার কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বেচারীকে অনর্থক মাধবের ঘাড়ে ফেলিয়াছেন। সে দুই বার "স্বরভাজা মতিচুর" বলিয়া রমণী পাইবার যোগ্য নহে; আর যোগ্য হইলেও গতযৌবনা প্রাচীনা দাসীর বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ দিবায় প্রয়োজন বা কৌতুক কিছুই নাই। অধিকন্তু যে স্থলে রাজমহিষী রাজাকে উপরোধ করিয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার কিছুতেই পরিশোধ হবে না," তথায় রাজা তাহার পুরস্কার না করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের উপহাস করিয়া টাল দেওয়া কোন মতে ভদ্র নহে। পরন্তু এসকল ত্রুটি অবশ্য সামান্য বলিতে হইবেক, এবং তদর্থে গ্রন্থকারের প্রকৃত প্রশংসার ব্যাঘাত হইবেক না।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ৭ খণ্ড।] শ্রাবণ; সংবৎ ১৯২০। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

বামিয়ান নগরের বুদ্ধ মূর্ত্তি।

হিন্দু-ধর্ম্মের এক প্রধান লক্ষণ এই যে তাহার বৃদ্ধি নাই। হিন্দুর সন্তানেরাই হিন্দু; তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা কদাপি হিন্দু হইতে পারে না। প্রথমতঃ যখন ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে আসিয়া আপন ধর্ম্ম প্রচার করে, তখনও এতদ্দেশের আদিম প্রজাদিগকে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উপায় করা হয় নাই; প্রত্যুত তাহাদিগকে 'দস্যু' বলিয়া বর্ণন করা হইত। পরে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আদিম প্রজাদিগের বহুকাল সদ্ভাব হইলে তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া দাসত্বে গ্রহণ করা হয়; এবং মনুর আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ সেবাই তাহাদের ধর্ম্ম নির্ণীত করা যায়, যাগ যজ্ঞে তাহাদিগকে কিছুমাত্র অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না, যেহেতু মনুষ্য সভ্য হইলেই ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন তিষ্ঠিতে পারে না; এবং শূদ্র সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহারা ব্রাহ্মণ-সহবাসে যত ভদ্র হইতে লাগিল ততই ঈশ্বরোপাসনায় আগ্রহ হইতে লাগিল, এবং সেই আগ্রহতার সন্তোষার্থে শূদ্র যজমান ও ব্রাহ্মণ যাজকের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাতে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হয়। তৎপরে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অতি দীর্ঘকাল একত্রে বাস করাতে এক হইয়া যায়, কিন্তু তত্রাপি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র একত্রে এক মন্ত্রে কোন দেবতার উপাসনা করিতে পারে না; সেই শিব কি কৃষ্ণ কি দুর্গার আরাধনা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে স্বতন্ত্র২ মন্ত্রে উপাসনা সিদ্ধ করে। ফলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে যে একত্রে হিন্দু পদ বাচ্য হইয়াছে তাহা তাহাদিগের দীর্ঘকাল সহবাসের ফল, এক জাতিত্বের ফল নহে। অপর ইহাও বলা যায় না, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হিন্দু ধর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছে, যেহেতু বিধর্ম্মিকে হিন্দু-ধর্ম্মে গ্রহণের কোন প্রক্রিয়া শাস্ত্রে দেখা যায় না। এই ক্ষণে অনেক কোল্ ভিল্ল সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য বর্ণের মনুষ্যেরা ধনসম্পন্ন হইলে প্রতিবাসি হিন্দুদিগের আচরণানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সভ্য হইতে চাহে, এবং বিদেশে হিন্দু অভিমান করত কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিয়া হিন্দু মধ্যে গণ্য হয়; কিন্তু তৎ সমুদায় প্রতারণায় সিদ্ধ হয়, কদাপি ব্যক্তরূপে ঘটিতে পারে না। ব্যক্তরূপে অন্য বর্ণকে হিন্দুমধ্যে গণ্য করিবার নিষেধ, হিন্দু ধর্ম্মের বিস্তার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত করিয়াছে, এবং তন্নিমিত্তই হিন্দু ধর্ম্ম কোন কালে অতি বিশাল হইতে পারে নাই;

বামিয়ান নগরের বুদ্ধ মূর্ত্তি।

চিরকালই ভারতবর্ষের স্থানে২ আবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্ম ইহার বিপরীত; তাহার প্রধান উদ্দেশ্য বিস্তার হওন। যে কোন প্রকারে তাহার সর্ব্বত্র বিস্তার হয়, এই অভিপ্রায়ে তত্তৎ ধর্ম্মযাজকেরা সর্ব্বত্র তাহার ঘোষণা এবং সকল বর্ণহইতে শিষ্য গ্রহণ করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত তত্তৎ ধর্ম্মের সর্ব্বদা বৃদ্ধি হইতেছে।

এতদ্দেশে যে সকল নূতন ধর্ম্ম প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের পরে প্রচার হয় তাহাতেও এই বর্দ্ধনশীলতার লক্ষণ দেখা যায়। নানক শাহের শিখ ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে তাহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই দীক্ষিত হইতে পারে, এবং এক বার দীক্ষিত হইলে উভয়ে এক বর্ণাক্রান্ত হয়, তখন আর তাহাদের প্রভেদ থাকে না। চৈতন্য দেবের প্রচারিত বৈষ্ণব

ধর্ম্মেরও ঐ লক্ষণ, এবং তদনুসারে অনেক মুসলমান বিষ্ণুপাসনায় নিযুক্ত হইয়া ভাগবত মধ্যে গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বকালিক শাক্য সিংহের প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও তদ্বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। শাক্য সিংহ রাজপুত্র ছিলেন; তাঁহার জন্ম-ভূমি অযোধ্যান্তর্গত কপিলবস্তু নগর। প্রথম যৌবনকালে তিনি ঐহিক সুখে নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাহাতে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মায়, এবং জগতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু দেখিয়া তাহার ঔষধ সংগ্রহ করিতে পিতৃভবন ত্যাগ করত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসেও তাঁহার তৃপ্তি না জন্মিলে তিনি পাঁচ বৎসর কাল ঘোরতর সমাধিতে নিমগ্ন থাকিয়া পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোষণা করেন, এবং যে কেহ তাঁহার ধর্ম্ম-ঘোষে আস্থা করিল তাহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন, সুতরাং বিধর্ম্মীদিগকে গ্রহণ করাই তাঁহার ধর্ম্মের আদিম উপায় হইল, এবং সেই উপায় সর্ব্বদা অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। অপর সেই উপায়ে যে আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ দেখা যায়।

মহাবংশ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, যে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যেরা এক মহা সভা করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থের নিরূপণ করে, এবং সেই মহাসভাকে "মহাসঙ্ঘ" নামে বিখ্যাত করে। ঐ মহাসভার শত বৎসর পরে ভিন্ন২ দেশস্থ বৌদ্ধাচার্য্যেরা বিভিন্নাচরণানুসরণ করাতে এক দ্বিতীয় মহাসভা আহূত হয়। ২৭০ বৎসর পরে অশোক রাজার সমকালে উক্ত কারণেই তাঁহার আজ্ঞায় তৃতীয় "মহাসঙ্ঘ" সমাহূত হয়। ঐ সভায় এক সহস্র প্রধান অর্হৎ একত্র হইয়া ধর্ম্মের নিরূপণ ও বিধর্ম্মিদিগের শাসন করেন। কথিত আছে ঐ সভাভঙ্গের পর প্রধান২ অর্হতেরা বিভিন্ন দেশে বিস্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের সংবর্দ্ধন ও ঘোষণা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাধ্যন্তিক নামক এক মহা ঋষি কাশ্মীর এবং গান্ধার প্রদেশে প্রেরিত হয়েন, এবং তথায় তিনি এক লক্ষ ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। প্রথমতঃ উলরহ্রদের নিকটস্থ নাগ রাজা তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রতিবাদী হয়েন, কিন্তু অবশেষে ৮৪ সহস্র প্রজার সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুসরণে নিযুক্ত হন। অপর মহাদেব নামক এক জন অর্হৎ মহিসমণ্ডল প্রদেশে গিয়া অশীতি সহস্র শিষ্যকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার সহধর্ম্মী রক্ষিত নাম ঋষি বনারস প্রদেশে ষষ্টি সহস্র শিষ্য প্রাপ্ত হন; তন্মধ্যে ৩৭,৮৮০ ব্যক্তি ধর্ম্মযাজক পদে নিযুক্ত হয়। যবনধর্ম্মরক্ষিত নামক অর্হৎ অপরান্তক প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোষণা করিল, এবং তাহার ফলস্বরূপ ৭০ সহস্র যবন তাহার ধর্ম্মে অভিষিক্ত হয়। এই প্রকারে মহা-ধর্ম্ম-রক্ষিত মহারাষ্ট্র দেশে ৯৭ সহস্র, মহা-রক্ষিত কাবুল প্রভৃতি দেশে এক লক্ষ অশীতি সহস্র, এবং মধ্যম, কাশ্যপ, মুলিকদেব, চণ্ডবিনাস ও সহদেব হেমবন্তদেশে বহুলক্ষ শিষ্য অভিষিক্ত করেন। ঐ সময়ে শোন এবং উত্তর নাম দুই অর্হৎ ব্রহ্ম দেশে যাইয়া ষষ্টি লক্ষ মনুষ্যকে শিষ্যত্বে প্রাপ্ত হন। ঐ ষাটি লক্ষের মধ্যে পঞ্চবিংশতি সহস্র মনুষ্য ও পঞ্চদশশত স্ত্রী ধর্ম্মযাজক পদে নিযুক্ত হয়। প্রস্তাবিত সময়ে সিংহল অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, এবং তাহার গৌরব-বর্দ্ধনার্থে অশোক রাজা আপন প্রিয়পুত্র মহামহেন্দ্রকে ইন্থিয়, উন্থিয়, সম্বল, ও ভদ্রশাল এই চারি জন স্থবিরের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করেন; এবং তাহারা সিংহলের রাজা দেবানাম্প্রিয় তিস্যকে সপ্রজা ও সপরিবারে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। আশিয়ার মধ্য খণ্ডে ও চীন প্রদেশে এই প্রকারে ধর্ম্ম ঘোষক প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের ধর্ম্মানুরাগ ও প্রগাঢ়

পরিশ্রমে সমস্ত চীন ও জাপান, সমস্ত মোঙ্গলীয়া দেশ, সমস্ত তাতার, পারস দেশের কিয়দংশ, সমস্ত কাবুল, ভারতবর্ষের অধিকাংশ, সমস্ত সিংহল ও ব্রহ্মদেশ, সমস্ত সিয়াম এবং জাবা সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের অধিকাংশে বুদ্ধ দেবের ধর্ম্ম বলবৎ রূপে প্রচলিত হয়। এই ক্ষণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমশঃ হীন দশা হইতেছে; তত্রাপি ভূমণ্ডলে যে পরিমাণে বৌদ্ধ আছে, তৎপরিমাণে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী নাই। পারস দেশে এই ক্ষণে মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচলিত, এবং তাহার প্রাদুর্ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একেবারে লোপ হইয়াছে; তত্রাপি পূর্ব্বে যে তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলবৎ প্রচারিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে এস্থলে আমরা একটি প্রমাণের উল্লেখ করিব, তাহাতেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ঐ প্রমাণ পারস দেশান্তর্গত বামিয়ান-নগরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত নগর পর্ব্বতদ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং ঐ পর্ব্বত সকলে অসঙখ্য গুহা খোদিত আছে; তাহা বৌদ্ধ মহন্তদিগের আবাস-গুহার সদৃশ, এবং তদ্দৃষ্টে নিশ্চয় বোধ হয় যে পূর্ব্বকালে তথায় বহুল বৌদ্ধ মহন্ত বাস করিত। অপর ঐ গুহাগুলির স্থানে স্থানে অনেক বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে দুইটী অতি প্রকাণ্ড বলিয়া বিখ্যাত। তাহার একটীর আদর্শ আমরা ৯৮ পৃষ্ঠে মুদ্রিত করিলাম। বামিয়ান নগরে তাহা একটি ভূধর অঙ্গে খোদিত আছে। নব্য পারস্য ভাষায় ঐ মূর্ত্তির নাম "সিল্‌সাল্," কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় বিশ্বাস করেন যে তাহা বুদ্ধদেবের উপাসনার্থে খোদিত হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি এক শত বিংশতি পাদ দীর্ঘ। তাহাতে ঐ মূর্ত্তি দুইটী তাল বৃক্ষহইতেও অধিক উচ্চ বোধ হয়। মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে তাহার মুখ ও পাদ ভগ্ন হইয়াছে, কিন্তু যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাতে দীর্ঘ কর্ণ, স্থূল ওষ্ঠাধর, কুঞ্চিত কেশ, সুদীর্ঘ চীবর ও অন্যান্য বৌদ্ধ লক্ষণ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। চিত্রের উভয় পার্শ্বে যে সকল চতুষ্কোণ কৃষ্ণ চিহ্ন দেখা যায় তাহা সকল পর্ব্বতস্থ গুহার দ্বার; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অনায়াসে সোড়ঙ্গদ্বারা বুদ্ধ-মূর্ত্তির মুখনিকটে যাওয়া যায়। এই মূর্ত্তির চারি শত হস্ত অন্তরে অপর একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে, তাহার অবয়ব তুল্য, কিন্তু তাহার উচ্চতা ৪০ হস্তের অধিক নহে। এই সকল মূর্ত্তি ও গুহা বহুব্যয়সাধ্য, বৌদ্ধেরা উক্ত নগরে সমৃদ্ধাবস্থায় সংস্থাপিত না থাকিলে এ প্রকার কীর্ত্তি কদাপি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত না।

উৎকল বর্ণন।

৩ খণ্ড।

উৎকলের তৃতীয় বিভাগ অর্থাৎ পর্ব্বতাঞ্চল বর্ণনায় অতঃপর প্রবর্ত্ত হওয়া গেল। এই বিভাগ মোগলবন্দীর পশ্চিম সীমায় সুবর্ণরেখা-হইতে আরব্ধ হইয়া চিল্‌কা হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কোন কোন স্থলে যথা দর্পণ, আলমগীর, খুর্দা, নিম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি আছে; বিশেষতঃ বালেশ্বরের নিকটে তত্তাবৎ এতদ্রূপ পূর্ব্বাভিমুখে সমাগত যে ঐ স্থানের পরিসর নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। প্রত্যুক্ত, সমুদ্রহইতে পর্ব্বতাঞ্চলের দূরতা কোন স্থলেই ৩০-৪০ ক্রোশের অধিক নহে। বালেশ্বরের নিকটে যে পর্ব্বতশ্রেণী উন্নত ভাবে শিরোদ্ঘাটন করিয়া রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রতীরহইতে ৮-৯ ক্রোশের অন্তরে স্থাপিত। তত্তাবৎ প্রস্তরময় এবং সামান্যতঃ নীলগিরি নামে প্রসিদ্ধ। গঞ্জাম এবং চিল্কা হ্রদের

মধ্যেও এই রূপ এক পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা তাদৃশ উন্নত নহে, এবং বোধ হয় যেন সমুদ্র-গর্ভ-পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; ফলতঃ তদুভয়ের ব্যবধানে সুপরিসর বালুকাময় তট-প্রদেশ আছে। এই পর্ব্বতাঞ্চল অর্থাৎ শোণপুর গণ্ডয়ানা ও তদধীন দেশ-সমূহ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৫০ ক্রোশ এবং মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী সিংহ-ভূমহইতে গাঞ্জামপর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে অন্যূন ১০০ ক্রোশ হইবেক। এই সকল দেশ ষোড়শ ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বা খণ্ডায়িত জমীদারদিগের অধিকারে বি-ভক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল ব্যক্তিকে সামন্ত রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পর্ব্বত-নিকরের তল-প্রদেশে আরও দ্বাদশ জন খণ্ডায়িত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতি সামান্য কর প্রদান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা এবং ব্যবস্থার অধীন। রাজস্ব-সম্বন্ধীয় কাগজ পত্রে তাঁহাদিগের অধিকার-সমূহ "কিল্লা" পদে বর্ণিত হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ সকল কিল্লার অধীন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড় আছে, তত্তাবতের অধি-কারী খণ্ডায়িতগণ "বেড়া নায়ক" এবং "ভুইঞা" নামে পুরুষানুক্রমে ভোগ ও স্বত্ব রাখিয়া আসিতেছেন।

ব্রাহ্মণী নদীর কূলহইতে গাঞ্জামপর্য্যন্ত স্থানে নিম্ন প্রদেশহইতে যে পর্ব্বত-সমূহ দৃষ্ট হয় তত্তা-বতে অভ্র অনেক আছে। সাধারণতঃ এই সকল পর্ব্বত বিশৃঙ্খলভাবে সংস্থিত। তাহার চূড়ার আ-কৃতি কোন স্থানে শরফলকাকার, কোথায় বা মঞ্জুষার সদৃশ বর্ত্তুল। সেই সকল শৃঙ্গ আবার সর্ব্ব-দিক্‌হইতে যেন সমাগত হইয়া পরস্পর উল্লঙ্ঘন-প্রলঙ্ঘন করিয়া রহিয়াছে; কোন কোন স্থলে বা স্বস্তিক বা কীলকাকারে পর্ব্বতমূলহইতে আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়াছে; দৃষ্টমাত্রে বোধ হয় যেন পদাতিকসৈন্যমণ্ডলে এক এক বীরবর সেনাপতি অশ্বারোহণে এবং স্বস্তিকাকার শিরস্ত্রাণ-ধারণে শোভা পাইতেছে; এই সকল অচলের আপাদ-মস্তক বৃক্ষ ও লতিকায় আচ্ছন্ন। মোগলবন্দীহইতে যে সকল পর্ব্বত নয়নগোচর হয়, তাহাদিগের সর্ব্বোচ্চতা ২০০০ পাদ পরিমিত হইবেক; পরন্তু সাধারণতঃ ৩০০ পাদহইতে ১২০০ পাদ পর্য্যন্ত উচ্চতা হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ পর্ব্বতা-পেক্ষা অতি দূরতর দেশমধ্যে সমধিক উচ্চ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্ব্বত বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু উৎকলের মধ্য ভাগের কোন স্থানে অভঙ্গভাবে পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্ট হয় না।

এই নিখিল পর্ব্বত-প্রদেশ নানাবিধ বিচিত্র ধা-তুদ্রব্যে পরিপূরিত আছে, অতএব সুবিজ্ঞ ভূস্তর-বিদ্যাবিৎ কোন মহোদয়কর্ত্তৃক তত্তাবৎ আবি-ষ্কৃত না হইলে এতাবদ্বিষয়ের সংশুদ্ধ আখ্যান লভ্য হইতে পারে না। অত্রত্য কলায়োপল-রচিত শৈলসমূহ অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত, সুতরাং বৃক্ষলতাদি-বিহীন; মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গাদিতে পরিশো-ভিত। তাহাদিগের স্থানে স্থানে হরিন্নিভরেখা বলয়িত দেখা যায়; ঐ সকল রেখা প্রায় মমর প্রস্তরের প্রকৃতি ধারণ করে। এই সমুদায় শৈ-লসারাভ্যন্তরে তাম্রখণি এবং শ্বেতপ্রস্তর প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত আছে। উৎকলীয় লোকেরা শেষোক্ত প্রস্তর-সমূহকে সাধারণতঃ "মুগলী" পদে বাচ্য করে। তদ্দ্বারা জলপাত্র, ভোজন-পাত্র, দেবপ্রতিমা এবং পুষ্পাদিখচিত ফল-কাবলী প্রস্তুত হয়। উক্ত খোদিত প্রস্তর-ফলক উৎকল-দেশীয় দেবমণ্ডপ বা প্রাচীন রাজপ্রা-সাদাদিতে সংলগ্ন থাকে। পরন্তু সুকঠিন প্রস্তর সকল ছেদনাদি করণে উৎকলীয় শিল্পীদিগের শস্ত্র সকল সক্ষম নহে, অতএব তাহারা তত্তাবৎ প্রস্তরকে "অকর্ম্মা" পদে আখ্যাত করিয়া থাকে।

উপরি-উক্ত প্রস্তর-পরিকর ব্যতীত নীলগিরিতে আর এক প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহাকে "শিলাধার" কহে; তদ্দ্বারা উড়িয়ারা অস্ত্রাদি শাণিত করে। অপর কিয়ঞ্জরে সুনির্ম্মল এবং অতি শুভ্র এক প্রকার চূর্ণক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে "তিলকমাটী" কহে। আমাদিগের বিজ্ঞতম পাঠক মহাশয়দিগকে বলা বাহুল্য, এই চূর্ণক ইয়ুরোপের এক প্রধান মূল্যবান্ পদার্থ; তথায় "মীরশাম্" নামে ইহা খ্যাত; তদ্দ্বারা অনেক প্রকার চীনের বাসন নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উৎকলীয় লোকেরা তদ্দ্বারা ললাট যুড়িয়া তিলক করিতেই জানে; কিন্তু কলিকাতায় ঐ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত এক একটি নল ২০-২৫ টাকায় বিক্রীত হয়। প্রত্যুত, গড়জাতের রাজারা যদ্যপি বিদ্যানুরাগী হইতেন, তবে তাঁহাদিগের এত দিনে সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না।

উৎকল-দেশের পর্ব্বতমালামধ্যে সর্ব্বত্রই লৌহের প্রচুরতা আছে। ইহা প্রায়ঃ কলায়াকারে গৈরিক-প্রস্তর সহ মিশ্রিত হইয়া লোহিতাকারে দৃষ্ট হয়। ঢেঙ্কানল, অঙ্গুল এবং ময়ূরভঞ্জে কিয়ৎপরিমাণে লৌহ গালিত হইয়া থাকে। ঢেঙ্কানল এবং ময়ূরভঞ্জের কোন কোন নদীতে স্বর্ণরেণু আছে এমত প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু ইহার সত্যতা অদ্যাপি সংস্থাপিত হয় নাই।

চূর্ণ-প্রদায়ী প্রস্তর-মধ্যে উৎকলে ঘুটিংমাত্র প্রাপ্তব্য। তাহা বহুদূর ব্যাপিয়া এক এক স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত রহিয়াছে। চূর্ণ-দায়ক পদার্থের উপরে হরিদ্রানিভ এক এক সূক্ষ্মস্তর কঠিন মৃত্তিকার আবরণ আছে, এই নিমিত্ত ঘুটিঙের চূণ কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া থাকে।

পর্ব্বতাঞ্চলে কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত ভূমি সর্ব্বত্র সমান নহে। যে স্থলে তাহা বর্ত্তমান আছে, তথায় ধান্য এবং হৈমন্তিক শস্য প্রচুর-পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে অধুনাতন কালে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইবাতে তথায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপত্যকা-নিকরে জ্বার বাজরা এবং মাণ্ডিয়া-নামক শস্য সতেজে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ময়ূরভঞ্জ, বীরাম্বা, ঢেঙ্কানল এবং কিয়ঞ্জরে স্বল্প পরিমাণে নীল জন্মে; শেষোক্ত প্রদেশে পোস্ত বৃক্ষও দেখা গিয়াছে। যে সময়ে কোলদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়, সেই সময়ে কিয়ঞ্জরের অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহার আয়তন ৫০ ক্রোশ হইবে; সমুদয় স্থলই সুকৃষ্ট; কোন কোন স্থলে গিরিশ্রেণী এবং জঙ্গল বর্ত্তমান আছে। সাধারণতঃ ইহা কথিতব্য, যে এই তৃতীয় বিভাগে পর্ব্বত নদীগর্ভ এবং অটবীর অংশই বহুল, কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত ভূমির পরিমাণ স্বল্পমাত্র।

এই বিভাগের অভ্যন্তরস্থ-বন-নিচয়ে শাল, পিয়াশাল, গাম্ভার এবং কোন কোন স্থলে শিশু প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কাষ্ঠদায়ক বৃক্ষসমূহ আছে। দশপালা-অঞ্চলে 'শাক' অর্থাৎ শেগুন-বৃক্ষ স্বল্প-পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উক্ত মূল্যবান কাষ্ঠ প্রয়োজনমতে নিকটে প্রাপ্তব্য নহে। তেল নদীর তটে ঐ বৃক্ষের বন আছে। তেল নদী শোণপুরের নিকটে মহানদীতে সঙ্গত হইয়াছে। অঙ্গুল, ঢেঙ্কানল এবং ময়ূরভঞ্জের শালবৃক্ষই বিশিষ্ট রূপে সমাহৃত হইয়া থাকে, যেহেতু তত্রত্য শাল বৃক্ষ বৃহদাকার। ময়ূরভঞ্জের শালবৃক্ষের অটবী-সমূহ অতি গভীর, এবং চমৎকার শোভা-বিশিষ্ট। কোন কোন পার্ব্বতীয় অধিকারে উৎকৃষ্ট নারঙ্গী এবং আম্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। আম্র বৃক্ষ সকল উদ্যান-ব্যতীত জঙ্গলেও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উৎকলীয় লোকেরা কহে, দেবানুগ্রহে ঐ সকল রসাল বিজনে স্বয়ং উপ্ত রহিয়াছে।

উল্লিখিত প্রস্তরপ্রধান পর্ব্বতের বিকৃত ভূমিতে অথবা তন্নিম্ন ভাগে শোভিত কানন-কলাপে

বৃক্ষসমূহের তাদৃশ পরিপুষ্টতা নয়নগোচর হয় না; তরুগণ খর্বাকার; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে এই সকল বনে নানা প্রকার ঔষধ এবং ফল ফলিত হইয়া থাকে। হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, মদন বা ময়ান ফল, আরগ্বধ বা আমলতাস, কুচিলা, খদির, ভল্লাতক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কাননশ্রী দিগ্ উজ্জ্বল করিতেছে। তদ্ব্যতীত লোধ্র, পাটলী, তিন্তিড়ী, বংশ, বট, অশ্বত্থ এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষের অসদ্ভাব নাই। জঙ্গলী মনুষ্যেরা উক্ত নানা জাতীয় বৃক্ষের ফল মূল কটকে আনিয়া বিক্রয় করে, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ পায়। বনমধ্যে এক সুদীর্ঘ লতিকা দৃষ্ট হয়, তৎ স্থানীয় লোকেরা তাহাকে 'শিয়াড়ী' কহে। তাহার পত্রে দীনদিগের গৃহাচ্ছাদন হয়, এবং তাহার বল্কলে তদ্বন্ধনী রজ্জুর ও মাদুর প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ফল প্রকাণ্ড শিম্বাকার শস্য ও কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন, কিন্তু তন্মধ্যে ৪।৫ টি বীজ আছে, তাহার আস্বাদন বাদামের ন্যায় মিষ্ট। পর্ব্বতীয় লোকেরা তাহা অতি প্রিয়জ্ঞান করে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা জাতীয় তরু লতা সর্ব্বত্রই দৃষ্টব্য; বোধ হয় উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে অদ্যাপিও তত্তাবতের নাম সঙ্গ্রহ হয় নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় প্রতি বিটপ এবং বল্লীর নাম সামান্য উৎকলীয় ভাষায় পাওয়া যায়। বোধ হয়, ফল মূলাদিতেই তত্রত্য লোকের উদর পূর্ত্তি হওনের সবিশেষ সাপেক্ষতা থাকায় এই রূপ বৃক্ষাদির প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। বেত্র ক্ষুদ্র জঙ্গলাকারে সর্ব্বত্র দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে বরুণ বৃক্ষের সমুজ্জ্বল পুষ্পাবলী তথা পলাশের অতি লোহিত কলিকাপুঞ্জ এবং শাল্মলি প্রভৃতির অগ্নিবর্ণ কুসুম-ছটায় দশ দিক্ দীপ্তিমতী হইয়া যায়। শীতকালে বৃহদ্বৃহৎ বৃক্ষোপরি ২—৩ বিধ লোহিত এবং পীত মুকুল মঞ্জরিত মুক্তলতা সুসজ্জিত হইতে থাকে। ওষধিশ্রেণীতে বহু প্রকার গুল্ম গণনা করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বনহরিদ্রা বা শটী চক্ষুর্গোচর হয়। তড়াগ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে নানা বর্ণের পঙ্কজ প্রতিভাত আছে; এক এক স্থানে পদ্মের প্রচুরতা অতি প্রমোদজনক।

পর্ব্বতাঞ্চলহইতে বকম, আচু এবং পলাশ এই তিন প্রকার পুষ্প রঙ্গ প্রস্তুত করণার্থে আনীত হয়। আচু বৃক্ষ পটভূমিতে সুন্দররূপ চাসদ্বারা উৎপন্ন করিলে বিহিত লাভের সম্ভাবনা আছে।

অপর লাক্ষা, কৌশেয়, মধু, মধূথ, এবং ধূনা প্রভৃতি উৎকল-দেশীয় পর্ব্বতাঞ্চলের প্রধান বনকর-পদবীতে গণনীয়। আর ঐ সকল পদার্থ তদঞ্চলে প্রচুর-পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত প্রকার-কৌশেয় তন্তুদায়ী কীট সকল অন্যস্থানীয় কীটাপেক্ষা বৃহৎ; তাহারা 'আসিন' নামক বৃক্ষের পত্রে পরিপালিত হয়।

উৎকলের পশ্চিম সীমায় এবং অভ্যন্তর প্রদেশে যে সকল জঙ্গল আছে, তত্তাবতে হিংস্র জন্তুর অভাব নাই। ব্যাঘ্র, চিত্রক, ঋক্ষ, কৃষ্ণদ্বীপী, ভল্লূক, মহিষ, কৃষ্ণসার, অন্যবিধ হরিণ, বরাহ, বালিয়া বা সাটা, রোহিণী নামক বন্য কুক্কুর, নীলগাওর সদৃশ 'ঘোড়াঙ্গা' নামে খ্যাত পশু, গয়াল নামক ভয়াবহ জঙ্গলীয় গোরু প্রভৃতি পশু সর্ব্বত্র দেখা যায়। গয়ালের শৃঙ্গ অতি সুদৃশ্য বোধ হয়; ইহাই প্রাচীন কবিদিগের ব্যাখ্যাত "গবয়" হইতে পারে। ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বন্য হস্তী যূথে যূথে বিচরণ করে। তাহারা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বন সীমান্তরালবর্ত্তি গ্রামসমূহে অত্যন্ত উৎপাত করিত। এক সময়ে তাহাদিগের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তৎকালের রাজা এক অবধূতের পরামর্শ মতে তাহাদিগের বিলক্ষণ শাসন করিয়াছিলেন। তদ্বিশেষ এই যে যে রূপ তণ্ডুলের গোলা

পালিত হস্তিদিগকে দেওয়া যায়, তদ্রূপ পিণ্ড সকল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বিষম্রক্ষিত করণ-পূর্ব্বক যে সকল স্থানে হস্তিযূথ প্রতিনিয়ত বিচরণ করে, সেই সকল স্থলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। করিকুল ঐ সকল পিণ্ড ভক্ষণ করিয়া গতাসু হইতে থাকিল; তাহাতে অন্যূন ৮০ টা হস্তিশব বন মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়; অবশিষ্ট হস্তী সকল ভয়ার্ত্ত হইয়া ময়ূরভঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকটস্থ অধিকারান্তরে যাইয়া আশ্রয় লয়। ময়ূরভঞ্জে এই ক্ষণে যে সকল হস্তী দেখা যায়, তাহাদিগের আকৃতির খর্ব্বতাহেতু কোন কোন মহাশয় এরূপ অনুমান করেন যে তাহারা তদ্দেশীয় অটবীর আদিম প্রজা নহে, পূর্ব্বতন কালের রাজাদিগের পালিত হস্তী সকল কোন সময়ে বনমধ্যে পলায়নপূর্ব্বক বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকিবেক। সুকিন্দা প্রদেশে হস্তীর উপদ্রব অদ্যাপি আছে, তন্নিমিত্ত তত্রত্য রাজা সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকেন।

উৎকলের বিহঙ্গবর্গ বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্ব প্রকার পক্ষী উৎকল-বিহারী। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন নায়ক নায়িকাদিগের প্রিয় সারস, মরাল, ময়ূর, শুক, মদন, শারিকা (ময়না) প্রভৃতি বিহঙ্গ গিরিজ-কানন-কলাপে এবং কেদার-মধ্যে অহরহ বিরাজ করিতেছে। তদ্ব্যতীত ধনেশ নামক এক পক্ষী, যাহাকে উৎকলীয় লোকেরা 'কুচিলাখায়ী' কহে, তাহা অতি চমৎকারজনক। তাহার চঞ্চুপুটের ঊর্দ্ধে এক শৃঙ্গ আছে ঐ পক্ষী শূন্যমার্গে দলবদ্ধ হইয়া যে সময়ে গ্রীবা বিস্তার-করণ পূর্ব্বক উড্ডয়ন করে, সেই সময়ে বহুদূরহইতে ঐ শৃঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুচিলা ফল ভক্ষণে এই পক্ষী আসক্ত-বিধায় কুচিলাখায়ী নাম পাইয়াছে। উৎকলীয় লোকেরা ইহার মাংস উপাদেয় জ্ঞান করে। বাত রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী, এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্যযোগে এই মাংসে বাত তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা ৪—৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যবহার-যোগ্য থাকে।

কলিকাতাহইতে মণিরামপুরপর্য্যন্ত ভাগীরথীর তট সন্দর্শন।

লিকাতা এই ক্ষণে ভারত রাজ্যের রাজপাট; তাহার প্রজা সঙ্খ্যা অল্পতঃ পাঁচ লক্ষ বলিয়া প্রবাদ আছে। এতদ্ভিন্ন তথায় এক লক্ষ মনুষ্য উপজীবিকা অর্জ্জনার্থে প্রত্যহ আগমন করিয়া থাকে। তাহার বাণিজ্যের পরিমাণ বার্ষিক চল্লিশ কোটি টাকারও অধিক বলিতে হয়। তাহা ভাগ্যবান্, গুণবান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্টের আকর। তাহার অট্টালিকার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনার্থে ইংরাজেরা তাহাকে "রাজ-ভবন সমূহের নগর" বলিয়া বর্ণন করেন। যে পরিমাণে তথায় ধনবান্ প্রজা আছে, সে পরিমাণে আর বঙ্গদেশের কুত্রাপি দেখা যায় না। পরন্তু এই সকল সমৃদ্ধির কিছুই প্রাচীনত্বের গৌরব রাখে না। যাহা কিছু দেখা যায় সকলই নব্য, সকলই আধুনিক, সকলই শতায়ুর মধ্যে গণ্য হইয়াছে, সকলই সে দিবস অতি সামান্য ছিল বলিয়া জানা যায়। অন্য স্থানহইতে আগত ভদ্র বংশোদ্ভব ভিন্ন কলিকাতার ধনীরা কেহই বনিয়াদী বলিয়া অভিমান করিতে পারেন না। অনেকে আপনার বনিয়াদ আপনি স্থাপন করিয়াছেন; অপরে দুই তিন পুরুষের অধিক গণিতে পারেন না। যদিচ তাহাতে আমাদিগের বিবেচনায় কোন বিরাগ নাই, তত্রাপি প্রাচীনত্বের উল্লেখ করিলে সত্যের অনুরোধে তাহাদের প্রাচীনত্বে অধিকার নাই মানিতে হয়।

পরন্তু সে আধুনিকতা কেবল কলিকাতার লক্ষণ নহে। কলিকাতার দক্ষিণহইতে মণিরামপুরপর্য্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তটে কিছুই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতা স্বয়ং অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, শত বৎসর মধ্যে তাহা সমৃদ্ধ হইয়াছে ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। তদুত্তরে চিতপুর অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বটে, কিন্তু সে প্রাচীনত্ব তিন শত বৎসরের অধিক নহে, এবং তাহার প্রমাণ কেবল কবিকঙ্কনে চিত্তেশ্বরী দেবীর উল্লেখে পাওয়া যায়। ঐ দেবীর মন্দির অতি যৎসামান্য, এবং তন্নিমিত্ত তাহার কোন খ্যাতি হইতে পারে না; পরন্তু কথিত আছে যে ঐ দেবী নরমাংসে অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন; এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত পূর্ব্বে অসংখ্য নরবলি প্রদত্ত হইত। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরেরও ঐ রূপ খ্যাতি আছে, কিন্তু তাহা চিত্তেশ্বরীর তুল্য নহে। পরন্তু এ খ্যাতিতে চিতপুরের সৌভাগ্যের প্রশংসা হয় না; প্রত্যুত তাহা যে জনশূন্য গুপ্তস্থান ছিল ইহাই বোধ হয়, যেহেতু কুত্রাপি বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ স্থানে নরবলির প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না; লোকাপবাদে এবং মনুষ্যের স্বাভাবিক দয়ায় তাহার অবশ্য নিবারণ হয়। অপর যে তন্ত্রের মাহাত্ম্যে নরবলির প্রচার হইয়াছে তাহাতে নরবলি গোপনে রজনীযোগে প্রদান করিবার বিধান আছে, কারণ ঐ তন্ত্রের মতে তাহা অত্যন্ত "গুহ্য কর্ম্ম," প্রকাশিত হইলে তাহার মাহাত্ম্যের লোপ হয়। এই জন্য লিখিত আছে, "গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ। প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ নিন্দনীয়ং ন চান্যথা।"

চিতপুরে মনুষ্যের বাহুল্য নিবাস শত বৎসর মধ্যে হইয়াছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের নবাব মুহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া এই খানে আনিয়া রাখা হয়, এবং তদবধি এই স্থানের জনতার বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইহার উত্তরে কাশীপুর অত্যন্ত নবীন গ্রাম; তাহার আখ্যান পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ন্যস্ত হয়। তৎপরে বরাহ-নগর। এই ক্ষণে তথায় অনেক ভদ্র লোকের বসতি আছে, এবং নদীতটে শ্রীজয়নারায়ণ মিত্রকৃত সুচারু ঘাটের খ্যাতি আছে। কিন্তু তাহা প্রাচীন পদবীর যোগ্য নহে। দুই শত পঁচিশ বৎসর হইল তথায় ওলন্দাজেরা আসিয়া বাণিজ্য করিত, এবং তাহাতেই তাহার শ্রীরদ্ধি হয়।

বরাহ-নগরের উত্তর আলমবাজার, দক্ষিণেশ্বর, পানিহাটী প্রভৃতি কিছুই দুই শত বর্ষ প্রাচীন নহে; তাহাদের অনেকের শ্রীরৃদ্ধি পঞ্চাশৎ বা ষষ্টি বৎসর মধ্যে সংসিদ্ধ হইয়াছে। খড়দহ তদপেক্ষা প্রাচীন। প্রায় চারি শত বৎসর হইল তথায় নিত্যানন্দ সন্তান গোস্বামীদিগের আবাস হয়। পরন্তু যে শ্যামসুন্দরের প্রতিমার নিমিত্ত উক্ত স্থান বিশেষ বিখ্যাত তাহা তাদৃশ প্রাচীন নহে। কথিত আছে যে রুদ্রনামা এক জন ব্রাহ্মণ কোন অপরাধ-নিমিত্ত চাতরার কোন দেবালয়হইতে বহিষ্কৃত হইয়া শ্রীরামপুরের সান্নিধ্য স্থান, যাহা এই ক্ষণে বল্লভপুর নামে বিখ্যাত আছে, কিন্তু পূর্ব্বে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির আবাস অরণ্য ছিল, তথায় চারি বৎসর কাল তপস্যা করেন। ঐ তপস্যায় তাঁহার ইষ্টদেব প্রসন্ন হইলে প্রত্যাদেশ হইল যে, গৌড় নগরের নবাব-ভবনের দক্ষিণদ্বারে সংলগ্ন যে এক বৃহৎ প্রস্তর-ফলক আছে তাহা আনিয়া এক কৃষ্ণ-মূর্ত্তি বানাইলে রুদ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। রুদ্র ঐ প্রত্যাদেশে উত্তেজিত হইয়া গৌড় নগরে গমন করেন, এবং তথায় দেখিলেন যে এক জন পরম বৈষ্ণব নবাবের প্রধান-মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত আছেন। সেই মন্ত্রী রুদ্রের সাহায্যার্থে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং কথিত প্রস্তরের এক বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহার ঘর্ম হইত, ইহা দৃষ্টে মন্ত্রিবর নবাবকে এক দিবস কহিলেন যে রাজ-প্রাসাদের প্রধানদ্বারে যে বৃহৎ প্রস্তর-ফলক আছে, তাহার অশ্রুপাত হয়, এবং ঐ অশ্রুপাত অশকুন চিহ্ন, অতএব তাহা তথায় রাখা কর্ত্তব্য নহে। বিখ্যাত আছে যে প্রায় নবাব-মাত্রেই গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকে, এবং "টাকার শুক্তিবাদ" প্রভৃতি আখ্যান তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব আমাদিগের বর্ণনীয় গল্পে নবাবের পক্ষে পাতরের কান্নায় ভয় পাইবার কোন আশ্চর্য্য নাই। ফলতঃ ঐ প্রস্তর দ্বারহইতে বিমুক্ত করিবার আজ্ঞা হয়, এবং বৈষ্ণব মন্ত্রী রুদ্রকে তাহা দান করেন। রুদ্র তাহা এক নৌকায় তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এমত সময় প্রস্তর নদীগর্ভে পতিত হইয়া পলায়ন করিল। রুদ্র এই দৈব ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষিণ্ণ হয়েন; কিন্তু তাঁহার ইষ্টদেব তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিলেন যে প্রস্তর বল্লভপুরে স্বয়ং গমন করিয়াছে; অতএব তিনি ত্বরায় বল্লভপুরে আসিয়া ঐ প্রস্তরের অর্দ্ধেকে এক রাধাবল্লভের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। অপরার্দ্ধ খড়দহের গোস্বামীরা লইয়া শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি সংস্থান করেন। এই গল্পের মাহাত্ম্যে কথিত দেবমূর্ত্তিদ্বয়ের খ্যাতি হইয়াছে, কি তাঁহাদের খ্যাতির কারণ দর্শাইতে এই গল্পের কল্পনা হইয়াছে, ইহা অধুনা স্থির করা দুষ্কর; পরন্তু বঙ্গদেশের দক্ষিণপ্রদেশে উক্ত দুই দেবমূর্ত্তি যে অতি বিখ্যাত তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কথিত আছে যে শোভাবাজার-নিবাসী রাজা রাজকৃষ্ণ আপন পিতৃশ্রাদ্ধসময়ে বহু ব্যয় স্বীকার করত শ্রাদ্ধ পবিত্র করিবার মানসে বল্লভপুরের রাধাবল্লভের মূর্ত্তি আপন বাটীতে আনিয়াছিলেন, এবং তাহার রূপের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হন। তদবধি অনেকে কহেন যে রাজবাটীর শ্যামসুন্দরই পূর্ব্বকার রাধাবল্লভ, এবং বল্লভপুরের এই ক্ষণ-

কার রাধাবল্লভ তাহার প্রতিমা মাত্র। পরন্তু সে প্রবাদ নিতান্ত অমূলক যেহেতুক রাজা বাহাদুর আপন মাতার অনুরোধে তাহা প্রতিপ্রেরণ করেন ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। সে যাহা হউক বল্লভপুরের রাধাবল্লভ ও খড়দহের শ্যামসুন্দর অদ্যাপি তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে, ইহা অনায়াসে প্রমাণ সাধ্য, সুতরাং ঐ দুই গ্রামও যে নব্য তাহা অবশ্য মানিতে হইবে। খড়দহের প্রসিদ্ধ শিব-মন্দির সকল বৈষ্ণব মন্দিরের অপেক্ষায় অনেক নব্য। তাহা অতি অল্প কাল হইল প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস নামা এক জন তান্ত্রিক ভূম্যধিকারী সংস্থাপিত করেন। খড়দহের উত্তরে টিটাগড়; শত বৎসর পূর্ব্বে তাহা গ্রামমধ্যেই গণ্য ছিল না। সপ্ততি বৎসর হইল মেং হামিল্‌টন এবং এবর্ডীন্ নামা বিলাতি বণিকেরা তথায় একটী গুদী সংস্থাপন করত কএক খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করেন, এবং তাহাতেই তৎস্থান প্রসিদ্ধ হয়। এই ক্ষণে ঐ গুদির চিহ্ন পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তথায় কএক উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া স্থানের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

অতঃপর বারাকপুর। দেড় শত বৎসর হইল জব চার্ণক নামা এক জন ইংরাজ রাজপুরুষ তাহা সংস্থাপিত করেন, এবং ঐ সংস্থাপকের নামের অপভ্রংশে অস্মদ্দেশীয়দিগের মধ্যে তাহা "চানক" নামে প্রসিদ্ধ আছে। প্রথমতঃ চার্ণক সাহেব আপন নিবাসের একটি প্রশস্ত বাটী, ও একটি বাজার স্থাপিত করেন। তৎপরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজি সৈন্য রাখিবার নিমিত্ত তথায় আবাস নির্ম্মিত হয়। ঐ আবাস প্রায় অতি দীর্ঘ হইয়া থাকে, এবং ইংরাজী ভাষায় তাহাকে "বার্‌রাক" শব্দে কহে। সেই ইংরাজী বার্‌রাক্ শব্দের সহিত সংস্কৃত পুর শব্দের যোগে "বারাকপুর" হইয়াছে। এই নগরের প্রধান স্থান "পার্ক" নামে বিখ্যাত। ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধির তাহাই প্রমোদ-কানন, এবং তিনি কলিকাতায় থাকিলে প্রতি সপ্তাহে তথায় দুই তিন দিবস গমন করিয়া থাকেন। ষষ্টি বৎসর হইল লর্ড ওয়েলেস্‌লী নামা দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত গবর্ণর জেনরল এই উদ্যানের সূত্রপাত করেন, এবং তৎপরপর গবর্ণর জেনরলেরা তাহার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি করায় এই ক্ষণে তাহা বঙ্গদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদ্যান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। প্রাকৃতিক শোভার অনুভব করিতে যে সকল ব্যক্তি সক্ষম তাহাদের পক্ষে চানকের পার্ক অদ্বিতীয় রমণীয় এবং একান্ত কমনীয় বোধ হয়; কারণ তাহার অসরল হিল্লোলিত ভূমি ও চিত্রকরের চাতুর্য্যের সহিত সংরোপিত বৃক্ষরাজী ক্ষণমাত্রে তাঁহাদের মনকে মুগ্ধ করে; কিন্তু যাহারা প্রাকৃতিক শোভা পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত অট্টালিকা ও মদমণ্ডিত তোরণ-গবাক্ষে চিত্র-পুত্তলিকাদির দৃষ্টে উদ্যানের শোভা বর্ণন করে তাহাদের পক্ষে পার্ক কোন মতে প্রশংসনীয় নহে, এবং তাহাদের উহা না দর্শন করাই ভদ্র। তাহাদিগের নিমিত্ত অনেক আধুনিকদিগের উদ্যান কলিকাতার সন্নিকটেই আছে।

চানকের সম্মুখে যে ঘাট আছে তাহা ৭০ বৎসর প্রাচীন। বারাণসী ঘোষ নামা এক জন ভদ্র কায়স্থ তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার উপরে এক চাঁদনী ও উভয় পার্শ্বে দ্বাদশ শিবমন্দির আছে। ভাগীরথীর প্রশস্ত-গর্ভ-মাহাত্ম্যে তাহা দেখিতে রম্য বোধ হয়, কিন্তু মন্দির-গুলি শিল্পনৈপুণ্যের নিতান্ত উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে। এই প্রস্তাব-শিরোভাগে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তদ্দৃষ্টে আমাদিগের এ কথা সপ্রমাণ হইবে।

চানকের উত্তরে মণিরামপুর; তাহা শত বৎসর পূর্ব্বে অতি যৎসামান্য গ্রাম বলিয়া পরিচিত ছিল। ৯০ বৎসর হইল মেং জান প্রিন্‌সেপ নামা এক ব্যক্তি ইংরাজ তথায় এক ছিটের কারখানা ও পয়সা বানাইবার কল সংস্থাপিত করিয়া

তাহার শ্রীবৃদ্ধি করেন, এবং তদবধি তাহার সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়া এই ক্ষণে তাহা এক বিশিষ্ট নগর হইয়াছে। দেড় শত বৎসর হইল এই স্থান এবং ইহার উত্তর মূলাযোড়-পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অরণ্যাকীর্ণ ছিল, এবং বর্গীদিগের আক্রমণহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তৎকালের বর্দ্ধমানাধিপতি পলাইবার স্থানস্বরূপে ঐ অরণ্য মধ্যে "সমুখগড়" নামে একটি দুর্গ স্থাপিত করেন। ঐ দুর্গ বহুকাল ধ্বংস হয়। সম্প্রতি লৌহ পথের অনুরোধে তাহার ধ্বংসাবশেষও উৎসৃষ্ট হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে ভাগীরথীতটে সুকীর্ত্তিশালী গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ঘাট ও দেবালয় সকল দৃষ্ট হয়। তাহা কথিত পুণ্যাত্মার মান্যবর ও ধার্ম্মিক বংশধরদিগের প্রযত্নে সুচারু সংস্কৃত আছে। ঐ দেবালয় গুলি কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমাদিগের নিশ্চয় স্মরণ নাই; পরন্তু তাহা পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইবে না।

মণিরামপুরের উত্তরেও বহুক্রোশ স্থান মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর নাই; পরন্তু প্রস্তাবপ্রারম্ভে মণিরামপুর-পর্য্যন্ত আমাদিগের সমালোচন করিবার সঙ্কল্প ছিল, অতএব অধুনা এই স্থলে এপ্রস্তাবের সমাহার করা গেল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১, স্বভাব দর্শন। পদ্য গ্রন্থ। শ্রীগিরীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৭৮৪।

২, চিত্ত সন্তোষিণী। শ্রীকৃষ্ণলীলা। খিদিরপুর নিবাসী শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিবিধ ছন্দো বন্ধে রচিত। কলিকাতা ১২৭০।

বিদেশীয়েরা কহিয়া থাকেন যে বাঙ্গালী কবিতায় স্বভাব বর্ণনের তাদৃশ মাহাত্ম্য নাই; তৎসমুদায় একমাত্র আদিরসে নিবেদিত হইয়াছে; সর্ব্বত্রই কেবল প্রেমের মধুরিমায় অভিষিক্ত। যদিচ কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও বৈষ্ণবদিগের ভক্তিগ্রন্থ-সমূহ-সত্ত্বে একথা সাকল্যে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তত্রাপি ইহা অবশ্য মানিতে হইবে যে আদিরস ভিন্ন অন্য বিষয়ে বাঙ্গালিতে কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাই। বীর-রসের গ্রন্থ পয়ারে নিবদ্ধ হওয়া দুষ্কর, এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রকটিত হইবার পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম যে বীরত্বের প্রতিধ্বনি বঙ্গভাষায় উৎপাদন করিতে পারে না। বাঙ্গালী কবিমধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন; কিন্তু সেই ভারতচন্দ্রও গৌড়ীয় ভাষায় বীররস প্রকাশ করিতে পারেন নাই; তদর্থে তাঁহাকে হিন্দীর অবলম্বন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্বভাব বর্ণনে তাঁহার "বার মাস বর্ণন" মন্দ নহে; পরন্তু তাহার প্রধান অংশ স্বভাবের সৌন্দর্য্যে সঙ্কল্পিত না হইয়া বিদ্যা কোন ঋতুতে কি গৃহ-সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন তাহারই বাহুল্য ব্যাখ্যানে নিয়োজিত হইয়াছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত "তিলোত্তমা কাব্যে" এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "কর্ম্মদেবীতে" স্বভাব বর্ণনের অবকাশ লইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা যে আদর্শ দর্শাইয়াছেন তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ অমৃতভাষী কবিবরেরা পরীক্ষা করিলে অবশ্যই কেবল স্বভাব বর্ণনের অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বভাব বর্ণন তাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাব ছিল না, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের উপযুক্ত অবকাশ হয় নাই। অন্যান্য গ্রন্থে স্বভাবের শোভা বর্ণনে কোন অনুরাগ দেখা যায় না; পরন্তু স্বভাবের শোভা বিষয়ে এই প্রকার বিরাগ দৃষ্টে ইহা কদাপি মনে হইতে পারে না যে স্বভাব-শোভা কবিতার উপযুক্ত পদার্থ নহে। যে কেহ কালিদাসের "ঋতুসংহার" কি তমসন সাহেবের "সিজন্স্"

নামক ঋতুবর্ণন পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন, যে ঐ বিষয়ে কবিতার কি পর্য্যন্ত শোভার উপলব্ধি হইতে পারে। পরন্তু উষার প্রহাস্য বয়ান, মধ্যাহ্নের দোর্দণ্ড প্রচণ্ডতা, ও গোধূলীর কমনীয়তা; কিম্বা বসন্তের তারুণ্য, কি গ্রীষ্মের গৌরব, কি বর্ষার ফলশালিতা, কি শরতের মধুরিমা; অথবা সূর্য্যের বীর্য্য, বা চন্দ্রের মাধুর্য্য, বা পুষ্পের নয়নানন্দকারিতা, কি ফলের মোহজনকতা, কি ঋতুভেদে জীব জন্তুর প্রেম বাৎসল্যাদি ভাবের সহৃদয়তা, ইহার যে কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টি করা যায় তৎসমুদায় কবিতার অত্যুপযুক্ত পদার্থ বলিয়া মানিতে হয়। উত্তম কবির হস্তে এই পদার্থ সকল চমৎকার চিত্তরঞ্জক হইতে পারে, সন্দেহ নাই। এই বিশ্বাসে আমরা "স্বভাবদর্শন" নামক একখানি অভিনব পদ্যগ্রন্থ গ্রহণ করি, কিন্তু তৎপাঠে আমাদিগের স্বভাব-শোভা-শ্রবণানুরাগ তৃপ্ত হয় নাই: প্রত্যুত পিপাসুদিগের যে প্রকার অল্প বারিতে তৃষ্ণার শান্তি না হইয়া তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই রূপ "স্বভাবদর্শন" পাঠে আমাদিগের অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রী গিরীশচন্দ্র মজুমদার আপন পরিচয়ে কহেন যে তিনি ঢাকা কালেজের এক জন ছাত্র। পরন্তু এ পরিচয় না দিলেও তাঁহার বয়স নিরূপণ করা দুষ্কর হইত না, কারণ তিনি কহিয়াছেন,

"এই যে স্বভাব শোভা ভাবুকের মনোলোভা,
অলসে না হেরি আমি হায়!
একে উঠি শত ডাকে আর পাঁচড়ার শোকে,
ঘণ্টা দুই "চুলকানে" যায়॥
কিবা সুখ মরি মরি বদন ভ্রূকুটি করি,
নয়ন মুদিয়া সুখ কত।
কিন্তু পরে হায় হায়! জ্বলে জ্বলে প্রাণ যায়,
শোধ দেয় সুখ ভোগ যত॥"

নিতান্ত শিশু না হইলে এ প্রকার কদর্য্য অলস মলিন-স্বভাব সম্ভবে না, এবং তাহাতে তাঁহার মাতা পিতা অপত্যের গাত্রমার্জ্জনাদি করণ রূপ অবশ্য কর্ম্মের সাধনে বিমুখ ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি সুদীর্ঘ গ্রন্থরচনে সক্ষম এবং কবিতাকলাপে মান্য হইবার আশায় ৭৫ পৃষ্ঠা কবিতা নিবন্ধন করিয়াছেন তিনি যে গাত্র-পরিষ্কার করণের ত্রুটিতে সর্ব্বাঙ্গে পাঁচড়া বিশিষ্ট হইবেন ও গ্রন্থারম্ভে পাঠকদিগের সম্মুখে বদন ভ্রূকুটি করিয়া "দুই ঘণ্টা কাল" দেহ চুলকাইবেন ইহা অবশ্য আশ্চর্য্য মানিতে হয়। আমরা কদাপি বঙ্গ-সমাজ ঢাকার আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাই নাই, সুতরাং দেশাচারে সেখানে কি পর্য্যন্ত চুলকনার সমাদর আছে বলিতে পারি না; পরন্তু চুলকনা অত্যন্ত সংক্রামক রোগ তাহার স্পর্শে অন্যকে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে হয়, অতএব তাঁহার সহাধ্যায়িদিগের মঙ্গলার্থে ঢাকা কালেজের অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে মজুমদারটির চুলকনা না আরোগ্য হইলে তাহাকে আর কালেজে না আসিতে দেন; ইহার প্রত্যবায়ে সমস্ত ছাত্র চুলকনাগ্রস্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই সংক্রামক রোগের ভয়ে পাছে পাঠকবৃন্দ স্বভাবদর্শনের পরিহার করেন। এই হেতু তাহার আদর্শস্বরূপে এই স্থলে আমরা গ্রন্থকারের গৃহ প্রশংসাটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম; তৎপাঠে অনেকে তাঁহার রচনা চাতুর্য্য অনুভূত করিতে পারিবেন; ফলতঃ নূতন কবির কবিতা-ভাষায় দৃষ্টি আছে, রোগ মুক্ত হইয়া তিনি বাগদেবীর আরাধনা করিলে ক্রমশঃ পারদক্ষ হইতে পারেন।

"মরি মরি কিবা সুখ, হেরিয়া গেহের মুখ,
উথলিল আনন্দ অপার।
নিজ বাস দরশনে, বলহ কাহার মনে,
সন্তোষের না হয় সঞ্চার?

সাজিয়া মান্দার দামে, সুখী বৈজয়ন্ত ধামে,
সুধাপানে শচী শচীপতি।
গহন কান্তারে চরি, অভক্ষ্য ভক্ষণ করি,
তত সুখী পশুর দম্পতী॥
হেরে রম্য নিকেতন, ভুলে কি পশুর মন,
বাঞ্ছা তার সদা বনবাস।
সদা কণ্টকিত বনে, বঞ্চে পুলকিত মনে,
প্রাণান্তেও ছাড়ে না নিবাস॥
জিজ্ঞাসিলে কুঞ্জবনে, সুভাষি-বিহঙ্গগণে,
বলে তারা কল কল স্বরে।
রসে পূর্ণ নানা মত, সুবর্ণ পিঞ্জরে কত,
সুখ যত পাদপ কোটরে॥
বেঁধে দাস পালে পাল, যখন চরায়ে পাল,
উড়ে যায় পশ্চিম অঞ্চলে।
এক দৃষ্টে মরি মরি, বাস নিরীক্ষণ করি,
ঝোরে তারা নয়নের জলে॥
গৃহ-শোকে মগ্ন হিয়া জলনিধি সাঁতারিয়া,
আসিতে যতন কত পায়।
রক্ত স্রোত বহে গায় দারুণ শৃঙ্খল পায়,
আসিবেক হায় হায় হায়!
স্ববাসে কি সুখ আছে, শুনহ কাফ্রির কাছে,
সকরুণ ভাষে কি সে কয়।
ত্রিদশালয়ের যত, সুরম্য ভুবনে কত,
কুটীরে যে সুখের উদয়॥
দেবতা দানব নর, কানন বিমানচর,
গৃহ-সুখে সকলে মগন।
তবে বল পুলকিত, কেননা আমার চিত,
হবে বাস করি বিলোকন॥
যেই স্থানে ক্ষণে ক্ষণে, স্নেহ পূর্ণ সম্বোধনে,
বিতরে জননী সুধা-ধার।
জনকের সুবচন, পৌরজন সভাজন,
শিশু মুখে মধুর সঞ্চার॥
সুখকর অনপম, ত্রিভুবনে গৃহসম,
বল আর কোন স্থান পাই।
যথা সবে সমজ্ঞান, নাহি মান অপমান,
চাকর নফর দাদা ভাই॥
লণ্ডনে পুলক মনে, বঞ্চ রম্য নিকেতনে,
সভ্যসনে মেজের খানায়।
অথবা মঘের সনে, বাধ্য পোড়া পলাশনে,
নাসা রন্ধ্র চাপিয়ে ঘৃণায়॥
গঙ্গার পুলিন দেশে, মগ্ন সুখ সবিশেষে,
প্রকৃতির বিচিত্র শোভায়।
কিম্বা তপ্ত বালুকায়, পূর্ণ মরু সাহারায়,
কর্ণ শোষ হয় পিপাসায়॥
বায়ু পূর্ণ দিব্য ঘরে, পুষ্পিত পর্য্যঙ্ক পরে,
নিদ্রা যাও হরিষ অন্তরে।
অথবা গহন বনে, ভীষণ সিংহ গর্জ্জনে,
কাঁপে হিয়া থর থর থরে॥
যেখানে সেখানে যাও, যাহা ইচ্ছা তাহা খাও,
যে শয্যায় করহ শয়ন।
সুখে স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে, স্নেহের শৃঙ্খলে মনে,
গৃহ পানে করে আকর্ষণ॥
যদি হেন সুখ স্থানে, জীর্ণ বাস পরিধানে,
শাক অন্নে উদর পূরাই।
তবে ছার ভূপতির, চিন্তাপূর্ণ সুমন্দির,
সুভোজন ভোগিতে না চাই॥
বাঞ্ছা পরিবার সনে, সুমধুর আলাপনে,
সদা সুখে জীবন কাটাই।
ইন্দ্রিয় রাখিয়া বশে, কবিতাকমলরসে,
প্রাণেশ কীর্ত্তন সদা গাই॥"

বাঙ্গালী কবিতা রচনায় ছন্দের তাদৃশ কাঠিন্য অনুভূত হয় না। অঙ্গুলীর সাহায্যে চতুর্দ্দশটি অক্ষর গুণিতে পারিলেই পয়ার হইল, এবং সেই পয়ারই গৌড় কবিতার প্রধান আদর্শ। ত্রিপদী ও চৌপদীর পক্ষেও এই রূপ শ্লথ নিয়ম দেখা যায়। পরন্তু এ শ্লথতা কেবল ব্যবহার দোষেই ঘটিয়াছে; পয়ার

কি চৌপদী, কি বাঙ্গালী অন্য ছন্দের স্বভাব দোষে তাহা উদ্ভূত হয় নাই। ইহা বলা বাহুল্য যে কেবল অক্ষর গণনায় কদাপি ছন্দ হইতে পারে না; তাহা হইলে আমাদিগের এই গদ্য ১৪ টি অক্ষরের পঁক্তিতে বিভাজিত করিয়া দিলেই পয়ার হইত। লঘু গুরু ভেদ এবং যতিই ছন্দের মূল, তদভাবে কবিতা হয় না। কেবল অক্ষর গণনার প্রতি প্রাচীন পিঙ্গলের নিতান্ত হতাদর দেখা যায়, তাহাতে লিখিত আছে যে ছন্দে দুই তিনটি অক্ষর অধিক হইলে হানি নাই, যেহেতু দ্রুত উচ্চারণে অনায়াসে তাহার খর্ব্বতা সিদ্ধ করা যাইতে পারে; কিন্তু মাত্রা ও যতি সর্ব্বত্র সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, তদভাবে ছন্দ নিষ্পন্ন হয় না। বাঙ্গালী উত্তম কবিরা এ বিষয় জ্ঞাত আছেন, এবং কবিতা রচনার সময় তাহার বিশেষ অনুরাগ করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালী ছন্দের ঐ লঘু গুরু মাত্রা ও যতির বিবরণ কোন গ্রন্থে নিয়মবদ্ধ না থাকায় নূতন কবিরা তাহার অত্যন্ত ব্যভিচার করিয়া থাকেন। ভারতচন্দ্রের একাবলী অতি রম্য ছন্দ; তাহার পাঠমাত্রে মন নৃত্য করিয়া উঠে; কিন্তু তাহার সেই মাহাত্ম্য তাহার যতির গুণে ঘটিয়া থাকে। ঐ যতি ত্যাগ করিয়া কেবল একাদশটি মিত্রাক্ষর বর্ণ বিন্যস্ত করিলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মজুমদার মহাশয় নূতন কবি; তিনি অন্য নব্যের ন্যায় এ বিষয়ের নিতান্ত হতাদর করিয়াছেন। তাঁহার ছন্দ পুনঃ২ খণ্ডিত হইয়াছে। কি পয়ার কি ত্রিপদী কি অন্য যে কোন ছন্দ তিনি অবলম্বিত করিয়াছেন তৎসমুদায়ই পদ ভগ্ন বোধ হয়। তাঁহার একাবলীর পক্ষে এই দোষ সর্ব্বদা পাঠকের অতৃপ্তিজনক হইয়াছে। গ্রন্থকার অবশ্য স্বীকার করিবেন যে তাঁহার—

“রমণীয় রূপে শোভিছে ফুল।
গুঞ্জরে যে খানে অলির কুল॥”

ইত্যাদি রচনা একাবলীর আদর্শ বটে; তাহা হইলে তিনি—

“মাঠের স্বভাব কিবা সুন্দর!
হেরিয়া মোহিত হল অন্তর॥”

কিম্বা, “হাঁটি চাসা ঐ হল যুড়িয়া।”

অথবা, “কার হাতে শোভে ঘোড়া মাটিয়া॥”
“কেহ চলে মোট শিরে করিয়া॥”

বা, “ছিল তথা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
নারীগণে কহে রুষ্ট বচন॥”

প্রভৃতি পদগুলিকে কি প্রকারে ঐ আদর্শের প্রতিরূপ মানিবেন? উহাদিগের মধ্যে মাত্রা যতির স্বর্গমর্ত্ত্য ভেদ আছে। শেষ দৃষ্টান্ত গুলীকে কি ভাষা, কি ভাব, কি ছন্দ, কিছুতেই কবিতা বলিতে ইচ্ছা হয় না। মজুমদার মহাশয় যদ্যপি পুনরায় কবিতা লেখেন, তাহা হইলে তাঁহার এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদিগের সমালোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম “চিত্তসন্তোষিণী।” খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার অভিপ্রেত বিষয় কোন মতে নূতন নহে, চৈতন্যদেবের সমকালহইতে বঙ্গীয় সকল কবিই সখিসংবাদ সঙ্কীর্ত্তনে কোন না কোন সময়ে আপন২ বীণার সাধন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র পরম শাক্ত ছিলেন; তাঁহার অন্নদামঙ্গল মহামায়ার গুণকীর্ত্তনার্থে রচিত হয়, পরন্তু তাহাতেও সখিসংবাদের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে অভিষিক্ত হয়েন, তত্রাপি দেশের মহিমায় সখিসংবাদের মোহিনী শক্তির নিগড় ভগ্ন করিতে পারেন নাই; আদিরসের আদর্শ স্বরূপে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে “গোপ” বধূর বিরহ বর্ণন করিয়াছেন। ফলতঃ পূর্ব্বকার সংস্কৃত কবিরা যে প্রকারে রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন না করিয়া কবি-পদ-

বীর অভিমান করিতে পারিতেন না, সেই রূপ সভ্য বাঙ্গালী কবিরা ব্রজলীলার বর্ণন বিনা কবিতা রচনার কামনা শান্ত করিতে পারেন নাই। ব্রজলীলার প্রতি এ প্রকার সমাদর হইবার কারণও যথেষ্ট আছে। আদৌ বৈষ্ণবদিগের ভক্তি মার্গে তাহাদের ইষ্ট দেবের এই প্রকার লীলার কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রবর্দ্ধক বলিয়া বিখ্যাত আছে; তজ্জন্য অনেকে ব্রজলীলার বর্ণন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাই যে ব্রজলীলা-বর্ণনের একমাত্র বা প্রধান কারণ এমত নহে। যেহেতু তাহা হইলে বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ির পক্ষে তাহা সমাদরণীয় হইত না; অপর অন্য সম্প্রদায়েরা আপন২ ইষ্টদেবের গুণ-কীর্ত্তনে বিরত হইতেন না। এই হেতু বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দে কৃষ্ণলীলা অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই বর্ণনায় অনেকে মুগ্ধ হইয়া তদ্রূপ রচনায় উত্তেজিত হয়েন। প্রাচীন কালাবধি গ্রীক লাটিন ও সংস্কৃত কবিরা গ্রাম্য গোপদিগের প্রেমবর্ণন কবিতার অতি উপযুক্ত বিষয় জানিয়া তদবলম্বনে স্বভাবের শোভা ও অকপট সরল প্রেমের বর্ণন করিয়া আসিতেছেন; তাহা স্বভাব বশতঃই হউক বা প্রাচীন সংস্কার বশতঃই হউক, মনুষ্যের অতি সমাদরণীয় হইয়া থাকে, এই প্রযুক্ত সকল কবিই তাহার সমাদর করিয়া থাকেন। পরন্তু যেহেতু সকলেই তুল্য কবি নহেন, এবং যাহা পুনঃ২ শ্রবণ করা যায় তাহা অনায়াসে বিস্মৃত হওয়া যায় না, সুতরাং ব্রজলীলা-বর্ণনে নূতন ভাবের অপ্রাচুর্য্য দেখা যায়; তাহাতে অতি অল্প বিষয় নূতন মনে হয়। নূতন কবিদিগের পক্ষে এই বিষয় অপর এক কারণে অনিষ্টকর হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের নূতন রচনা পাঠকেরা বিখ্যাত প্রাচীন রচনার সহিত তুলনা করিয়া হঠাৎ তাহাতে দোষারোপ করেন। মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে অনেকগুলি নূতন ভাবের বর্ণন আছে; তাহার প্রতিধ্বনি বিষয়ক গীতটী সমস্ত নূতন বলিলে বলা যায়; পরন্তু ব্রজলীলা বিষয়ক গীতের প্রাচুর্য্য বশতঃ তাহাও বিশেষ বিখ্যাত হইতে পারে নাই। এই আপত্তিহেতু আমরা শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থের বিশেষ সমালোচন করিতে অনুৎসাহী হইতেছি। তাঁহার রচনায় প্রোজ্জ্বল সদ্ভাব পূর্ণ বর্ণনা অনেক আছে; তাঁহার রচনার লালিত্য মনোহর হইয়াছে, এবং বাক্চাতুর্য্য অবশ্য প্রশংসনীয় মানিতে হইবে, পরন্তু ব্রজলীলা বর্ণন এই পত্রের অভিধেয় বিষয় নহে। তাহার আলোচনায় অবশ্য আপত্তি জন্মিতে পারে, তন্নিমিত্তও এ বিষয়ের এই স্থলে বিশ্রাম করিতে হইল।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ৮ খণ্ড।] ভাদ্র; সংবৎ ১৯২০। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

পলিনেসিয়া বৃত্তান্ত।

প্রশান্ত সাগর মধ্যে যে সমুদয় অসঙ্খ্য দ্বীপপুঞ্জ লক্ষিত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম পলিনেশিয়া। অতি অল্প দিন হইল ইয়ুরোপীয়েরা এই দ্বীপ সমুদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে কাপ্তেন কুক্ এই দ্বীপ সমুদয়ের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই অবধি সকলেই পলিনেশিয়াবাসীদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় অবগত হইতে সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত। যাঁহারা বাণিজ্যার্থে অথবা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তথায় গমন করিতেন, তাঁহারা ইহাদের বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিতেন না। কিন্তু অধুনা মিশনরিদিগের অনুগ্রহে ইহাদের রীতি নীতি ধর্ম্ম বিধান-সংহিতা ভাষা প্রভৃতি সমুদয় বিষয় সবিশেষ বিদিত হওয়া গিয়াছে। মিশনরিদিগের বিবরণ পাঠ করিলে হৃদয় প্রীতি-বিস্ফারিত হয়। আমরা ইহাঁদের দয়ার্দ্র স্বভাব ও অসাধারণ অধ্যবসায় নিরীক্ষণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইহাঁদিগকে সহস্র সহস্র সাধুবাদ প্রদান না করিয়া কোন মতেই থাকিতে পারি না। ইহাঁরা অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভূভাগকে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত করিয়াছেন। ইহাঁরা বর্ব্বরদিগকে সুসভ্য করিয়াছেন। ইহাঁদের দয়াগুণেই সহস্র ২ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি জগদীশ্বরের অপার করুণা, অনন্ত মহিমা জানিতে পারিয়াছে। ইহাঁরা নরমাংস-ভক্ষক দুর্দ্দান্ত রাক্ষসদিগকে ধীর-প্রকৃতি বুদ্ধিজীবি মানুষে পরিণত করিয়াছেন। পলিনেশিয়াবাসীরা এক্ষণে প্রাতঃকালে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমে ইহাঁদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তৎপরে অন্যান্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

পলিনেসিয়া দ্বীপ সমুদয়ের উৎপত্তি কাহিনী অতি অদ্ভুত। এই দ্বীপ সকল কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ভাবনা করিতে২ গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তি পর্য্যালোচনা করা কাহার সাধ্য। ইনি কিরূপ উপাদানে কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত করেন, তাহা বুঝিয়া উঠা মানুষের সাধ্য নহে। কেহ কি কখন মনে করিতে পারে যে হিমালয় পর্ব্বত পিপীলিকাদ্বারা নির্ম্মিত করিতে পারা যায়। ইন্দ্রগোপ কীটে কখন কি অভ্রংলিহ বিন্ধ্যগিরিকে নির্ম্মাণ করিতে পারে? কিন্তু যিনি আজ্ঞা মাত্রে সমুদয় জগতী পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ইহা দুরূহ নহে। ক্ষৌণীবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে প্রবাল কীট সমুদয় সমুদ্র গর্ভ-

হইতে পলিনেসিয়ার অধিকাংশ দ্বীপ সকল নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। কিরূপে এরূপ ক্ষুদ্র কীটদ্বারা এরূপ অদ্ভুত কীর্ত্তি সম্পাদিত হইল তাহা বুদ্ধির অগম্য। এই প্রবাল কীট সমুদয় প্রশান্ত সাগরের আকার একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতেছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে নীলবর্ণ লবণময় সমুদ্রজল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না, এখন সেখানে শত২ দ্বীপ অমৃতময়-ফল-মূল-সুশোভিত-তরুরাজি-অলঙ্কৃত হইয়া হাস্য করিতেছে।

অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপ গুলির অর্দ্ধক্রোশ দূরে প্রবালকীট নির্ম্মিত এক২ চক্রাকার প্রাচীর আছে। এই প্রাচীর সকল থাকাতে সাগরলতা সমুদয় দ্বীপে লাগিতে পারে না! ভীষণ পর্ব্বতাকার সমুদ্র তরঙ্গ সকল প্রচণ্ডরবে এই প্রাচীর সমুদয়কে আঘাত করিয়া আপনাদের বেগ নিঃশেষিত করে। এই প্রাচীরের মধ্যে২ এক২ দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া জাহাজ সমুদয় নির্বিঘ্নে দ্বীপ-প্রান্তে অবস্থিতি করে।

সমুদ্রহইতে এই দ্বীপ সকল দেখিতে অতি রমণীয়! হরিদ্বর্ণ তরুশাখা ও লতা সমুদয় মনোহর ফল পুষ্প বিভূষিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গে আস্ফালিত হইতেছে; পুরেট বৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখা সমুদয়ের নিম্নভাগে শান্তিপূর্ণ হৃদয়বিমোহন ক্ষুদ্র২ কুটীর সমুদয় শোভা পাইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার না নয়ন আনন্দ-সন্তৃপ্ত হয়। উপত্যকা ভাগে স্বর্ণ-বর্ণ শস্যরাশি মন্দ২ বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে; এবং তরঙ্গিণী সমুদয় ঘোর রবে পর্ব্বত গুহা-হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্রাকারে উর্ব্বর ক্ষেত্র সকলকে আলিঙ্গন করিয়া, স্মিত-বিকসিত-মুখে নদীপতি সাগরের সহিত মিলিত হইতেছে, ইহা দর্শন করিলে, অন্তঃকরণ অনাস্বাদিত পূর্ব্ব আ-

নন্দরসে উচ্ছলিত হয়। সমুদ্র মধ্যহইতে যখন মেঘমালা সদৃশ পর্ব্বত শ্রেণী সকল লক্ষিত হয়, তখন আর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। তীরে পদার্পণ করিলে এই দ্বীপ সকলকে প্রকৃতির বিহারোদ্যান বলিয়া জ্ঞান হয়। এখানে সর্ব্ব-প্রকার সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে। দ্বীপস্থিত সমুদয় পদার্থ উৎসব বেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রই শান্তি বিস্তার করিতেছে। এখানে উপস্থিত হইলে বোধ হয় যেন কোন দেবনগরীতে উপস্থিত হইলাম। কবিদের মুখে, অমরাবতীর নন্দনকাননের যে রূপ বর্ণনা শ্রবণ করা যায়, এই দ্বীপ সমুদয় দর্শন করিলে সেই বর্ণনার মর্ম্মগ্রহ হয়।

এই দ্বীপ সমুদয়ের ভূমি যেমন উর্ব্বরা, জল বায়ু তেমনি উৎকৃষ্ট। এখানে এরূপ আশ্চর্য্য ২ ফল মূল লক্ষিত হয়, যাহার নামও কেহ কখন শ্রবণ করে নাই। এখানে ব্রেড্ ফ্রুট্ নামে কাঁঠালের ন্যায় এক প্রকার ফল আছে, তাহা এই দ্বীপ-বাসীদের প্রধান ভক্ষ্য দ্রব্য। এই তরু সমুদয় দীর্ঘাকার। ইহারা অনেক স্থান ব্যাপিয়া থাকে। ইহাদের পত্রগুলি দন্তুর, এবং ষোল সতর ইঞ্চি লম্বা। বৎসরে তিন চারি বার ফল হয়। ফল সকল যখন পক্ব হয় তখন দেখিতে পীতবর্ণ। ফল সক-লের ব্যাস প্রায় ছয় ইঞ্চি। এই বৃক্ষের তক্তায় গৃহ ও ক্ষুদ্র২ তরি নির্ম্মিত হয়। ইহাদের বল্কলে তদ্দেশ-বাসীদের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানে স্বাদু আলু, এরারুট, নারিকেল, কদলীফল, ও ইক্ষু অপর্য্যাপ্ত মিলে। এখানে যেমন সুন্দর ইক্ষু পাওয়া যায়, আর কোথাও তেমন সুস্বাদু ও সুন্দর ইক্ষু পাওয়া যায় না। দ্বৈপায়নেরা ইক্ষু-হইতে কি রূপে চিনি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে জানিত না। মিশনরিরা ইহাদিগকে তাহা শিখাইয়াছেন। মিশনরিরা নানা জাতীয় ফল মূল তরু এখানে আনিয়া রোপণ করিয়াছেন। সেই সকল বৃক্ষ এখানে উত্তম রূপে বর্দ্ধিত হই-তেছে। পূর্ব্বে আঙ্গুর, কমলানেবু, তেঁতুল প্রভৃতি ফল এই দ্বীপ সকলে ছিল না। কিন্তু মিশনরি-দের অনুগ্রহে দ্বৈপায়নেরা এই সকল অমৃত ফলের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দ্বীপ সকলে যব গাছ ভাল হয় না।

এখানে মানুষের সকল প্রকার ভোগ দ্রব্য রাশী-কৃত রহিয়াছে। এখানে সকল প্রকার ভোগে-চ্ছাই পরিতৃপ্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু হায় এরূপ উৎসব নগরীর লোকেরাও বর্ব্বর-বৃত্তি অনুস-রণ করিয়া পরম পবিত্র মানুষ নামের কলঙ্ক করিত। বন্য পশু সদৃশ দ্বৈপায়নেরা মধুময় ফল ভক্ষণ করিত, সুশীতল বারি পান করিত, মনো-হর উদ্যানে ভ্রমণ করিত, নানা জাতি বিহঙ্গমের মধুর গান শ্রবণ করিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিত; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি কি অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে এই সমুদয় রমণীয় পদার্থ উপভোগ করিতে দিয়া-ছেন, তাহারা একবারও তাহা ভাবিত না। আ-হার ও নিদ্রা প্রভৃতি পশুবৃত্তিমাত্র তাহারা জা-নিত। কি রূপে মনুষ্য নামের সার্থকতা করিতে হয়, তাহার বিন্দু বিসর্গ মাত্র তাহারা অবগত ছিল না। মিশনরিরা তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়াছেন। তাহাদের পুনর্জন্ম হইয়াছে। তা-হারা সকল সামগ্রীই এখন নূতন চক্ষে অবলো-কন করে।

অধিবাসীরা অতি দীর্ঘ ও মাংসল নহে। কিন্তু ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন অতি সুন্দর। ইহারা অতিশয় কর্ম্মক্ষম। ইহারা বলে যে ইউরোপীয়-দের আগমনের পূর্ব্বে তথায় কদাকার বা রুগ্ন ব্যক্তি ছিল না। ইহাদের ললাট প্রশস্ত, নেত্র দীর্ঘ উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা তিল পুষ্প সদৃশ, ওষ্ঠ মাংসল, দন্ত অতি শুভ্র, ও কর্ণ দীর্ঘ। ইহাদের কেশ অতি কোমল, ও চক্রাকার। ইহাদের গাত্রের

বর্ণ এক বিলক্ষণ প্রকার। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ শুভ্রবর্ণ অথবা তাম্রবর্ণ নহে। ইহারা পিঙ্গলবর্ণ। নারীরা পুরুষদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বটে, কিন্তু আমাদের নারীগণ অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। ইহাদের অবলাগণ অতিশয় বলিষ্ঠ। অধিবাসীদের গঠন গোল২। ইহাদের সর্দ্দারেরা প্রাকৃত লোকদের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। ইহারা বলে যে কৃষ্ণবর্ণ বলের লক্ষণ। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠে "আহা! উহার অস্থি সকল কেমন শক্ত। উহাদের অস্থিতে কেমন সুন্দর বঁড়শি ও হাতুড়ি হইতে পারে।"

ইহাদের মনোবৃত্তি সমুদয় যত দূর কর্ষিত হওয়া উচিত এখনও তত হয় নাই। অন্যান্য দ্বীপ পুঞ্জের অধিবাসীদের অপেক্ষা সোসাইটী পুঞ্জের লোকদিগকে অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হয়। দ্বৈপায়নদিগের মনোবৃত্তি সকল যে দুর্ব্বল নহে তাহার শত২ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার যে রূপ, ইহারা আপনাদের গোষ্ঠীতে যেরূপ বাগ্মিতা প্রকাশ করে, ইহাদের ভাষাগত সৌন্দর্য্য যেরূপ, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, যে ইহাদের মানসিক বৃত্তি সমুদয় সম্যক্ বলিষ্ঠ। ইহারা অঙ্কশাস্ত্র শিখিতে অতি তৎপর। ইহাদের মধ্যে অনেকে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই "নিউ টেস্টামেণ্টের" অর্থ করিতে শিখিয়াছে।

ইহারা ধীর প্রকৃতি, প্রসন্ন স্বভাব, ও আতিথেয়ী। ইহারা অধিক পরিশ্রম করে না; এবং অধিক ভক্ষণও করে না। ইহারা সকাল২ নিদ্রাগত হয়, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা হইতে উঠে।

অধিবাসীদের সঙ্খ্যা অধিক নহে। সমুদয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগকে একত্র করিলেও পঞ্চাশ হাজারের অধিক হইবে না।

ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব্বে এখানে লোক সঙ্খ্যা অধিক ছিল। কিন্তু যুদ্ধ নরহত্যা ভ্রূণহত্যা এবং নরবলিদ্বারা সমুদয় লোক প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

সর্ব্বদাই প্রায় ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের যুদ্ধ হইত। প্রত্যেক যুদ্ধেই রুধিরনদী প্রবাহিত হইত। লাঠী, বড়শা, তীর, ধনু ইহাদের যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে "ওরো" দেবের নিকটে নরবলি প্রদান হইত; এবং সকলে একাগ্রচিত্তে তাঁহার সাহায্য-প্রার্থনা করিত। তৎপরে যুদ্ধ-তরি সকল সঙ্গৃহীত ও সুসজ্জিত হইত, যুদ্ধাস্ত্র সকল সম্মার্জ্জিত হইত, এবং দলস্থ লোকদিগকে একত্র করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিগে দূত প্রেরিত হইত। পুরোহিতেরা দেবতাদিগের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিয়া নানাবিধ উপহারে তাঁহাদের পূজা করিত। যুদ্ধার্থে অসঙ্খ্য সৈন্য একত্রীকৃত হইত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এত লোক নিহত হইত, যে তাহাদিগকে রাশীকৃত করিলে শবরাশি নারিকেল বৃক্ষের অগ্রভাগ স্পর্শ করিত। স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের স্বামীদিগের অনুবর্ত্তী হইত। রান্তি নামে সমর-বাগ্মীরা সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিত। রান্তিরা তি লতাদ্বারা কটি বন্ধন করিয়া, এবং তি পত্রাবৃত এক২ তীক্ষ্ণাস্ত্র ধারণ করিয়া সকলকে উত্তেজিত করিত। রান্তিদিগের প্রোৎসাহন-বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে "তরঙ্গের ন্যায় প্রসারিত হও; সমুদ্র তরঙ্গ যেরূপ বেগে প্রবাল প্রাচীরকে আঘাত করে, তোমরাও সেই রূপে শত্রুকে আঘাত কর; সাবধান হও, সমুদয় বল বিস্তার কর, বন্য কুক্কুরের ন্যায় তোমাদের ক্রোধ প্রদীপ্ত হউক; ভাটার জলের ন্যায় শত্রুগণ পলায়ন না করিলে তোমরা প্রত্যাগত হইও না; শত্রু নাশ কর, শত্রু নাশ কর।" যুদ্ধে ধৃত ব্যক্তিরা হয় চিরদাস, নয় দেবতাদের বলি হইত।

১৭৬৭ খৃ অব্দে যখন ইংরেজদের জাহাজ প্রথমে

এই দ্বীপ সকলকে স্পর্শ করিয়াছিল, তখন অধিবাসীরা এই সকল সমুদ্রপোত ও কামান দেখিয়া মনে করিয়াছিল, যে "এই প্রকাণ্ড২ স্থান সকল এক২ দ্বীপ। এই দ্বীপ সকলে দেবতারা বাস করেন। তাঁহাদের আজ্ঞামাত্রে বিদ্যুৎ বিস্ফুরণ ও বজ্র নির্ঘোষ হয়"। দ্বৈপায়নেরা ইংরেজদিগকে দেবতা জ্ঞানে আদর ভয় ও বিস্ময়ের সহিত তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

১৭৯৭ খৃ অব্দে কাপ্তেন উইল্‌সন সাহেব আঠার জন মিশনরিদিগের সহিত ওটাহিটী দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই অবধি এই দ্বৈপায়নেরা এক পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহারা মিশনরিদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। মিশনরিরা প্রয়োজনোপযোগী সমুদয় শিল্প কর্ম্ম জানিতেন। করপত্রদ্বারা মিশনরিদিগকে বৃক্ষচ্ছেদ করিতে দেখিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। ইহাঁদিগকে তরি নির্ম্মাণ ও অস্ত্রগঠন করিতে দেখিয়া তাহারা ভক্তিরসে পুলকিত হইত।

মিশনরিরা প্রথমে সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাহারা ইহাঁদিগকে বিস্তর যন্ত্রণা দিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইহাঁরা এক্ষণে নির্বিঘ্নে ঈশ্বর-কার্য্য সাধন করিতেছেন। এক্ষণে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, ধর্ম্ম এবং পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২ দেশের আচার ব্যবহারেরও পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহারা ইউরোপীয়দের অনুকরণ করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছে।

আর্য্য-ভাষা।

পৃথিবীর সমুদয় ভাষা চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১, আর্য্য ভাষা। ২, সৈমিক ভাষা। ৩, তুরিক ভাষা। ৪, চীন ভাষা।

আর্য্য-ভাষা আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

যেখানে অক্ষ ও যাক্ষার্ত্ত নদী উদ্ভূত হইয়াছে, মধ্য আশিয়ার সেই উন্নত ভূভাগে এক জাতি বাস করিত। তখন বেদের উৎপত্তি হয় নাই, জেন্দাবেস্তার নামও কেহ শ্রবণ করে নাই। তখন ইউরোপ-খণ্ড অন্ধতমসাবৃত ছিল। এই জাতিস্থ লোকেরা আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিত, এবং কৃষি-কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহারা হল-চালন করিতে পারিত; বীজ-বপন করিতে জানিত; রথ্যা প্রস্তুত করিতে পারিত; গৃহনির্ম্মাণ, ও অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল; এবং বস্ত্র-বয়ন করিয়া আপনাদের অঙ্গ আবৃত রাখিত। একহইতে শত সঙ্খ্যা পর্য্যন্ত তাহারা গণিয়াছিল। গো, অশ্ব, মেষ, কুক্কুর প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু সকলকে তাহারা পোষিত করিয়াছিল। লৌহ প্রভৃতি ধাতু সকলের গুণাগুণ তাহারা অবগত ছিল। ইহারা লৌহাস্ত্রের ব্যবহার করিত। ইহারা ভদ্রাভদ্রের ও ন্যায়ান্যায়ের বিবেচনা করিত, পুত্র কন্যার বিবাহ দিত, আত্মীয় স্বজনের যথাবিধি মর্য্যাদা করিত, এবং স্বদেশাধিপতির অনুগত ছিল। ইহারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়া, তাঁহার আরাধনা করিত। যাহারা এই সকল কর্ম্ম করিতে পারিত তাহারা যে সভ্যতা-সোপানে অনেক দূর আরোহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতি একেবারে নাম-শেষ হইয়াছে। এই জাতির সত্তা বিষয়েও অনেকে এক্ষণে সন্দেহ করেন।

ভাষা-বিৎ পণ্ডিতেরা ভাষা সমীকরণদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ইহারাই সংস্কৃত-ভাষী ভারতবর্ষীয়, গ্রীক, রৌমীয়, পারসীক, ইংরেজ, জর্ম্মন্, ফরাসীস প্রভৃতি পুরাতন ও ইদানীন্তন জাতিদের পূর্ব্বপুরুষ। সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিন, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা সমুদায় সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহারা বলেন যে আর্য্যেরা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থানদ্বারা এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন করিয়াছে। গঙ্গাসাগর সঙ্গমহইতে, টেমস্‌নদী নগে, ও আইস্‌লণ্ড পর্যন্ত সমুদয় জাতি এক বংশ সম্ভূত। ইহারা সকলেই পূর্ব্বে এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত; কাল-সহকারে আচার-ভেদে সেই ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন, যে আর্য্যেরা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলে পর, এক দল উত্তর দিগে ও উত্তর পশ্চিম দিগে প্রস্থান করিল, এবং আর দল দক্ষিণ দিগে আসিল। তাঁহাদের মতে, আর্য্যেরা বিভিন্ন হইবার পর, সংস্কৃত ভাষীদের পূর্ব্বপুরুষ ও পারসীকদের পূর্ব্বপুরুষ অনেক দিন একত্র বাস করিত। ভাষা-বিৎ পণ্ডিতদের এই সকল কথা শুনিলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা পারসীক ফরাসীস প্রভৃতি জাতিদিগকে এখন ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি। ইহাদের সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই মনে করিয়া ইহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি। আমরা ইহাদের গুণাগুণ শ্রবণ করিলে ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্র হই। তখন একবারও মনে করি নাই যে আমরা এক বংশহইতে উৎপন্ন; অতএব ইহারা সকলেই আমাদের আত্মীয়; সুতরাং আত্মীয়ের ন্যায় ইহাদের সহিত ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু ভাষা-বিৎ পণ্ডিতেরা সত্য কথা বলিতেছেন কি আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন পূর্ব্বে তাহা স্থির করা আবশ্যক।

সংস্কৃত, জেন্দ্, লাটিন, গ্রীক্ গাথিক প্রভৃতি ভাষা সমুদয়ের শব্দ-বিভক্তির আকৃতি প্রা এক রূপ।

একবচন।

সংস্কৃত		জেন্দ।	লাটিন।	গ্রীক্।
প্র,	ভ্রাতা	ব্রাত	ফ্রাতর্	পাতর্
দ্বি,	ভ্রাতরম্	ব্রাতরেম্	ফ্রাত্রেম্	পাতরা(ন্)
তৃ,	ভ্রাত্রা	ব্রাথ্রুর	..	..
চ,	ভ্রাত্রে	ব্রাথ্রে	ফ্রাত্রি	পাত্রি
প,	ভ্রাতুঃ(র্)	ব্রাথরাৎ	ফ্রাত্রে(ৎ)	..
ষ,	ভ্রাতুঃ	ব্রাতরস্	ফ্রাত্রিস্	পাত্রস্
স,	ভ্রাতরি	ব্রাথ্রি	ফ্রাত্রি	পাত্রি
সম্বো,	ভ্রাতঃ	ব্রাতরে	ফ্রাতর্	

বহুবচন।

প্র,	ভ্রাতরঃ(স)	ব্রাতরো	ফ্রাত্রেস্	পাতরস্
দ্বি,	ভ্রাতৄন্	ব্রাথ্রেযুস্	ফ্রাত্রেস্	পাতরাস্
তৃ,	ভ্রাতৃভিঃ	ব্রাতরেবিস্		
চ,প,	ভ্রাতৃভ্যঃ	ব্রাতরেব্যো	ফ্রাত্রিবস্	পাত্রাসি
ষ,	ভ্রাতৃণাম	ব্রাথ্রুম্	ফ্রাত্রম্	পাতরোন্
স,	ভ্রাতৃষু			পাত্রাসি

এই ভাষা সমুদয়ের ধাতু বিভক্তির আকৃতি প্রায় একরূপ।

সংস্কৃত।		গ্রীক্।	
এক।	বহু।	এক।	বহু।
অস্তি	সন্তি	এস্তি	এন্ত্সি
অসি	স্থঃ	এইস্	এস্তে
অস্মি	স্মঃ	এইমি	এস্মন্

সংস্কৃত।	জেন্দ।	লাটিন্।
বহতি	বজৈতি	বহিৎ
বহসি	বসহি	বহিস্
বহামি	বজামি	বহো

এই সমুদয় ভাষায় সংখ্যাবাচকশব্দ, সর্ব্বনাম, উপসর্গ এবং অন্যান্য অনেক শব্দ একাকার।

এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাষা-

বিৎ পণ্ডিতদের কথা নিতান্ত অযুক্তিমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

বৈদেশিকের কি মনে হয় ?

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥"

বৈশাখ মাসে একদা প্রদোষ সময়ে এক জন অলৌকিকাকৃতি পুরুষ হর্ষোৎফুল্ল নয়নে কাণ্যকুব্জ নগরীর আপণবীথী দ্রব্যজাত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নগরবাসীরা তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ও গম্ভীর ভাব অবলোকন করিয়া কৌতুকাবিষ্টচিত্তে তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া তাহারা জানিতে পারিল যে তিনি তাহাদের কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। পরক্ষণেই তাহাদের প্রতীতি জন্মিল যে তিনি মানুষতাসহজাত আচার ব্যবহারের বিন্দু বিসর্গও অবগত নহেন। তাঁহার আকার প্রকারে বুদ্ধিজ্যোতিঃ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল, সুতরাং তাঁহাকে বর্ব্বর বা বাতুল বলিয়া কাহার এক বার ভ্রমও জন্মিল না। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি তাহাদের সঙ্কেতদ্বারা বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি কে, ইহা জানিতে সকলে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। নগরবাসীরা তাঁহাকে দিব্য পুরুষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে উদ্যত হইল। তিনি তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই ভাবে গগণমণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিলেন, যে সকলে বুঝিতে পারিল, যে তাহারা যে দেবের আরাধনা করিয়া থাকে, তিনিও সেই দেবের উপাসক। পরম্পরায় নরপতির কর্ণগোচর হইল, যে 'এক জন দিব্যাকৃতি পুরুষ নগর মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন; ইনি কাহাকেও কোন কথা বলেন না, এবং কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর প্রদান করেন না।' নরপতি কৌতুকপরবশ হইয়া, অমাত্যদ্বারা তাঁহাকে রাজবাটীতে আনাইলেন, এবং অশেষ রূপে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অতিথি সাতিশয় যত্ন সহকারে কাণ্যকুব্জভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিন কতকের মধ্যেই কাণ্যকুব্জ ভাষায় আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতে তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল। এক দিন নরপতি তাঁহার নাম ধাম জানিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অতিথি সেই দিন সূর্য্যাস্তের পরে তাঁহার কৌতুক-শান্তি করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সে দিন পূর্ণিমা তিথি। সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। মন্দ ২ মলয় বায়ু সঞ্চারিত হইতে লাগিল। নিশানাথ উৎসব বেশ ধারণ করিয়া স্মিতবিকসিত মুখে আবির্ভূত হইলেন। এমন সময়ে অতিথি মহীপতির হস্ত ধারণ করিয়া প্রাসাদোপরি উত্থিত হইলেন। প্রাসাদবলভিহইতে সমুদয় নগর বীক্ষিত হইতে লাগিল। কাণ্যকুব্জ সে দিন এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। বসন্তের সমাগমে তরুগণ মঞ্জরিত হইয়া কোকিল-কূজিত হইতেছিল। আলোকমালা জাহ্ণবী-জলে প্রতিফলিত হইতেছিল। কোন স্থানে বীণা বেণু মৃদঙ্গ শব্দ শ্রোত্রে সুধাবর্ষণ করিতেছিল। কোথাও বা আপণিকেরা বহুমূল্য দ্রব্যজাত সুসজ্জিত করিতেছে। কোথাও বা বর-বধূ আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত ও আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া

প্রণয় সম্ভাষণ করিতেছে। আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র প্রহরীবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতিথি এই সকল হৃদয়-বিমোহন পদার্থ অবলোকন করিয়া অনেক ক্ষণ নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। কতক-ক্ষণ পরে এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদেবের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিছু কাল এতদবস্থ থাকিয়া নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; “রাজন্! আমি গ্রহ-পতিকে এরূপ সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম বলিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না। আমি চন্দ্র-লোকে বাস করিতাম। আমি দুষ্ট কৌতূহল পর-বশ হইয়া অশেষবিধ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছি; এবং জন্মভূমির অবমাননা করিয়া আপন দোষে কষ্টভোগ করিতেছি। প্রতি রজনীতে আমাদের নভোমণ্ডলে অসামান্য জ্যোতিষ্মান্ পৃথিবীগ্রহ পরিবীক্ষণ করিয়া, আমি অপরিসীম আনন্দ ও বিস্ময় পরিপূর্ণ হইতাম; এবং পৃথিবীতে আসিয়া ধরণীতলস্থ পদার্থ সমূহ দর্শন করিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতাম। বিধাতা আমার মনোভাব জানিতে পারিয়া আমার বাসনা পরিপূর্ণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিন্তু অনুমতি দিবার সময়ে এই কথা বলিলেন, যদি পৃথিবী পদার্থ দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে চিরদিন তোমাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে, এবং পৃথিবীবাসীরা যে সমুদয় দশাপরতন্ত্র, তোমাকেও সে সকল দশা ভোগ করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। বিধাতার ইচ্ছাবলে আমি শূন্যমার্গে এই স্থলে উপস্থিত হইয়াছি। এখন ভাল হউক, আর মন্দ হউক, আমাকে এই স্থানেই বাস করিতে হইবে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের আচার ব্যবহার কি রূপ, এবং কি রূপে আপনারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।”

কাণ্যকুব্জরাজ বলিলেন, “আমি আপনার কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। চন্দ্র-লোকে আপনারা কি রূপ ঐশ্বর্য্য ও স্বাতন্ত্র্য ভোগ করেন, তাহা আমি অবগত নহি; কিন্তু আমি মনের সহিত আপনাকে সভাজন করিতেছি। আপনি পৃথিবীর মধ্যে এক উৎকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে আর কোন স্থানেই কাণ্যকুব্জের মত সমৃদ্ধ নগর দেখিতে পাইবেন না। এখানে সকলেই সুখী। এখানে চিন্তা নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই। সকলেই চির দিন শাস্ত্রালাপ করে, এবং সকলেই ঈশ্বরের গুণগান করিতে২ পরমানন্দে কালাতিবাহন করে। কাণ্যকুব্জ সমুদয় উৎকৃষ্ট রমণীয় মনোহর পদার্থের কেন্দ্রস্বরূপ এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপনি অশেষবিধ উপাদেয় সামগ্রী ভক্ষণ করিবেন, সুশীতল সুগন্ধ বারি পান করিবেন, দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিবেন, তালময় বিশুদ্ধ মধুর গীতি শ্রবণ করিবেন, এবং মহাকবিদিগের নাটক সকলের অভিনয় দর্শন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবেন।”

অতিথি এই সকল কথা শুনিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। নরপতি তাঁহাকে সমুদয় সম্ভ্রান্তদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। অতিথি তাঁহাদিগের সহবাসে যথা কথঞ্চিৎ সময় যাপন করিতে লাগিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে মানুষদিগের আচার ব্যবহারে তাহার কিছু২ আস্থা জন্মিতে লাগিল।

এক দিন অতিথি সন্ধ্যাকালে নরপতির সহিত নগর বহির্ভাগস্থ এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। রাজা দেখিতে পাইলেন, চারিটা চিতা জ্বলিতেছে; এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। অতিথি তাহা-

দের শ্রবণপীড়ন করুণস্বর শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন; এবং ঐ সকল জ্বলন্ত সামগ্রী কি, ও কেনই বা ঐ সকল ব্যক্তি ঐ সকল জ্বলন্ত সামগ্রী পরিবেষ্টিত করিয়া ঐ রূপ কষ্টসূচক শব্দ করিতেছে, রাজাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা বলিলেন, "এটা শ্মশানভূমি।"

অতিথি বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

নরপতি বলিলেন, "আমরা আমাদের মৃত ব্যক্তিদিগকে এই স্থানে অগ্নিদগ্ধ করিয়া থাকি।"

অতিথি খিন্নহৃদয়ে কহিলেন, "আর্য্য! আমি মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি কি বলিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মরিয়া যাওয়া কাহাকে বলে?"

রাজা যত স্পষ্ট পারেন, বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন।

"আমি এবারেও আপনার কথায় প্রবেশ করিতে পারিলাম না। চন্দ্রলোকে মরণ কাহাকে বলে, আমরা কিছু জানি না। পৃথিবীতে আসিয়া তোমাদের মুখেও ত এ শব্দ কখন শ্রবণ করি নাই। আমার অতিশয় কৌতুক বৃদ্ধি হইতেছে। আপনাকে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, মহাশয় আমার কৌতূহল পরিপূর্ণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, ইহার ভিতর কিছু বিশেষ কথা আছে। আপনি যত বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, বোধ হয়, সকল অপেক্ষা ইহা অধিক প্রয়োজনীয়।"

নৃপতি বলিলেন, "আর্য্য! আপনার কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। মৃত্যু কাহাকে বলে আপনি জানেন না। সকল মনুষ্যকেই মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে হয়। মৃত্যুর হস্ত-হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। আজি হউক, কালি হউক, আর দু দিন পরেই বা হউক, সকলকেই যমদেবের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যদি চন্দ্রলোকে মৃত্যু না থাকে, তাহা হইলে আপনি এই মুহূর্ত্তেই চন্দ্রলোকে প্রতিগমন করুন। পৃথিবীতে থাকিলে কেহই আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

অতিথি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "চন্দ্রলোকে যাইবার আমার আর পথ নাই। আমাকে চিরকাল পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে। তোমাদের যে দশা, আমারও সেই দশা। হায়! আমি পূর্ব্বে এ সকল কথা জানিলে কোন রূপেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে চাহিতাম না। শেষে কি এই হইল? আপনি মৃত্যু বলিয়া কাহাকে উল্লেখ করিতেছেন, যদিও আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, তথাপি আমার বোধ হইতেছে, ইহা এক ভয়ঙ্কর সামগ্রী। মহাশয়! এই হতভাগ্যের প্রতি যদি আপনার কিছুমাত্র দয়া থাকে, আপনি কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া, আমাকে মৃত্যুর প্রকৃতি বুঝাইয়া দিউন।" এই কথা বলিতে২ তাঁহার বাক্য অস্পষ্ট হইয়া পড়িল, কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল, মুখ বিবর্ণ হইল, কপোলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, এবং ললাটে বিন্দু২ ঘর্ম্মবারি লক্ষিত হইল।

রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মহা বিপদে পড়িলেন; কি করেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরিশেষে অতিথির দুঃখাক্রান্ত চিত্তকে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করিবার মানসে বলিলেন, "মৃত্যুর প্রকৃতি বুঝাইয়া দিবার আমার ক্ষমতা নাই। আমাদের গুরু পুরোহিতেরা আপনাকে এ বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।"

অতিথি তাঁহার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আপনার ক্ষমতা নাই আবার কি? আপনি এই মাত্র বলিলেন সকলকেই এক বার প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং আমি ভাবিয়াছিলাম সকলেই মৃত্যুর প্রকৃতি কি রূপ, তাহা

বিলক্ষণ অবগত আছে। তবে কি, সকলকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না; কেবল গুরু পুরোহিতদিগকেই মৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হইবে?"

রাজা আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে এক দেবমন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর অতিথি বুঝিতে পারিলেন, যে মানুষদের অবস্থিতির নিমিত্ত পৃথিবী ভিন্ন আর এক স্থান আছে, তাহাকে সকলে 'পরলোক' বলে। সেখানে কাহাকেও বা অনন্ত-নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কেহ বা চিরদিন দিব্য সুখ অনুভব করে—কেহ ইহলোকে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিলেই পরলোকে চিরকাল সুখ ভোগ করিতে পারিবে—এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় প্রীতিবিস্ফারিত হইল, এবং নয়নহইতে অনবরত আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ধার্ম্মিকদিগকে সহস্র ২ সাধুবাদ দিলেন; এবং সেই সকল প্রিয়কার্য্য কি? তাহা জানিতে অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন।

ধার্ম্মিকেরা বলিলেন, "তুমি আজি এই পর্য্যন্ত জানিয়া ক্ষান্ত হও। আগামি কল্য, সেই সকল প্রিয়কার্য্য কি? তাহা বুঝাইয়া দিব।"

অতিথি বলিলেন, "আপনারা এই মাত্র কহিলেন, যে কোন্ সময়ে কাহার মৃত্যু হইবে, তাহা কেহ অবগত নহে; এমন কি, এই দণ্ডেই আমার প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। তবে কেন, আপনারা সেই সকল প্রিয়কার্য্য-বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন না? সেই সকল প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিতে করিতেই যদি আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? আপনাদিগকে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে এক ক্ষণের জন্যেও সে সকল বিষয়ে উপদেশ দিতে বিলম্ব করিবেন না।"

ধার্ম্মিকেরা অতিথির হস্ত এড়াইতে না পারিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-বিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্বসমুদয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। অতিথি একাগ্রচিত্ত হইয়া আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। "সেই সকল প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে অধিক কষ্ট হয় না, অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারা যায়," এই কথা শুনিয়া, তাঁহার গাত্র হর্ষে পুলকিত হইল, হৃদয় প্রীতি-তরঙ্গিত হইতে লাগিল, এবং নেত্রহইতে আনন্দ-জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি যখন শুনিলেন যে সেই সকল প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে যদি কিছু কষ্ট হয়, ঐহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নিঃশেষিত হইবে, তখন আর তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিল না।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, যে অতিথি সেই দিনহইতে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এক ক্ষণের নিমিত্তেও তিনি পাপকর্ম্মে আস্থা প্রকাশ করিতেন না। ভ্রমক্রমেও একটী অন্যায় কর্ম্ম করিলে, তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেন। যদি কেহ তাঁহাকে কোন পাপ কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে এই উত্তর দিতেন, "তোমরা কেন বৃথা কর্ম্মে সময়-ক্ষেপ কর। তোমাদের কি এক বারও মনে হয় না যে চিরকাল তোমরা এখানে থাকিতে পাইবে না? মৃত্যুর সময়-বিবেচনা নাই। যখন ইচ্ছা তিনি তোমাদের কেশ গ্রহণ করিবেন। তোমরা মৃত্যুর অধিকারে থাকিয়াও মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। প্রত্যহ দর্শন কর বলিয়া ইহাকে অসাধারণ বলিয়া আর তোমাদের বোধ হয় না। কিন্তু এক বার ভাবিয়া দেখ যদি এই দণ্ডেই তোমাদিগকে পরলোকে গমন করিতে হয়, তাহা হইলে তথায় তোমাদের কি দুর্দ্দশা হইবে। আমি জানিতে পারিয়াছি, পুণ্যকর্ম্ম সদ্গতির একমাত্র উপায়। আর বিলম্ব করিও না; পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।"

ছুছুন্দরী।

আমরা এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে জন্তুর আকৃতি অঙ্কিত করিলাম, সকলেই তাহাকে অবলোকন করিয়াছেন। সকলেই তাহাকে জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করেন। ছুঁচা মনে পড়িলেই কুৎসিত দুর্গন্ধ-পূর্ণ স্থানের স্মরণ হয়। আমরা অধম দুষ্টপ্রবৃত্তি লোকদিগকে এই জন্তুর নামে সম্বোধন করিয়া থাকি। ইহাদের গাত্রে পাদস্পর্শ হইবামাত্র আমরা চকিত হইয়া উঠি। যদি কখন এই কদাকার জন্তুকে বধ করিতে পারি, মনে হয় যেন পৃথিবীহইতে একটা হিংস্র জন্তুকে নিষ্কাসিত করিয়া বসুন্ধরার ভারমোচন করিলাম। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, যে ছুঁচার দন্ত বিষময়। তাহাদ্বারা দংশন করিলে প্রাণনাশ না হউক, অনেক অপকার হইবার সম্ভাবনা।

ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি-বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত না থাকাতেই আমাদের এই সকল কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি-বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিতে অনেকের ইচ্ছাও হয় না। পৃথিবীতে এত মনোহর পদার্থ থাকিতে কদাকার ছুঁচা লইয়া কালক্ষেপ করিব কেন? সহস্র ২ অত্যাবশ্যক পদার্থেরও আকার-প্রকার-বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না; যত ক্ষণ ছুঁচা লইয়া সময় যাপন করিব, তত ক্ষণ তাহাদের বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব। কেহ কি কখন রজনীগন্ধা, শেফালিকা, কুমুদ, পদ্ম, গোলাপ, চম্পক প্রভৃতি সুগন্ধ কুসুম থাকিতে ঘেঁটু ফুলের আদর করিয়া থাকে? না কোকিলের পীযূষ-সদৃশ সুমধুর কুহূরব শ্রবণ না করিয়া কাকের কর্ণকঠোর শব্দে কর্ণপাত করে? যাঁহারা এই সকল আপত্তি উত্থাপিত করেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য আছে যে জগতের হিত সাধনার্থে গোলাপ পদ্ম শেফালিকা কোকিলাদিহইতে ছুঁচা সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। কোকিলস্বরে কোন বিশেষ

উপকার নাই; কিন্তু ছুঁছা পূত পদার্থ ভক্ষণ করিয়া আমাদিগের স্বাস্থ্যতা সিদ্ধ করে; তদভাবে পয়ঃপ্রণালীয় পূত পদার্থসমস্ত গ্রামে মারীভয় উৎপন্ন করিতে পারে। এপ্রকার উপকারী জীবের আলোচনা কাহারও পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না। অপর জ্ঞানীর নিকটে কোন সামগ্রীই অকিঞ্চিৎকর নহে। তিনি সকলকেই সমান দৃষ্টিদ্বারা দেখেন। তিনি প্রকাণ্ড মদকল দ্বিরদের প্রতি যেরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও সেই রূপ যত্ন করেন। তিনি বসন্ত রজনীতে মন্দ২ মলয় বায়ু সেবিত হইয়া, নক্ষত্ররাজি-বিভূষিত নভোমণ্ডলে নিশানাথের কক্ষা নিরূপণ করিতে২ যে রূপ আনন্দ পরিভোগ করেন, বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কিরণোত্তাপিত হইয়া এক খণ্ড যৎসামান্য প্রস্তরের অঙ্গসংস্থা নির্ণয় করিতে করিতেও সেই রূপ সুখভোগ করেন। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তি উত্থাপিত করিয়া আমাদের ছুছুন্দরের অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা কেবল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া আলস্যে কালযাপন করিতে তৎপর; কোন বিষয়েই জ্ঞান লাভ করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা নাই। কিন্তু হে পাঠকবর্গ! তোমরা ঐ সকল শয়ন-বিলাসী সুকুমার ব্যক্তিদিগের বাক্যে প্রতারিত হইও না। তোমরা কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া এই প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পাঠ কর। আমরা তোমাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের পরিশ্রম নিস্ফল হইবে না। তোমরা ছুছুঁন্দরীর আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ক সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলে অপারিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইবে; এবং জগদীশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিতে২ তোমরা আনন্দে পুলকিত হইবে।

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ছুছুন্দরের শরীর মাংসল, স্থূল, ও লোমশ। মস্তক দীর্ঘ ও শুণ্ডাকৃতি। নেত্র ক্ষুদ্র। বাহিরে কর্ণচিহ্ন নাই। সম্মুখের পাদদ্বয় ক্ষুদ্র, ও আয়ত। প্রত্যেক পাদে পরস্পর সংসৃষ্ট পাঁচ২ অঙ্গুলি আছে। অঙ্গুলির অগ্রভাগে মৃত্তিকা খননোপযোগী নখ আছে। পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বয়েও পাঁচ২ অঙ্গুলি আছে। কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও হীনবল। ইহাদের লাঙ্গুল ক্ষুদ্র এবং দন্তসঙ্খ্যা সমুদয়ে চুয়াল্লিশটা।

আপাততঃ মনে হয় যে ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল অসম্পূর্ণ। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ বলিয়া বোধ হইবে না। ইহারা গর্ত্তাশ্রয়ে যাপন করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে: ইহাদিগকে চিরকাল ভূমির অধোভাগেই অবস্থিতি করিতে হইবে, সুতরাং ইহাদের অঙ্গসংস্থা তদুপযোগী হইয়াছে। ইহাদের অগ্রভাগের ব্যায়ত সবল ক্ষুদ্র তির্য্যক্স্থাপিত পাদদ্বয় হস্তের কার্য্য করে; ইহারা তদ্দ্বারা মৃত্তিকা খনন, গৃহনির্ম্মাণ এবং ভক্ষ্য কীটের প্রাণ বধ করিতে পারে। পাদদ্বয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলে ইহারা শীঘ্র২ তাহার চালনা করিতে পারিত না; এবং এখন যেমন দ্রুতপদে গমন করিতে পারে সেরূপ হইলে কদাপি তাহা পারিত না। অগ্রিম পাদদ্বয় তির্য্যক্ স্থাপিত হইয়া এই সুবিধা হইয়াছে যে ইহারা মৃত্তিকা খনন করিয়া অনায়াসে তাহা পশ্চাৎ ভাগে ফেলিয়া দিতে পারে। ইহাদের মাংস অত্যন্ত দৃঢ়। তীক্ষ্ণ ছুরীদ্বারা অতি কষ্টে তাহা বিদ্ধ করিতে পারা যায়। গাত্র-লোম-গুলি অতি ক্ষুদ্র, সান্দ্র, এবং অত্যন্ত কোমল। ইহারা প্রায় কৃষ্ণ ধূসর বর্ণ; কিন্তু কোন২ প্রদেশে চিত্রাঙ্গ ছুছুন্দরও লক্ষিত হয়।

হঠাৎ মনে হইতে পারে যে জগৎস্রষ্টা ইহাদের চক্ষু অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিয়া ইহাদিগের প্রতি বিড়ম্বনা করিয়াছেন; পরন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে

ব্যক্ত হয় যে তদ্দ্বারা তাহাদের প্রচুর উপকার হইয়াছে। যে সকল জন্তু ভূমির অধোভাগে বাস করে তাহাদের দর্শনশক্তি তীক্ষ্ণ হইবার আবশ্যক নাই। অল্প২ দেখিতে পাইলেই যথেষ্ট। ইহাদের নেত্র অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইলে অনবরত খনিত মৃত্তিকাদ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যাইত। জগদীশ্বর ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই; ইহাদের নেত্র অবিরল লোমাবৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের নেত্রের আবরণের নিমিত্তে আর এক অত্যুৎকৃষ্ট উপায় নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যেক চক্ষুতে এক২ মাংসপেশী সংযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা ইচ্ছা মতে ইহারা চক্ষু আবৃত রাখিতে পারে।

ইহাদের দর্শনশক্তি প্রবল নহে, বোধ হয় যেন সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবার নিমিত্তই ইহাদের শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা দূরহইতেই বিপদাগম জানিতে পারে; এবং ঘোরতর অন্ধকারে গন্ধদ্বারা খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান পায়। চক্ষু না থাকিলে যে সকল অপকার সম্ভাবনা, ইহাদিগের পক্ষে কর্ণ ও নাসিকাদ্বারা তাহা দূরীকৃত হইয়াছে।

বসন্তকালে ছুছুন্দরী একেবারে চারি পাঁচটী সন্তান প্রসব করিয়া চারি পাঁচ মাস সন্তানদিগকে লালন পালন করে। তাহার পরে তাহারা আপনারা স্বাধীনবৃত্তি হয়।

ইহারা কীটাশী। ইহাদের ক্ষুধা অতি প্রবল। বোধ হয় "ছোঁচা" শব্দটী ছুঁছা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সর্ব্বদাই ভক্ষ্য দ্রব্যের অন্বেষণ করে। ইহারা কোন মতেই উপবাস সহ্য করিতে পারে না। কিঞ্চুলুক (কেঁচো) ইহাদের প্রধান ভক্ষ্য। ইহারা অন্যান্য কীটও ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা কখন২ রাত্রিতে আপনাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া আহারের অন্বেষণে ভূমির উপরিভাগেও বেড়িয়াথাকে। যদি কোন স্থানে ক্ষুদ্র পক্ষী, মূষিক, ভেক অথবা কৃকলাস দেখিতে পায়, তাহা হইলে সকলে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া অমনি তাহাদের প্রাণবধ করে। রাত্রিতে আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইলে, কখন২ দিবাভীত নক্তঞ্চর পেচকেরা ইহাদিগকে বিনষ্ট করে।

ছুঁছার ক্ষুদ্র আকার দেখিলে প্রথমে মনে হয়, যে ইহারা অতি বেগে যাইতে পারে না? কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে ইহারা প্রায় ঘোটকের ন্যায় দৌড়িতে পারে।

ইহারা অতিশয় জল-প্রিয়। যদি ইহাদের বাসস্থানের নিকটে জল না থাকে, তাহা হইলে ইহারা ক্ষুদ্র২ কূপ খনন করে। বৃষ্টির জলে সেই সকল কূপ পরিপূরিত থাকে। যদি কোন মতে জল না পায়, তাহা হইলে ইহারা আপনাদের বাসস্থান পরিবর্ত্ত করে। ইহারা বিলক্ষণ সাঁতার দিতে পারে; এবং সন্তরণদ্বারা নদী পর্য্যন্ত পার হয়।

পুং ছুঁছা যত আছে, স্ত্রী ছুঁছা তত নাই। এই নিমিত্ত বসন্তের প্রারম্ভে ইহাদের ভয়ঙ্কর কলহ উপস্থিত হয়। ইহারা অতিশয় স্ত্রৈণ। যদি ছুছুন্দরী কূটযন্ত্রে বদ্ধ হয়, তাহা হইলে ছুছুন্দর তাহার নিকটে প্রাণত্যাগ করে।

ইহারা কাহারও কোন অপকার করে না। বরং জঘন্য কীট নষ্ট করিয়া মানুষের উপকারই করে।

ইহারা আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে যে রূপ কৌশল প্রকাশ করে, তাহা অবলোকন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ছুছুন্দরেরা আপনাদের বসতির নিমিত্ত এক২ দুর্গ প্রস্তুত করে। শাবক প্রসব করণার্থে সূতিকা-গৃহ দুর্গহইতে অনেক দূরে অবস্থিত থাকে। সূতিকা-গৃহে শৈবাল নির্ম্মিত সুকোমল শয্যা দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গহইতে মৃগয়া ভূমিতে যাইবার নিমিত্ত এক২ প্রশস্ত রথ্যা থাকে। দুর্গের সহিত দুই চক্রাকার গৃহশ্রেণী সংযুক্ত আছে।

এই সকল দেখিলে আমাদের ছুঁছার প্রতি আ-

দর ভিন্ন অন্য মনোভাবের উদ্রেক হয় না। আমরা ছুঁছাকে যেরূপ কদর্য্য জন্তু মনে করিতাম, এক্ষণে আর সেরূপ মনে হয় না। বরং ইহার নিকটহইতে অনেক জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া, ইহার নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে হয়। যখন মনে করা যায় যে বঙ্গদেশে ধনাঢ্য মহিলারাও সূতিকা-গৃহে একখানি ছেঁড়া মাদুর ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হন না, এবং ঐ গৃহ অধমত্বের নিদান বলিয়া নির্ণীত হয়, ও তৎপার্শ্বে ছুঁছার উষ্ণ প্রশস্ত সূতিকা-গৃহে শৈবালের সুকোমল শয্যা দেখা যায়, তখন তাহাকে বঙ্গবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলে বলা যায়, ফলে বঙ্গবাসীরা তাহার নিন্দা না করিয়া তাহার নিকট সূতিকা গৃহের অবশ্য কর্ত্তব্যতা শিখিলে ভদ্র হইতে পারেন।

অরণ্য-কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

“হায়! শেষে কি এই হইল! আমি এক বার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে অবশেষে আমাকে এই দুর্দশায় পড়িতে হইবে। হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মনের ভিতর কিরূপ হইতেছে, তাহা আমিই বুঝিতে পারিতেছি। ভাই রমাই! আর কি কখন পুষ্পপুরী আমার নয়নানন্দকর হইবে? হা বিধাতা! কেন তুমি আমার স্কন্ধে এরূপ যন্ত্রণা চাপিয়া দিলে? আমার বিষ খেয়ে মরাই ভাল। ভাই, তুমি গাড়ি লোক জন বিদায় করিয়া দাও। রাত্রি প্রভাত হক; রাজপুরুষেরা আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করুক। গুপ্তভাবে থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল।”

“ছি শ্যাম! এত অধীর হও কেন? ভাবনা কি? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে এই সুখাস্পদ ও সর্ব্বদুঃখ মূলীভূত পুষ্পপুরীকে পুনর্ব্বার তোমার আনন্দালয় করিব।”

বিখ্যাত ব্যবহারাজীবী রমানাথ তাঁহার বন্ধু শ্যামাচরণকে এই রূপ বুঝাইয়া সস্ত্রীক সুহৃদকে গাড়ীতে চাপাইয়া বিষণ্ণ-বদনে শোণপারে গমন করিলেন। তখন রাত্রি দুই প্রহর। ঘোর অন্ধকার। অল্প ২ বৃষ্টি হইতেছে। নিশানাথের গুপ্তভাব, এবং দুঃখের আধিক্য শ্যামাচরণকে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন করিল।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী মন্দাকিনী, ‘জন্মভূমি পুষ্পপুরীর সহিত সম্পর্ক রহিত হইল’ মনে করিয়া এক বার শেষ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু এই অরুন্তুদ ভাবনাটী আর সহ্য করিতে না পারাতে দুঃখবন্ধন সকল ছিন্ন হইল। এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, মন্দাকিনী এই কয়েকটী কথা অতি কষ্টে উচ্চারণ করিলেন। “পুষ্পপুরি! এই আমার শেষ হইল।” অনবরত অশ্রুধারা কপোলদেশে বহিতে লাগিল। তিনি আর কিছু বলিতে না পারিয়া হৃদয়-দলন দুঃখের নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন।

কিয়ৎমাস পূর্ব্বে, সম্মান সৌভাগ্য বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কত সুখভোগ করিয়াছেন, এবং এখনই বা কি অবস্থায় দেশহইতে দূরীভূত হইতেছেন, এই সমুদয় স্মৃতি পথে আবির্ভূত হইয়া অত্যন্ত যাতনা দিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ এই যে, এই সকল ব্যাপার এত শীঘ্র ২ ঘটিয়াছে, যে তাঁহার বিদেশস্থ একমাত্র পুত্র মোহিনী-মোহনকে তাঁহাদের দুরবস্থার বিন্দু-বিসর্গও জানাইতে পারেন নাই।

শ্যামাচরণ বনেদি ঘরের সন্তান। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং পিতার সমস্ত ধনের অধিকারী হইয়া লেখা পড়ার প্রতি অবহেলা করিয়াছিলেন। কুসংসর্গে প্রবৃত্ত হইয়া পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।

মন্দাকিনী সদ্বংশজাতা। তাঁহার সহিত বিবাহ

হইবার পর, শ্যামাচরণ প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া কুপ্রবৃত্তির হস্ত প্রায় এড়াইয়াছিলেন। কিন্তু পুষ্পপুরীতে ঐশ্বর্য্য থাকার কি অসাধারণ গুণ! কিয়দ্দিনমধ্যে তিনি বিবাহের পূর্ব্বাবস্থায় পুনঃ পতিত হইলেন। তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত পাপিষ্ঠ নন, কিন্তু সংসর্গ-দোষে সকলি করিতে পারে। দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। ক্রমে২ আপনার যথাসর্ব্বস্ব হারাইলেন। যখন পলাইবার পথ ছিল, তখন কিছু না করিয়া পাপিষ্ঠ উপায়ে নষ্ট ধন পাইবার পথ দেখিতে লাগিলেন। দ্যূতক্রীড়া-সুলভ দোষ সকল স্কন্ধে চাপিল; এবং অবশেষে ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, সঙ্গে লইয়া, দেশহইতে অপমানাবৃত হইয়া দূর হইতে হইল।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যে পুষ্পপুরীর দক্ষিণে কোন এক নিভৃত পল্লীগ্রামে যথাকথঞ্চিৎ রূপে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন। সঙ্গে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, অত্যন্ত প্রভুপরায়ণ একমাত্র পরিচারক, এবং এক জন দাসী ছিল।

পরিচারক রামধন গাড়িবান হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে গিয়া গাড়ী এক মাঠের মধ্যে পড়িল। পথ অত্যন্ত বন্ধুর, ও অল্পবিস্তৃত। ঘোড়া আর চলিতে পারে না। এক চৌমাথায় গাড়ী পৌঁছিল। রামধন কোন্ দিগে যাইতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া রশ্মিনিযন্ত্রণ করিয়া, শ্যামাচরণকে পথ জিজ্ঞাসা করিল। গাড়ী হঠাৎ থামাতে, শ্যামাচরণ চকিত হইয়া উঠিলেন। পরে, আপনিও পথ চিনিতে না পারিয়া গাড়ীহইতে অবতীর্ণ হইলেন।

ভয়ানক অন্ধকার! কোন দিগ্ দৃষ্টিগোচর হয় না। সৌভাগ্যক্রমে এক পাদ ক্রোশ দূরে একটা আলোক দৃষ্ট হইল। গাড়ী সেই খানে থামিতে বলিয়া সশঙ্ক হৃদয়ে এই গর্ত্তে পড়ি মনে করিতে২ শ্যামাচরণ সেই আলোকাভিমুখে গমন করিলেন। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, যে একটী পুরাতন বাড়ীর গবাক্ষদেশহইতে ঐ আলোকটা বাহির হইতেছে। ক্রমে২ দ্বারসন্নিকটবর্ত্তী হইয়া অবহিত হইয়া কর্ণ পাতিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড বায়ুর গর্জ্জন শব্দ ব্যতীত আর কিছুই কর্ণগোচর হইল না। দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন; কত ক্ষণে এক জন অতি কর্কশ স্বরে 'তিনি কি চান' জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "আমি পথিক; পথ হারাইয়াছি। নিকটবর্ত্তী গ্রামে কোন্ পথ দিয়া যাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিন। সে উত্তর করিল, "উ! সে এখান থেকে তিন ক্রোশ দূর। যদি ইচ্ছা হয়, আজি এখানে থাকিয়া যাও।" শ্যামাচরণও রাত্রির গতিক দেখিয়া মনে করিলেন, 'প্রভাত পর্য্যন্ত এখানে থাকাই ভাল।' কিন্তু এ কি প্রকার বাড়ী? 'অন্তর্নিবাসীরাই বা কি প্রকার লোক,' ইহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বার মুক্ত করিতে প্রার্থনা করিলেন। এক দীর্ঘাকার পুরুষ, আলোক হস্তে দ্বার খুলিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া একটা কুঠরীতে লইয়া গেলে দেখিলেন; এক কোণে একটা শয্যা পড়িয়া আছে। ঘরটা লবণজর্জ্জরিত, অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়, যেন কত কাল লোকের সঙ্গে অপরিচিত। অতি উচ্চে লৌহ দণ্ডাবৃত একটা স্বল্পপ্রসার গবাক্ষ দিয়া হুহু শব্দে বাতাস আসিতেছে। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বোধ হইল, যে এ স্বয়ং মৃত্যুর আবাস স্থান। তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরে যাইতে মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু সেই দীর্ঘাকার পুরুষ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার বদ্ধ করিল। শ্যামারণ একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। অতি উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই উত্তর পাইলেন না। পলাইবার পথ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মনে করিলেন, ইহারা দস্যুবর্গ; লোকহত্যা ইহাদের

ব্যবসা; ইহাদের হস্তে বুঝি আজি দুঃখশেষ হইবে; কিন্তু পরিবারের দশা কি হইতেছে ভাবিয়া একেবারে বজ্রাহত হইলেন। কি করেন, উপায় নাই; অতএব কপালে যা থাকে বলিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তোলিত হস্তে মৃত্যুর ক্ষণে২ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে উপরে কথাবার্ত্তার যে শব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন, তাহা থামিল। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড পরে বায়ুর গর্জ্জন শব্দের মধ্যাবসরে তাঁহার বোধ হইল, যেন কোন স্ত্রীলোকের মন্দ স্বর করুণধ্বনি শুনিলেন। হঠাৎ মনে হইল যে বুঝি দস্যুরা তাঁহার গাড়ি টের পাইয়াছে; এবং ঐ ধ্বনি বুঝি মন্দাকিনীর। পরক্ষণেই আবার মনে হইল যে, বুঝি তাঁহার বন্ধু রমানাথ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পণ করিবার মানসে ঐ সমস্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু মনে মনে করিলেন যে মানুষ এত পাপিষ্ঠ হইতে পারে না। রমানাথ এরূপ নরাধম কখনই নয়, যাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্ন তিনি সহস্র বার অবলোকন করিয়াছেন। এই সকল তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে পাদসঞ্চরণ শব্দ শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই দ্বার মুক্ত হইল। সেই কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ, আলোক হস্তে, একটী ষোড়শবর্ষীয়া পরম সুন্দরী বালিকাকে টানিয়া আনিতেছে। কন্যার সর্ব্বাঙ্গ অশ্রু ধৌত হইতেছে। দেখিয়া বোধ হইল যে বুঝি প্রকৃতি দেবী আপনার সমুদয় সৌন্দর্য্য একত্রীকৃত করিয়া তাহাকে গড়িয়াছেন। কেশাবলি বিশৃঙ্খল হইয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে। কর্ণ বিস্তারিত নয়নযুগল অশ্রুধারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্যামাচরণ তাঁহাকে কৌতুক বিস্ময় ও ভয়াবিষ্ট নয়নে স্থির দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

বহুবাজারস্থ ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীর ষ্টানহোপ যন্ত্রে অনেক গুলি উত্তম বাঙ্গালী গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজার "মেঘনাদ বধ," তিলোত্তমা" ও "শর্ম্মিষ্ঠা" প্রভৃতি প্রশংসনীয় কাব্য সকল ঐ মুদ্রাকারকদিগের প্রযত্নে অতি উপাদেয় অবয়বে জনসমাজে সমর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা সম্প্রতি "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীদিগের পাঠোপযুক্ত জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাব প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, এবং যে দুই খণ্ড পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে সম্যক্ প্রতীত হইতেছে যে কথিত পত্রে প্রকাশকদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক। তাঁহারা স্ত্রীদিগের সুবোধ জন্য যে ভাষার অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সুবোধ্যও বটে এবং সাধুও বটে; উপদেশার্থে তাহা সর্ব্বমৎপ্রকারে উপযুক্ত হইয়াছে। যে সকল প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে ভূগোলের প্রস্তাবদ্বয় ও শিশির বিষয়ক প্রবন্ধ বঙ্গাঙ্গনাদিগের পক্ষে কঠিন মানিতে হইবে; ঐ সকল বিষয়ের নিমিত্ত সকলের সুজ্ঞাত উদাহরণ সহকারে অত্যন্ত সরল ভাষায় কথোপকথন প্রথার অবলম্বনে প্রস্তাব লিখিলে এতদ্দেশীয় মহিলাদিগের উপকার হইতে পারে; তদন্যথায় পত্রিকা অপঠিত থাকাই সম্ভব।

উক্ত পত্রিকা ভিন্ন সম্প্রতি আমরা শ্রীমতী কৈলাস বাসিনী গুপ্তা কৃত "হিন্দু মহিলাদিগের হীনাবস্থা" তথা শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃত "রোমের ইতিহাস," তথা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গুপ্ত প্রণীত "অজেন্দুমতী চরিত" প্রভৃতি কএক খানি নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি; অবকাশ মতে তৎসকলের সমালোচন করা যাইবেক।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

১ পর্ব্ব ৯ খণ্ড।]　　আশ্বিন; সংবৎ ১৯২০।　　[বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

গ্রীন্‌লণ্ডের বৃত্তান্ত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পঞ্চদশ দিবসে স্কট্‌লণ্ডের উত্তর প্রদেশের সমুদ্রতীরে এক জন ভারতবর্ষীয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চতুর্দিক্‌ নিস্তব্ধ। কেবল সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ সকল প্রচণ্ডবেগে তীরস্থ পদার্থ সকলকে আঘাত করিতেছে। ঐ ব্যক্তির মুখাকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন কিছু ভাবিতেছে। সে কত ক্ষণ পরে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল; এবং মন্দস্বরে এই কথা বলিতে লাগিল; "হায়! আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি। আমি রেবা-নদীতীরে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছি। অন্ধতমসাচ্ছন্ন বিন্ধ্যাটবী বিরাজমান বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর নিকটে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছি; পুণ্যধাম বারাণসীধামে দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করিয়াছি; প্রয়াগ তীর্থে মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছি; হরিদ্বারে জাহ্নবী-জল-কল্লোল শ্রবণ করিয়াছি; দণ্ডকারণ্যে সীতারামের পদচিহ্ন দর্শন করিয়াছি; এবং পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াছি। কালিদাসের শকুন্তলা পাঠ করিতে২ শকুন্তলার পতির গৃহ গমন-সময়ে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছি; এবং ভবভূতির মালতীমাধব অধ্যয়ন করিতে২ শ্মশানবাসী ভূত-প্রেতদিগের বীভৎসরসোদ্দীপক রঙ্গভঙ্গী দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়াছি। এদেশে ভারতবর্ষের কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমার বোধ হইতেছে যেন আট্‌লাণ্টিক পার হইয়া এক নূতন পৃথিবীতে আসিয়াছি। এখানকার লোকদের আহার ব্যবহার রীতি নীতি সমুদয়ই বিভিন্ন। এখানে মলয়বায়ু গাত্রে অমৃত-বৃষ্টি করে না; এবং কোকিলের কুহূধ্বনি কর্ণে সুধাবর্ষণ করে না। কিন্তু কতবিধ আশ্চর্য্য২ পদার্থ দেখিতে পাইতেছি। বাষ্পপোত বাষ্প-শকট তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি অদ্ভুত সামগ্রী সকল এ দেশকে দেবনগরীর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। এখানে আসিয়া ইউরোপখণ্ডের সমুদয় দেশের বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাদিগের আচার ব্যবহারের সহিত ভারতবর্ষীয়দের আচার ব্যবহারের তুলনা করিয়াছি; অধিকন্তু এতদ্দেশীয় সকলকে স্বজাতীয় বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পরন্তু ইহাহইতেও আবার ঐ উত্তর পশ্চিম কোণে যে তুষার-মণ্ডিত-দেশ দৃষ্ট হইতেছে তাহা কত প্রকারে ভিন্ন বোধ হয়। তাহা আমেরিকা-দেশের উত্তর-পূর্ব্বদিগে,

উত্তর-কেন্দ্র সংলগ্ন রহিয়াছে; বিপরীত লক্ষণায় লোকে তাহাকে "গ্রীন্‌লণ্ড শব্দে কহে।" 'গ্রীন্‌লণ্ড' শব্দের অর্থ 'হরিত প্রদেশ।' 'গ্রীন্‌লণ্ড' শব্দটী শ্রবণ করিলেই বোধ হয়, যেন দেশটীতে হরিদ্‌বর্ণ পত্র-সুশোভিত তরুরাজি চতুর্দ্দিগে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছে; বোধ হয় যেন অপর্য্যাপ্ত তরুরাজি ফলভারাবনত হইয়া সকলের নয়নানন্দজনক হইয়াছে। কিন্তু ফলতঃ দেশটীর লক্ষণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রীন্‌লণ্ড চিরদিন তুষারাবৃত রহিয়াছে। এখানে গ্রীষ্মকালে কেবল কোন২ স্থানে শস্যরোপণ করিতে পারা যায়। শীত কয় মাস এদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এদেশীয়দের প্রধান ভক্ষণ দ্রব্য শিশুক। এখানে তিমি মৎস্য সকলও ধৃত হয়।

"গ্রীন্‌লণ্ডীয়েরা তাম্রবর্ণ। ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ। নাসিকা প্রশস্ত, এবং ওষ্ঠ স্থূল। ইহারা ক্ষুদ্রাকৃতি। ইহাদের শরীর বিস্তর বল ধারণ করে। ইহারা বিশ্বাসঘাতক, এবং বৈরনির্য্যাতন-দক্ষ। ইহারা চৌর্য্য করিতে নিতান্ত পটু। তাহাতে ইহারা এমনি কৌশল প্রকাশ করে যে কেহ তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। শীতকালে ইহারা সমুদ্রতীরস্থ পর্ব্বতগুহায় গমন করে। পর্ব্বতগুহাতে ইহাদের ক্ষুদ্র২ পল্লী আছে। ইহারা শীল নামক পশুর চর্ম্মে নির্ম্মিত তাম্বুতে অথবা গহ্বরমধ্যে বাস করে।

শিশুক-চর্ম্ম-পরিবৃত তিমি-অস্থি ইহাদের দ্বারের কপাট। শৈবাল ইহাদের শয্যা। গ্রীষ্মকালে ইহারা মৎস্য ধরিয়া থাকে। ইহারা ছুরিকা, সূচী, দর্পণ প্রভৃতি সামগ্রী অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করে। ইহাদের সন্তান-স্নেহ অতি প্রবল। পূর্ব্বপৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইল তদ্দৃষ্টে উহাদিগের অবয়বের ও তাম্বুর অনেক অনুভব হইবে।

"গ্রীন্‌লণ্ড এখন ডেন্মার্ক রাজ্যের অধীন। গ্রীন্‌লণ্ডীয়েরা সমুদয়ে নয় হাজারের অধিক হইবে না। গ্রীন্‌লণ্ডের পশ্চিমদিগে অপর্য্যাপ্ত পাথুরে কয়লা মিলে। ইহার দক্ষিণ পশ্চিমদিগে প্রায় দুই শত দিনামারদিগের অবস্থিতি আছে। ইহারা শিশুক চর্ম্ম এবং গজদন্ত সদৃশ নার্বালদন্ত ইউরোপে আনয়ন করে।

"মিশনরীরা ইহাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম শিখাইয়াছে। সেই শিক্ষাদ্বারা যাহারা পূর্ব্বে কেবল আহার ও শয়ন করিয়া সময়-যাপন করিত, এক্ষণে তাহারা খ্রীষ্টমতে ঈশ্বরকে জানিতে পারিয়াছে, এবং সময়ে২ জগদীশ্বরের গুণ গান করিয়া থাকে।

"আমি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আনন্দিত হইতেছি বটে, তথাপি ভারতবর্ষের জন্যে আমার মন সময়ে২ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়। হা জগদীশ্বর! কত দিনে ভারতবর্ষ ইউরোপের তুল্য সমৃদ্ধিশালী, হইয়া সকল দেশের শিরোরত্ন হইবে।"

কুলদীপ সিংহ।

আমি যে সময়ে পাটনা-নগরে রাজকার্য্য-বিশেষে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে উক্ত প্রদেশের কোন প্রধান পদস্থ রাজপুরুষের সহিত আমার সর্ব্বদা নানা বিষয়ের কথোপকথন হইত; মধ্যে এক দিবস উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় লোকদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালীদিগের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক কোন্ কোন্ বিষয় উত্তম বা অধম তাহার বিচার হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "বাঙ্গালীরা বুদ্ধিবলে হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু শারীরিক বলে আপনারা তাঁহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।" আমি সে বিষয় স্বীকার করিয়া লইলে পর সাহেব পুনর্ব্বার কহিলেন, মানসিক কোন কোন ধর্ম্মেও উভয় প্রদেশীয় লোকের মধ্যে বিশিষ্ট তারতম্য দেখা যায়,—যথা, স্নেহশীলতা এবং নম্র-শীলতা তথা করুণা বৃত্তিতে বাঙ্গালীরা আপনাদের শারীরিক মার্দ্দব গুণের ন্যায় প্রাধান্য রাখেন, হিন্দুস্থানীরা তদ্রূপ সুকুমার আচরণে প্রসিদ্ধ নহেন; কিন্তু তাঁহারা সাহসিকতা এবং তেজস্বিতা প্রভৃতি পুরুষার্থ বিধায়ক গুণাবলী প্রভূত-রূপে রক্ষা করেন,—উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় লোকের সহিত তুলনায় তত্তাবদ্বিষয়ে আপনারা হীনকল্প।" আমি এই সকল বাক্য স্থিরচিত্তে অনুমোদন করিতে লাগিলাম,—তদ্দর্শনে রাজপুরুষ কহিলেন, "বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা হিন্দুস্থানীরা যে সকল মানসিক বলে বলীয়ান্, তাহার উদাহরণস্বরূপ আপনার নিকট কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিব, আপনি তাহার সহিত আলাপ করিলে আমার পূর্ব্বপক্ষের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।" আমি তদনন্তর বিদায় লইয়া আসিলাম।

পর দিবস প্রাতে উল্লিখিত রাজপুরুষের এক খানি পত্র লইয়া এক সৌম্যমূর্ত্তি যুবা আমার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহার বয়স ২৪—২৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ না হইবেক,—প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বলায়ত লোচন,—সুদৃঢ় সুসমন্বিত হস্ত পাদাদি,—এবং প্রফুল্ল কমলাকার হসিতাস্য,—দৃষ্টিমাত্র বোধ হয় যেন সরলতা সাহসকে বরণ করিয়া তাহার মুখভঙ্গীতে অহরহ বিরাজ করিতেছে!

যুবা নমস্কারানন্তর আমার হস্তে রাজপুরুষের পত্র প্রদান করিল। আমি তৎপঠনান্তে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবা স্মিতবদনে কহিতে লাগিল, "আমার নাম কুলদীপ সিংহ। আমি রঘুবংশা ক্ষত্রিয়,—অযোধ্যা-রাজ্যান্তঃপাতি বীরপুর-গ্রামে আমার নিবাস।" অনন্তর আমার প্রশ্নমতে কহিল,—"আমি সাহেবের অধীনে চাকরী করি না; সাহেব আমাকে বারংবার চাকরী দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত নহি, যেহেতু আমার দেশে শরীর-ধারণের উপযুক্ত উপায় থাকিতে চাকরী করা বিধেয় নহে, তাহা করিলে বংশ-মর্য্যাদার বিশিষ্ট হানি আছে, এনিমিত্ত সে বৃত্তিকে আমরা অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিয়া থাকি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে বোধ হয় তোমার সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত সম্পত্তি আছে।" যুবা কহিল, "হাঁ মহাশয়, আমার পরিবার-পরিপোষণের উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ভূমি-সম্পত্তি আছে; তাহাতেই স্বচ্ছন্দে দিন নির্ব্বাহ হয়। আমরা স্বল্পে সন্তুষ্ট। ক্ষুধা—নিবারণের উপযুক্ত অন্ন এবং লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্র লব্ধ হইলেই কৃতার্থ হই,—কেননা আমাদিগের কুলধর্ম্মে ভোগাসক্তি নিষিদ্ধ; শুনিয়াছি তাহাতে পুরুষার্থ নষ্ট হয়। আমাদিগের ব্যবসায় যুদ্ধ। তদ্ব্যতীত অন্য ব্যবসায়েতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। আপনাদিগের নিকটে লেখনী যে রূপ আদরণীয়, আমাদিগের নিকটে তরবার সেই রূপ প্রিয়তর। শত্রু-শরীর আমাদিগের পত্র, তরবার আমাদিগের লেখনী, শত্রু-শোণিত আমাদিগের মসী। যদি অযোধ্যা-রাজ্য কোম্পানী বাহাদুরের * অধিকার ভুক্ত হয়, আর মনে করুন, আমার পৈত্রিক সম্পত্তি যদি সরকার জব্দ করিয়া লন, অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ যদ্যপি আমাকে ঐ কয়েক বিঘা ভূমির মমতা ত্যাগ করিয়া হস্তান্তর করিতে হয়, তবে আমি সিপাহীগিরি ব্যতীত অন্য কর্ম্মে কদাচ প্রবিষ্ট হইব না, যেহেতু আমি অন্য কোন ব্যবসায়ে শিক্ষিত নহি; সে সকল আমার জাতীয় ধর্ম্মও নহে।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "ভাল, কুলদীপ সিংহ, তোমার যদ্যপি চাকরীতে স্পৃহা নাই, তবে সাহেবের নিকটে থাকিবার প্রয়োজন কি?" যুবা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিল,—"সাহেব আমাকে সবিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; তিনি যে সময়ে লখনৌ নগরে রাজকীয়-কার্য্য-বিশেষে নিযুক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন,—সেই সময়ে একদা আমার সহিত কৈসরবাগে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আমাকে দৃষ্টি করিবামাত্র তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। আমি পরিচয় প্রদান করিলে পর তিনি তচ্ছ্রবণে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হন, এবং তদবধি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আনিয়াছেন। সর্ব্বদা সাহেব লোকের নিকট আমাকে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা আমার পরিচয়-শ্রবণার্থী হন,—আমিও তাঁহাদিগের কৌতূহল-তৃপ্তি করিয়া থাকি, কিন্তু আমি জানি না, তদ্বৃত্তান্তে এমত কি মিষ্টতা আছে যে সাহেবেরা তাহা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন,—আমার চরিত মধ্যে যে রূপ ঘটনা আছে, তদ্রূপ ঘটনা সর্ব্বদা আমাদিগের দেশে হইয়া থাকে, তাহাতে চমৎকারিতার বিষয় কি আছে তাহা বুঝিতে পারি না।"

এতচ্ছ্রবণে আমি কহিলাম, "ভাই, যদ্যপি তোমার অতুষ্টির বিষয় না হয়, তবে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে সেই বৃত্তান্তটি শ্রবণ করাও। সত্য বটে, তদ্বিষয়ে তোমার কৌতূহল না জন্মিতে পারে, যেহেতু যে ধর্ম্ম বা মনোবৃত্তি যাহার স্বভাবসিদ্ধ তাহাতে তাহার অদ্ভুতানুভবের কারণ নাই,—

* ইতিহাসে নির্দিষ্ট সময়টী অযোধ্যায় বৃটিশ সিংহের আক্রমণের পূর্ব্বে ছিল তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু অন্যের নিকট তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে।”—কুলদীপ সিংহ কহিলেন, “তবে আপনারও যদি সাহেবদিগের ন্যায় কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন।

“আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি, আমরা রঘুবংশী ক্ষত্রিয়, প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যবংশীয় বলিলেই হইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষণে অনেক কলুষিত ক্ষত্রিয় এবং রাজপুত্রেরাও উক্ত মহাগৌরবাত্মক বংশের উল্লেখপূর্ব্বক আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন,—এমত স্থলে এই প্রকার কৌশল অবলম্বন-পূর্ব্বক পরিচয় না দিলে আপনাদিগের প্রকৃত-বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। সে যাহা হউক,—আমরা অযোধ্যার এক সুপ্রাচীন ক্ষত্রিয়-বংশ; বাল্মীকি বর্ণিত রঘুরাজা-হইতে অকিঞ্চন আমি পর্য্যন্ত যত পুরুষ হইয়াছে তাহা আমার কণ্ঠস্থ আছে। আমার পিতার নাম অর্জিত সিংহ,—তিনি আমার পিতামহের একমাত্র পুত্র,—আমার খুল্ল পিতামহের পঞ্চ পুত্র। পূর্ব্বে যে ভূমি-সম্পত্তির কথা কহিয়াছি, তাহা পিতামহদিগের সময়ে বিভক্ত হয় নাই, তাঁহারা একান্নভুক্ত ছিলেন,—তাঁহাদিগের পরলোক প্রাপ্তির পরে উভয় পরিবার পৃথক্ হইলে পঞ্চায়িত-দ্বারা বিষয় বিভাজিত হইল; কিন্তু এরূপ বিষয় বণ্টনের স্থিরতা কিছুই নাই, তজ্জন্য আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা কলহ উপস্থিত হয়। আমি শুনিয়াছি,—আপনাদিগের দেশেও এই প্রকার জ্ঞাতি-বিরোধ হইয়া থাকে, আপনারা রাজদ্বারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন, কিন্তু আমাদিগের দেশে সে প্রকার নিয়ম প্রায় অনুষ্ঠিত হয় না; আমাদিগের বিবাদ যে রূপে নিষ্পত্তি পায় তাহা পশ্চাৎ কহিতেছি।

“আমার খুল্ল পিতামহের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে ধোঁকল সিংহ অত্যন্ত দুর্দান্ত এবং দুর্ভাষী ছিলেন, তাঁহার বাক্যবিষে আমার পিতা সর্ব্বদা জর্জ্জরীভূত হইতেন। ধোঁকল সিংহ একদা আমার পিতার বিরুদ্ধে এই অপবাদ প্রচার করে যে তিনি প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থাৎ পঞ্চায়িতদিগকে উৎকোচদ্বারা স্ববশে আনিয়া পৈত্রিক সম্পত্তির অধিক ভাগ হরণ করিয়াছেন। এই মিথ্যাপবাদ পিতার অসহ্য হইবাতে তিনি এককালে ক্রোধানলে প্রজ্বলিতাঙ্গ হইয়া নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রতিযোগা-নিলয়ে উপস্থিত হন,—এবং 'মিথ্যাবাদী' 'পাপী,' 'চণ্ডাল' প্রভৃতি কটুবাক্যে ধোঁকলকে সম্বোধন করাতে সে একেবারে গর্জ্জন করিয়া উঠে,—এবং আপনার তরবার খুলিয়া পিতাকে আক্রমণ করে,। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল,—পরিশেষে ধোঁকল সিংহ পিতার সুসঞ্চালিত অস্ত্রধারে বারংবার আহত বিধায় তাঁহার পরাভব হইবারই সম্ভাবনা হইয়া উঠিল, এমত সময়ে জালিম সিংহ নামক তাহার এক ভ্রাতা স্বীয় সহোদরের বিপত্তি দেখিয়া লম্ফ দিয়া রণস্থলে পড়িয়া পশ্চাৎ-হইতে পিতার শিরোদেশে এক অস্ত্রাঘাত করে,—পিতা সেই আঘাতে ভূপৃষ্ঠে যেমন পতিত হইবেন, অমনি ধোঁকল সিংহ তাঁহার কণ্ঠ-দেশে দ্বিতীয় আঘাত করাতে পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন।

“এই রূপ অন্যায়-যুদ্ধে জ্ঞাতিগণ আমার পিতাকে নিহত করে,—আমি তখন গর্ব্ভস্থ ছিলাম, মাতার আর দ্বিতীয় অভিভাবক ছিল না, তিনি একে গর্ব্ভভারে ভারাক্রান্তা, তাহাতে নিদারুণ শোকাতুরা। কিন্তু এমত অবস্থায় আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা হতাশ্বাস হন না,—গর্ব্ভস্থ সন্তান স্বীয় জনকের বৈর-প্রতিশোধনার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা এই রূপ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা পুত্রের স্থানে কেবল মাত্র জল ও পিণ্ড প্রার্থনা করেন না,—অতএব আমার মাতা ধৈর্য্য-ধারণপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পূর্ণকালে আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম,—মাতা আমাকে যথাযত্নে

লালন পালন করিতে থাকিলেন। বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি হইবামাত্র তিনি আমার শিক্ষা নিমিত্ত সূর্য্যবংশীয় মহা মহা বীরগণের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেন,—কিন্তু কদাচ আমাকে পিতার নিদারুণ হত্যার কাণ্ড কহিতেন না,—অন্য জাতির পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ হয়, কিন্তু আমাদিগের কুলপ্রথা-মতে অষ্টম বর্ষে সেই সংস্কার আরম্ভ হইয়া থাকে।—আমাদিগের বিদ্যারম্ভ স্বতন্ত্র প্রকার, আমাদিগের পাঠশালার নাম আখড়া, আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষার উপকরণ, নেজাম, মুদ্গার, লাবী, তরবার, ঢাল, গুলফী, বল্লম, রঙ্গধূলী প্রভৃতি। তথায় আমাদিগের জাতীয় শিক্ষার্থিরা প্রত্যূষে গমন পূর্ব্বক বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। আমিও আখড়ায় যাইয়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম, তাহাতে দিন দিন আমার দেহ বজ্রবৎ কঠিন এবং সিংহের ন্যায় তেজস্বী হইতে লাগিল; আমার অস্ত্র চালনা-কৌশল সকলের প্রশংসাভাজন হইল। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন গ্রামস্থ প্রাচীনবর্গের সম্মুখে আমাদিগের পরীক্ষা হইত, তাহাতে কি মল্লযুদ্ধে কি শস্ত্রযুদ্ধে আমার বারংবার জয়লাভ হয়। এই রূপে আমার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইল।

"এই সময়ে এক দিন আমি আখড়াহইতে গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক দেখিলাম, জননী তথায় উপস্থিত নাই; রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তথায় দুই খণ্ড থালী রহিয়াছে, উভয় খণ্ডই আচ্ছাদিত, তদ্দর্শনে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম, যেহেতু কোন কোন দিন মাতা কার্য্যান্তরে গৃহহইতে বহির্গত হইলে আমার নিমিত্ত রন্ধনশালায় এক থালীতেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া যাইতেন, সেই দিবস দুই খণ্ড থালী থাকিবার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম না, আমি সচকিত-নেত্রে এই রূপ চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে জননী গৃহাগত হইলেন। অন্য দিবস হাস্যবদনে আমার প্রতি স্নেহার্দ্র দৃষ্টিপাত করিতেন, সে দিবস আর সে ভাব নাই। তাঁহার আস্য মলিনতা-মেঘে আচ্ছন্ন; চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত; দৃষ্টিমাত্রে বোধ হয় যেন কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে বিস্তর রোদন করিয়াছেন। মাতার এরূপ ভাব আমি কখন দেখি নাই, সুতরাং দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; ক্ষণৈকপরে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাতঃ এই দুই থালী কাহার নিমিত্ত? একখানী তোমার পুত্রের হইতে পারে, অপর খানির নিমিত্ত অদ্যাপি তাহার তো বধূ নাই? মাতা গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "রে কুলদীপ! দো থালীমে ক্যা হ্যায়, উঘাড়কে দেখ।" আমি থালার আচ্ছাদন মোচন করিয়া দেখিলাম, তাহার এক খানিতে রোটী এবং ব্যঞ্জন রহিয়াছে, দ্বিতীয় থালী ভস্মে পরিপূর্ণ, আমি ভস্ম দেখিবামাত্র অন্তঃকরণে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইলাম, বাক্যস্ফুরণ না করিয়া মাতৃ-মুখ প্রতি অশ্রুপূর্ণ ঊর্দ্ধনেত্রে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। মাতা তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুল না হইয়া স্থিরস্বরে কহিলেন, 'রে বেটা মেরে' সচ্ হ্যায়, এক থালীমে খাক ঔর দুসরীমে রোটী, ইস্কা মতলব শুন লেও, ঔর উসী মোতাবক কাম কর্। শুন বচ্চে, অগর তেরী মহতারীকা স্তনদূধ উজালা করনে চাহে, অগর মনুষ জন্ম সফল করনেকো চাহে, অগর বংশকা সুপূৎ হোনেকো মাঙ্গো, তো যাও, অপনা পিতাকা বৈর লেও, তব্ আকর য়ে রোটী খাইও। অওর অগর নহি তুজসে য়ে কাম হোনে কা হ্যায়, অগর রঘুবংশীকে বীচমে তুম্ কুপূত হো, তব যাও, উহ খাক্ খাও যাকর।" আমি মাতার মুখে এই সকল কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবাক্ হইয়া রহিলাম, তদনন্তর পিতৃ-বৈর-পরিশোধের কথা স্মরণ হইবামাত্র আমি তাঁহার স্থানে তদ্বিবরণ অবগত হইবার মানস প্রকাশ করিলাম। তিনি আমাকে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনা-

ইয়া ঊর্দ্ধভাগে তর্জনী উৎক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উহ্ তেরা পিতাকা অস্ত্র হ্যায়, তুম্হারে ওয়াস্তে উহ্ সব্ হমনে ধর রক্‌খা হ্যায়, অব্ লে, উহ্ ঢাল তরবার বাঁধ কর, পিতাকা বৈর লেনেকো যাও।" আমি মাতৃ-নির্দ্দেশ-প্রতিপালনে আর তিলার্দ্ধ-কাল ব্যাজ করিলাম না, পিতার তরবার নাগদন্ত-হইতে নামাইয়া চুম্বন করিয়া পরে মাতার চরণা-ম্বুজ-রেণু মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পিতৃবৈরি-প্রতিকূলে ধাবমান হইলাম।

"জ্ঞাতি-শত্রুদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আ-স্ফালন-পূর্ব্বক মদগর্ব্বে কহিতে লাগিলাম, আও রে মেরা বাপ্‌কা বৈরী, আজ্ তেরা জান লেঊঁগা, আজ্ মেরা পিতাকা বৈর-শোধ লেঊঁগা, অগর সচ্চে রঘু-বংশীকা বচ্চা হো তো চলে আও। এই কথা শ্রবণ-মাত্রে ধোঁকল সিংহ গর্জ্জন পূর্ব্বক তরবার হস্তে মৎসমীপে উপস্থিত হইল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আমার নিতান্ত কৈশোর-বয়স-বশতঃ আমার সহ যুদ্ধ করা অন্যায় ও অন্যান্য সান্ত্বনা বাক্য কহিতে লাগিল। আমি তচ্ছ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, অন্য জ্ঞাতিগণ ঐ ঘটনা-স্থলে উপ-স্থিত হইলেন। অনন্তর আমরা উভয় প্রতিযোগী যথানিয়মে অস্ত্র চালনা করিতে লাগিলাম, দুই ঘণ্টা কাল যাবৎ যুদ্ধ হয়, প্রতিযোগীর লক্ষ্য সপ্ত বার সফল হইয়াছিল, আমি দেহহইতে বস্ত্র উদ্‌ঘটন করিলে আপনি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। আমি ধোঁকল সিংহকে অষ্ট স্থানে আ-হত করিয়াছিলাম। উভয়েই অসৃগ্‌ধারায় লোহিত মূর্ত্তি হইয়াছিলাম, গলদ্রুধিরে প্রাঙ্গণ আরক্ত হই-য়াছিল। সিংহ শাবকের সহিত বৃদ্ধ মৃগেন্দ্রের সঙ্গ্রামবৎ সেই ঘটনার তুলনা করা যাইতে পারে। পরিশেষে ধোঁকল সিংহ বার্দ্ধক্য-বশতঃ ক্রমশঃ রক্তক্ষয়ে ক্ষীণ হইয়া পড়িল; আমি তাদৃশ নিস্তেজ হই নাই, সময় বুঝিয়া মহাগর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠলক্ষ্যে অসি-চালনামাত্রে প্রতিযোগী তাহা সামলাইয়া লইতে পারিল না, অচিরাৎ খর-কর-বালাঘাতে কণ্ঠচ্ছেদের পরে মুণ্ড গিয়া ধরা-পৃষ্ঠে পতিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন মুণ্ডের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে চলিলাম। গৃহে যাইয়া মাতৃচরণে শত্রুমুণ্ড উপঢৌকন-স্বরূপ প্রস্থাপন-পূর্ব্বক প্রণত হইলাম। মাতা আমার রক্তা-ক্ত শরীর কোলে লইয়া আমার মুখচুম্বন করিতে লা-গিলেন। অনন্তর আমি ঘোরতর তৃষ্ণার্ত্ত বিধায় জল প্রার্থনা করিলাম, মাতা সে সময়ে জল দিলেন না, "জররা" অর্থাৎ অস্ত্র-চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিলেন। সে আমার ক্ষতস্থান সকল টাঁকিয়া দিয়া ঔষধ প্রলেপ দিল। পরে মাতা কহিলেন, "অরে মেরে বেটা, অব্ যাও, উহ্ ধোঁকল সিংহকী সদ্‌গৎ কর, যাকে, অব তেরে বাপকা বৈর শোধ হুআ, উহ্ মুর্দ্দারসে তেরী দুস্‌মনাই নহি। উহ তেরা চচ্চা থা; যা, উস্‌কা সৎকার করকে ফির ঘর আ কর রোটী খানা, যব তক উস্‌কা সৎকার ন হোয়, তব্ তক্ তু অশুদ্ধ হো; অশুদ্ধমে খানা পীনা মনা হ্যায়।" আমি মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধারণ-পূর্ব্বক মুণ্ড লইয়া জ্ঞাতিদিগের বাটীতে গমন করিলাম, তাঁহারা আ-মার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তৎ-পরে শব লইয়া যথানিয়মে গোমতী-তীরে সৎকার করিয়া স্নান-তর্পণান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। তদবধি আমরা উভয় জ্ঞাতি পরিবারে সদ্ভাবে কালযাপন করিতেছি। এই ক্ষণে আপনি শুনিলেন, আমরা কি নিয়মে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া থাকি। আমরা মোকদ্দমা করিতে জানি না। রণভূমি আ-মাদিগের বিচার ভূমি, তরবার লেখনী-মুখেই আ-মাদিগের ডিক্রি, ডিসমিস, জয়, পরাজয়, লিখিত হয়। এই আমার আত্ম-বিবরণ, ইহাতে কিছুই অদ্ভুত নাই, কিছুই কৌতূহলকর নাই, তথাপি সা-হেব আমার এই গল্প শুনিয়া পর্য্যন্ত আমাকে সঙ্গে

করিয়া আনিয়াছেন, এবং এক আন্‌থা দ্রব্যের ন্যায় স্বীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকটে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।”

কুলদীপ সিংহ এই কথা বলিয়া আমাকে নমস্কার-করণান্তর বিদায় হইলেন।*

আমি কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য্য বিবরণ মনোমধ্যে আলোচনা-পূর্ব্বক হিন্দুস্থানীদিগের সহিত বাঙ্গালীদিগের কোন্ কোন্ মানসিক ধর্ম্মে তারতম্য আছে, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলাম, ইতি।

কপটকেশ।

সৌন্দর্য্য কি ইহা বাক্যদ্বারা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য—বরং অসাধ্য বলিলে বলা যায়, কারণ অদ্যাপি কেহই সৌন্দর্য্যের লক্ষণ শব্দে নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। স্ত্রী-জাতির কেশ তাহাদের সৌন্দর্য্যের এক প্রধান অঙ্গ—তদভাবে অদ্বিতীয়া রূপবতীও সৌন্দর্য্য-বিহীনা হয়েন। মনে করুন ইন্দ্রদেবের সভাহইতে তিলোত্তমা আসিয়া প্রয়াগে শিরোমুণ্ডন করিলে কি কদর্য্যরূপা হইয়া উঠিবেন। অথচ কেশ কতকগুলি কৃষ্ণ সূত্রমাত্র; তাহা মস্তকহইতে ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছে দেখিলে স্পর্শ করিতে ঘৃণা হয়। মস্তকের সহিত তাহার সংযোগে কি প্রকারে সৌন্দর্য্যের সিদ্ধি হয় ইহা অনুভব করাও দুষ্কর। কেহ বলিতে পারেন যে গৌরাঙ্গীর মুখচন্দ্রোর্দ্ধে কৃষ্ণজ্যোতিঃ গৌরতার বৃদ্ধি করিয়া সৌন্দর্য্য-সাধন করে; পরন্তু সুকেশা কৃষ্ণাঙ্গীর পক্ষে সে লক্ষণ প্রযুক্ত হইবে না; তাহার মুখ ও কেশের বর্ণ তুল্য হইলেও তাহার মনোহর কান্তি হইয়া থাকে। কি সভ্য কি অসভ্য এমত কোন জাতীয় মনুষ্য নাই যে ললনার দীর্ঘ কেশের প্রশংসা না করে। তন্নিমিত্তই কলিকাতাহইতে গৃহে গমন-সময়ে পল্লীগ্রামস্থ প্রায় সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নারিকেল তৈল লইয়া গিয়া থাকেন। ঐ তৈল-মহিমায় বরাঙ্গণারা মৎস্যগন্ধার অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক দুর্গন্ধা হইয়া থাকেন, কিন্তু সুকেশের লোভে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কলিকাতায় অনেক গৃহমেধিনীরা ঐ তৈলে গন্ধদ্রব্য দিয়া তাহার দুর্গন্ধ দূরীভূত করিয়া থাকেন। অপর যাঁহাদিগের কেশের প্রাচুর্য্যাভাব, তাঁহারা ছিন্নবস্ত্রের “বিঁড়ে” অসঙ্খ্য “চুলের দড়ী” ও অন্যান্য কাল্পনিক উপায়ে তাহার প্রাচুর্য্য দেখাইয়া থাকেন। গত শতাব্দিতে ইংলণ্ডে পদ্মাঙ্গিনীরা রেকের সদৃশ কাষ্ঠের চুপড়ী বানাইয়া তাহা মস্তকোপরি ধারণ করত তদুপরি কেশ আচ্ছাদন করিয়া তাহার প্রাচুর্য্য দেখাইতেন। সম্প্রতি সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে কপটকেশপাশের কোন মতে লাঘব হয় নাই। পারী নগরে প্রতিবর্ষে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য আসিয়া থাকে তাহার এক খানি নূতন তালিকায় দৃষ্ট হইল যে প্রতি বর্ষে তথায় এক লক্ষ সের বা দুই হাজার পাঁচ শত মণ চুলের আমদানি হইয়া থাকে। ঐ লক্ষ সের চুল প্রতিবর্ষে কি ব্যবহারে নিযুক্ত হয়, অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে কপট বেণী কল্পিত কবরী ও কৃত্রিম কুন্তল ও পরচুলা নির্ম্মাণে তাঁহারা ঐ লক্ষ সের চুল প্রতি বর্ষে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ যাদৃশ বঙ্গাঙ্গনার নারিকেল তৈলের সহিত তুলনায় ফরাসিনীদিগের চুলের আমদানী তাদৃশ।

তথায় চুল ওজন দরে বিক্রীত হইয়া থাকে, এবং বর্ণ

* প্রস্তাব-লেখক এই স্থলে নিবেদন করিতেছেন, উক্ত গল্পটি কল্পিত নহে, ফলতঃ প্রকৃত ঘটনা, কেবল কয়েকটি নামমাত্র কল্পিত হইয়াছে। যাঁহার মুখে এই গল্প শ্রুত, তিনি বিশ্বাসী এবং সম্ভ্রান্ত বর্ষীয়ান্।

ও দীর্ঘতানুসারে প্রতি ছটাক ১০ অবধি ২০ টাকায় বিক্রীত হয়, সুতরাং প্রতি সেরে ১৬০ অবধি ৩২০ টাকা হইল; এবং গড়ে দুই শত টাকা সের ধরিলে বর্ষে লক্ষ সেরের দাম দুই কোটি টাকা হইবে। পাঠকবৃন্দ মনে করুন সে নগর কি প্রকার ঋদ্ধিমন্ত যথায় কপটকেশের নিমিত্ত প্রতি বর্ষে দুই কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই কেশ সংগ্রহ করিয়া অনেকে উপজীবিকা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দেশে যে প্রকারে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র লইবার নিমিত্ত বাসনওয়ালীরা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে, সেই রূপে ফরাসিস্‌-দেশে কেশ-সংগ্রহীতারা পুতি, গিল্‌টির গহনা ও অন্যান্য অবলা-মণিহারি দ্রব্য লইয়া গ্রীষ্মকালে গ্রামে২ ভ্রমণ করিতে থাকে, এবং ঐ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দুঃখিনী কামিনীদিগের মস্তকহইতে কেশ কর্ত্তন করিয়া লয়। অত্যন্ত দুঃখিনী হইলে, কেশের বিনিময়ে অলঙ্কার না লইয়া অনেকে কেশ বিক্রয় করে। এই প্রকারে কেহ২ প্রতি বর্ষে বিংশত্যধিক টাকা আপন কেশ বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেশ-সংগ্রহীতারা প্রতি সেরে ৫ অবধি ১০ টাকার অধিক মূল্য দেয় না, পরন্তু দুই বা আড়াই হস্ত দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ পাইলে ৩০ বা ৪০ টাকা দিতেও প্রস্তুত থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় যে অদ্যাপি ভারতবর্ষের এমত অবস্থা হয় নাই যে দরিদ্রকে আপন মস্তকের চুল বিক্রয় করিতে হয়; পরন্তু চুলের দড়ী বিনাইয়া ও তাহা বিক্রয় করিয়া এই ক্ষণে অনেকে উপজীবিকা সাধন করিতেছে; আমাদিগের ভুবনমোহিনীরা জন-সমাজে বিবীদিগের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে কেশ ব্যবসায়ের প্রচার হইবে। কেশ পাশের অধিক প্রয়োজনুরোধে ইহা কোন মতে অসম্ভব নহে।

সিংহের বিচার।

সভ্যসমাজে যে সকল নীতি-গর্ভ গল্প বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যায়িকাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা কমনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে বাগাড়ম্বর কিছুই নাই; শব্দালঙ্কারের সাহায্য তদ্‌-গ্রন্থকার কদাপি স্বীকার করেন নাই, এবং শব্দ-বিন্যাসে নিতান্ত অলস ছিলেন; শুদ্ধ সরল ভাষায় সামান্য কথায় ব্যাঘ্র ভল্লুক শৃগালাদির কথোপকথনে গল্প-গ্রন্থন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার অর্থ তাৎপর্য্য এমত আশ্চর্য্য যে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র সকল জাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাহার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নীতি-গর্ভ-গল্পের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করেন। ১৫ শত বৎসর হইল পারস্যদেশের নৌশেরওয়াঁ পাদশাহ তাহার পহলবী ভাষায় অনুবাদ প্রস্তুত করান। সেই পহলবী-হইতে গল্পগুলি আরব্য ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। তৎপরে তাহা গ্রীক লাটিন্‌ ফ্রেঞ্চ ইংরাজ জর্ম্মন্‌ পর্টুগিজ্‌ স্পানিস্‌ দিনামার ওলন্দাজ প্রভৃতি সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র নীতি-গর্ভ-গল্পের অদ্বিতীয় আদর্শ বলিয়া বিখ্যাত আছে। ভাষান্তর হওন সময়ে প্রাচীন আদর্শের অনেক ব্যভিচার হইয়াছে, এবং অনেক স্থানে নূতন কথা আরোপিত হইয়াছে। অধিকন্তু অনেকে সংস্কৃতের আদর্শিতার স্বীকার নাই; কিন্তু পরস্পরের সাদৃশ্য এমত আছে যে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সকলই সংস্কৃত-মূলক; কেহই সংস্কৃত ভিন্ন পৃথক্‌ মূলহইতে উৎপন্ন হয় নাই। ঐ গল্পগুলির চিত্রপট বিলাতে অনেক হইয়াছে; তন্মধ্যে একটির চিত্র আমরা অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম। ঐ চিত্রের মর্ম্ম দর্শকদিগের পক্ষে আপনিই উদ্ভূত হইবে,

তন্নিমিত্ত আমাদিগের শ্রম স্বীকার করা বাহুল্য। চিত্রকরের চাতুর্য্যে তদ্দর্শন মাত্র আপনা আপনি মনে হয় যেন এক সিংহ একটা মৃগকে বধ করিয়া সমীপস্থ ব্যাঘ্র বৃক ও শৃগালকে কহিতেছেন; "এই আমার ভোজ্য, ইহাতে তোমরা দৃষ্টিপাত করিও না।" ফলতঃ বলবানেরা কি প্রকারে সহচর দুর্ব্বলদিগের স্বত্ব অপহরণ করেন, ও বলবান্ ও দুর্ব্বলে সন্ধি করিলে কি প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহার বর্ণনাভিপ্রায়ে ঐ চিত্রটি কল্পিত আছে। এতৎসম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্রকার এই বলিয়া আখ্যায়িকা গুম্ফন করিয়াছেন যে একদা এক সিংহ এক ব্যাঘ্র এক বৃক এবং এক শৃগাল এই প্রতিজ্ঞায় সন্ধি করে যে তাহারা একত্রে মৃগয়া করিয়া যে কোন জীব সংহার করিবে তাহা চারি জনে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে। পরে চারি জনার সহায়তায় এক দীর্ঘ-শৃঙ্গ মৃগ লব্ধ হইলে, সিংহ মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধমস্তকে কহিলেন, "এই মৃগের প্রথম ভাগ আমার ন্যায্য অংশ; ইহার দ্বিতীয় ভাগ আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রম করিয়া শিকার করিয়াছি বলিয়া পাইতে পারি; ইহার তৃতীয় ভাগ আমার মর্য্যাদার পুরস্কার; এবং ইহার চতুর্থ ভাগ আমার এই বিভাগ করণের শ্রম বিনিময় বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই বিচারে তোমাদিগের কোন আপত্তি থাকে প্রকাশ কর;" এই কথা বলিয়া একটি বিকট শব্দ করিলেন। সঙ্গীরা সেই ভয়ঙ্কর নাদে ত্রস্ত হইয়া নত মুখে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। মনুষ্য ও রাজ্য সম্বন্ধে এই ঘটনা কত শত প্রত্যহ ঘটিয়া থাকে তাহা লোকযাত্রায় নিবিষ্ট সকলেই বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত আছেন, তন্নিমিত্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা বৃথা শ্রম হইবেক।

ভারতচন্দ্রের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি।

বাঙ্গালী কবিদিগের অগ্রগণ্য ভারতচন্দ্রের কোনরূপ অপ্রকাশিত রচনা অধুনা প্রকাশ পাইলে বঙ্গদেশীয় জনসমাজে তাহা সবিশেষ আদৃত হইয়া থাকে,—যেহেতু পুরাতন বা প্রাচীন পদার্থপুঞ্জের প্রতি অনুরাগ-প্রদর্শন করা মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—উদ্ঘাটিত মুদ্রা বা ধাতুফলক প্রভৃতি নিধির প্রতি পুরাবৃত্ত সন্ধায়িদিগের কি পর্য্যন্ত স্নেহ তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণের মুদ্রা দূরে থাকুক, আকবরী মোহরের প্রতি এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরা শালগ্রাম শিলাবৎ ভক্তি প্রদর্শন করেন, যদি ও ইহার কারণান্তর থাকিলেও উক্ত স্বর্ণমুদ্রার প্রাচীনত্ব তদ্ভক্তিভাবের এক নিদান বটে। সে যাহা হউক,—ভারতচন্দ্র যে অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর মানসিংহ এবং রসমঞ্জরী ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তাহা এই ক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে। তিনি স্বল্পবয়সে লোকান্তর প্রাপ্ত হন, সুতরাং গ্রন্থরচনার মানস যত দূর লক্ষিত ছিল, তত দূর সুসিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি সংস্কৃত কাব্য নাটকাদি এবং পারস্য কবিতায় সুপ্রবিষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় কখন কখন কবিতা রচনা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। তাঁহার এক পৌত্র বালেশ্বরে পূর্ব্বে বিষয় কর্ম্ম করিতেন, ঐ মহাশয়ের স্থানে রায়গুণাকরের কোন কোন অপ্রকাশিত রচনা ছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্কৃত গঙ্গাষ্টক স্তব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যদিও ইহা প্রকাশ করা রহস্যসন্দর্ভের প্রকৃত অভিপ্রায়ানুসারী না হউক, তথাপি নিধি অনুসন্ধায়িদিগের প্রসাদন এবং প্রিয়দর্শনার্থে যে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি অবিকল তদ্রূপে প্রকটিত হইল। ভারতচন্দ্র যে সুকঠিন সংস্কৃত ছন্দে অর্থাৎ পঞ্চচামরাদিতে নিপুণ ছিলেন, তাহাও এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবেক। যথা,

গঙ্গাষ্টক।

যদম্বু নাশিতুং মলং মহানলঃ সুশীতলং
প্রযাতি নীচমার্গকং দদাতি নিত্যমুচ্চতাং।
হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হরিত্বমেব দায়িনীং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং॥ (১)

নৃনেত্রমেব গোলকং রথো ভগীরথাহ্বতা
ধ্বজস্তরঙ্গরঙ্গকো যদেব নাম চক্রকঃ।
স্বয়ং হি যত্র সারথী রথী যদাপি পাতকী
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং॥ (২)

যদম্বু বহ্নিরুজ্জ্বলঃ সুশীতলং নৃপাপহং
সুশীকরঃ স্ফুলিঙ্গকস্তু ধূম এব ব্যোমগঃ।
যদম্বু নঃ প্রবাহ এব চাশ্রয়াশদাহকো
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং॥ (৩)

বিষং যদম্বু ভক্ষকে নিহন্তি মন্দিরাসতাং
দহত্যশেষপাপিনাং শরীরমেব দেহিনী।
যদম্বুনঃ প্রভঞ্জনঃ প্রপাদদেহভঞ্জনো
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং। (৪)

সুধা যদম্বুশীতলং দদাত্যমৃত্যুতাং দিবি
সপাপদাহদাহিনাং বিগাহনায় স্নিগ্ধদাং।
বিগাহিতশ্চ দর্শিতস্য কর্ষিতস্য চিন্তয়া।
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং॥ (৫

নিহন্ত সপ্ত উন্মদং সসৈন্যকঃ পরন্তপো
যদম্বু পত্তিসংকুলং জলধ্বনি নিনাদনং।
রথেভবাজিকাদয়ো মতিঃ স্তুতি র্নতিস্তথা
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং॥ (৬)

হরিস্তথা ত্রিলোচনস্ত্রিলোচনী হরীশ্বরৌ
বিধায়িতুং নিমুক্তিতাং যদম্বুনা শুভাকলাং।
ত্রিলোককলোকপাবিকাং ত্রিদেবতাবিধায়িকাং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং॥ (৭)

বিমলধবললীলা, শম্ভুমৌলৌ বিলোলা
প্রবলজলবিশালা, স্বর্জনে স্বর্ণমালা।
মদনদহনকাঙ্ক্ষা, স্বর্গসোপানসঙ্ঘা
কলুষহরতরঙ্গা ভারতং পাতু গঙ্গা॥ (৮*)

* এই পদ চতুষ্টয় মালিনী ছন্দে রচিত।

ভূমণ্ডলের প্রজা সঙ্খ্যা।

ভূমণ্ডলে কত মনুষ্য আছে তাহা নিরূপণ করা কোন মতে সহজ ব্যাপার নহে—পরন্তু ইহা অসাধ্যও নহে। মনে করুন যদ্যপি প্রত্যেক পল্লীর চৌকিদার আপন অধিকারস্থ ৫০ কি ৬০ ঘরে কয় জন মনুষ্য আছে তাহা একরাত্রিমধ্যে নির্ণীত করিয়া আপন২ থানায় জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে সমস্ত গ্রামের প্রজা এক রাত্রিতে গণা যাইতে পারে; এবং যাহা এক গ্রামে সম্ভব তাহা এক পরগণা ও জেলা ও রাজ্যেও সম্ভব হইতে পারে। ফলতঃ এই প্রকারে ইউরোপখণ্ডের অনেক রাজ্যের প্রজা সঙ্খ্যা নির্ণীত করা হইয়াছে, এবং তাহার তুলনায় ভূমণ্ডলের সমস্ত প্রজারও এক প্রকার স্থূল গণনা হইয়াছে। তদনুসারে ব্যক্ত হইয়াছে যে সমস্ত পৃথিবীতে ১,২৮,৯০,০০,০০০ এক খর্ব্ব দুই অর্ব্বুদ আট কোটি নব্বই লক্ষ মনুষ্য আছে। ঐ সঙ্খ্যার মধ্যে ইউরোপ খণ্ডে ২৭ কোটি ২০ লক্ষ, আশিয়া খণ্ডে ৭২ কোটি, আফরিকা খণ্ডে ৮ কোটি ৯০ লক্ষ, আমেরিকা খণ্ডে ২০ কোটি, এবং প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপব্যূহে ২০ লক্ষ মনুষ্য আছে।

অপর ইহাও নিরূপিত হইয়াছে যে প্রতি বর্ষে ৪০ ব্যক্তির মধ্যে এক জন করিয়া মরিয়া থাকে, তদনুসারে ভূমণ্ডলে প্রতি বর্ষে ৩ কোটি ২০ লক্ষ মনুষ্য গতাসু হয়। তথা ঐ সঙ্খ্যার বিভাগ করিলে প্রত্যহ সাতাশী হাজার সাত শত একষট্টি, প্রতি ঘণ্টায় তিন হাজার ছয় শত তিপ্পান্ন, এবং প্রতি মিনিটে ৬১ ষট্টি মনুষ্য মরিয়া থাকে। তাহা হইলে প্রতি সেকণ্ডে বা ২॥ পলে এক২ জন মনুষ্য মরিতেছে, সন্দেহ নাই। এই প্রকারে প্রতি সেকণ্ডে এক একটি মনুষ্য না জন্মিলে বসুন্ধরা ত্বরায় মনুষ্য শূন্য হইত; ফলতঃ যে সঙ্খ্যায় মানব মরিয়া থাকে, তদপেক্ষায় কিঞ্চিৎ অধিক সঙ্খ্যায় জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং ক্রমশঃ মনুষ্য-সঙ্খ্যার বৃদ্ধি হইতেছে।

নদী ও কালের সমতা *।

নদী আর কাল গতি একই প্রমাণ।
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়ান॥
ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়।
কি বা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়॥
উভয়েই গত হল্যে আর নাহি ফেরে।
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে॥
সর্ব্ব অংশে এক রূপ যদিও উভয়।
চিন্তারত চিত্তে এক ভেদ জ্ঞান হয়॥
বিফলে না বহে নদী; যথা নদী ভরা।
নানা শস্য শিরোরত্নে হাস্যমতী ধরা॥
কিন্তু কাল. সদাত্মা ক্ষেত্রের শোভাকর।
উপেক্ষায় রেখ্যে যায় মরু ঘোরতর।

---

* A COMPARISON.

The lapse of time and rivers is the same,
Both speed their journey with a restless stream;
The silent pace, with which they steal away,
No wealth can bribe, no prayers persuade to stay;
Alike irrevocable both when pass'd,
And a wide ocean swallows both at last.
Though each resemble each in every part,
A difference strikes at length the musing heart;
Streams never flow in vain; where streams abound,
How laughs the land with various plenty crown'd!
But time, that should enrich the nobler mind,
Neglected, leaves a dreary waste behind.

Cowper.

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা।

রহস্য সন্দর্ভের বিগত সঙ্খ্যায় আমরা শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুপ্তাকৃত "হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা" নামক একখানি নূতন পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত পুস্তকখানী এতৎশতাব্দীর বঙ্গীয় স্ত্রী-রচনার দ্বিতীয় আদর্শ বলিয়া স্বীকার করি, কারণ তৎপূর্ব্বে কেবল শ্রীমতী বামাসুন্দরী গুপ্তার একখানি রচনা প্রকটিত হইয়াছিল। এতাদৃশ পুস্তকের দোষ গুণ বিচারের সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। এই ক্ষণে সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য যে কায়মনোবাক্যে স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহ প্রদান করেন; যাহাতে এতদ্দেশীয়া বরাঙ্গনারা অজ্ঞান-তিমির-হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন তাহার উপায় করেন; এবং মাতা ভার্য্যা দুহিতা প্রভৃতি আপন আপন অন্তরঙ্গদিগের মানব নাম সার্থক করিতে ব্যগ্র হয়েন। সমালোচনের প্রসিদ্ধ লক্ষণ এই যে অপক্ষপাত-হৃদয়ে উৎকর্ষের প্রশংসা ও অপকর্ষের দোষ প্রদর্শন করা, এবং যেহেতু মনুষ্যকৃত কোন পদার্থই নির্দোষী হইতে পারে না, সুতরাং সমালোচন করিতে হইলেই গুণ ও দোষ উভয়েরই উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। নবীনা গ্রন্থকারিণীদিগের গ্রন্থের তদ্রূপে দোষোদ্‌ঘোষণ করিলে তাঁহাদের উৎসাহ-অগ্নিতে বারিসিঞ্চন করা হয়। এই নিমিত্ত তাহা সমালোচনের পদার্থ নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু তাঁহাদিগের রচনার তাৎপর্য্য পাঠকবৃন্দের সুগোচর করায় কোন আপত্তি বোধ হয় না; বরং তাহাতে তাঁহাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধিত হইতে পারে; এই বিবেচনায় আমরা এই প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গ্রন্থ রচয়িত্রী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্তের গৃহমেধিনী। বাল্যকালে ইহাঁর বিদ্যা শিক্ষায় নিতান্ত বিরাগ ছিল। তিনি আত্ম-পরিচয়ে স্বয়ং কহেন যে "আমি এক প্রকার বিদ্যা বিরোধিনী ছিলাম।" তাঁহার স্বামীর অনুরোধে তিনি বর্ণাভ্যাসে নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বাবু এই বিষয়ে গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন "গ্রন্থ রচয়িত্রীর ভাষা বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার বিষয় কিঞ্চিৎ সাধারণের গোচর না করিয়া আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইনি বর্ণমাত্র শিক্ষা করেন নাই। পরে আমার নিকট কিঞ্চিৎকাল বর্ণ বিষয়ে উপদেশ পাইয়া, স্বয়ং বাঙ্গালা গ্রন্থ সমুদয় পাঠ করত, অল্প দিনের মধ্যেই যে পরিমাণে তদ্বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা অনেকে বহুকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অধীন থাকিয়াও পারেন কি না সন্দেহ। সমস্ত দিবা সংসার ও সন্তান সন্ততিগণের কার্য্যে ক্ষেপণ করিয়া সায়ং কালে যে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতেন তাহাতেই এক পক্ষ মধ্যে এই গ্রন্থ খানি রচনা করিয়াছেন।"

গ্রন্থ রচয়িত্রী স্বয়ং লিখিয়াছেন, "আমি দিবাভাগে সাংসারিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সায়ংকালীন অবকাশ পাইয়া যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্টবশতঃ তাঁহার (শিক্ষকের) আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কারণ আমি অবকাশাভাবে কিছুই শিখিতে পারি নাই, এবং সেই জন্য এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। এক বার প্রভাকরে কোন একটী প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে আমার বন্ধুজনেরা অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তৎকালে এতাদৃশ দুঃসাহসিক বিষয়ে সাহস করিতে পারি নাই, কি জানি মহৎ পদ আশ্রয় করিতে গিয়া পাছে শিখিপুচ্ছধারী বায়সের ন্যায় হাস্যাস্পদ হই। কিন্তু এক্ষণে অনেকের নিকট নিতান্ত অনুরুদ্ধা হইয়া, অগত্যা এই বাতুলতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।" এই বাক্যে ব্যক্ত হইবে যে শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী বিদ্যা শিক্ষায় অতি অল্পকালমাত্র নিয়োগ

করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যেও যে অধিক আয়াস রচনা-কার্য্যে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে প্রস্তাবিত গ্রন্থ-প্রণয়নের পূর্ব্বে তিনি বন্ধুদিগের অনুরোধ-সত্ত্বেও কোন সংবাদ-পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিতে সাহসিক হয়েন নাই। ইহাতে অনায়াসেই অনুভব হয় যে তাঁহার পক্ষে গ্রন্থ রচনা অধিক আয়াস সাধ্য হইবেক, কারণ অভ্যাসদ্বারাই রচনা-কার্য্যে নিপুণতার উদ্ভব হয়; সর্ব্বশাস্ত্রে পারদক্ষ পণ্ডিত মহাশয়েরাও—রচনায় অভ্যাস না রাখিলে অনায়াসে সুরচনায় সক্ষম হয়েন না। ফলে মৃত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উভয়ে কোন এক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিলে গুপ্ত মহাশয়ের রচনা তর্কপঞ্চাননের রচনাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হইত, সন্দেহ নাই। কারণ অসাধারণ ক্ষমতা-ব্যতীত গুপ্ত মহাশয়ের অহরহ রচনায় অভ্যাস ছিল, তর্কপঞ্চাননের তাদৃশ কিছুই ছিল না। এ বিধায় অনেকে মনে করেন যে শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী পূর্ব্বে অভ্যাস না করিয়া ও অল্পকাল মাত্র বাঙ্গালী পুস্তক পাঠ করিয়া এক পক্ষের মধ্যে ৭২ পৃষ্ঠা পরিমিত সুচারু রচনা গ্রন্থন করিয়াছেন, ইহা সম্ভাব্য নহে। তাঁহাদিগের মনে হয় যে হয় সমস্ত রচনা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বাবুর বা তাঁহার কোন অন্য বন্ধুর লেখনী-নিঃসৃত হইবে, অথবা শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী তাহার আদর্শ করিলে প্রকৃষ্ট রূপে অন্যে তাহার সংশোধন ও সম্পুকটন করিয়াছেন। এই পূর্ব্ব পক্ষ গ্রন্থ প্রকাশকের মনে আদৌ উপস্থিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কারণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় কিছুই সপ্রমাণ লেখেন নাই। তিনি কহেন যে প্রুফে যে কাটা অক্ষর দেখিয়াছিলেন, কম্পোজিটরেরা তাঁহাকে কহিল যে তাহা গ্রন্থরচয়িত্রীর স্বহস্তে কাটা লেখা, এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বাবু তাঁহাকে অবগত করিয়াছিলেন যে গ্রন্থের রচনা ও তৎসংশোধন তাঁহার গৃহমেধিনীদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল; ইহাতে তাঁহার রচনা-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু দুর্গাচরণ বাবু গ্রন্থারম্ভে পাঠকমাত্রেরই নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, যে গ্রন্থখানি তাঁহার জায়ার রচনা; তাহাতেও যদ্যপি লোকের সন্দেহ ভঞ্জন না হয়, তাহা হইলে ঐ কথা বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে কহিয়াছেন বলিলে কোন দৃঢ় প্রমাণ হইল না। দুর্গাচরণ বাবুর অপেক্ষা নামবিহীন কম্পোজিটরদিগের কথা অধিক প্রামাণ্য হইতে পারে না, এবং তাহা হইলেও বর্ত্তমান বিষয়ে তাহারা এই মাত্র কহে যে লেখক ও সংশোধকের অক্ষর তুল্য, অতএব উভয়েই এক। ইহাতে গ্রন্থখানি স্ত্রী কি পুরুষদ্বারা রচিত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় হয় না। যাঁহারা পূর্ব্ব পক্ষ করেন তাঁহারা ইহাও কহিয়া থাকেন যে "শিখিপুচ্ছধারী বায়সের" উপমা ও তাদৃশ অপর কএকটি উপমা উল্লেখ বঙ্গীয় মহিলাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। এবং এতদ্দেশীয় জাতি ও কুলীনদিগের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে ও ইতিহাসের যে উল্লেখ আছে, তাহাও বঙ্গীয়া কামিনীদিগের পক্ষে সহজ বোধ হয় না। বর্ত্তমান-গ্রন্থে রাজপুত্রদিগের কন্যা-বধের স্থানে শিখদিগের কন্যা-বধের উল্লেখ হইয়াছে, ইতিহাস বিষয়ে তদ্ভিন্ন অন্য কোন গুরু ভ্রম দৃষ্ট হয় না; অল্প শিক্ষিত স্ত্রীর পক্ষে ইহা অবশ্য আশ্চর্য্য। অধিকন্তু গ্রন্থকর্ত্রী রচনা কার্য্য সিদ্ধ করিয়া নানাবিধ উপমা থাকিতে বাঙ্গালায় অপ্রসিদ্ধ "শিখিপুচ্ছধারী বায়সের" উল্লেখ কেন করিলেন? তাঁহার মনে ত অন্যের পক্ষ গ্রহণ করার কোন সন্দেহ ছিল না।

পরন্তু এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে আমরা সমর্থ হইলাম না, বিশেষতঃ আমরা কোন মতে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বাবুর কথায় সন্দেহ করিতে পারি না; অতএব আমরা গ্রন্থখানির নাম পত্রের বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করি, এবং পূর্ব্ব পক্ষকারকদিগের উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করাতে শ্রীমতী কৈলাসবাসিনীর নিকট যে অপরাধী হইলাম, তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

গ্রন্থখানির নামেই তাহার মর্ম্ম স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়; এবং সেই মর্ম্ম যে হিন্দু স্ত্রীরাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিবৃত করিতে পারেন ইহা বলা বাহুল্য। যাহাদিগের অবস্থা মন্দ তাহারা স্বয়ং যে প্রকারে তাহার বর্ণন করিতে পারে অন্যে তাহা কদাপি সম্ভবে না। অধিকন্তু শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী স্বজাতীয়াদিগের অবস্থা অতি তীক্ষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, এবং আপন পরীক্ষা অতি হৃদ্যরূপে বর্ণন করিতে প্রকৃষ্টরূপে সক্ষম, অতএব তাঁহার গ্রন্থ যে আদরণীয় হইবে, এবং তাঁহার প্ররোচনা দেশহিতৈষী ও ধার্ম্মিকদিগের উত্তেজক হইবে ইহা অবশ্য সম্ভাব্য।

গ্রন্থের প্রতিজ্ঞানুসারে তাহাতে হিন্দু মহিলার জন্মাবধি বৈধব্য পর্য্যন্ত সকল অবস্থার বিবরণ বিবৃত আছে। প্রথমতঃ জন্মবিবরণ ও তৎ সম্বন্ধে যে সকল নিরানন্দের চিহ্ন প্রকাশ করা হয় তাহার বিবরণ ব্যক্ত আছে। তৎপরে বাল্যাবস্থা, তৎসময়ে পিতা মাতা যে প্রকারে কন্যার বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হয়েন, তাহার পরিপাটী-বর্ণন আছে। তদনন্তর কৌলিন্য-মর্য্যাদা, রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ কুলীন, ও কুলীনদিগের পুত্র কন্যার বিবাহের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত প্রস্তাবে কএকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"সুরতরঙ্গিণীর পশ্চিম-তীরস্থ এক গ্রামে ঐ রূপ প্রধান বংশীয় এক ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার একমাত্র ভগিনী ছিল। সেই ভগিনীর উদ্বাহের নিমিত্ত তাঁহার পিতৃস্বসার সপত্নীপুত্রের সহিত সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সেই কন্যার অতি সঙ্কটাপন্ন পীড়া উপস্থিত হইল, পরে সেই পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে তাঁহার পিতৃস্বস্পতি তাঁহাদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ কন্যার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ বিবেচনা করিলেন, ইহার যেরূপ পীড়া হইয়াছিল তাহাতে বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না, কি জানি আবার কোন সময়ে ইহার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইবে, এবং ইহার বিবাহ না হওয়া প্রযুক্ত এত বড় মানটা একেবারে নষ্ট হইবে, অতএব আর অধিক বিলম্বের আবশ্যক নাই, পিশে মহাশয়ের সঙ্গেই ইহার বিবাহ দেওয়া যাক। এই রূপ কথাবার্ত্তার পর তাহারা সেই অশীতিবর্ষবয়স্ক বরকে বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিল। তাহাতে সেই বর অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিল, আমার সহিত বিবাহ দিও না, আমার সহিত বিবাহ দিয়া মেয়েটীকে কেন একেবারে নষ্ট করিবে? আমার পুত্রকে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছি তিনি শীঘ্রই আসিবেন, তাঁহার সহিত বিবাহ দিও। কিন্তু তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না, ঐ বৃদ্ধের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিল।"

ত্রিকুলীন দুহিতাদিগের বিবরণ সম্বন্ধে শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী লেখেন, "এক বার শুনিয়াছিলাম, ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ কোন গণ্ড-গ্রাম-বাসিনী এক ত্রিকুল দুহিতার বিবাহ দিবার নিমিত্তে তাঁহার আত্মীয়গণ বহু-বর্ষ-বয়স্ক এক বরপাত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। কন্যা ঐ বৃদ্ধ বরকে বরণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কহিল, তোমরা বলপূর্ব্বক আমাকে একাদশী ব্রত গ্রহণ করাইও না, আমি এই অবস্থাতেই থাকিব, আর তোমরা যদ্যপি নিতান্তই আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা কর, তবে উহার পুত্রের সহিত বিবাহ দেও। এই কথায় তাহার বন্ধুবর্গ ঐ বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ না দিয়া ঐ বৃদ্ধের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্রের সহিত ঐ ত্রিংশৎ

বর্ষীয় নারীর বিবাহ দিল, এবং ঐ নারী সেই দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া গেল। এই রূপ ইহাদিগের আরও অনেক ঘটিয়া থাকে। হুগলি জেলার অন্তঃপাতি কোন গ্রামে এক প্রধান বংশীয় ত্রিকুল কন্যা ষড়বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় অবস্থিতি করিয়া পরে এক দিন তাহার মাতাকে কহিল, তুমি যদ্যপি আমার বিবাহ না দেও, তবে আমি কুপথগামিনী হইব। কিন্তু তাহার মাতা বলিল, আমি এরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ আমার প্রতি অতিশয় মন্যু করিবেন ও তাঁহাদিগের কুল একেবারে ক্ষয় হইবে, কারণ আমাদিগের সদৃশ ঘর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; আমি তোমার নিমিত্ত এত বড় কুলটা একেবারে নষ্ট করিব? এবং সেই কুল-নাশ-দোষে দূষিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামিনী ও ইহলোকে কুলনাশিনী নামে বিখ্যাত হইব? তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। উহার মাতা এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন, পরে লোক পরস্পরায় ঐ কথা ব্যক্ত হইলে সেই গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র সন্তান একত্রিত হইয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য বর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে বংশবাটীস্থ কোন ভদ্র গৃহস্থের দৌহিত্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিলেন. কন্যার মাতা মাতামহ আশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহার মাতার মাতুল ঐ বিষয়ে অতিশয় রুষ্ট হইয়া উভয়কে আপন আলয়হইতে দূরীভূত করিলেন, তাহাতে যাহারা ঐ কন্যার বিবাহ দিয়াছিল তাহারা ঐ কন্যাকে লইয়া তাহার স্বামির নিকট রাখিয়া আসিল। এই ঘটনার কিছু দিন পরে সেই কন্যার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এক বরপাত্র ও এক ঘটক সমভিব্যাহারে লইয়া চট্টগ্রামহইতে আগমন করিলেন, তদ্দৃষ্টে ঐ কন্যার মাতা বিষম বিপদে পতিত হইলেন, এবং উহাকে কি বলিয়াই বা উত্তর প্রদান করিবেন? তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে ঐ কন্যাকর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন, মাতঃ, ভগিনী কোথায়? তিনি বলিলেন সে শ্বশুরালয়ে আছে, এই কথা শুনিবামাত্রই তিনি একেবারে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া কহিলেন, কি ভগিনী শ্বশুরালয়ে? তাহার বিবাহ কে দিল? হা! কে আমার সর্ব্বনাশের হেতু হইল, কেই বা আমাদিগের জীবন স্বরূপ এই কুলরত্ন একেবারে নষ্ট করিল? এই রূপ নানাবিধ বিলাপ ও কপালে এমত করাঘাত করিতে লাগিলেন যে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করিলে সকলেরই অশ্রুপাত হয়। পরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সকলে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যদ্বারা বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ না মানিয়া বরং বারংবার ইহা বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমার ভগিনীকে আনিয়া দেও, আমি পুনর্ব্বার তাহার বিবাহ দিয়া কুল রক্ষা করিব। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে কহিলেন, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? যাহার এক বার বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হইয়াছে আবার কি প্রকারে তাহার বিবাহ দিবে? তাহা কখনই হইতে পারিবে না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া কহিলেন, তবে তোমরা তাহার মৃত্যু সংবাদ লিখিয়া দেও, আমি স্বদেশে প্রচার করিব যে আমার ভগিনীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইলেন।"

অতঃপর মুখ্য কুলীন ও বংশজদিগের জাতিভেদের নিন্দা, বাল্য-বিবাহ, কামিনীদিগের শ্বশুরালয়ের অবস্থা, নব বধূদিগের প্রতি শ্বশ্রূগণের আচরণ, ভ্রাতৃজায়া ও ননদের প্রতি আচরণ, ধনাঢ্য মহিলাদিগের অবস্থা, পরিণয়, বিদ্যাভ্যাস, স্বাধীনতা; ও বৈধব্য যন্ত্রণা বিষয়ে অনেক সদুক্তি আছে, তৎপাঠে পাঠকবৃন্দ অবশ্যই তৃপ্ত ও সৎকর্ম্মে উত্তেজিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

১ পর্ব্ব ১০ খণ্ড।] কার্ত্তিক ; সংবৎ ১৯২০। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

কৃষি-বিষয়-প্রদর্শন।

এই প্রস্তাবের নিম্নে আমরা এক খানি পত্র প্রকটিত করিলাম ; উহা ভারতবর্ষীয় সভার বিজ্ঞতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বঙ্গদেশীয় জমীদারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা এই যে সম্প্রতি এতদ্দেশের মহামান্য শ্রীযুক্ত লেফটেনেণ্ট গবরনর যে কৃষি-বিষয়-প্রদর্শন নামে এক মহাব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে জমীদারেরা যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করেন। এই উৎসাহ প্রদান করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা কথিত পত্রে অতি স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত আছে, অতএব আমাদিগের পক্ষে তন্নিমিত্ত অধিক আয়াস করিবার প্রয়োজন নাই। এতদ্দেশের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই জ্ঞাত

আছেন, যে কৃষি-কার্য্যই ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র আকর; তাহা-হইতেই ভারতবর্ষ ঋদ্ধিশালী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। এতদ্দেশে সুবর্ণের খনি নাই, ও রৌপ্যেরও আকর নাই। এখানে প্রচুর-পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায় না, এবং তাম্র ও সীসক ও রাঙ অত্রত্য প্রসিদ্ধ খনিজ দ্রব্য নহে। এতদ্দেশে কয়লার খনি অনেক আছে; কিন্তু বিলাতে যে পরিমাণে কয়লা প্রতিবর্ষে খাত হইয়া থাকে, এতৎ স্থানে তাদৃশ হয় না, সুতরাং কয়লা বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ ধনবন্ত হইতেছে না। দক্ষিণ দেশের গলকণ্ডা-প্রদেশে অনুপমেয় উত্তম হীরক আছে, কিন্তু হীরক বিক্রয় করিয়া কোন দেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে না, কারণ হীরক অলঙ্কারমাত্র—অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য নহে, তাহার ক্রেতা প্রতিসহস্রে এক ব্যক্তি পরিগণিত হইতে পারে, এবং তাহার পক্ষেও ঐ হীরক অহঙ্কার-দ্যোতক হয়, কদাপি দেহ-পোষক নহে। পরন্তু ভারতবর্ষে রজত-কাঞ্চনাদি ধাতু না থাকায় কোন ক্ষতি হয় নাই। তাহার ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার সাহায্যে প্রতিবর্ষে অনেক খনির রজত-কাঞ্চন এতদ্দেশে আসিয়া থাকে। স্বর্ণোৎপাদন বিষয়ে এই ক্ষণে অস্ত্রেলিয়া দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; তথায় প্রায়ঃ আট কোটি টাকার স্বর্ণ প্রতিবর্ষে খাত হইয়া থাকে। তাহাহইতে অধিক বা তাহার তুল্য পরিমাণে স্বর্ণ কুত্রাপি খাত হয় নাই। পরন্তু ভারতবর্ষের শস্যের সহিত তুলনা করিলে ঐ স্বর্ণ কি যৎসামান্য বোধ হয়? অনুমিত হইয়াছে যে এক তূলার নিমিত্ত বিলাতহইতে এই বৎসর ৪০ কোটি টাকা আসিবেক, সুতরাং তূলা অস্ত্রেলিয়ার স্বর্ণ অপেক্ষায় ৫ গুণ শ্রেষ্ঠ হইল। অপরাপর দ্রব্য দেখিলে এই রূপ শ্রেষ্ঠতা অনুভূত হয়। অতএব যে কোন প্রকারে এতদ্দেশের কৃষি-কার্য্যের উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা দেশহিতৈষিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহাতে দেশের যে রূপ মঙ্গল হইবে, তাহা অপর কোন উপায়ে সম্ভাবিত নহে। এই নিমিত্তই আমাদিগের বিজ্ঞতম লেফটেনেণ্ট গবরনর শ্রীযুক্ত বীডন্ সাহেব প্রজার হিত-সাধনে নিবিষ্ট হইয়া কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-সম্পাদনে তৎপর হইয়াছেন; এবং তাঁহার মঙ্গলচেষ্টা যে সুফলবতী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। নানা-কারণবশতঃ এই ক্ষণে ভারতবর্ষের কৃষি-কার্য্য দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। অন্যত্র যে পরিমিত ভূমিতে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, এ স্থানে তাহা হইতেছে না। লাঙ্গল মই নিড়ান কাস্তে প্রভৃতি প্রচলিত যন্ত্র বহুকাল হইল যে রূপে নির্ম্মিত হইত, এই ক্ষণেও সেই রূপে প্রস্তুত হইতেছে, কোন মতে সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হয় নাই। বিলাত প্রভৃতি দেশে প্রত্যহ ঐ সকল যন্ত্রের উন্নতি সিদ্ধ করাতে তথায় তৎসমুদয় যে প্রকার কর্ম্মোপযোগী হইয়াছে, এখানে তাদৃশ হয় নাই, সুতরাং এখানকার শস্ত্রে যে কর্ম্ম অনেক প্রযত্নে সিদ্ধ হয়, অন্যত্র তাহা অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়। ঐ বিদেশীয় শস্ত্র সকল এতদ্দেশে আনীত হইলে, বা এতদ্দেশীয় যন্ত্র তদ্রূপে নির্ম্মিত করিলে অনেক শ্রমের লাঘব হইতে পারে, এবং শ্রমের লাঘব হইলেই দ্রব্য অল্প মূল্যে উৎপন্ন হয়, এবং তাহা বিক্রয়ে অধিক লাভের সম্ভাবনা। অপর কিয়ৎকাল অবধি বঙ্গদেশে গোরুর অত্যন্ত দুর্দশা হইয়াছে। পুং গো সকল এমনি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়াছে, যে তাহারা প্রায় হলাকর্ষণের অযোগ্য বোধ হয়। ফলে তাহাদিগের সাহায্যে যৎসামান্যরূপে অতি অল্প ভূমির আঁচড়ানমাত্র নিষ্পন্ন হয়; তৎপরিবর্ত্তে হৃষ্টপুষ্ট বৃহৎকায় বলবান্ বৃষ পাইলে কৃষকেরা এক যুগ বৃষের সাহায্যে অনেক ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত করিতে পারে, তাহাতে ব্যয়েরও লাঘব

হয়, এবং শস্যেরও আধিক্য সম্ভবে। ঐ হৃষ্টপুষ্ট বৃষ প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর নহে, বিদেশীয় উত্তম বৃষ এতদ্দেশে আনাইয়া এতদ্দেশীয়া গাভীতে তাহার বৎস উৎপাদন করাইলে অনায়াসে উত্তম বৃষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনে করুন যদ্যপি ভূম্যধিকারীরা প্রত্যেকে দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া এক এক গ্রামে এক একটি বিলাতী বা নাগোরী অথবা হরিয়ানার বৃষ আনাইয়া রাখেন, তাহা হইলে দশ বৎসর মধ্যে প্রত্যেক গ্রামে দশ সহস্র বৃহৎ বলবান্ প্রগাঢ়-শ্রম-সহিষ্ণু বৃষ উৎপন্ন হইতে পারে। বৃষ যে কি পর্য্যন্ত উত্তম হইতে পারে, তাহা অধুনা অনেকের জ্ঞান গোচর নহে। প্রস্তাবিত প্রদর্শন ব্যাপারে বিদেশীয় উত্তম বৃষ দেখিলে তাঁহাদের সে জ্ঞান লাভ হইবে, এবং তাহা হইলেই সদনুষ্ঠানশীল ভূম্যধিকারীরা অবশ্য আপন২ গ্রামে বিদেশীয় বৃষ লইয়া যাইতে প্রযত্নবান্ হইবেন।

ঐ বৃষের মাহাত্ম্যে এতদ্দেশীয় গাভীরও সম্যক্ উন্নতি হইতে পারিবেক। এই ক্ষণে পল্লীগ্রামস্থ অনেক গাভী প্রত্যহ এক পোয়া পরিমাণ দুগ্ধ দিতেও অক্ষম, এবং তাহাদের ক্ষীণ দুর্ব্বল খর্ব্ব অস্থিচর্ম্মসার দেহ দেখিলে ঐ এক পাদ দুগ্ধ পাওয়াও সম্ভব মনে হয় না। বিদেশীয় বৃষের সাহায্যে তাহাদের অপত্য হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘকায় হইলে তাহারা এক পাদের পরিবর্ত্তে অনায়াসে পাঁচ সাত বা দশ সের দুগ্ধ দিতে পারিবেক। বিলাতে অনেক গাভী প্রত্যহ বিংশতি সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। আমরা অনেক বিলাতী গাভীকে ষোড়শ সের দুগ্ধ দিতে দেখিয়াছি। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নাগোর ও হান্সী-প্রদেশের গাভী অক্লেশে দশ বা বার সের দুগ্ধ দেয়। তাহাদের বৎসতরীও তদ্রূপ দুগ্ধবতী হইয়া থাকে। ফলে যে প্রজারা এই ক্ষণে দশটী গরু রাখিয়া ২৷৷০ সের দুগ্ধ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা গ্রামে একটী হান্সী বা নাগোরী বৃষ থাকিলে একটী গরু হইতে তাহার চতুর্গুণ দুগ্ধ পাইতে পারেন। ফলে এক বৃষের প্রসাদে যে এই ক্ষণে দশটী গরু রাখিয়া ২৷৷০ সের দুগ্ধে অপত্য প্রতিপালনে অক্ষম, সে প্রত্যহ ১৷৷০ বা ২ মণ দুগ্ধ পাইয়া ধনাঢ্য হইতে পারে। দেড় বা দুই শত টাকা ব্যয় করিলে এক গ্রামের সমস্ত প্রজা ঋদ্ধিমন্ত হইতে পারে, ক্ষেত্রের শস্য দ্বিগুণিত হইতে পারে, এবং ভার-বহনে বলীবর্দ্দ সকল বহু অংশে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ভদ্র জমীদার এমত কে আছেন, যিনি এই স্বল্প ব্যয়ে আপন২ অধিকারের এতাদৃশ উপকার সিদ্ধ করিতে বিমুখ হইবেন?

অপর গো-বিষয়ে যাহা উক্ত হইল, মেষ-বিষয়ে তাহার অনেক প্রয়োগ হইতে পারে। ৭০ বৎসর হইল, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে একটি মাত্র মেষ ছিল না। ইংরাজেরা তথায় প্রথম মেষ লইয়া যান। সেই মেষের প্রভাবে এই ক্ষণে তথাহইতে প্রতিবর্ষে দুই কোটি টাকার লোম বিলাতে প্রেরিত হইতেছে। এতদ্দেশে মেষের উন্নতি সিদ্ধ করিলে সেই রূপ ফল লাভ হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

বঙ্গদেশে উত্তম অশ্ব প্রায়ঃ নাই। অত্রত্য দলচরী কেরাঞ্চীর টাটুদ্বারা কৃষি কার্য্যের কোন উপকারই সিদ্ধ হয় না। বিবেচনা-পূর্ব্বক দেশীয় অশ্বীতে বিলাতী অশ্বের শাবক উৎপাদন করাইলে তাহা হল-কর্ষণাদি নানা কর্ম্মে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে। অন্যান্য জীব-বিষয়েও এই প্রকার উল্লেখ করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে এই স্থানে ভারতবর্ষীয় সভার পত্রখানি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে ক্ষান্ত হইতে হইল। উক্ত পত্র যথা—

"বহুবিধ-সম্মান-পূর্ব্বক-নিবেদনমিদং।

শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের উৎসাহ ও উদ্যোগে আগামি জানুয়ারি মাসে আলীপুরে সপ্তাহ ব্যাপিয়া এক বৃহৎ কৃষিকার্য্যের প্রদর্শন-

ব্যাপার হইবে। ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের উৎসাহ-প্রদান এবং উন্নতি-সাধন করাই উক্ত প্রদর্শন-ব্যাপারের প্রধান তাৎপর্য্য। আপনাদিগকে উহার তাৎপর্য্য অবগত এবং উক্ত প্রদর্শন-স্থলে আহ্বান করণার্থে উক্ত গবর্ণর বাহাদুর ভারতবর্ষীয় সভাকে এবং লোয়ার প্রবিন্সের কমিসনরদিগকে যে পত্র লেখেন, উক্ত দুই পত্রেরই অনুবাদ এতৎ পত্রসহ প্রেরিত হইতেছে; পাঠ করিলে তন্মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

ফলতঃ কৃষি বিদ্যার উন্নতি সাধনই যে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির নিদান, সে বিষয়ে কোন ব্যক্তিরই সংশয় জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু এক্ষণে এ দেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থা যে প্রকার দুর্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা মনে হইলে এবং অন্যান্য দেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থার সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে স্বদেশোন্নতিচিকীর্ষু লোকের মনে অবশ্যই লজ্জা ও ক্ষোভের উদয় হয়, সন্দেহ নাই। দয়াবান্ লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কেবল এদেশের কৃষি-বিদ্যার এই দুরবস্থা দূর করিবার উদ্দেশেই প্রস্তাবিত প্রদর্শন-ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব আপনারা তাঁহার উক্ত মহৎ উদ্দেশের সহকারিতা করিয়া স্বদেশের শ্রীসাধন ও স্ব স্ব নামের গৌরব বর্দ্ধন করিলেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলের বিষয় হয়।

উক্ত প্রদর্শন-স্থলে বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশজাত গো বৎস অশ্ব মেষ মহিষ প্রভৃতি নানা প্রকার জীব জন্তু এবং বিভিন্নপ্রকার ফল শস্য ও কৃষিকার্য্যোপযোগী বহুবিধ যন্ত্র সঙ্গৃহীত হইবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো কি মহিষ ও মেষাদি প্রদর্শন করাইতে পারিবে, কি যে কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল কি শস্য আনিয়া ঐ প্রদর্শন-স্থলে উপস্থিত করিবে, তাহারা আপন২ যোগ্যতা ও পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আপনারা স্বীয়২ অধিকারস্থ প্রজাদিগকে ইহা অবগত করিয়া উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগ-দ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করাইয়া উক্ত প্রদর্শনস্থলে প্রেরণ করিবেন, অথবা সমভিব্যাহারে লইয়া আসিবেন। এই প্রদর্শন-ব্যাপারের এই প্রথম সূত্র, ইহাতে যে সকল কৃষকেই কৃতকার্য্য হইয়া তুল্যরূপ পারিতোষিক লাভ করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। যাহারা পারিতোষিক না পাইবে, তাহারা অন্য দেশের পারিতোষিক যোগ্য উৎকৃষ্ট উৎপন্ন বস্তু দেখিয়া তদ্রূপ করিতে পারিবার জ্ঞান লাভ ও আশা প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর উপকৃত হইতে পারিবে। অতএব কেবল পারিতোষিক-লোভে প্রদর্শন-স্থলে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রদর্শন স্থলে কৃষকদিগের স্ব২ উপস্থিত হওয়া উচিত। উপস্থিত হইলে আপন অপেক্ষা অন্যের উৎপন্ন উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি দেখিয়া উভয় বস্তুর আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ তুলনা করিয়া অনায়াস-ক্রমে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক প্রদর্শন-স্থলে যদি গ্রামের অধিকাংশ প্রজার উপস্থিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সহজ ও সাধ্য না হয়, তত্রাপি অন্ততঃ এক২ গ্রামহইতে এক এক জন প্রধান ও বুদ্ধিজীবি প্রজারও এ ব্যাপারে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলেও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনেক অভিলাষ পূর্ণ ও কৃষকদিগের মঙ্গল সিদ্ধ হইতে পারিবে। এই বিবেচনা করিয়া মহাশয় স্বীয় ও অন্য২ অধিকারের প্রজালোকদিগকে সঙ্গে লইয়া এই ব্যাপারে উপস্থিত হইয়া কৃষিকার্য্যের উৎসাহ প্রদান করিবেন। ইহাতে যে কেবল লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের অনুরোধ রক্ষণ এবং প্রদর্শন-দর্শনে নিজ২ কৌতূহল নিবারণ হইবে, এরূপ নহে; ইহাতে অনেক উপকার

হইবার সম্ভাবনা। কেবল প্রজার নিকটহইতে রাজস্ব সঙ্গ্রহ করিয়া রাজাকে প্রদান করা জমীদারের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। যাহাতে রাজ্যের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়া প্রজার মঙ্গল হয়, জমীদারদিগের সর্ব্বতোভাবে তাহার যত্ন করা বিধেয়। জমীদারেরা প্রজার উপস্বত্বভোগী; প্রজার মঙ্গল হইলে অবশ্যই জমীদারও তাহার কুশলভাগী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব যাহাতে উপস্থিত ব্যাপারে আপনাদিগের স্ব২ অধিকারস্থ প্রজা লোকের সমাগম হইয়া কৃষিকার্য্যের উৎসাহ প্রদান করা হয়, আমাদিগের এই একান্ত নিবেদন, এবং লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরেরও এই প্রধান তাৎপর্য্য ইতি।

সম্পাদকস্য।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।"

শঙ্কর-তরঙ্গ।

অনেক ইয়ুরোপীয় লেখক ভ্রমক্রমে এরূপ পরীবাদ দিয়া থাকেন যে বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞতারসজ্ঞ নহেন। তাঁহারা ভীরুস্বভাব এবং প্রবঞ্চক। তাঁহাদিগের ভাষায় কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্ম-বিজ্ঞাপক শব্দ পর্য্যন্ত নাই। যদিও অধুনা ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত এতদ্দেশীয় লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক আলাপ পরিচয়ে উল্লিখিত ভ্রান্তির কথঞ্চিৎ অপসরণ হইয়াছে, তথাপি অদ্যাপি বাঙ্গালী জাতির চরিত্রক্ষালনের সম্যগ্রূপ উপায়ানুষ্ঠান হয় নাই, ইহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। বস্তুগত্যা বাঙ্গালীরা যে সম্পূর্ণরূপে উপরি উক্ত অভিযোগ-পঙ্ক-হইতে নির্ম্মুক্ত তাহাও আমাদিগের প্রতিপাদনীয় নহে। বহুকাল-পর্য্যন্ত পরপীড়িত পরাধীন জাতি ক্ষোভানলে পরিদগ্ধ হইলে যে সকল মানসিক সদ্গুণসম্বন্ধে খর্ব্ব হইয়া পড়েন, বাঙ্গালীরা তাহাই হইয়াছেন, ইহাতে কিছুই প্রকৃতির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় না। তবে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অকৃতজ্ঞ, ভীরু এবং প্রবঞ্চক বলিয়া বিখ্যাত করাতে সত্যের অপহ্নব হয়। সময়-ভেদে এবং পাত্রভেদে বাঙ্গালিদিগের মধ্যে এরূপ সুকৃতজ্ঞ সুসাহসিক এবং সত্যপরায়ণ লোক সকল দৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাঁহারা ধরাতলস্থ পুরুষার্থ-পরায়ণ প্রধান প্রধান জাতিদিগের শ্লাঘা এবং গৌরবের আধার হইতে পারেন। স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা, সকল সদ্বৃত্তি এবং ঋদ্ধির বীজস্বরূপ, তদ্বিরহে মানসিক স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই। মানসিক স্ফূর্ত্তির অভাবে মনোমধ্যে সদ্ভাবমূলা প্রবৃত্তি কিরূপে অবতীর্ণ হইতে পারে? সত্য বটে মুসলমানদিগের অধিকার-সময়ে প্রকৃতপক্ষে এতদ্দেশীয়দিগের কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না, সত্য বটে মোগল পাঠানদিগের দৌরাত্ম্যের অবশেষ ছিল না, সত্য বটে লোকের জাতি, কুল, মান এবং সম্পত্তি প্রভৃতির কিঞ্চিন্মাত্র নির্ব্বিঘ্নতা ছিল না, কিন্তু এক কথা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য, তাহাদিগের অধিকার-কালে এতদ্দেশীয় জনগণ মধ্যে যাহারা বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে সামাজিক প্রাধান্য লাভ করিত, তাহারা স্বাধীনতার সুখানুভবে বঞ্চিত থাকিত না। আমরা সেই সকল লোকের আখ্যানে বল বীর্য্য সাহস এবং সুপ্রতিজ্ঞতা প্রভৃতির উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সকলেই অবগত আছেন মুসলমানদিগের রাজ্য-সময়ে এই ক্ষণকার ন্যায় সুশাসন এবং সদ্বিচার ছিল না, সুতরাং দূর-দূর স্থিত সম্পন্ন ভূম্যধিকারিগণ স্বেচ্ছাচারী ভূপালদিগের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব ধারণ করিতেন; ফলতঃ তাঁহাদিগের স্বাধীনতা নিরবচ্ছিন্ন-প্রবাহে বহিত না, তাহাতে মধ্যে মধ্যে উদ্বেগের আবর্ত্তও ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসৎ

সুপ্রসিদ্ধ কবির নিম্নোদ্ধৃত লিপিতেই তাহা সপ্রমাণ হইবেক. যথা—

"মহাবদ্ জঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়।।
লিখে দিল সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ।।
বগিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানা মতে রাজার প্রজার গেল ধন।।
বদ্ধ করি রাখিলেক মুরশীদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে।।"

সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ৩—৪ শত বৎসর-পূর্ব্বে ইয়ুরোপ-খণ্ডের নানারাজ্যে ব্যারণ উপাধিবিশিষ্ট রাজন্যেরা যেরূপ ক্ষমতায় স্ব স্ব অধিকার মধ্যে প্রভুত্ব করিতেন, অথবা ওয়াজিদ আলীর সময়ে অযোধ্যার তালুকদারেরা যেরূপ প্রাধান্য রাখিতেন, মুসলমান নবাবদিগের অধিকারে বাঙ্গলা-দেশের প্রাচীনতম প্রধান ভূম্যধিকারিগণ তদ্রূপ স্বাধীনতায় কালহরণ করিতেন। তাঁহাদিগের নিবসতি-স্থান সকল পরিখাপ্রাকারাদি-বেষ্টিত রাজাট্টালিকাবৎ ছিল। তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ভারতচন্দ্র রায় কথঞ্চিৎ বিবৃত করিয়াছেন। যথা—

"ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নওবৎ আরকানগোই ভার।।
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নৌবৎ।
পাতশাহী শিরপা সুলতানী সুলতনৎ।।
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
শরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।।"

ইত্যাদি।

পরন্তু এ কথাও অপ্রকাশ নাই নবদ্বীপের রাজবংশ তাদৃশ প্রাচীন নহে; জাঁহাগীরের সময়ে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্যের প্রথমোদ্দীপন হয়। বাঙ্গালা দেশে তদপেক্ষা প্রাচীনতম ধনী মানী পরিবার অনেক বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু ভাগীরথীর পূর্ব্বপার্শ্বে সে সময়ে তাদৃশ আঢ্য লোক বর্ত্তমান ছিলেন না। উক্ত প্রদেশের মৃত্তিকা স্বভাবতই বালুকাময় এবং ঊষর। ভবানন্দ মজুন্দারের বংশধরেরা বাহুবলে এবং বুদ্ধিবলে প্রায় তাহার সমুদয় হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্য-দিবসের অবসানে এই ক্ষণে সেই বিপুল অধিকার খণ্ড বিখণ্ড হইয়া এক এক প্রকাণ্ড এবং মূল্যবান্ জমীদারী হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহাদিগের প্রভুত্বের সময় তাদৃশ সুদীর্ঘ না হইলেও তাঁহারা তন্মধ্যে উক্ত অঞ্চলের বহুস্থানে অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করেন, তত্তাবতের ভগ্নস্তূপসমূহ অধুনা ঐহিক যাবদ্বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্বের সাক্ষ্য দিতেছে মাত্র। এক শত বৎসরের পূর্ব্বে সেই সকল প্রাসাদ পূর্ণাবস্থ ছিল; এক শত বৎসর পূর্ব্বে মত্ত মাতঙ্গের নির্ঘোষে এবং বাজিরাজির হ্রেষায় যে অট্টালিকা দ্বারান্তরাল নিনাদিত হইত, এই ক্ষণে তথায় শৃগাল কুক্কুরের ফেৎকার রবে দ্বিসন্ধ্যা বিরাবিত হইতেছে! যাঁহারা নবদ্বীপ জেলার অন্তঃপাতি বাগুয়ান, মাটিয়ারী, শ্রীনগর, শিবনিবাস এবং হরধাম প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই উক্ত ভগ্নাট্টালিকা সকল দর্শন করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত ঔদাস্যরসে অভিভূত হইয়া থাকিবেন।

যেরূপ দিনকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হওন প্রাক্কালে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত পরিপূর্ণ শোভা-প্রতিভা ধারণ করেন, নবদ্বীপের রাজকুলভানু তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্তির পরে অস্তগত হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়কেই উক্ত পরিবারের প্রোজ্জ্বল সময় বলিতে হইবেক; পরন্তু উক্ত রাজার বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পর্য্যবসান দেখা যায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের প্রাসাদ এবং শিবালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া বসতি করেন। যথা—

"বিগ্রহ ব্রহ্মণ্য দেব মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া।।"

শিবনিবাস কৃষ্ণচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় স্থান ছিল। তাহাকে পবিত্র স্থান মধ্যে গণনা করণার্থ তাঁহার সম্যক্ প্রয়াস ছিল। বোধ হয় তাঁহার সময়েই "শিব নিবাসী, তুল্য কাশী, যত্র কঙ্কণা নদী" এই প্রসিদ্ধ পদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবেক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-চরিত-লেখক যদিও শিবনিবাস বর্ণনায় অত্যুক্তির আশ্রয় লইয়া থাকুন, ফলে শিবনিবাস যে সে সময়ের বঙ্গীয় হর্ম্ম্য-রাজী-মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। লর্ড-বিশপ হিবর যে সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন, তখন চূর্ণীর পথে গমন করিতে শিবনিবাস দর্শন করিয়া যান। তাঁহার সময়েও যে উক্ত পুরীর কথঞ্চিৎ শ্রী অবশিষ্ট ছিল, তাঁহার বর্ণন-পাঠে এমত হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু আমাদিগের পাঠকেরা যদি কেহ বিভাবনা-পরবশ হইয়া বগুলার ষ্টেশনে নামিয়া শিবনিবাস দর্শনে যান, তবে অবশ্যই ক্ষোভ প্রাপ্ত হইবেন ইহা বলা বাহুল্য। শিবনিবাসের মন্দিরদ্বয় ব্যতীত এই ক্ষণে আর দর্শনযোগ্য পদার্থ কিছুই প্রত্যক্ষ গোচর হইবেক না, করাল কালের কবলে সমুদায় চূর্ণায়মান হইয়া গিয়াছে!

আমাদিগের পাঠকবর্গ উপরি উক্ত পরিচ্ছেদ-পুঞ্জ পাঠ করিয়া বিরক্ত হইতেছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভাবিতেছেন প্রবন্ধের শিরোভাগে "শঙ্কর-তরঙ্গ" এই পাঠ দেখিয়া কোন মনোরঞ্জন ইতিহাস প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। একি? ধান ভাণিতে শিবের গীত, গল্প কোথা? নদ্যেওয়ালা রাজার বংশাবলী এবং পুরাতন বাড়ী ঘরদ্বারের কথা কে শুনিতে চাহিয়াছিল? আমরা ইহার উত্তরে কহিতেছি, আছে, আছে, গল্প আছে, আপনারা ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনাদিগের অস্থিরতা দেখিয়া আমাদিগের একটা কথা স্মরণ হইল, যদ্যপি বিলম্ব দোষ মার্জ্জনা করেন, তবে তাহাও এই স্থলে স্বল্পবাক্যে কহি। আমাদিগের এক জন তণ্ডুলাম্ন-ভক্ত বন্ধু ভোজনের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; আহারে বসিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ফল মূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে পরিবেষিত দেখিয়া বিরক্তচিত্তে কহিয়া উঠিলেন, "ভাত কোই, ভাত নাই নাকি?" গৃহস্থ অপ্রস্তুত হইয়া তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ অন্ন আনিয়া দিলেন। আমরা তদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছি।

শঙ্কর-তরঙ্গের বিশেষ পরিচয় আমরা অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হই নাই, রাজকবি গ্রন্থ মধ্যে এতাবন্মাত্র লিখিয়াছেন।—

"অতি প্রিয় পারিষদ শঙ্কর-তরঙ্গ।"

পরন্তু এই প্রিয়পারিষদটি নবীন তপস্বিনী লেখকের বর্ণনানুযায়ী লিনুর পীরহান পিহিত সরভাজা মোতিচুর ভক্ত মোসাহেব ছিলেন না। শঙ্কর-তরঙ্গ জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন, অথচ এই ক্ষণকার লুচীঘণ্টে উত্তুঙ্গোদর বশাখ বাবুও ছিলেন না, ইহাঁর শান্তিপুরে নিবসতি ছিল; ইনি অতিশয় দীর্ঘকায় এবং বলবান পুরুষ ছিলেন; অন্তঃকরণ অত্যন্ত সরল ছিল; রাজার হিতচেষ্টায় সর্ব্বদা সবিশেষ চতুরতা দেখাইতেন; তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে রাজা অনেক বার অনেক বিপদহইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন; ইহাতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, শঙ্কর-তরঙ্গ রাজার অতি প্রিয় পারিষদ্ হইবার প্রকৃষ্ট ক্ষমতা রাখিতেন। আমরা তাঁহার সাহসিকতার কতিপয় আখ্যায়িকা শুনিয়াছি, উপস্থিত প্রবন্ধে তাহার একটি উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সকলেই অবগত আছেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অত্যন্ত তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁহাদ্বারাই এ দেশে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতির প্রকাশ হয়। কথিত আছে, অধুনা দুর্গোৎসবাদিপর্ব্বাহে বলিদানের পর

"ওমা দিগম্বরি নাচো গো রণে" ইত্যাদি পদ যে সানাই যন্ত্রে গীত হইয়া থাকে তাহাও তাঁহার রচনা। ফলতঃ তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভূত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার সাময়িক বীরেন্দ্র নরেন্দ্রের শবসাধন প্রভৃতি তান্ত্রিক কাণ্ডও নিতান্ত উপন্যাস নহে। সে যাহা হউক, মন্ত্র বা প্রকরণ বলে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করা সে সময়ের একটা প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। অযুক্তিগতা মতির এমনি প্রাদুর্ভাব, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রখর-বুদ্ধিজীবী মনুষ্য হইলেও সর্ব্বদা এই সকল অযৌক্তিক ভাবে বিশ্বাস রাখিতেন, এবং তাহার অনুষ্ঠানেও ত্রুটি করিতেন না। একদা শিবনিবাসের বাটীতে এক অবধূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সান্ধ্যাকাশবৎ অপাঙ্গপ্রভা, বিকট পিঙ্গলাক্ষ এবং প্রলম্বিত জটাভার দেখিয়া রাজার অতিশয় ভক্তি জন্মে। সন্ন্যাসী সভায় বসিয়া 'দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা, তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমং— ;" ইত্যাদি তন্ত্র শাস্ত্রের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শ্লোক আরত্তি করিতে লাগিল! ইঙ্গিতে তাহার সর্ব্বকাম প্রদায়ক অনুষ্ঠানাদিতে আপনার পারগতা বিজ্ঞাপন করিল। রাজা তাহার বচনাবলীতে ক্রমশঃ মুগ্ধচিত্ত হইতে থাকিলেন। পরে সভাভঙ্গ-সময়ে রাজা অন্যান্য সকল লোককে বিদায় দিয়া অবধূতকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া ইষ্টদেবতা সাক্ষাৎকরণের উপায় সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী তত্তাবৎ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানচ্ছলে কহিল, "রাজা, আপনি সম্যগনুষ্ঠানে অশক্ত; ভাক্তদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া যে সকল প্রকরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। আমার প্রতি যদ্যপি তোমার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তবে মৎপ্রতি নির্ভর করিলে তোমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আগামি অমাবস্যা রজনীতে ঘট জাগাইতে হইবেক। এই স্থানের পর-পারে মাঠের পশ্চিম সীমায় যে বিরল বটবৃক্ষ আছে, আমি সেই স্থানে বসিয়া যোগারম্ভ করিব। অন্যের অজ্ঞাতসারে তুমি তথায় নিশীথ সময়ে প্রস্থান করিবা। এক কথা অন্তঃকরণে রাখিবা, কোন রূপে কোন কথা প্রকাশ না পায়; এ সকল ক্রিয়ার গুহ্যতাই মূল; প্রকাশে ফল সিদ্ধ হয় না; আমি অদ্য বিদায় হইলাম; আমার সহিত আর এস্থানে সাক্ষাৎ হইবেক না; পুনর্ব্বার অমানিশীথে প্রান্তরস্থ বটবৃক্ষ-তলে সাক্ষাৎ হইবেক।" অবধূতের কথা-শেষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গললগ্নীকৃতবাসে প্রণত হইলেন, এবং ভক্তিভাবে গদ্গদ হইয়া সন্ন্যাসিকে বিদায় দিলেন। এই ক্ষণে রাজা যে সময়ে অবধূতের সহিত সঙ্গোপনে পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই ক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জনতা লাভ করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় পারিষদ্ শঙ্কর-তরঙ্গ কৌতূহল তরঙ্গের আঘাতে পতিত হইয়া বিজনগৃহের কবাটস্থ ছিদ্রে শনৈঃ শনৈঃ শ্রুতি-প্রস্থাপন পূর্ব্বক সমুদায় গুহ্য মন্ত্রণা অবগত হইয়াছিলেন। তাহাতে তরঙ্গের উক্ত তরঙ্গ-রঙ্গ আরো বৃদ্ধি হইল ব্যতীত হ্রাস পাইল নাই। পরন্তু তিনি ইহাই স্থির করিলেন, "রাজা অমাবস্যা নিশীথে যেখানে যাউন, আমাকে সঙ্গে যাইতে হইবেক। রাজা এই সকল ভণ্ডদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন্ দিন কোন্ বিপদে পড়িবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার অন্নে শরীর পোষণ হইতেছে, অতএব কোন রূপে তাঁহার অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইলে প্রাণ-পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া উদ্ধার করাই আমার ন্যায় আশ্রিত জনগণের কর্ত্তব্য।" শঙ্কর-তরঙ্গ এই রূপ চিন্তা করিয়া কএক দিবা-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অবধূতের নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। রাজার সে দিবস চঞ্চলচিত্ত, সচকিত নয়ন এবং

চিন্তাকুল মুখভঙ্গী, এক জন ভিন্ন কেহই সে ভাবের অভিসন্ধি পরিগ্রহে সমর্থ ছিল না। রাজা অন্য দিবসাপেক্ষা সে দিন সকাল সকাল সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নাথ-বিরহিণী যামিনী বিগলিতকুন্তলা নীলাবগুণ্ঠনবতী প্রবাসিবনিতাবৎ ধীর-গমনে আগতা হইতে লাগিলেন। কঙ্কণা-পুলিনে কোক বিহঙ্গী কাতরস্বরে বিরহ-বেদনা বিকাশ করত বিয়োগিনী নিশীথিনীর যেন মনোভাব নিনাদিত করিতে থাকিল। ক্রমে যামিনী সার্দ্ধৈকযামবিহীনা হইলেন, রাজা কৌশলান্তরাবলম্বনপূর্ব্বক প্রমোদময়ী-প্রমদা-সভাহইতে বহির্গত হইয়া শুদ্ধান্তর্দ্বার-পথে প্রস্থান করিলেন। পৃথিবী ঝিল্লীরবনিনাদিতা; কৃচিৎ কৃচিৎ ন্যগ্রোধবৃক্ষ-কোটরে গম্ভীররাবী উলূকের কঠোর কটুতর চীৎকার ধ্বনিও হইতেছে বায়ু ক্রমশঃ স্তম্ভিত হইয়া আসিল। রাজা সেই ঘননিবিড়ান্ধকারে পথপরিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া দ্রুতবেগে চরণচালনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নদীতীরে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে তথায় জনৈক কৈবর্ত্ত দ্রোণী লইয়া উপস্থিত ছিল। রাজা তদারোহণে পরপারে অবতীর্ণ হইয়া পাটনীর প্রতি পুনর্ব্বার বিহিত-সঙ্গোপন নির্দ্দেশ করিয়া বটবৃক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এখানে শঙ্কর-তরঙ্গ সচকিতনেত্রে রাজার গতিক্রিয়া প্রভৃতিতে মুহুর্মুহুঃ লক্ষ্য রাখিয়া অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত রাজার পারাবতরণের পর নদীকূলে দণ্ডায়মান থাকিলেন। পাটনী দ্রোণীসহ প্রত্যাগত হইবামাত্র তাহাতে আরোহণ করিয়া পরপারে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। কৈবর্ত্ত কর্ত্তব্যতা-বিধানে অক্ষম হইয়া সংশয়ের আবর্ত্তে পতিত হইল। অনুনয়পূর্ব্বক শঙ্কর-তরঙ্গকে কহিতে লাগিল, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পারে যাইতে পারিব না। আমার ঘরের লোক পীড়িত। আমাকে শীঘ্র ঘরে যাইতে হবে। আপনি আর কাহার ডিঙ্গী চড়িয়া পার হউন।" তরঙ্গ তচ্ছ্রবণে আরক্তলোচনে তরবার নিষ্কোষ করণ-পূর্ব্বক ঘোরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "পারে লয়ে যাবি তো চল, নচেৎ এক চোটে তোরে চূর্ণীশায়ী করিয়া যাই।" পাটনী ভয়ার্ত্ত হইয়া আর কথা না কহিয়া তরঙ্গকে তরঙ্গিণী-পারে লইয়া গেল। শঙ্কর নিঃশঙ্কচিত্তে বটবৃক্ষ ব্যবধানে থাকিয়া দেখিলেন, অবধূত স্খলিত-জটাভারে ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট, সম্মুখে জবাকুসুম-মালায় মণ্ডিত এক ঘট, তাহার স্থানে স্থানে সিন্দূর-ঘটা, তৎসমীপে হোমকুণ্ডে সমিধ দগ্ধ হইতেছে; তাহার প্রজ্বলনে চতুঃপার্শ্বে কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত নীল-লোহিতছটা বিকীর্ণ হইতেছে; অদূরে পশুবন্ধনীয় এবং ছেদনীয় যূপ; এক দিগে নরকপাল চতুষ্টয় নিপতিত। সন্ন্যাসী শঙ্খমালা জড়িত বাহু, প্লুতস্বরে তন্ত্র-বিহিত বীজমন্ত্রনিচয় আবৃত্তি-করণপূর্ব্বক কুণ্ডমধ্যে শনৈঃ শনৈঃ আহুতি প্রদান করিতেছে; এক এক বার মন্ত্রপূত পুষ্প লইয়া রাজার মস্তকে নিক্ষেপ করিতেছে; রাজা স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। কিয়ৎকাল পরে অবধূত এক নরকপাল ফলকে বারুণী পূর্ণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ-পরে কিয়দংশ পানান্তে রাজার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক পানার্থ আদেশ করিল। রাজা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পান করিলেন। সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ পরে পুনর্ব্বার চসক পূর্ণ করিয়া উচ্ছিষ্ট করণান্তে রাজকরে দিল। রাজাও তাহা গ্রহণ করিলেন। এই রূপে পঞ্চ বার পানপাত্র পরিবেষিত হইলে রাজার যে কিঞ্চিৎ চৈতন্য ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। সন্ন্যাসী তাঁহাকে শববৎ জ্ঞানে তাঁহার হস্ত পাদাদি আলোড়িত করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে "হে রাজন্, হে কৃষ্ণচন্দ্র" ইত্যাদি সম্বোধন করিতে থাকিল। রাজা প্রথমে প্রথমে

অতি কষ্টে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাহাতেও এককালে অক্ষম হইলেন। হরনেত্র-প্রায় তাঁহার অক্ষিপুত্তলী ভ্রূলতাভিমুখী হইয়া গেল। মুমূর্ষুবৎ কণ্ঠাগতশ্বাস ঘোরস্বরে বিনির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই স্বর নিদাঘ সাময়িক মধ্যাহ্নকালীন বৃক্ষকোটরগত ধীরসমীরবৎ বিলীন হইয়া গেল। বারুণী মদ্য স্বয়ং একে হালাহল-বিশেষ, তাহাতে আবার গরল সংস্রব থাকা অসম্ভব নহে, বিশেষতঃ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকল স্বতই অজ্ঞানাভিভূত-করণে সম্যক্ উপযোগিতা রাখে। পাঠক মহাশয়েরা মেস্মেরিজমের ব্যাপার দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর করিয়া থাকিবেন, তন্ত্রবিহিত যোগাসনপ্রভৃতির প্রকরণ তদ্বৎ মনুষ্যকে সহসা হতচেতন করিয়া থাকে। রাজাকে এই রূপ জড়তাবস্থায় পাতিত করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার করযুগল দৃঢ়-রজ্জুবদ্ধ করিয়া ছেদন-স্তম্ভমধ্যে তাঁহার মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক কীলক আঁটিয়া দিল, অনন্তর ঘোর-নাদে বিকট মুখভঙ্গীতে মন্ত্রোচ্চারণ-করত এক শাণিত অসি নিষ্কোষ করিয়া যেমন রাজার কণ্ঠ-লক্ষ্যে তাহা উত্তোলন করিবেক, অমনি পশ্চাদ্ভাগহইতে শঙ্করতরঙ্গ উল্লম্ফনপূর্ব্বক আকস্মিক অশনিপতনবৎ অবধূতের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক হস্তে তাহার মণিবন্ধ ধারণ করিয়া অন্য হস্তদ্বারা অসি আকর্ষিয়া লইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার বীর-বৃকোদর-মূর্ত্তি দর্শনে ও ভীম-নির্ঘোষ-শ্রবণে তথা সেই শৈলসারবৎ দেহের ভার প্রাপণে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, বিশেষতঃ অকস্মাৎ এ প্রকার অভবনীয় ঘটনায় কম্পান্বিত কলেবর হইয়া উঠিল। শঙ্কর-তরঙ্গ তদনন্তর সেই অসিদ্বারা রাজার দৃঢ় বন্ধন ছেদন-পূর্ব্বক বহু কষ্টে তাঁহাকে সচেতন করাইয়া এবং দ্বিতীয় রজ্জুদ্বারা সন্ন্যাসীকে সেই যূপে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। রাজা সংবিৎ প্রাপ্ত হইয়া তখন কাতর-স্বরে সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর উত্তর দিলেন, "মহারাজ! এই দুরাত্মা আপনাকে হতচেতন করিয়া ঘট সমীপে বলিদান করিতে বসিয়াছিল, এ অধীন না থাকিলে এত ক্ষণ আপনাকে কৃতান্তপুরে প্রবেশ করিতে হইত। মহারাজ ইষ্ট দেবতার সাক্ষাৎকার লাভার্থ এই রূপ বিপদাপন্ন অসমসাহসিক-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যুষ্মৎসদৃশ গভীরবুদ্ধি ধীর লোকের নিতান্ত বিসদৃশ বিগর্হিত কার্য্য। মহারাজ! ঈশ্বর-সাক্ষাৎ-লাভ-করা এক কুহকমাত্র, তাঁহার করুণা ব্যতীত মনুষ্যসাধ্যে তাহার সংঘটন কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। এরূপ ভণ্ড ভ্রষ্টাচারী দুরাত্মা লোকে দেশ পূর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগের শাসন না করিয়া আপনার ন্যায় মহোদয়বর্গ যদ্যপি ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে বসিলেন, তবে আর দুষ্ট-দমন শিষ্ট-পালনের পন্থা পরিষ্কার থাকিবে না। আপনি স্থির হউন, আমি এই খর তরবারে এই দুর্বৃত্তের প্রাণ সংহার করি।" রাজা কহিলেন, "শঙ্কর, ব্রহ্মহত্যা করিও না, ক্ষমা কর, দুষ্টের নাসিকা কর্ণচ্ছেদ করিয়া পরিত্যাগ কর।" তদুত্তরে শঙ্কর কহিলেন, "মহারাজ! তদ্রূপ শাস্তি দানে আমার অভিরুচি হয় না। তাহাতে হীনত্ব প্রকাশ পায়। আমি এই দুষ্টের প্রাণ না লইয়া ক্ষান্ত হইব না।" অবধূত সেই সময়ে সজল-নেত্রে আর্ত্তস্বরে প্রাণভিক্ষা চাহিতে লাগিল। শঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন, "রে বর্ব্বর দুরাত্মন্! বল এ প্রকার দুষ্টচেষ্টার অভিসন্ধি কি?" অবধূত কহিল, "তবে শ্রবণ কর। আমি যোগ-বিশেষ-সাধনে প্রবৃত্ত, ইহাতে পঞ্চসঙ্খ্যক ব্রাহ্মণ রাজার ছিন্ন মুণ্ডের প্রয়োজন। আমি উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং মধ্য দেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক চারিটী দ্বিজ ভূপালের মুণ্ড সঙ্গ্রহ করিয়াছি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মস্তক পাইলেই সিদ্ধকাম হইতাম। এই ক্ষণে আমার সঙ্কল্প বিফল হইল। আমাকে বন্ধন দশাহইতে মুক্ত করিয়া

দেহ। আমি আর এ প্রকার সঙ্কটাপন্ন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব না।” শঙ্কর-তরঙ্গ তচ্ছ্রবণে জ্বলিতাঙ্গ হইয়া কহিতে লাগিলেন, “না, না, তাহা হইবেক না। তোর কথায় বিশ্বাস কি? রে বঞ্চকরাজ! তোর প্রাণদণ্ড না করিলে সমুচিত হইবেক না। তোকে বধ করিলে কোন পাপ অর্শিবেক না, বরং জগতের উপকার-সহকারে পুণ্য-সৃষ্টি হইবেক।” এই কথা সমাপন হইতে না হইতে শঙ্কর ভণ্ডযোগী দুরাত্মার কণ্ঠলক্ষ্যে তরবারাঘাত করণমাত্র তৎ-শরীর দ্বিখণ্ড হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। শঙ্কর-তরঙ্গ তদনন্তর সুদীর্ঘ গর্ত্ত খনন-পূর্ব্বক তন্মধ্যে সন্ন্যাসীর শব ও ঘটাদি যাবতীয় উপকরণ সমাহিত করিয়া রাজার করধারণপূর্ব্বক অতি গোপনে রাজপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

উপরি উক্ত বৃত্তান্তটী উপন্যাস নহে, কৃষ্ণনগর বিখ্যাত রাজসম্বন্ধীয় প্রকৃত আখ্যান। তৎপাঠে বাঙ্গালা-দেশীয় মনুষ্যের সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিতা এবং কৃতজ্ঞতার এক উদাহরণ উপলব্ধি হইবেক।

অপূর্ব্ব ভূতের গল্প।

আমাদিগের উপন্যাসের সময় প্রাচীন নহে; বিংশতি বৎসর হইল ইহার উদ্ভাবন হয়। তৎসময়ে লণ্ডন-নগরের সন্নিকটে একটি গণ্ডশৈলের উপর এক সমুন্নত অট্টালিকা ছিল; বোধ হয় তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দূরহইতে দেখিবা মাত্র বাড়ীটী ধনাঢ্যের বোধ হয়; কিন্তু ইহাও নিশ্চয় হয় যে তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। এতদ্দেশে আধুনিকেরা যে প্রকারে কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হইলেই এক দীর্ঘ অট্টালিকা ফাঁদিয়া তাহার শেষ না হইতে হইতেই মরিয়া যায় বা দারিদ্র্য-গ্রস্ত হয়, এবং বাড়ীটী অর্দ্ধসম্পন্ন অচূণকাম থাকে, এইটীও তদ্রূপ ছিল। ফলে এক জন বহুব্যয়ী ইহার আরম্ভ করিয়া দেউলিয়া হইলে তাহার ক্রোথর নামা এক জন কুসীদপ্রিয় উত্তমর্ণ ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। সে নিতান্ত ব্যয়-কুণ্ঠ অতএব বাড়ীর উপরের দুই তালা যেমত অসম্পূর্ণ ছিল তদ্রূপই রাখিয়া প্রথম তালা আপনার বাসোপযোগ্য করিয়া লইল। তাহার পরিবার মধ্যে এক বৃদ্ধা গৃহমেধিনী দাসী, এক অল্প বয়স্কা পাচিকা; এক মালী এবং এক সহিস মাত্র ছিল। ইহারাই পরস্পর সাহায্য করিয়া গৃহের সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। যদ্যপি ক্রোথর সাহেবের ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তাঁহার নূতন বাটীতে এতদপেক্ষা অধিক পরিবার বাস করিতে পারিত, কারণ তাঁহার একটি পুত্র দুই পৌত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল; কিন্তু পুত্র আটাশ বৎসর বয়সে এক নির্ধন অকুলীনের কন্যাকে বিবাহ করাতে পিতা তাঁহাকে গৃহহইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং সে জায়ার সহিত দুঃখে স্বদেশ ত্যাগ করত ভারতবর্ষে প্রস্থান করিয়াছিল। ক্রোথর ধনীদিগের বহুব্যয়ী সন্তানদিগকে অধিক সুদে ঋণ দিয়া অনেক সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু যাহারা প্রভূত উপার্জন করে তাহারা অনায়াসে অধিক ব্যয় করিতে সক্ষম হয় না। যাহার নিমিত্ত অনেক শ্রম করিয়াছি তাহার সহসা অপচয় করা মনের অবশ্যই বেদনাদায়ক হয়। ধনবানের পুত্রের পক্ষে সে বেদনার সম্ভাবনা নাই, কারণ উপার্জনের ক্লেশ সে কিছুই জানে না, সুতরাং সে অনায়াসে বহু ব্যয় করিতে সমর্থ হয়। যদি অনেক নব্য স্বয়ংকৃতী ধনীর পক্ষে এ লক্ষণ প্রযুক্ত নহে, তত্রাপি ক্রোথর ইহার আদর্শ ছিল। অপরিমিত ধনের স্বামীহইয়াও সে·

এক দিবসের নিমিত্তও নূতন গৃহে কোন আত্মীয় কুটুম্বকে আমন্ত্রণ করে নাই। কেবল এক জন মোক্তার তাহার বাটীতে মধ্যে২ আসিত। সেই ব্যক্তি ক্রোথরের সকল লেন-দেনের কর্ম্ম করিত, অতএব তাহাকে বাটীতে আসিতে দেওয়া ও কার্য্য-যোগে বিলম্ব হইলে এক রাত্রি থাকিতে দেওয়াও সুতরাং ঘটিয়া উঠিত। পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছেন এই ক্ষণে বিষয় আশয় সকল ঐ মোক্তারকে দিয়া যাইবেন ক্রোথর এমনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর তাহার এমত কোন বিশেষ সুখানুরাগ ছিল না যাহার নিমিত্ত কাহাকে বাটীতে আসিতে দিতে হয়, বা কোন অপরিমিত ব্যয় করিতে হয়। তথা সে স্বভাবতঃ হিংস্রক ও খিটখিটে ছিল, এবং সকলকেই দুর্ব্বাক্য কহিত, সুতরাং লোকে তাহার নিকট কর্ম্ম সমাধা হইলেই যেমন তুষ্ট হইত এমত আর তাহার সম্বন্ধে কিছুতে হইত না। অধিকন্তু তাহার অন্তঃস্বভাবের প্রতিম প্রত্যক্ষ রাখিবার নিমিত্ত ভগবান্ তাহার এ প্রকার মুখভঙ্গী দিয়াছিলেন যে তাহাকে দেখিলেই লোকের নিতান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা জন্মিত। তাহার চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র ও কোটর মধ্যে নিহিত অথচ উজ্জ্বল ছিল, এবং তাহার রক্ষক-স্বরূপে ভ্রূ-দ্বয় বিপুল-কেশ-বিশিষ্ট ও উচ্চ হইয়া থাকিত। নাসিকা খর্ব্ব ও খাঁদা; ওষ্ঠ স্থূল; মুখব্যাদান বৃহৎ; কপোলদ্বয় লুলিত মাংসে আকুঞ্চিত; এবং চিবুক খর্ব্ব পলিত শুক্ল কেশের দাড়িতে আবৃত। তাহার দেহ ক্ষীণ এবং মধ্যম দীর্ঘ, কিন্তু কোঁজা হইয়া বেড়াইবার দোষে নিতান্ত খর্ব্ব

বোধ হইত। তাহার বাহু এত দীর্ঘ ছিল যে তাহার শুষ্ক ও কাষ্ঠ-শলাকার ন্যায় অঙ্গুলীগুলা প্রায় জানুর নিকট আসিত, ইহাতে আবার তাহার পদ ও উরু বক্র হওয়াতে সে নিতান্ত উল্লূকের ন্যায় দেখাইত। তাহার কেশের বর্ণ কি প্রকার ছিল তাহা কেহ জ্ঞাত ছিল না, কারণ যে পর্য্যন্ত সে মনুষ্য-সমাজে পরিচিত হইয়াছিল তদবধি একটা পরচুলা পরিয়া থাকিত, এবং যাহারা তাহার ঋণে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহারা কহিত ক্রোথরের দেহে পরচুলাটি ভিন্ন আর সত্য কিছুই নাই।

এপ্রকার মনুষ্যের সংসার যে অত্যন্ত হৃদ্য হইবে ইহা সম্ভাবিত নহে; প্রত্যুত উহার অল্প চাকরেরাও নিতান্ত বিরক্ত ছিল; কিন্তু ক্রোথর পুত্রকে ত্যাজ্য করিয়াছিল এবং অন্য কোন পরিবার রাখিত না, সুতরাং মৃত্যু-সময়ে পরিবার-স্বরূপ দীর্ঘকালের ভৃত্যদিগকে কিঞ্চিৎ২ অর্থ রাখিয়া যাইবে এই আশায় তাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যায় নাই; সকলেই এই ভাবনা করিতেছিল যে কবে ভগবানের ইচ্ছায় সে লোকান্তরে লওয়া হইবেক? কিন্তু সে "কবে" শীঘ্র ঘটিল না। তিন বৎসর কাল ক্রোথর এক নিয়মে নূতন বাটীতে কাল যাপন করিলেক, এবং বয়সের ধর্ম্মে ক্রমশঃ এমনি খিটখিটে হইল যে তাহার চারিটী ভৃত্য আর তিষ্ঠিতে পারে না; সকলেই কর্ম্ম পরিত্যাগে উদ্যত হইল। এমত সময়ে এক দিন পৌষ মাসের সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে নূতন বাটীর বহির্দ্বারে কেহ সঘনে আঘাত করিতে লাগিল। গৃহমেধিনী মেরী দ্রুতগমনে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিল, ক্রোথর কম্পিত-কলেবরে বিচকিতনয়নে দ্বারোপান্তে রহিয়াছেন। মেরী জিজ্ঞাসিল, "এমত কেন, মহাশয়? কি হইয়াছে?" ক্রোথর কহিলেন "না কিছু নহে। ঐ খেতে অনেক ক্ষণ দাঁড়ানতে বড় শীত লাগিয়াছে। একটুকু মদ খাইলেই সব সারিয়া যাইবে।" এই কথা বলিয়া সে আপন গৃহে প্রবেশ করিল। মেরী রন্ধনশালায় আসিয়া অপর ভৃত্যদিগের সহিত প্রভুর অবস্থা-বিষয়ের কথোপকথনে কহিল, "লক্ষণ ভাল নহে, কেবল শীতে লোকের চাহনী অমন হয় না; বুঝি কিছু দেখিয়া থাকিবেন।" কিন্তু ঐ "কিছু" কি, তাহার বিবরণ করিলেক না। মালী কহিল, "তাঁহার চেহারায় বোধ হয় যেন কেউ তাঁহাকে তাড়া করিয়াছে।" কিন্তু তাহার বিশেষ শুনিতে কাহার ইচ্ছা হইল না।

পর দিন ক্রোথরের পীড়ার বৃদ্ধি হইল। সে শয্যাহইতে বাহিরে আসিল না। তাহার ভৃত্যেরা মধ্যে২ দ্বারপার্শ্বে আসিয়া শুনিলেক যেন সে আপনা আপনি কথা কহিতেছে।

সন্ধ্যার সময় গৃহমেধিনী মেরী প্রভুর গৃহহইতে আসিয়া রন্ধনশালায় মালীকে কহিল, "আহা কি যাতনা পাইতেছেন! এক এক বার শরীর এমত কাঁপিতেছে এমন আর কখন দেখি নাই। এখন এক জন ডাক্তর আনা আবশ্যক। তুমি যাও যাহাকে পাও শীঘ্র লইয়া আইস।"

মেরীর পরামর্শ বড় অনাবশ্যক হয় নাই, কারণ ডাক্তর আসিয়া ক্রোথরের নাড়ী দেখিবামাত্র এ প্রকার মুখ বিরস করিলেক যে তাহাতেই আসন্ন মৃত্যু উপলব্ধি হইল। অপর "নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ; শরীর অত্যন্ত কৃশ; এ বয়সে এ প্রকার শ্লেষ্মা! শ্বাস কাসি আছে কি? হুঁ, খুব গরম রাখিবে; লঙ্ঘন সহিবে না; একটু মাংসের যুষ ও কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর মদ্য তিন চারি বার দিবে; সন্ধ্যার সময়ে ঔষধসেবন করাইবে; ভয় নাই; আমি প্রাতে আসিয়া দেখিব;" এই প্রকার বাক্যে জীবনের আশা যে কিছু অবশেষ ছিল তাহার লোপ হইল।

সে যাহা হউক, মাংসের যুষের মাহাত্ম্যেই হউক,

বা মদ্যের মাহাত্ম্যেই হউক, বা ঔষধের মাহাত্ম্যেই হউক, অথবা ঐ তিনের মাহাত্ম্যেই হউক, পর দিন প্রাতে ক্রোথর অনেক ভাল ছিল, এবং যদিও শয্যা ত্যাগ করিতে পারে নাই, তত্রাপি মনে কোন ভয়ের চিহ্ন ছিল না, ও বিষয় কর্ম্মের ভাবনা বিলক্ষণ বলবতী হইয়াছিল। এক জন অপব্যয়ী কটকবালায় জায়গা বন্ধক রাখিয়া শতকরা তিন টাকা সুদে টাকা লইবার কথা নির্দ্ধারিত করিয়াছিল, তাহার কি হইল, ক্রোথর তাহারই তত্ত্বে ছিল। অনেক টাকা বিনি সুদে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপায় করিতে আপন প্রিয় মোক্তারকে ডাকিতে পাঠাইলেক।

মোক্তার অপরাহ্ণে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ক্রোথর শয্যাগত ছিল; কিন্তু তাহার কোন বিশেষ যাতনা ছিল না। শয়নাগারটী অতি প্রশস্ত; তাহার এক পার্শ্বে একটা আঙটায় আগুন জ্বলিতেছিল; অপর পার্শ্বে একটা বৃহৎ ঝরকা দিয়া সূর্য্য কিরণ গৃহে আসিয়া সকল দ্রব্য প্রভাসিত করিয়া ছিল। মোক্তার বৃহৎ শয্যার পার্শ্বে একখানি চৌকীতে বসিয়া ক্রোথরের সহিত বন্ধকীয় বিষয়ের সমাধা করিলেক। তৎপরে কিঞ্চিৎ কালবিলম্বে কহিলেক, "এ বিষয়ের এক প্রকার আপন মনোমত শেষ হইল, এই ক্ষণে সেই আর একটা কথা যাহা সেদিন পূর্ব্বে এক বার বলিয়াছিলেন, তাহার শেষ করিলে ভাল হয় না?"

বৃদ্ধ ক্রোথর শয্যায় বালিশ ঠেস দিয়া হাত লম্বা করিয়া শুইয়া আছে, মোক্তারের কথা শুনিয়া এক বারমাত্র বিকটরূপে তাহার দিগে দেখিলেক, কিন্তু কোন উত্তর দিলেক না। অতএব মোক্তার পুনরায় আরম্ভ করিলেক—

"আপনার স্মরণ থাকিবে, সেই—"

ক্রোঃ। (বিরক্ত হইয়া) "হাঁ, হাঁ, আমি জানি—বলি, উইলের কথা, তা আমি ভুলবো না।"

মোঃ। "আজ্ঞে না, তা নয়, তবে আমি মনে কল্লুম—যে যদি তাহাকে কিছু দিতে ইচ্ছা—"

ক্রোঃ। "কিছু দিতে ইচ্ছা?" সে নরাধম কিছুই পাইবে না, এক পয়সাও পাইবে না?"

মোঃ। "তা হলে—"

ক্রোঃ। "আঃ কি কাশীর জ্বালা; বলেচো ভাল, একটা কিছু করা ভাল। তুমি যদি শ্রান্ত না হও তবে এখুনি হউক, নচেৎ আর এক সময় হইবে।"

"আজ্ঞে না, আমি শ্রান্ত হই নাই, আপনি আজ্ঞা করুন, আমি প্রস্তুত আছি।" এই কথা বলিয়া মোক্তারজী এক খানি উইল প্রস্তুত করিলেন; তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে ক্রোথর তাঁহার পুত্রকে তাহার পিতৃভক্তির পুরস্কার-স্বরূপে একটি আদুলী দিয়া মোক্তারকে অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিল। মোক্তার অতঃপর আপন কৃতজ্ঞতা-প্রকাশার্থে কহিল, "মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইলাম, ইহার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ চিরকাল কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র থাকিবেক।"

ক্রোঃ। "তোমার আর তা বড় সইতে হবে না; আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি। তোমার সদৃশ অসৎ আর দুইটি নাই, তজ্জন্যেই তোমাকে এই দিলাম।

মোক্তারজীও কথায় কর্ণপাত না করিয়া শীঘ্র দুই জনা ভৃত্যকে আনাইয়া উইলের সাক্ষী করাইয়া তাহা লইয়া প্রস্থানের উদ্যত হইয়াছেন এমত সময় ক্রোথর উইল খানি তাহার হস্ত-হইতে লইয়া আপন বালিশের নীচে রাখিল। এই ব্যাপারে রাত্রি অনেক হওয়াতে মোক্তার আর সে রাত্রি নিজ বাটী না গিয়া ক্রোথরের এক গৃহে অবস্থিতি করিলেক। উইলখানা হস্তগত হইলেই ভাল হইত কিন্তু যে পর্য্যন্ত হইয়াছিল তাহাতে অসন্তোষের বিষয় কিছুই ছিল

না, অতএব সে ত্বরায় নিদ্রিত হইয়া ভাবি কালে বিষয় পাইয়া কি সুখভোগ করিবে তাহারই স্বপন দেখিতে লাগিল। এমত সময় "উহুঃ উহুঃ উহুঃ" এই প্রকার একটা বিকট শব্দে বাটীর সকলে চমকিত হইয়া উঠিল। মোক্তার ভয়ে বিছানাহইতে লাফিয়া পড়িল, কিন্তু ঊর্দ্ধ বায়ুতে তাহার এমনি কণ্ঠ রোধ করিল যে সে কাহাকে ডাকিতে পারিলেক না। অধিকন্তু জীবন-যাত্রায় যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, যে বিধবা ও অপৌগণ্ডের স্বত্ব অপহরণ করিয়াছিল, যে সকল ভদ্রের বৃত্তি নষ্ট করিয়াছিল, যে মিথ্যা সাক্ষী ও জাল সাক্ষী করিয়াছিল, তৎসমুদায় তাহার মনে এক কালে উদিত হইল। সুখের সময় এ সকল কথা তাদৃশ স্মৃতি পথে বর্ত্তমান থাকে না; কিন্তু আপদ ও ভয়ের সময় তাহা দুষ্টের অত্যন্ত অনুতাপজনক হইয়া থাকে। মোক্তার তৎসমুদায় ভাবিতেছে এমত সময়ে গৃহস্থের ভৃত্যেরা ক্রন্দন করিয়া উঠিল, এবং গৃহমেধিনী মেরী আসিয়া মোক্তারকে ডাকিতে লাগিল। অগত্যা তখন মোক্তার মস্তকের ঘর্ম পুঁছিয়া শয়ন-গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করত অপর ভৃত্যদিগের সহিত ক্রোথরের গৃহে গিয়া দেখেন যে সে কাষ্ঠবৎ দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে; তাহার মস্তকটা এক পার্শ্বে ঝুলিতেছে; তাহার হস্ত মশারির কিয়দংশ ধরিয়া রহিয়াছে; বিছানা বালিশ সকল উলট-পালট হইয়া গিয়াছে, এবং আঙ্‌টার আগুন নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘরময় কয়লা ছড়িয়া পড়িয়াছে। সকলের বোধ হইল যেন ক্রোথরের জ্বর আসিয়াছিল, তাহার শীতে সে কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্নিতে সেকিতে গিয়াছিল, দৈব তাহার উপর পা দিয়া সকল উল্‌টিয়া ফেলিয়াছিল, এবং পরে বিছানায় পড়িয়া শীত ও কম্প নিবারণের নিমিত্ত বালিশ চাদর উল্‌টিয়া ফেলিয়াছে, এবং মৃত্যু-যাতনায় মশারি টানিয়া তাহার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মোক্তার তখন ও সকল কথা ভাবিতে পারিলেক না; তাহার সমস্ত ভাবনা এক উইলের উপর ছিল, অতএব সে শীঘ্র গিয়া বালিশের নীচে হাত দিয়া উইল খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! সেখানে উইল নাই। তৎপরে শয্যার চারি দিকে ও চাদরের নীচে তত্ত্ব করিল, কিন্তু তথায়ও তাহার তত্ত্ব বিফল হইল। অতএব সে রাত্রির মত সকলে একখানা নূতন চাদরে শব আচ্ছাদিত করিয়া আপন২ শয়ন-গৃহে গমন করিল।

পরদিন দিবাভাগ ক্রোথরের সৎকারেই ব্যর্থ গেল। সন্ধ্যার পর ভৃত্যেরা সকলে রন্ধন-শালায় বসিয়া প্রভুর দৈবমৃত্যুর কথা আন্দোলিত করিতেছে। এ দিগে মোক্তার বিষয়-লোভে মুগ্ধ হইয়া একটা বাতি হস্তে করিয়া অতি সঙ্গোপনে ক্রোথরের শয়ন-গৃহে প্রবিষ্ট হওত উইল খুঁজিতে নিযুক্ত হইল। পূর্ব্ব রাত্রিতে ক্রোথরের শয্যা যে প্রকার বিশৃঙ্খল ছিল তদ্রূপই রহিয়াছে। মশারি ছেঁড়া ঝুলিতেছে, চারি দিকে কয়লা ছড়ান, এবং সকল বিষয়ই ভয়াবহ; কিন্তু লোভে মোক্তারের ভয় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে আস্তে২ শয্যার চাদর ও বালিশ তুলিয়া পরে লেপ ও গদী ভূমিতে ফেলিয়া অতি সাবধানে উইলের তত্ত্ব করিল। তদনন্তর মনে করিল পাছে বৃদ্ধ ক্রোথর উইলখানি আপন বাক্‌সে রাখিয়া থাকে, অতএব একটা পরচাবি দিয়া তাহার বাক্‌স খুলিয়া তন্মধ্যস্থ কাগজ পত্র সকল দেখিতেছে, এমত সময় দেখে ক্রোথর সম্মুখে দণ্ডায়মান! সেই খর্ব্বকায়, সেই দীর্ঘ বাহু, সেই কোটর মধ্যে নিহিত ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষু, সেই লুলিত কপোল; অধিকন্তু সমস্ত দেহ একখানা শুক্ল চাদরে আবৃত। ঐ রূপ দেখা ও মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়া মোক্তারের পক্ষে যুগপৎ ঘটিল। কিন্তু ভৃত্যেরা তাহার পতনের শব্দের

অব্যবহিত পরে "উহুঃ উহুঃ উহুঃ" ইত্যাকার বেদনা-বোধক বিকট শব্দ শুনিতে পাইল।

মেরী পাচিকা ও সহীস ঐ শব্দ শুনিবামাত্র একেবারে কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় স্পন্দরহিত হইল। মেরী অনেক যত্নে হাঁটু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকট পরিত্রাণের প্রার্থনা করিতে লাগিল। সহীসের দাঁতে দাঁতে লাগিয়াছে, সে কিছুই কহিতে পারিলেক না। কিঞ্চিৎ স্থির হইলে মেরী কহিল, "ক্রোথরের গৃহে বুঝি কি পড়িয়াছে।" সহীসের এই ক্ষণে ভয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব, সে কহিল, "বু-বু-বুঝি ভূ-ভূতে তাঁহাকে লয়ে যাচ্চে।"

মেরী। "হে ভগবান্ হে ভগবান্!"

সহীস। "বু-বু-ঝি ঐ মো মোক্তার দে" এই কথা শেষ হইতে না হইতে বাটীর অপর এক দিক-হইতে "উহুঃ উহুঃ উহুঃ" ধ্বনি পুনরায় শ্রুত হইল, তাহাতে আর মোক্তারকে দেখিবার অবকাশ কিছুমাত্র রহিল না। তৎসময়ে উপস্থিত তিন ব্যক্তিকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গুনিয়া দিলেও কেহ সেই রন্ধনশালার বাহিরে যাইতে পারিত না। কিঞ্চিৎ শ্বাস লইয়া পাচিকা কহিল, "অদ্য মালী কোথা? সে ত এত বিলম্ব করে না।" এই কথা বলিতে না বলিতে মালী আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বভাবতঃ তাহার মুখভঙ্গী যে প্রকার থাকে তাহার অনেক অন্যথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি কাহার দৃষ্টি হইতে না হইতে সে দেখিল যে তাহারা তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে অধিক ভয়ার্ত্ত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে সে জিজ্ঞাসিল, "এ কি? তোমরা এমন হয়েছ কেন?"

মেরী কহিল, "এ আশ্চর্য্য নয়; আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা তুমি শুনিলে তুমিও এই রূপ হইতে।"

মালী। "কি শুনিয়াছ?"

মেরী। "তাহা আমি বলিতে পারি না।"

মালী। "আমিও যাহা দেখিয়াছি তাহা তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় ঐ কথা বলিতাম।"

ঐ কথায় সকলেই মালীকে তাহার দৃষ্ট বস্তুর বিবরণ কহিতে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল, এবং সেই অনুরোধে সে কহিল, "আলু খেতটা কোদ্‌লাতে একটু বিলম্ব হইলে আমি শীঘ্র ঐ পেচনকার মাঠ দিয়া আসিতেছি এমত সময় দেখিলাম ক্রোথরের শয়ন-গৃহহইতে শাদা একটা কি বাহির হইল, এবং সেটা এক লাফে ঝরকাহইতে ছাদের কার্নিসে দাঁড়াইল, তখন মনোযোগ করিয়া দেখি যে তাহার অবয়ব ঠিক ক্রোথরের সদৃশ, ঠিক সেই বসা চক্ষু, সেই পাকা দাড়ী, সেই লুলিত গাল, সেই লম্বা হাত, অধিকন্তু মরিলে পর যে চাদর গায়ে দেওয়া হইয়াছিল অবিকল তাহাই রহিয়াছে।"

মেরী জিজ্ঞাসিল, "সে কি ঠিক ক্রোথরের মত?"

মালী। "দুইটা মটর পরস্পর তাহাহইতে ঠিক হইতে পারে না। আমি ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু শপথ করিতে হইলেও আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে যাহাকে দেখিয়াছি তাহা ক্রোথর বই আর কেহ নহে!"

অতঃপর মালীর প্রশ্নে মেরী ও পাচিকা তাহাদিগের শ্রুত শব্দের যথাসাধ্য বিবরণ বলিলেক; কিন্তু ভয়ের মাহাত্ম্যে তাহা তুল্য বা অবিকল হইল না। মালী তাহাতে জিজ্ঞাসিল; "ভাল প্রথম শব্দ কাল হইয়াছিল সে কি প্রকার?" অপরে উত্তর দিল "সে ঠিক উহুঃ উহুঃ-র মত, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ স্বরে।"

মালী। "ভাল মরিবার সময় কি মনুষ্য অত উচ্চ শব্দ করিতে পারে?"

মেরী। "যম-যাতনায় চেঁচানর আশ্চর্য্য কি?"

মালী। "কাল যদি যম-যাতনা হইল তবে আজ কে শব্দ করিল?"

মেরী। "অপঘাত মৃত্যুর যাতনা কি ভুলতে পারে ?"

মালী এ কথার আর উত্তর না দিয়া অপরের সহিত মোক্তারের ঘরে গিয়া পরামর্শ করিতে প্রস্তাব করিল। যদিচ তখন রন্ধনশালার বাহিরে যাওয়া একক কাহার পক্ষে সুসাধ্য ছিল না, তত্রাপি একত্রে যে কোন প্রকারে কম্পিত-কলেবরে সকলে প্রয়াণ করিল, এবং মোক্তারের ঘরে গিয়া দেখিল যে ঘরের দ্বার বিমুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু সে ঘরে নাই। অতঃপর সকলেই ক্রোথরের শয়নগৃহে একটা আলোক দেখিয়া তথায় গিয়া দেখিল, মোক্তারের ঘরের বাতি তথায় একটা মেজের উপর জ্বলিতেছে, চারি দিকে শয্যার দ্রব্য ছড়ান রহিয়াছে, এবং মোক্তার শবের ন্যায় দীর্ঘ হইয়া ভূমিতে পাতিত রহিয়াছে ; তাহার বক্ষের বস্ত্র রক্তে সিঞ্চিত এবং তাহার মস্তক কাটিয়া গিয়াছে। এই দৃষ্টে সকলেরই মনে ভয়ের অত্যন্ত আধিক্য হইল, কিন্তু কেহই মোক্তারকে না তুলিয়া থাকিতে পারিল না। পরে তাহাকে তাহার ঘরে আনিয়া বদনে জল সিঞ্চন ও মুখমধ্যে আদা দিলে তাহার চেতনা হইল, এবং সে কহিতে লাগিল, "আমার টাকায় কাজ নাই, উইল অধঃপাতে যাউক, আমি তার মুখ আর দেখিব না, আমাকে শীঘ্র এখানহইতে গৃহে পাঠাও।" মেরী প্রভৃতি ভৃত্যেরা তাহার সান্ত্বনার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না। অবশেষে সে এই মাত্র কহিল, যে সে উইল খুঁজিতে গৃহমধ্যে গিয়াছিল, তথায় ক্রোথর আসিয়া এক যষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করে, তাহাতেই সে মূর্চ্ছাপন্ন হয়।

মালী এই কথায় মনে করিলেক যে অবশ্য কোন চোরে দ্রব্য অপহরণ-লালসায় এই রূপ দৌরাত্ম্য করিতেছে। অতএব সে সহীসকে কহিল, "চল আমরা আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া দেখিব, ভূত কোথায় আছে ?" সহীস এ কথায় কোন মতে সম্মত হইতে প্রস্তুত ছিল না ; কিন্তু সে ঐ মালীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিত, সে রাত্রি একা শুইতে কোন মতে ভরসা হইল না, সুতরাং অগত্যা মালীর সহিত রাত্রি জাগিতে সম্মত হইল।

অতঃপর মালী একটা বন্দুক প্রস্তুত করিয়া সহীসের হস্তে একটা লাণ্ঠান দিয়া বাটীর অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় তলে গিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, এমত সময় দেখে অভিদূরে অন্ধকারহইতে একটা শুক্লবর্ণ পুরুষ বিকট নয়নে তাহাদিগের সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। সহীস তাহা দেখিবামাত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল, লাণ্ঠানও তাহার সহিত পড়িল। মালী স্বভাবতঃ সাহসিক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল ; সে ঐ শুক্ল-মূর্ত্তি দেখিবামাত্র আপন বন্দুক তাহার প্রতি ছুঁড়িলেক ; তাহাতে গুলি ঐ মূর্ত্তিতে লাগিয়াছে বোধ হইল ; কারণ তৎক্ষণাৎ ঐ মূর্ত্তি অতি আর্ত্তনাদে উহুঃ উহুঃ শব্দ করিয়া বিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু মালী তখন তাহার কিছু অনুসন্ধান করিতে পারিলেক না। মূর্চ্ছাগত সহীসকে অন্ধকার ঊর্দ্ধতলহইতে নীচে আনাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, এবং অনেক কষ্টে তাহা সে সিদ্ধ করিলেক।

অতঃপর সে রাত্রি আর কিছুই ঘটিল না। পরদিন অতি প্রত্যূষে মোক্তার স্বস্থানে প্রস্থান করিল, এবং ভৃত্যেরা গ্রামের পাদরীকে আনিয়া ভূতের উপশমন করিতে চেষ্টা করিতেছে, এমত সময়ে ক্রোথরের পুত্র (যে তৎসময়ে ভারতবর্ষহইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিল) সে জনরবে আপন পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইয়া বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্যেরা প্রভুপুত্রের প্রত্যাগমনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেক, এবং মালী তাঁহাকে ভূতের বিবরণ আদ্যোপান্ত কহিল। ক্রো-

থর-পুত্র তখন ঐ মালীকে সঙ্গে লইয়া বাটীর দ্বি-তীয় তলে গিয়া দেখেন যে ছাদের এক পার্শ্বে একটা বৃহৎ উল্লূক একখানা শুক্ল চাদরে আবৃত হইয়া মরিয়া রহিয়াছে। সেই উল্লূকটা কোন ধনাঢ্যের উদ্যানহইতে পলায়ন করিয়া ক্রৌথরের গৃহে প্রবেশ করে। তাহারই দর্শনে ক্রৌথর ভয়ে মরিয়াছিল। সেই বিছানার চাদর লইয়া প্রস্থান করে, কারণ শীতকালে উল্লূকেরা দেহাবরণ করিতে অত্যন্ত চেষ্টা পায়। অপর সেই উল্লূক চাদরের সহিত উইলখানি লইয়া গিয়া কোন সময়ে তাহা চিবাইয়া এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। ইহা-রই উহুঃ উহুঃ ধ্বনি দাসীদিগকে বিকল করিয়া-ছিল, ইহারই চাদরাবৃত মূর্ত্তি দেখিয়া মোক্তার মূর্চ্ছা যায়, এবং মালী ভীত হয়, এবং অবশেষে ইহাকেই মালী বন্দুক মারিয়া নিহত করে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

১ পর্ব্ব ১১ খণ্ড।] অগ্রহায়ণ; সংবৎ ১৯২০। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

আইস্‌লণ্ডের বিবরণ।
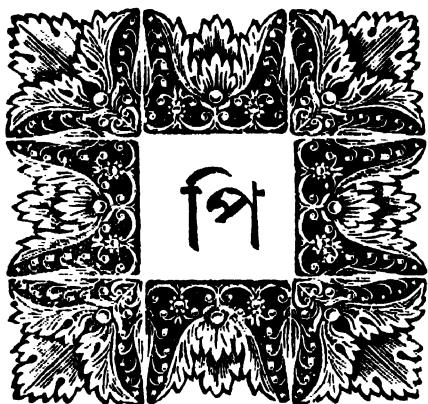
পিপৃচ্ছিষা বাল্য-স্বভাবের এক প্রধান লক্ষণ। "এটা কি? ওটা কি?" এই প্রশ্ন বালকদিগের মুখে সর্ব্বদা বর্ত্তমান—যে কোন পদার্থ তাহারা দেখে তৎক্ষণাৎ সেটা কি? তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি করে না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, যে বাচাল শিশু সঙ্গে লইয়া পথে গেলে সে অন্য কোন নূতন দ্রব্য না দেখিলে "এ বাড়ী কার? ও বাড়ী কার?" এই প্রকার প্রশ্নে পথের উভয় পার্শ্বের সমস্ত বাটীর অধিকারীর নাম জানিতে চাহে। এই প্রকার জিজ্ঞাসা জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; যাহার এ প্রকার কৌতূহল নাই, সে কদাপি জ্ঞানী হইতে পারে না। ফলতঃ প্রয়োজন-বিরহে "এটা কি? ওটা কি?" এই জিজ্ঞাসাই জ্ঞানের উত্তেজক, এবং তাহারই অনুরোধে জ্ঞানলাভ হইয়াথাকে। যদ্যপি মৃত্যুর পর আমাদিগের কি হইবে, এই পিপৃচ্ছিষা না থাকিত তাহা হইলে পরলোকের অনুসন্ধান, ধর্ম্মের অধিষ্ঠান ও দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইত না। পরন্তু পিপৃচ্ছিষা এই প্রকারে আমাদিগের সকল জ্ঞানের মূল হইলেও মনুষ্য-স্বভাবের এক আশ্চর্য্য লক্ষণ এই যে বয়োবৃদ্ধ মনুষ্যেরা জ্ঞাত বস্তুর বিশেষ জানিতে যে প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করেন, অজ্ঞাত বস্তুর অনুসন্ধানে তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করেন না। তদ্দৃষ্টান্তে আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে এই প্রস্তাব শিরোভাগে "হুগলী" কি "কৃষ্ণনগর" কি "ঢাকা" শব্দ লিখিলে যে সমস্ত লোক ইহার পাঠে উদ্যত হইতেন তাহার দশাংশের একাংশ লোক ইহার পাঠ করিবেন না। বিজাতীয় "আইস্‌লণ্ড" শব্দে অনেকেই বিরক্ত হইয়া দ্বিতীয় প্রস্তাবের অনুসরণ করিবেন, অথচ নূতন কি আশ্চর্য্য কি অশ্রুতপূর্ব্ব কথা তাহাতে কিছুই নাই, আইস্‌লণ্ডে তাহা সম্পূর্ণ দেখা যায়। মনের এই লক্ষণ কি কারণে উদ্ভূত হয়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; এবং তাহার কারণানুসন্ধানও অধুনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তাহার এস্থলে উল্লেখে কেবল এ প্রস্তাবে পাঠকবৃন্দের অনুরাগ না হইবার কারণ উক্ত হইল। তবে তাহা কি পর্য্যন্ত কৌতুকজনক কি না তাহার নির্দ্দেশ নিম্নস্থ বর্ণনায় ব্যক্ত হইবে।

আইস্‌লণ্ড একটী বৃহৎ দ্বীপ; ভারতবর্ষহইতে তাহা অনেক সহস্র ক্রোশ অন্তর। ইংরাজদিগের নিবাসহইতে তাহা অনেক শত ক্রোশ উত্তরে আটলান্টিক ও সুমেরু মহাসমুদ্রের সীমামধ্যে

আইস্‌লণ্ডীয় স্ত্রী পুরুষ ও বালক।

স্থিত। তাহার উত্তরে আর ভূমি দৃষ্ট হয় নাই। পরিমাণে এই দ্বীপের আয়তন ৩৮,৩২০ বর্গ ক্রোশ হইতে পারে; কিন্তু তাহার অষ্টাংশ ভীষণ নীহার-মণ্ডিত পর্ব্বত ও ভস্ম-ঝামা ও বালুকাবৃত ঊষর ভূমিতে পূর্ণ; কেবল একাংশমাত্র মনুষ্যের বাসোপযোগ্য। এ প্রকার ভূমি যে দেখিতে অত্যন্ত অপ্রসন্ন বোধ হইবে ইহা বলা বাহুল্য। নাবিকেরা ইহার নিকট আসিয়া বৃক্ষতৃণাদি-হীন কেবল-মাত্র বরফ ও উচ্চ পর্ব্বত ও ভস্ম ও ধূম্র দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াথাকে। কিন্তু ইহার তট পর্ব্বতাকীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে সমুদ্রের অপ্রশস্ত ও খর্ব্ব শাখা সকল পর্ব্বতের মধ্য দিয়া ভূমির অতিদূর পর্য্যন্ত গিয়া থাকে; সেই শাখার মধ্যে জাহাজ সকল ঝড় তুফানহইতে রক্ষা পায়, এই নিমিত্ত তাহা নাবিকদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। আট্‌লাণ্টিক সমুদ্রের উত্তরাংশে নঙ্গর করিবার এ প্রকার স্থান আর নাই, সুতরাং উত্তরাঞ্চলে যে সকল নাবিকেরা মৎস্য বা তিমি ধরিতে যায়, তাহারা

ঝড়ের সময় এই স্থানে নঙ্গর করিতে আইসে। এই শাখা সকলের নাম "ফিউর্ড্।" এতদ্দেশে নদীর ধারে নৌকা রাখিবার নিমিত্ত লোকে যে প্রকার "সোরা" বা "গুদী" বানাইয়া থাকে, ফিউর্ডও অবিকল সেই রূপ, কেবল সোরা ক্ষুদ্র ও মনুষ্যকৃত ও নৌকার যোগ্য; ফিউর্ড স্বভাবসিদ্ধ বৃহৎ ও জাহাজ-স্থাপনের উপযুক্ত। বর্ণনীয় দ্বীপের উত্তর ভাগাপেক্ষায় তাহার দক্ষিণ ভাগে এই শাখা সকল অধিক আছে, এবং তাহাতে প্রতিবৎসর অনেক জাহাজের সমাগম হইয়া থাকে। ইহার অবয়ব তাসের হরতন রঙ্গের সদৃশ; তাহার প্রশস্ত ভাগ উত্তর দিগে এবং অপ্রশস্ত ভাগ দক্ষিণ দিগে স্থিত। উত্তর ভাগ অত্যন্ত উচ্চ এবং অনেক পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। দক্ষিণ ভাগ ঢালু নিম্ন এবং অতি ক্ষুদ্র ২ গণ্ডশৈলে ও বালুকায় আচ্ছাদিত।

নাবিকেরা এই শাখা সকলের অভিমুখে আগমন সময়ে ৫০-৬০ ক্রোশ দূরহইতে কতক গুলি শুক্ল পদার্থ দেখিতে পায়, তাহা এই দ্বীপের পর্ব্বত সকলের চূড়া; চিরকাল বরফে আবৃত থাকায় তাহা ধবল বর্ণে লক্ষিত হয়। সূর্য্য কিরণে এই নীহার-পিণ্ড সকল মনোহর কান্তি ধারণ করে; কিন্তু রৌদ্র তাহাতে অতি তির্য্যক্ ভাবে পড়ে, এই নিমিত্ত নীহারের অতি অল্পমাত্র দ্রব হয়, এবং তাহাও রাত্রিতে পুনরায় জমিয়া যায়। কোন কোন সময়ে ঐ দ্রব নীহার জমিবার পূর্ব্বেই তদুপরি অনেক দৃঢ় নীহার পতিত হয়; ঐ নীহার-পিণ্ড নিম্নস্থ দ্রব নীহারে ভাসিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গহইতে অনেক দূরে নীত হইয়া থাকে; এবং ঐ পরিচালিত বরফ গ্রামে আসিয়া গৃহ দ্বার ক্ষেত্র সমস্ত আবৃত করিয়া ফেলে; এবং পরে গ্রীষ্মে তাহা গলিলে জলপ্লাবন ঘটিয়া উঠে। অপর যে সকল পর্ব্বতশৃঙ্গ পূর্ব্বোক্ত-প্রকার নীহারে আবৃত থাকে, তাহার গর্ভমধ্যে প্রায়ঃ অগ্নি নিহিত আছে; সেই অগ্নি সময়ে সময়ে পর্ব্বতের শৃঙ্গ বিদারণ করত ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত করিয়া থাকে, ফলতঃ আইস্‌লণ্ডের অনেক পর্ব্বতই ভয়ানক আগ্নেয় পর্ব্বত এবং তাহার প্রস্ফোটনে অত্যন্ত বিপদ ঘটিয়া উঠে। ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে হেক্‌লা নামক পর্ব্বত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; তাহার প্রস্ফোটনের বিবরণ পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় মনুষ্যের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কাপ্‌টা জোকল নামক পর্ব্বতের এই প্রকার এক প্রস্ফোটন হয়; তাহার বিবরণ আমরা এই স্থলে সঙ্ক্ষেপে লিখিতেছি। কথিত হইয়াছে উক্ত অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যসময়ে উক্ত পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে নীলবর্ণের কোয়াসা লক্ষিত হইল; সেই কোয়াসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং ঐ মাসের শেষে তথাকার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি স্থলে পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প ঘটিল, ও তাহার অনুষঙ্গীরূপে ২৮ সে দিবসে পর্ব্বত শিখরহইতে স্তম্ভাকার ধূম নির্গত হইয়া সমস্ত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেক এবং দুই দিন ক্রমাগত বিস্তীর্ণ হইয়া আইস্‌লণ্ড দ্বীপের অধিকাংশ আবৃত করিলেক; তাহাতে সূর্য্যদেব একেবারে অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর পর্ব্বত শিখরহইতে মুহুঃ২ অগ্নিস্তম্ভ সকল উঠিতে লাগিল, এবং তৎসহ ভয়ানক গভীর ধ্বনি ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। দিবসত্রয়ে এই অগ্নিস্তম্ভের স্থানে দুই বৃহৎ অগ্নিপ্রবাহ নির্গত হইয়া পর্ব্বত নিকটস্থ স্কাপ্‌টা নামক এক বৃহৎ নদী পূর্ণ করিয়া ফেলিলেক। ঐ নদীর গর্ভ ৪০০ হস্ত প্রশস্ত ও প্রায়ঃ এক শত হস্ত গভীর ছিল; কিন্তু অগ্নিপ্রবাহ এতাদৃশ অধিক যে ঐ গর্ভে তাহার স্থান হইল না; তাহা পূর্ণ করিয়া প্রবাহ উভয় পার্শ্বে উথলিয়া উঠিল, এবং সর্ব্বত্র সমস্ত দগ্ধ করিতে লাগিল। কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত এই অগ্নি-প্রবাহ স্কাপ্‌টা নদীদ্বারা এক হ্রদে পড়িয়া নিবৃত্তি পাইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে সেই হ্রদটা পূর্ণ হইয়া গেল, এবং অগ্নি-

স্রোতঃ পুনরায় আপন গতি আরম্ভ করিলেক। অপর ইহার গমনে নদী ও হ্রদের জল সকল ফুটিয়া বাষ্পরূপে পরিণত হইল, এবং সেই বাষ্প অতিদূরে অকালবৃষ্টি রূপে পতিত হইয়া সমস্ত প্লাবিত করিলেক। যে সকল দূরস্থ স্থানে অগ্নি-স্রোতঃ বা অতিবৃষ্টি যাইতে পারে নাই তথায় কৃষ্ণ ধূম পৌঁছিয়াছিল, এবং সেই ধূমহইতে এত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ভস্ম ও জ্বলন্ত বালুকা পতিত হইয়াছিল যে তাহাতে ক্ষেত্র আবৃত করিয়া সমস্ত তৃণ নষ্ট করিলেক; এবং গৃহে অগ্নি সং-যোগ করিয়া তাহা দগ্ধ করিলেক। ২৮ জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্রের মধ্য পর্য্যন্ত দুই মাস বিংশতি দিবস সমস্ত দ্বীপ অগ্নি, ভস্ম, ও ধূমে আবৃত রাখিয়া এই উৎপাত এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প নিষ্পন্ন করিয়া নিবৃত্ত হইল। কিন্তু ইহাতেই এই আপদের শেষ হয় নাই, কএক মাস কাল সমস্ত দ্বীপ ধূমে ও দুর্গন্ধ-পূর্ণবাষ্পে আচ্ছন্ন ছিল, তথা পুনঃ পুনঃ ঝঞ্ঝাবাত ও শিলাবৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে সকলকেই উৎসন্ন করি-লেক; উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল জলাবীল হইয়া গেল; অন্না-ভাবে মনুষ্য সকল উৎকট রোগে প্রপীড়িত হইতে লাগিল; অশ্ব গো মেষাদি জীব সকল তৃণাভাবে নিহত হইল; এক প্রকার কীট উৎপন্ন হইয়া সকল আচ্ছন্ন করিলেক; মনুষ্য সকল রোগে মৃত পশু ও চর্ম্মাদি কদর্য্য দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া জীবন-ধারণের উপায় করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কেবল রোগ ও যাতনারই বৃদ্ধি বই লাঘব হইল না। কথিত আছে যে এই দুর্দ্দৈবে ৩,৮০১ গো, ১৯,৪৮৮ অশ্ব, ও ১,২৯, ৯৩৭ মেষ নষ্ট হইয়াছিল। যদিচ এ প্রকার ভয়ানক উপদ্রব সর্ব্বদা হয় না, তত্রাপি প্রতিবর্ষে অত্রত্য কোন না কোন আগ্নেয় গিরির কথঞ্চিৎ উৎপাত ঘটিয়াথাকে।

অপর আগ্নেয় গিরি ব্যতীত আইস্‌লণ্ডে অপর এক আশ্চর্য্য স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা আছে। তাহার নামশ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ঐ ঘটনার বি-স্তার বিবরণ এ স্থলের উদ্দেশ্য নহে, তত্রাপি কি-ঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে আইস্‌লণ্ড পর্ব্বতে সমাকীর্ণ; ঐ পর্ব্বতের উপত্যকা সকল প্রশস্ত, তন্মধ্যে ও কোন২ ক্ষেত্রমধ্যে এক একটা হ্রদ আছে, তাহা জল গন্ধক ও কৃষ্ণ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ; এবং ঐ সকল দ্রব্য দিবা-রাত্রি আন্তরিক অগ্নির প্রভাবে ফুটিতেছে; এবং দুই চারি ক্ষণ অব-কাশে এক এক বার আকাশে স্তম্ভের ন্যায় হইয়া ঊর্দ্ধ গমন করত চতুর্দ্দিগে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

এক দিগে আইস্‌লণ্ডে আগ্নেয় উৎপাত এই প্রকার বলবৎ, অন্য দিগে শীত এতাদৃশ বল-বৎ যে তাহার প্রভাবে দেশের অধিকাংশ চির-কাল নীহারে আবৃত থাকে। যে সকল স্থানে বার মাস নীহার থাকে না, তথায়ও এমত শীত যে ধান্য, যব, গম প্রভৃতি খাদ্য শস্য কিছুই জন্মে না। বৃহৎ বৃক্ষ যে সকল আছে, তাহা ঝাউ বা দে-বদারু জাতীয়, তাহাতে সুখাদ্য কোন ফল জন্মে না। পরন্তু গ্রীষ্মকালে ক্ষেত্রে প্রচুর তৃণ জন্মিয়া থাকে, এবং তাহাদ্বারা অনেক গোমেষাদির পা-লন হয়, এবং সেই গৃহপালিত জীবে আইস্‌লণ্ডীয়-দিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়।

ইহা বলা বাহুল্য যে যে দেশের অবস্থা পূর্ব্বোক্ত-প্রকার, তথাকার ঋতু সকল উত্তম নহে। আইস্‌-লণ্ডে দুইটি মাত্র ঋতু আছে, শীত এবং গ্রীষ্ম। আ-শ্বিনের শেষ সপ্তাহহইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত শীত কাল, এবং জ্যৈষ্ঠহইতে আশ্বিনের আরম্ভ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম। পরন্তু সে গ্রীষ্ম বস্তুতঃ গ্রীষ্ম নহে, কারণ ভারতবর্ষে বসন্তের প্রারম্ভে যে প্রকার শীত থাকে, তথাকার প্রচণ্ড গ্রীষ্ম তদ্রূপ। গ্রীষ্মের প্রা-রম্ভে তথায় বরফ পড়িয়া থাকে। ফলতঃ আইস্‌লণ্ডে এ প্রকার শীত যে তাদৃশ অপর কোন জনপদে নাই।

অপর তথায় আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা আছে।

ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই শীত কালে দীর্ঘ রাত্রি ও খর্ব্ব দিবস, এবং গ্রীষ্ম কালে খর্ব্ব রাত্রি এবং দীর্ঘ দিবস ঘটিয়াথাকে। আইস্লণ্ডে এই ঘটনার অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। কথিত দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে গ্রীষ্মকালে ২০ ঘণ্টা পরিমিত দিবস ও ৪ ঘণ্টা পরিমিত রাত্রি হয়; তথা উত্তর ভাগে ২৩।।০ ঘণ্টা দিবস ও অর্দ্ধ ঘণ্টা রাত্রি, ফলে জ্যৈষ্ঠ মাসহইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তথায় রাত্রি হয় না, কেবল দিবস থাকে, এবং সর্ব্বদাই সূর্য্য উদিত থাকে। শীতকালে এক মাস কাল সূর্য্যোদয় হয় না; কিন্তু চন্দ্র তারকাদির জ্যোতিঃ এবং এক প্রকার স্থির-সৌদামিনী, যাহাকে আইস্লণ্ডীয়েরা "অরোরা" শব্দে কহে, তাহার আলোকে সমস্ত বিভাসিত রাখে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের মনোহর ষড় ঋতু সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই অপ্রসন্ন দেশ, যাহা সভ্য জনালয়হইতে অত্যন্ত দূর; যথায় জীবনাবলম্বন তণ্ডুল নাই, সুমিষ্ট ফল নাই, সুখাদ্য শাক নাই, মনোহর বনরাজি নাই; যথায় বৎসরের আট মাস বরফ থাকে এবং এক মাস দীর্ঘ রাত্রি; যথায় প্রতিসপ্তাহে ভূমিকম্প ও পুনঃ পুনঃ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত,—তথায় কদাপি ভদ্র মনুষ্য আবাস স্থাপিত করিবে না; কিন্তু বস্তুতঃ আইসলণ্ড জনশূন্য নহে; প্রত্যুত এই স্থানে অনেক মনুষ্য আছে; তাহারা মৎস্য ধৃত করিয়া ও গৃহপালিত পশুচারণ করিয়া দিনযাপন করে। অন্যে মৎস্য কাষ্ঠ গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের বাণিজ্যে ঋদ্ধিমন্ত হইয়াছে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই মনুষ্যেরা যে আর্য্য জাতিহইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে সেই আর্য্য জাতির এক শাখা। তাহাদের ভাষা সংস্কৃতমূলক, অর্থাৎ তাহাতে অনেক সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়, এবং তাহাতে ও সংস্কৃতে অনেক সাদৃশ্য আছে।

আইসলণ্ডীয়েরা দীর্ঘ কিন্তু স্থূলকায় নহে। ইউরোপীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিয়া ইহারা ইউরোপীয়দিগের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে, তন্মধ্যে যে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ আছে তাহা ১৬৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে দৃষ্ট হইবেক। শৈশবে ইহারা দুর্ব্বল ও কৃশকায় থাকে, কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক হইলে অত্যন্ত পরিশ্রম-সহিষ্ণু ও সাহসিক হয়। পরন্তু জীবন-ধারণার্থে ইহাদিগের যে সকল শ্রমস্বীকার ও আপদ-সন্দর্শন করিতে হয় তাহাতে সাহসিক হওয়া আশ্চর্য্য নহে। শীতকালে ইহারা গৃহ মধ্যে গো বা মেষের লোমে রজ্জু প্রস্তুত করণ, লোমশ বা চর্ম্মের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণ, মোজা ও দস্তানা বুনন, ও অপর গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে; এবং যে সময় তাহারা আপন২ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে থাকে, তৎকালে পরিবারের এক জন উচ্চৈঃস্বরে একখানা পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে শ্রবণ করায়। মধ্যে২ পুস্তকোক্ত বিষয় লইয়া কথোপকথন করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মৎস্য ধৃত করাই প্রধান কার্য্য। সেই মৎস্যের মস্তকগুলি সদ্যঃ ভক্ষিত হয়, এবং তাহার দেহ শুষ্ক বা লবণাক্ত করিয়া শীতকালের নিমিত্ত রাখা যায়। মৎস্যের কণ্টকগুলি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে দগ্ধ করা যায়, অথবা অল্পসিদ্ধ করিয়া গোদিগের ভোজনার্থে দত্ত হয়। শ্রাবণ মাসে তৃণ কাটিয়া শুষ্ক করত শীতের নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে হয়, এবং অশ্বের মল ও গোময়ে ঘুঁটিয়া প্রস্তুত করাও প্রয়োজনীয় কার্য্য।

ইহা মনে হইতে পারে যে যে দেশে এই প্রকার কষ্ট তথায় স্বদেশানুরাগ বিশেষ বলবৎ হইতে পারে না; কিন্তু বস্তুতঃ আইসলণ্ডীয়েরা অত্যন্ত স্বদেশানুরাগী, এবং বিদেশে নীত হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমনার্থে সর্ব্বদা বিলাপ করে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে কহিয়াছে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজবংশ।

রতবর্ষের মানচিত্র দর্শনান্তে রণজিত সিংহ যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, তাহা অধুনা যথাক্ষরে সফল হইয়াছে। বৃটনীয় রাজ-সিংহের অভিজ্ঞান স্বরূপ লোহিত বর্ণে এই ক্ষণে উক্ত মানচিত্রের প্রায়ঃ সমুদয়াংশ সুরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। অতএব এই সময়ে উক্ত মানচিত্রহইতে যে সকল ভিন্ন বর্ণ বিগত হইল, তাহাদিগের কথঞ্চিৎ বিবরণ সুশ্রবণীয় হইতে পারে। ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকালে সকল জাতিই পরলোক-প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমরা তদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণচ্ছলে রহস্য-সন্দর্ভের উপস্থিত সংখ্যায় অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব মুসলমান রাজবংশের আদ্যোপান্ত বিবরণ সংক্ষেপে সঙ্গ্রহ করিলাম।

উক্ত রাজবংশের আদি পুরুষের নাম সাদৎ খাঁ। এই ব্যক্তি ধনান্বেষণার্থে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সাদৎ খাঁ রণধীর এবং বীরবর ছিলেন। এল্‌ফিনষ্টন্‌ সাহেব কহেন তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু তৎপরে কোন বিজ্ঞ লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সাদৎ খাঁ বণিক্‌ ছিলেন না, তিনি প্রধান বংশজাত অর্থাৎ কুলীন ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম মুহম্মদ্‌ আমীন ছিল। ইং ১৭০৫ শকে নিতান্ত কৈশোরকালে তিনি স্বীয় পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সংমিলন প্রত্যাশায় পাটনাতে আগমন করেন। তথায় আসিয়া দেখেন তাঁহার পিতা পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর অগ্রজকে সঙ্গে লইয়া সৌভাগ্যানুসন্ধানে দিল্লীতে প্রস্থান করেন। উক্ত রাজধানীতে তিনি প্রথমতঃ নবাব সরবুলন্দ্‌ খাঁর সেবায় নিযুক্ত হন। তথায় কোন সামান্য দোষে নবাব তাঁহার অপমান-সূচক ভর্ৎসনা করাতে তিনি তৎসেবা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনে কর্ম্ম প্রার্থনা করেন। সেই মহীপের নিকট অত্যল্প কাল মধ্যে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। দিল্লীশ্বর ঐ সময়ে বারাদেশীয় সৈয়দদিগের প্রভাবে নিতান্ত তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুহম্মদ আমীন সৈয়দদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন আলীকে নিপাত করিয়া বাদশাহের বিশিষ্ট উপকারের নিমিত্ত হইলেন। বাদশাহ এই সকল কার্য্যের পুরস্কারে তাঁহাকে ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিশেষে অযোধ্যা-প্রদেশের রাজপ্রতিনিধিত্বে অভিষিক্ত করেন। মুহম্মদ আমীন সেই সূত্রে সাদৎ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎসময়ে উক্ত প্রদেশ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাবস্থায় ছিল। সাদৎ খাঁ ত্বরায় তত্রত্য বিদ্রোহিতা-পরবশ দুষ্টদিগকে অধীনে আনিয়া সুনিয়ম সংস্থাপনপূর্ব্বক অযোধ্যার রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। তিনি কৃষি-সম্প্রদায়ী লোকদিগকে যথাযত্নে পালন করিতেন; কিন্তু তদ্দেশের কোন রাজন্য স্বাধীনতা-লাভে কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্যম করিলে তিনি তাহাকে একেবারে কঠোর-শাসনে নতমস্তক করিয়া দিতেন।

প্রবাদ আছে, সাদৎ খাঁ হয়দরাবাদের নিজামুল্‌মুল্‌কের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নাদের শাহকে ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ আহূত করেন। কোন কোন পুরাবৃত্ত-লেখক এই কলঙ্ক-পঙ্কহইতে তাঁহাকে ক্ষালিত করণে উদ্যত হউন, কিন্তু সাদৎ খাঁ যে এই কৃতঘ্নতাদোষে দূষিত ছিলেন তাহার আর সংশয় নাই। নাদের শাহ যে সকল নির্দ্দয়তাচরণে ভারতভূমিকে উৎসন্ন দশায় নিক্ষিপ্ত করেন, তাহা পুরাবৃত্তপাঠকেরা সুন্দররূপে বিদিত আছেন। কৃতঘ্ন নবাবদ্বয় নাদেরশাহের নিষ্পীড়ন যন্ত্রহইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন না। নিজামুলমুল্ক এবং সাদৎ খাঁর

স্থানে নাদেরশাহ কোটি কোটি টাকা সংহরণ করেন। তাঁহারা আপনাদিগের ধন দিয়া নাদেরশাহের তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন নাই। নাদেরশাহ অন্যান্য দূরস্থিত প্রদেশ লুণ্ঠন-পূর্ব্বক অর্থ-সঙ্গ্রহার্থ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজামুলমুল্ক সাদতের পরাক্রম এবং কার্য্য-কুশলতায় ঈর্ষাপরায়ণ থাকাতে এই ক্ষণে নাদেরশাহের অত্যাচার উপলক্ষে প্রতিযোগীর নিপাত নিমিত্ত এক অপূর্ব্ব কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি সাদৎ খাঁর সহিত এই পরামর্শ করিলেন, "যে পরস্বাপহারী প্রাণান্তকারী দুরন্ত দুর্দ্দান্ত নাদেরশাহের হস্তে আর কোন রূপে নিস্তারের পথ নাই, আমরা আপনাদিগের বিপদ আপনারাই নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, আর তিতিক্ষায় কি প্রয়োজন? আইস, আমরা উভয়ে গরলভক্ষণপূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করি।" সাদৎ খাঁ নিজামের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া হালাহলপানান্তে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। নিজামুলমুল্ক এই রূপে স্বীয় প্রতিযোগীকে শমন-সদনে প্রেরণপূর্ব্বক সাম্রাজ্য-মধ্যে একেবারে একেশ্বর হইয়া উঠিলেন। যে সাদৎ খাঁ কিয়দ্বর্ষপূর্ব্বে এক সুদরিদ্র ধনান্বেষী মাত্র ছিলেন, এবং যে সাদৎ খাঁর প্রতি নাদেরশাহ জলৌকাবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই সাদৎ খাঁ বিষ-ভক্ষণপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হওন কালেও তাদৃশ নির্ধন হন নাই; তিনি ঐ সময়ে নবকোটি টাকা রাখিয়া যান। তিনি এরূপ বিপুল ধনরাশি সঞ্চয় করিলেও তাঁহার নিষ্পীড়ক ধনাকর্ষক পরীবাদ নাই। তিনি দরিদ্র-মণ্ডলীর আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ধনাগমের লক্ষ্য কেবল রাজ্যস্থ প্রধান পদবীস্থ ধনী লোক; তিনি তাহাদিগকে দমনে আনিয়া আপনার পরাক্রম এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সাদৎ খা অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শেরশাহ এবং সফ্‌দর জঙ্গ উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত নাদেরশাহের সমীপে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তৃপদ প্রাপ্ত্যর্থে আবেদন করিলেন। এই ক্ষণে সফদর জঙ্গ সাদৎ খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে তাঁহার আরো কিঞ্চিৎ স্বত্ব পাইয়াছিলেন। তাহাতে আবার মৃত নবাবের দিল্লীস্থ হিন্দু উকীল তাঁহার পক্ষতা করাতে এবং নজরানা স্বরূপ নাদেরশাহকে দুই কোটি টাকা দিবাতে তিনি উক্তপদ প্রাপ্ত হইলেন। নবাব সফ্‌দর জঙ্গ এক জন সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার সহায়তায় দিল্লীশ্বরের পতনোন্মুখী রাজলক্ষ্মী কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত স্থিরপদস্থা থাকেন।

ই°১৭৪৩ শকে সফ্‌দর জঙ্গের পুত্র সুজা-উদ্দোলা বৌ বেগমের পাণিগ্রহণ করেন। এই রূপসী মহিষী পশ্চাৎ অযোধ্যার পুরাবৃত্তে বিশিষ্ট খ্যাতি লব্ধ হন।

নাদেরশাহের মৃত্যুপরে আহম্মদ শাহ আব্দালী আফগানস্তানের সিংহাসন হরণ করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক সরহিন্দ নগরে উজীর কমরুদ্দীনের প্রাণ সংহার করেন। এই সময়ে সফদর জঙ্গ স্বীয় ক্ষমতা এবং পরিশ্রম ও প্রোৎসাহিতা গুণে সুপ্রসিদ্ধ হন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে গতাসু হইলে তৎপুত্র আহম্মদ শাহ সফ্‌দর জঙ্গকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি অযোধ্যার নবাবদিগের নাম "নবাব উজীর" খ্যাত হয়। সফ্‌দর জঙ্গ উক্ত পদ ব্যতীত স্বীয় পূর্ব্ব পদ অর্থাৎ অযোধ্যার শাসন কর্ত্তৃত্বপদও রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি এই অতিরিক্ত পদ প্রাপ্তির পর ই° ১৭৪৩ শকে রোহিলাদিগের শাসন-সঙ্কল্পে প্রবৃত্ত হইলেন, যেহেতু রোহিলাজাতি অযোধ্যা-প্রদেশের বিরক্তি-জনক প্রতিবাসী ছিল। রোহিলাদিগকে দমন করণার্থ সফ্‌দর জঙ্গের পক্ষে এই সময় সুসময় হইল, যে-

হেতু তাহাদিগের প্রধান-পুরুষ আলী মহম্মদ উক্ত সময়ে পরলোকগত হন। সফ্‌দর জঙ্গ ফরক্কাবাদের সরদার কাএম খাঁ বঙ্গস্‌কে প্ররোচনাদ্বারা স্ববশে আনিয়া রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কাএম খাঁ সেই যুদ্ধে নিহত হইলে সফ্‌দর জঙ্গ চিত্ত মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বৈধ না করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহার বিধবার সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক মৃত সরদারের অনুজের প্রতি কিঞ্চিৎ বৃত্তি বিধান করিয়া দিলেন। অনন্তর উজীর সফ্‌দর জঙ্গ উক্ত নব প্রদেশ এবং অযোধ্যার রাজকার্য্যে স্বীয় সহকারী রাজানবল সিংহকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ংদিল্লীতে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরেই সফ্‌দর জঙ্গকে স্বীয় নিষ্ঠুরতা এবং কৃতঘ্নতা-ফলের বিষ-রসাস্বাদন করিতে হইল। অসন্তোষের ইন্ধনতৃণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে পর একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গকৃত তাহা দবদাহনবৎ অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তদ্বিবরণ এই যে আফ্রিদী জাতীয় এক স্ত্রীলোক কাটনা কাটিয়া কষ্টে কালাতিপাত করিত। নবল সিংহের জনেক পদাতিক উক্ত স্ত্রীলোককে কোন কারণবশতঃ প্রহার করাতে সে দিল্লীতে গমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আহম্মদ শাহ আবদালীর স্থানে বিচার প্রার্থনা করণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "আহম্মদ্ শাহ! তোমার রাজমুকুটে ধিক্, যেহেতু তোমার রাজ্যে এক জন কাফের এক আফ্রিদী স্ত্রীলোককে অবমান করিতে সমর্থ হইল। পরমেশ্বর তোমার পিতাকে তোমার মত পুত্র না দিয়া, যদ্যপি কন্যা সন্তান দিতেন, তবে তাহাও শ্রেয়ঃ ছিল।" আহম্মদ শাহ যদিও সে সময়ে সফ্‌দর জঙ্গের অন্নদাসবৎ হইয়াছিলেন, তথাপি অপমানিতা আফ্রিদী রমণীর বাক্যে জ্বলিতমানস হইয়া কতিপয় সাহসিক সহচর সমভিব্যাহারে এক ধনী বণিকের উপর পড়িয়া তাহার ধন হরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সৈন্য সঙ্গুহ করিলেন, এবং সেই সৈন্যসহ ফরক্কাবাদে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কোটপালকে * নিহত করত তন্নগর অধিকার করিলেন, এবং তদনন্তর মাসৈক মধ্যে সমুদায় দেশ তাঁহার হস্তগত হইল। রাজা নবল সিংহ অতি দুর্দ্ধর্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি লখ্‌নৌহইতে যাত্রা করিয়া কালী নদীর নিকট আফ্‌গান সৈন্যসহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভব এবং পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। বিজেতাগণ গঙ্গা পার হইয়া অচিরাৎ অযোধ্যা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া বসিল। সফ্‌দর জঙ্গ স্বীয় প্রতিনিধির বিপত্তি সংবাদ শ্রবণমাত্রে এক প্রবল দল সৈন্য সমবেত করিয়া আহম্মদ শাহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সাময়িক পুরাবৃত্ত লেখকদিগের লিপি এই যে তাঁহার সহিত দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এবং ভরতপুরের অধিপতি জাট্ জাতীয় রাজা সূর্য্যমল্ল গমন করেন। এই মহাবল সেনার বিরুদ্ধে আহম্মদ শাহ অতি সামান্য সৈন্য সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন; কিন্তু বিপক্ষসেনার এক শ্রেণীর প্রতি সহসা আক্রমণ করাতে তাঁহার জয় লাভ হয়। ঐ শ্রেণীর অধ্যক্ষতায় সফ্‌দর জঙ্গ স্বয়ং নিযুক্ত ছিলেন। যুদ্ধ-সময়ে তিনি নিজে আহত হইয়া রণভূমিহইতে প্রস্থান করিতে বাধিত হইবাতে তাঁহার সেনাগণ তদ্বাহক হস্তিকে পলায়িত দেখিয়া ভীতচিত্তে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থানপর হইল; সুতরাং আহম্মদ শাহের হস্তে অযোধ্যা এবং আলাহাবাদ প্রদেশ অবিবাদে পতিত হইল। আফগানেরা সুসাহসিকতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একতার বিরহ থাকাতে অযোধ্যায় মহাবিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইল, সুতরাং স্বল্পকাল পরে বিজেতাগণ তদ্দেশহইতে দূরীভূত হইয়া গেল।

ঐ সময়ের প্রধান-পুরুষদিগের ন্যায় সফ্‌দর

* কোটাল বা কোতয়াল শব্দ কোটপাল শব্দের অপভ্রংশমাত্র।

জঙ্গ ধর্ম্মনীতির বশবর্ত্তী ছিলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা-গ্রহণপূর্ব্বক অগণিত-প্রায় এক প্রবল বাহিনী সমভিব্যাহারে অহম্মদ শাহের বিরুদ্ধে উপনীত হইলেন। অহম্মদ শাহ "নিরুপায়ে উপায় সৃজন" ন্যায়ে রোহিলাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রতিযোগিতা করণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গাপারে গিয়া রোহিলা-সহযোগিদিগের উপর পড়িয়া ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। রোহিলারা এরূপ আকস্মিক আক্রমণে মহাভীত হইয়া দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কামায়ন পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইল। অহম্মদ শাহ তথায় তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। তাহারা তথায় এ রূপ দুর্ভিক্ষে এবং দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছিল, যে ৮ টাকায় অর্দ্ধ সের ভোজ্য মাংস বিক্রীত হইত। পরিশেষে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ রোহিলখণ্ডে ধন লুণ্ঠনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিল, এবং তাহাদিগের প্রধানবর্গ সার্দ্ধদ্বিকোটি মুদ্রা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন। ইহাতে সফ্দর জঙ্গের পরিশেষ লাভ হইল, যেহেতু তদ্দ্বারা তাঁহার আফগান শত্রুদিগের কেবল গর্ব্বখর্ব্ব হয়, এমত নহে; তাহারা একেবারে নিঃস্ব হইবাতে তাহাদিগের পুনর্ব্বার গাত্রোত্থানের পথ অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর দিল্লীতে সফ্দর জঙ্গের বিরুদ্ধে কত প্রকার ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। উজীর স্বীয় প্রভুত্বরক্ষণে সর্ব্বদা নানা প্রকার কৌশলের চিন্তায় অনুদিন ব্যস্ত সমস্ত থাকিতেন। বাদশাহের জননী জাবিদ নামক জনৈক প্রতিহারীর প্রেমে মুগ্ধা ছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহাদিগের সহায়তায় উজীরকে পদচ্যুত করণার্থ নানাভিসন্ধি করিতে লাগিল। উজীর ঐ সময়ে রোহিলখণ্ডের গোলযোগকাণ্ডে ব্যাপৃত এবং অনুপস্থিত থাকাতে জাবিদের মনোরথ পূর্ণ হওনের বিহিত উপায় সংস্থাপন হইয়াছিল। সফ্দর জঙ্গ দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি নিমিত্ত প্রতিহারীকে একদা ভোজের আমন্ত্রণে স্বগৃহে আনিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বাদশাহ ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ গাজিউদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গাজিউদ্দীন নিজামুল্ মুল্কের পৌত্র। উজীর সফ্দর জঙ্গ তাহাকে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করেন। উভয় পক্ষে কিয়ৎ কাল ষড়্যন্ত্র এবং অনিষ্ট-তন্ত্র চলিলে পর পরিশেষ ইহাই স্থির হইল যে সফ্দর জঙ্গ উজীরি পদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র অযোধ্যার নবাবীতে আবদ্ধ থাকিবেন, এবং তাঁহার প্রতিযোগী গাজীউদ্দীন সচিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। সফ্দর জঙ্গ উজীরি পরিত্যাগ করিলে অত্যল্প দিনের মধ্যে বাদশাহ দেখিলেন, নূতন মন্ত্রী পূর্ব্বতন অপেক্ষা প্রচণ্ড প্রতাপে তাঁহার উপর প্রভুত্ব পরায়ণ হইয়াছেন। বাদশাহ এই যুগবন্ধন (যুয়াল) হইতে পরিত্রাণ প্রাপণাশয়ে পূর্ব্বতন উজীরকে তৎপদ পুনঃগ্রহণার্থ আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ঐ পত্র যে সময়ে উদ্দেশ্য স্থলে পঁহুছিল, সে সময়ে সফ্দর জঙ্গ মৃত্যু শয্যায় শয়িত; সুতরাং বাদশাহের মনোরথ পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, গাজীউদ্দীন স্বীয় পদচ্যুত হওনের কথা শুনিয়া একেবারে জ্বলিতাঙ্গ হইয়া বাদশাহ এবং তজ্জননীর চক্ষুরুৎপাটন করিয়া এক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই ব্যক্তিই দ্বিতীয় আলমগীর আখ্যায় সাম্রাজ্য বিধান করেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

———

বহুরূপা।

টিকটিকী কোন মতে প্রিয় পদার্থ নহে, এবং তাহার বিবরণও সুতরাং কমনীয়তার সম্বন্ধ রাখে না। পরন্তু ঐ টিকটিকী জাতীয় এক জীব আছে, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ জীবের প্রধান লক্ষণ এই যে সে ইচ্ছানুসারে অনায়াসে আপন বর্ণ পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। যাহাকে এই মাত্র ধূসর বর্ণ দেখিলাম সে পুনঃ এতাদৃশ হরিৎ হয় যে তাহা এক জীবের বর্ণ বলিয়া কদাপি বোধ হয় না। পুনঃ সেই হরিৎ আবার এক মুহূর্ত্ত মধ্যে উজ্জ্বল পীত হইয়া যায়, এবং সেই পীত পুনঃ রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া থাকে। এই প্রযুক্ত প্রস্তাবিত জীবের স্বাভাবিক বর্ণ কি তাহা বলা দুষ্কর। ফলতঃ স্বভাবতঃ তাহা পাংশুল বর্ণ থাকে, ইচ্ছা হইলে সেই পাংশু হরিৎ, পীত, রক্ত ও অবশেষে কৃষ্ণ বর্ণ হইতে পারে।

ইহার অপর এক প্রধান লক্ষণ এই যে ইহার জিহ্বা একটী নলের সদৃশ, এবং প্রায় ইহাদের শরীরের তুল্য দীর্ঘ। প্রয়োজন-বিরহে ঐ জিহ্বা মুখমধ্যে আকুঞ্চিত থাকে, কিন্তু সম্মুখে একটী কোন প্রকার কীট দেখিলে বর্ণনীয় জীব ঐ জিহ্বা অত্যন্ত বেগে ঐ কীটের উপর নিক্ষিপ্ত করে। সেই নিঃক্ষেপে জিহ্বা ৮ অঙ্গুলি স্থান বিচরণ করে, এবং তাহা এত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় যে দর্শক তাহার গতি নিরূপিত করিতে পারে না। অপর ঐ নিঃক্ষেপ কদাপি ব্যর্থ হয় না; তাহাদ্বারা অবশ্যই লক্ষিত কীটের দেহে জিহ্বার স্পর্শ হয়, এবং স্পর্শমাত্র ঐ জিহ্বাহইতে নির্গত এক প্রকার রসে সে জড়ীভূত হইয়া যায়। তখন ঐ বহুরূপা জিহ্বা সঙ্কোচন করিয়া লইলে জিহ্বার সহিত জড়ীভূত কীট পতঙ্গ গুলি মুখমধ্যে প্রাপ্ত হয়।

সেই কীটই এই জীবের এক মাত্র খাদ্য, অতএব বিশ্বস্রষ্টা তাহাদিগকে এমত ক্ষমতা দিয়াছেন, যে তাহারা কীটদিগকে ভ্রম জন্মাইবার নিমিত্ত যখন যে বৃক্ষশাখাদি বা অন্য পদার্থের উপর থাকে তখন সেই পদার্থের বর্ণ ধারণ করত তাহার সহিত এমত মিশাইয়া থাকে, যে তাহা তখন ঐ বৃক্ষশাখাদিহইতে পৃথক্ বোধ হয় না। অপর ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে তাহাদিগের স্বভাবও এ প্রকার ধীর ও শ্লথ হইয়াছে যে এক দণ্ড কাল ক্রমিক ইহাদিগের প্রতি দেখিলে তাহাদের দেহের কোন স্পন্দন দৃষ্ট হয় না, কেবল সময়ে সময়ে তাহাদের নয়ন সঞ্চালিত হইয়া কোথায় কি কীট পতঙ্গাদি উড়িতেছে তাহার অনুসন্ধান করিতেছে বোধ হয়।

এই নয়ন-সঞ্চালনও অতিআশ্চর্যের বিষয়; তাহা অন্য জীবের ন্যায় একেবারে উভয় চক্ষুতে সম্পন্ন হয় না; প্রত্যুত প্রত্যেক চক্ষুঃ ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিগে দৃষ্টি করিতে থাকে; ফলে যখন বাম চক্ষুঃ বামপার্শ্বে দেখিতেছে তখন দক্ষিণ চক্ষুঃ হয় পুরো ভাগে নতুবা ঊর্দ্ধ ভাগে অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে দেখিতে পারে। ঐই কৌশলে বহুরূপাদিগের দুই চক্ষুতে বহুল চক্ষুর কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। অপর ঐ চক্ষুঃ উজ্জ্বল হইলে তাহার উজ্জ্বলতায় কীট পতঙ্গ ভীত হইতে পারিত, এই নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টা তাহা এ প্রকার পল্লবে আবৃত করিয়া দিয়াছেন, যে তাহার তারকার

এক ক্ষুদ্র ছিদ্র ভিন্ন অপর সকল বহুরূপার দেহের ত্বক্‌সদৃশ পরিবর্ত্তনীয় বর্ণের চর্ম্মদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, অথচ তাহাতে দৃষ্টির কোন হানি হয় না।

প্রস্তাবিত জীবের পদও অসাধারণ। তাহার প্রত্যেক পদে পাঁচটি অঙ্গুলী থাকে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র না থাকিয়া চর্ম্মে আবৃত হইয়া দুই গুচ্ছ হয়। তাহার তিন-অঙ্গুলিবিশিষ্ট গুচ্ছ পুরোভাগে, ও অপর দুই অঙ্গুলিবিশিষ্ট গুচ্ছ পশ্চাতে স্থিত থাকে। তাহাতে এই জীব বৃক্ষ-শাখা ধৃত করণে বিশেষ সক্ষম হয়। অপর শাখাতে দৃঢ় হইয়া থাকিবার নিমিত্ত ইহার লাঙ্গুলও বিশেষ সাহায্য করে। তাহা অনায়াসে নমনীয় এবং যে বস্তুর উপর জড়িত করা যায়, তাহা দৃঢ়রূপে ধৃত করণে সক্ষম। অশ্ব, গো, কুক্কুরাদি জীবের লাঙ্গুলে এ প্রকার শক্তি নাই। সামান্য টিকটিকীতেও এ প্রকার ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না।

বহুরূপার প্রধান বাসস্থান ভারতবর্ষ। প্রাচীন পৃথ্বীর অপর উষ্ণ স্থানেও ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু আমেরিকা-খণ্ডে ইহা প্রাপ্য নহে। ইহা দেখিতে সুন্দর নহে, গতি বিষয়ে শ্লথ, এবং বুদ্ধিতে সুচতুর বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে; অধিকন্তু ইহার পক্ষ নাই; অথচ ইহার প্রধান খাদ্য সুপক্ষবিশিষ্ট অত্যন্ত দ্রুত বেগে উড্ডয়নশীল চঞ্চল-স্বভাব মশা ও মাচী; এবং সেই পতঙ্গকে নষ্ট করিয়া এই জীব আমাদিগের সর্ব্বদা উপকার করিতেছে। এই সৎকর্ম্মে সামান্য টিকটিকীও ইহার সহযোগী, এবং তাহারা ঘৃণিত ও কদর্য্য হইয়াও অহরহ আমাদিগের শত্রু নষ্ট করিতেছে। তাহাদিগের বিরহে মাচী ও মশার সঙ্খ্যাবৃদ্ধি হইয়া আমাদিগের যাতনার অনেক বৃদ্ধি করিত। সেই ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা যিনি টিকটিকীদ্বারাও আমাদিগের এত উপকার করিতেছেন, যাহা আমরা ধ্যানে ধারণ করিতে সক্ষম নহি।

চোরপঞ্চাশৎ এবং চোর কবি।

কোন দেশের পুরাবৃত্তে দেশ-কাল-পাত্র-সম্বন্ধীয় ভ্রম ও প্রমাদ থাকা উচিত নহে,—তদ্রূপ ভ্রম ও প্রমাদ পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের মর্ম্মবিরোধক হয়। জাবাদ্বীপে প্রাচীন হিন্দুদিগদ্বারা উপনিবাস স্থাপিত হইয়াছিল, ও তদ্দেশীয় আধুনিক জনগণ মধ্যে মহাভারতাদি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহারা মনে করে উক্ত গ্রন্থ-বর্ণিত ঘটনা সকল জাবাদ্বীপেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এই রূপ দেশাদির বিপরীত সংস্থান এতদ্দেশীয় লোকদিগদ্বারাও কখন কখন হইয়া থাকে। অনেক মহাশয় দিনাজপুর এবং মেদিনীপুরকে বিরাট রাজার অধিকার জ্ঞান করেন, কিন্তু এই ক্ষণে পুরাবৃত্তাদি শাস্ত্র সন্ধায়িদিগদ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, দক্ষিণদেশস্থিত আধুনিক বিরার দেশই পূর্ব্বতন বিরাট রাজ্য। পরন্তু প্রাচীন দেশ-বিপর্য্যয়ের যেরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে, এই রূপ পাত্র বিষয়েও দেখা যায়। এ প্রকার ভ্রান্তি স্বতই সত্যের অপহ্নবকারিণী, তাহাতে আবার যদি কোন মহাশয় জানিয়া শুনিয়া সেই ভ্রান্তি-দেবীকে লোক-সমাজের পূজনীয়া করণার্থ চেষ্টা পান, তবে তিনি সাধুবর্গের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইবেন, সন্দেহ নাই।

আমাদিগের উপরি উক্ত উক্তি প্রকটনের উদ্দেশ্য এই যে এদেশে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব অর্থাৎ চোরপঞ্চাশৎ এবং চোর কবির বিষয়ে এক প্রবল ভ্রম প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, এই সময়ে তাহার অবরোধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই ঘোরতর ভ্রমের প্রবর্ত্তক ভারতচন্দ্র রায়। এরূপ প্রতীতি হইতেছে যে তিনি বিলক্ষণরূপে চোর কবির পরিচয় অবগত ছিলেন; কিন্তু সে পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া

স্বকপোল কল্পিত গুণসিন্ধু-নন্দন সুন্দরকে চোর-কবি বলিয়া জন সমাজে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। পাঠক মহাশয়েরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এরূপ ভ্রান্তি-প্রবর্ত্তনে রায় গুণাকরের অভিসন্ধি কি? তদুত্তর এই যে বিদ্যাসুন্দর রচনার মূলসঙ্কল্প বর্দ্ধমানীয় রাজপরিবারের প্রতি কটাক্ষ সম্পাত করামাত্র। অপ্রকাশ নাই ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রকর্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হন। তদ্ভিন্ন নবদ্বীপাধিপতির ঈর্ষ্যা সুখ চরিতার্থ করাও ভারতচন্দ্রের অভিপ্রেত হইতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে বর্দ্ধমানে মালিনীপোতা সোড়ঙ্গ প্রভৃতির উদ্দেশ থাকিলেও বিদ্যা-সুন্দরের গুপ্ত প্রণয়কাণ্ড সত্য ঘটনা কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। রায় গুণাকর চোর কবির বিবরণটি প্রকারান্তরে নিবেশ করিয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। অপর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আখ্যায়িকা ব্যতীত অনেক স্থলে প্রকৃত চোর কবির রচনাগত অলঙ্কারাদির সমাকর্ষণ দেখা যায়। সেই সমাকর্ষণটীর আবরণ করাও রায় গুণাকরের অভিসন্ধি থাকিবে ইহাতে সন্দেহ কি? এ অপবাদ রায় গুণাকরের পক্ষে অবশ্য দূষণীয় মানিতে হইবে, এবং আমরাও ইহার উল্লেখ করিতে মনোবেদনা পাইতেছি; কিন্তু সত্যের পর বলবৎ অনুরোধ নাই, এবং আমাদিগকে তাহারই বশবর্ত্তী হইতে হইয়াছে।

আমরা এতাবৎ লিখিয়া চোর কবি এবং চোর-পঞ্চাশতের প্রকৃত বিবরণ সঙক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। চোর কবির প্রকৃত নাম বিল্হন। তিনি ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের মধ্যে গণনীয় ছিলেন। প্রসন্নরাঘবীয়কার জয়দেব তদ্গ্রন্থের সূচনায় চোর কবিকে অত্যুচ্চপদে প্রস্থাপিত করিয়াছেন, যথা—

"যস্যাশ্চোর * শ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো *
হাসো * হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো * বিলাসঃ।
হর্ষো * হর্ষঃ হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতা কামিনী কৌতুকায়॥"

অস্যার্থঃ

যার শিরে শোভে চোর চিকণ চিকুর।
ময়ূর যাহার কর্ণে মণি কর্ণপূর॥
হাস যার হাস, হর্ষ হর্ষের প্রকাশ।
কবীন্দ্র শ্রীকালিদাস যাহার বিলাস॥
পঞ্চবাণ বাণ যার হৃদয় মাঝারে।
কবিতা কামিনী হেন না ভুলায় কারে॥

অপিচ বিশ্বগুণাদর্শ গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্য চোর কবিকে শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন; যথা—

"মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ।
শ্রীদণ্ডী ডিণ্ডিমাখ্যঃ শ্রুতিকুটকগুরু র্ভল্লটো ভট্টবাণৌ
খ্যাতাশ্চান্যে সুবন্ধ্বাদয় ইতি কৃতিভির্বিশ্বমাহ্লাদয়ন্তি॥"

উপরি উক্ত কবিতা এরূপ সহজ সংস্কৃতে নিবদ্ধ যে তাহার অনুবাদ করণের আবশ্যকতা নাই। এই রূপ চোর কবির প্রশংসায় অনেকানেক মহাজনের উক্তি আছে, তত্তাবৎ এস্থলে সঙ্গ্রহ করাও বাহুল্য। আমরা তদ্বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া বিদ্যাসুন্দর যে আখ্যায়িকার আদর্শ এবং যে কারণে চোরপঞ্চাশতের সৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতেছি।

কনকাদ্রির উত্তরে মহাপঞ্চাল দেশে লক্ষ্মীমন্দির নামধেয় এক নগর ছিল। সেই নগরে মদনাভিরাম নামক ভূপাল ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম মন্দারমালা। তাঁহাদিগের নয়নানন্দবিধায়িনী বিনয়ানুগা যামিনীপূর্ণতিলকা নাম্নী তনয়া অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী ছিলেন। তিনি কর্ণান্তায়তলোচনা, পূর্ণচন্দ্র-বদনা, এবং বাল-মরাল-মন্থরগামিনী। মদনাভিরাম নৃপতি কন্যার যৌবনাবস্থায় দেখিলেন, তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুনিপুণা হইয়াছেন,

* কবিদিগের নাম।

কিন্তু সাহিত্য-বিদ্যা-বিহীনা, অতএব সচিববরকে আহূত করিয়া কহিলেন, "যামিনী-পূর্ণতিলকা সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণা হইয়াছে বটে, কিন্তু সাহিত্য-বিদ্যা-বিরহে তদ্বিদ্যা যুবতীদিগের প্রৌঢ়তার কারণ হয়। পরন্তু সে সম্পূর্ণ যৌবনবতী হইয়াছে, তাহাকে শিক্ষা দিতে এই ক্ষণে কে সমর্থ হইবেক"? মন্ত্রী কহিলেন, "সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চারু চরিত্রবান্ পুরুষদিগের আহ্বান করিয়া বারবার পরীক্ষা করিয়া পরে উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপদেশ কার্য্যে নিযুক্ত করা যাউক।" তদনন্তর তর্ক, ব্যাকরণ, পুরাণ, বেদান্ত, আগম এবং বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শি বহুবিধ পণ্ডিত সমাগত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কাব্যালঙ্কারে নিপুণ নহেন, যেহেতু কবিতা কান্তা ব্যাকরণীকে পিতা, ও তার্কিককে ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া সঙ্কুচিত চিত্তে দূরে পলায়ন করেন। অপর তন্নিকটে ছান্দস চণ্ডাল এবং মীমাংসা-নিপুণ ক্লীববৎ অবজ্ঞা পাইয়া থাকেন। পরন্তু তাঁহারা কহিলেন, "অধুনা সিল্হন এবং বিল্হন নামক দুই জন সরস কবি আছেন। তন্মধ্যে বিল্হন শ্রেষ্ঠপদে বাচ্য; যেরূপ বাসোমধ্যে শুভ্র বাসঃ, পুষ্প মধ্যে মল্লিকা, ধানুষ্ক মধ্যে কুসুমাযুধ, পরিমল মধ্যে কস্তুরিকা, অস্ত্র মধ্যে ধনু, বাণী মধ্যে তর্করসোজ্জ্বল বাক্য, স্ত্রী মধ্যে শ্যামা, বয়সের মধ্যে যৌবন, দেবতার মধ্যে শ্রীপতি, গীতির মধ্যে পঞ্চ-মলয়া, সেই রূপ কবি মধ্যে বিল্হন কবি সর্ব্ববিধায়ে শ্রেষ্ঠতম।"

অতঃপরে বিল্হন কবি সেই সুধর্ম্মাখ্য সভান্তরালে আনীত হইলে মহীশের প্রতি আশিঃশ্লোকাদিতে এরূপ কবিতায় পটুতা প্রকাশ করিলেন, যে রাজা যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া সভাভঙ্গ পরে অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক বিচার করিতে লাগিলেন; "এ ব্যক্তি সাধারণ পুরুষ নহে; আকারে মদনের প্রতিরূপ, সুকাব্যরচনায় অতি চতুর, ষড় ভাষায় বিজ্ঞ। ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কামিনীগণের ধৈর্য্য ধারণ করা দুরূহ। ইহাদ্বারা কি প্রকারে তনয়ার কলাকলাপ শিক্ষা সংসাধিত হইবেক? এ ব্যক্তি ধরণীকম্প-বৃক্ষের তরুণমঞ্জরী। ইহাতে আয়তলোচনাদিগের অন্তঃকরণরূপ-ষট্পদ অবশ্যই আকর্ষিত হইবেক।" মন্ত্রী তচ্ছ্রবণে কহিলেন, "তথাপি রাজকন্যার শাস্ত্রাভ্যাস বিধেয় হইতেছে। যেহেতু আমাদিগের দেশে বিল্হনের তুল্য আর দ্বিতীয় কবি নাই। ইহার এক উপায় আছে; আমি শুনিয়াছি, বিল্হনের এবং রাজকুমারীর এক এক ব্রত আছে। কুমারী অন্ধ ব্যক্তির মুখাবলোকন করেন না, এবং বিল্হন কুষ্ঠশরীর দর্শনে বিরত; অতএব আপনার মুখে যদ্যপি তাঁহারা উভয়ে এই প্রকার শ্রবণ করেন, তবে উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করণে বিমুখ থাকিবেন। শিক্ষক এবং শিক্ষ্যার ব্যবধানে কাণ্ডপট * বদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবেক। তাহা হইলেই নির্ব্বিঘ্নে শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক।" রাজা মন্ত্রীবরের বাক্যে সম্প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ-প্রদান-পূর্ব্বক যামিনীপূর্ণতিলকাকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং শাস্ত্র শ্রবণের বিধেয়তা বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "জন্মান্ধ কবি বিল্হনের স্থানে তোমাকে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইবেক।" সমনন্তর বিল্হনকে আহ্বান-পুরঃসর আজ্ঞা দিলেন, "কুষ্ঠগলা মৎপুত্রীকে তুমি সর্ব্বকলা-কোবিদা করহ। তোমাকে তাহার মুখাবলোকন করিতে হইবেক না। আমি তোমাদিগের উভয়ের ব্যবধানে যবনিকা বদ্ধ করিয়া দিব।" বিল্হন তচ্ছ্রবণে কহিলেন, "স্বামিন্ আপনার আদেশ আমি যথাক্ষরে পালন করিব। আমি আপনার কিঙ্কর, আমি আপন শক্ত্যনুসারে বিদ্যা দান করিব।"

* কাণাৎ শব্দ এই শব্দের অপভ্রংশ।

তৎপরে বিচিত্র গেহে বহুচিত্র-চিত্রিত কাণ্ড-পট প্রস্থাপিত হইলে বিল্হন সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ করিতে থাকিলেন। রাজকন্যাও উদকে তপ্ত-লৌহের প্রবেশবৎ তত্তাবদ্বিদ্যা গ্রহণ করিতে থাকিলেন। রাজপুত্রী উপদেশক অপেক্ষাও সমধিক মতিযুতা ছিলেন, সুতরাং নানালঙ্কার-যুক্ত নব-রস-ভারত-ভাবসংরম্ভরক্ত কাব্য এবং বহুমত নাটকাদিতে স্বল্পকাল মধ্যে পৌঢ়তা লাভ করিলেন।

একদা বসন্তকালে পৌর্ণমাসী রজনীতে চন্দ্রোদয় হইলে পর বিল্হন কবীন্দ্র শয্যাগৃহের গবাক্ষ পথে সুধাকর সন্দর্শন করিয়া ভাব ভরে বিহ্বল হইয়া বহুবিধ প্রকারে তাহার বর্ণন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কবিতা স্বভাবোক্তি সম্পন্না এবং চমৎকার ভাবসমূহে অলঙ্কৃতা। আমরা তাহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি, যথা—

"নেদং নভোমণ্ডলমম্বুরাশির্নেমাশ্চ তারা নবফেণখণ্ডঃ।
নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ ফণীন্দ্রো নায়ঙ্কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারিঃ॥"

অস্যার্থঃ।

ও নহে আকাশ, নীল-নীর-নিধি হয়।
ও নহে তারকাবলী, নব ফেণ চয়॥
ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত ফণিধর।
ও নহে কলঙ্ক, তাহা শয়িত কেশব॥

অন্যচ্চ।

"ইন্দুমিন্দুমুখি লোকয় লোকম্ভানুভানু-ভিরমুম্পরিতপ্তং।
বীজিতুং রজনিহস্তগৃহীতন্তালবৃন্তমিব নালবিহীনং॥"

অস্যার্থঃ।

কর ওহে ইন্দুমুখি ইন্দু দরশন।
ভানু-ভানু-পরিতপ্ত যত জন-গণ॥
বিভাবরী সেই তাপ বারণ কারণ।
নালহীন তালবৃন্তে করিছে বীজন॥

রাজকন্যা যামিনী-পূর্ণতিলকা কবীন্দ্রের এই প্রকার অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কবিতা শ্রবণ করিয়া স্বীয় গৃহ-মধ্যে আশ্চর্য্য-রসে অভিভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "এ কি? জন্মান্ধকবিই বা কোথায়? আর কলঙ্কেশ চন্দ্রই বা কোথায়? আর সেই জন্মান্ধ-কর্ত্তৃক চন্দ্রবর্ণনাই বা কি রূপে সম্ভবে? অহো! অসংশয় জনক আমারে প্রতারণা করিয়াছেন। আমার ব্রতভঙ্গ হয় হউক, আমি অবশ্যই ইহাঁকে দেখিব।" রাজকন্যা জনান্তিকে এই কথা বলিয়া শয্যাতলহইতে উত্থানপূর্ব্বক মহা কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া কাণ্ডপটোপরি হস্তদ্বয় রাখিয়া তদন্তরালে বিল্হনকে দর্শন করিবামাত্র পূর্ব্বরাগে একেবারে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। পক্ষান্তরে কবিবর তাঁহার বদনারবিন্দ দেখিয়া মহাসুখে তদীয় মনোহর রূপলাবণ্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। তদ্বাক্যামৃতবোধিতা বালা পশ্চান্মুখী হইয়া লজ্জাভয়ান্বিতাবস্থায় চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কবীশ্বর তদনন্তর তাঁহার সম্মতি গ্রহণান্তে গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করিয়া গুপ্তপ্রেমে সময় সংবরণ করিতে থাকিলেন। কিয়ৎ কাল পরে রাজা তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহাক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং বিল্হনের প্রাণ হননার্থ কোটপালের হস্তে তাঁহাকে সমর্পিত করিলেন। কোটপাল চোর কবিকে শ্মশান ভূমিতে লইয়া গেলে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া হাস্য করিতে থাকিলেন। ঘাতুক এবংবিধ অভীতচিত্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কবীশ্বর কহিলেন, "আমার হৃদয়ে উৎফুল্ল লোচন লসদ্বদনারবিন্দা দেবী অজস্র নিবসতি করিতেছেন, আমার ভয়ের বিষয় কি?" তদনন্তর পঞ্চাশৎ শ্লোকে সেই দেবতা অর্থাৎ স্বীয় ভার্য্যার রূপ-গুণাদি বর্ণন করেন। রাজা তত্তাবৎ গুণপণা শ্রবণান্তে অন্তঃকরণে মহাসুখানুভব করিয়া বিল্হনের প্রতি যামিনী-পূর্ণতিলকাকে সম্প্রদান করিলেন।

এই আখ্যায়িকার সহিত বিদ্যাসুন্দরের কি সাদৃশ্য আছে, এবং তন্মধ্যে আদর্শই বা কি এবং অনুকরণই বা কি, তাহা বিচক্ষণ পাঠকবৃন্দ অনায়াসেই নিরূপিত করিতে পারিবেন।

প্রস্তাব সমাপ্তিকালে পাঠকসমাজে ইহাও বিজ্ঞাপ্য, ভারতচন্দ্র রায় যদিও প্রকৃত চোর পরিবর্ত্তে তৎপদে এক মান্দ্রাজী চোরকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন, কিন্তু চোরপঞ্চাশতের দ্ব্যর্থ ত্র্যর্থ করিয়া এই ক্ষণে যে অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত নহে। তিনি দুই এক কবিতার মর্ম্মানুবাদ করিয়া লেখেন, "বুঝহ পণ্ডিত চোর পঞ্চাশটি কয়।" অতএব যে সকল পাঠকের এতদ্বিষয়ে ভ্রম ছিল, বোধ করি এতৎ প্রস্তাব পাঠে তাঁহাদিগের সেই ভ্রম অপসরিত হইবেক।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

সম্প্রতি আমরা অনেক গুলি নূতন গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রত্যেকের প্রকৃত সমালোচনের উপযুক্ত স্থান এই পত্রে সম্ভাব্য নহে। পরন্তু যে সকল গ্রন্থকার মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব নূতন গ্রন্থ সমালোচনার্থে আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য প্রত্যাশা করেন যে তাঁহাদিগের দানের অঙ্গীকার, ও তৎসহ গ্রন্থবিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করি। অতএব আমাদিগকে এ স্থলে কএকখানি গ্রন্থের কেবলমাত্র নামোল্লেখ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত হইতে হইল। ইহার কোন২ পুস্তকের বিস্তার সমালোচন অবকাশ মতে পরে লেখা যাইতে পারে। প্রাপ্ত-গ্রন্থ-নিচয়ের প্রথমখানির নাম—

"প্রকৃত সুখ।" ইহাতে প্রকৃত সুখ কি এবং তল্লাভের উপায় বা কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় অমিত্রাক্ষর কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর অতি উৎকট ছন্দ, তাহাতে অক্ষরের মিল না থাকিলেও ছন্দ যতি ও মাধুর্য্যের অভাব থাকে না। সংস্কৃত কাব্য প্রায় সকলই অমিত্রাক্ষর; অথচ ছন্দোবিষয়ে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ আর নাই। সংস্কৃতের যতি মাত্রা ও মাধুর্য্যের প্রশংসা করাই বাহুল্য। সেই আদর্শ দেখিয়াই শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষায় ঐ ছন্দের সৃষ্টি করেন, এবং তাহাতে তিনি সম্যক্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় তাঁহারই প্রথানুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে অনভ্যাস ও তাঁহার অসাধারণতা প্রযুক্ত দত্তজার ন্যায় ঐ ছন্দ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পরন্তু ইহা স্বীকর্ত্তব্য যে তাঁহার রচনায় অনেক সদ্ভাব আছে, এবং তাঁহার গ্রন্থ কোন মতে নিন্দনীয় নহে।

২। বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা। সাহিত্য সঙ্গ্রহ। ২ সঙ্খ্যা। এই ক্রমশঃ প্রকাশ্য পুস্তকের প্রথম সঙ্খ্যার উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্খ্যায় রঘুবংশের ৩ অবধি ৮ স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে মল্লিনাথী টীকারও প্রকটন আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত পাঠকদিগের পক্ষে এ পুস্তক উপাদেয় হইবে সন্দেহ নাই।

৩। অজেন্দুমতী চরিত, শ্রীদীননাথ গুপ্ত প্রণীত। রঘুবংশোক্ত অজ রাজা ও তৎপত্নী ইন্দুমতীর ইতিবৃত্ত সঙ্গ্রহ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, পরন্তু তাহা রঘুবংশের অনুবাদ স্বরূপে না সিদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় রচনায় নিবন্ধন করিয়াছেন।

৪। জাপান। শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষাহইতে অনুবাদিত। এই অভিনব গ্রন্থে সুচতুর গ্রন্থকার জাপান নামক বৃহৎ দ্বীপের বিবরণ সঙ্গ্রহ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয়-

দিগের মধ্যে সুসভ্য জাপান বাসীদিগের ইতিহাস কিছু মাত্র প্রকাশ নাই। ঐ জাতি চীন জাতীয়দিগের এক শাখা। তাহাদিগের বিবরণ জানিবার অতি উপযুক্ত বিষয়, অতএব আমরা ভরসা করি যে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে। তিনি চীন ও তৎ শাখার বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক যে প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে চৈনিকাচার্য্য বলিয়া সাধুবাদ করিতে পারি। তিনি অল্প কাল মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থ প্রকটিত করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে কএক খানি স্ত্রী পাঠের নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হইয়াছে। আমাদিগের নিতান্ত প্রত্যাশা যে ঐ গ্রন্থগুলি প্রত্যেক ভদ্র মহিলার হস্তে বিচরিত হয়।

৫। নাগানন্দ। শ্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংস্কৃত নাটকহইতে গদ্যে অনুবাদিত।

৬। কবিতা কৌমুদী। প্রথমভাগ অর্থাৎ নীতিপূর্ণ পদ্যময় পুস্তক। ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার প্রণেতা। ইনি বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগী এবং সম্প্রতি এতদ্ভিন্ন অপর তিন খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে বিভুভক্তি, দয়া, সাধুর অন্তঃকরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণন আছে, তন্মধ্যে আদর্শ-স্বরূপে নিম্নস্থ প্রস্তাবটি আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ব্বাচিত হয় নাই।

শিশির বর্ণন।

"কেন কৌমুদীর আভা হইল মলিন?
কেন সরোবর-নীরে বিলীন নলিন?
কেন পদ্মাকরে নাহি গুঞ্জরে অলিন?
কেন এবে তটিনীর পঙ্কিল নলিন?
কেন শেফালিকা আর বিতরে না বাস?
কেন বোধ হয় এত শীতল বাতাস?
কেন এত পরিমাণ বাড়িল নিশির?
জান না যে সমাগত হইল শিশির?
ভীম পরাক্রম হিম বৃশ্চিকবাহনে।
আসিয়াছে অবনীর শাসন কারণে।
শরতে স্বদল সহ করি নির্য্যাতন।
হরি নিল হিম তার শাসন আসন।
শরতের বিষম-বিরহ রোগে দিন,
দিন২ দীন প্রায় হইতেছে ক্ষীণ।
দিনের দীনতা দুঃখ দেখি দিনকর।
খেদে অগ্নি কোণে যেয়ে হন হিমকর।
হিম অধিকার শীঘ্র করিতে নিঃশেষ,
ত্বরাকরি অস্তাচলে চলেন দিনেশ।
পতির এরূপ গতি করি বিলোকন,
সরোজিনী সরোবরে ত্যজিল জীবন।
যে ছায়া আগেতে কত ক্লান্ত পান্থ হিয়া।
জুড়াইত, স্বীয় স্নিগ্ধ ক্রোড়ে স্থান দিয়া।
তাহার আদর আর না হেরি এখন।
হায় হায় সময়ের বৈচিত্র এমন।
সকলে সমান প্রীতি সদত না রয়।
সময়েতে সুখসেব্য দুঃখময় হয়।
আগে সর্ব্ব প্রিয় ছিল সুধাকরকর।
এখন সে করে কেহ করে না আদর।
হিমকর হিমকর বরষি এখন।
স্বনামের সার্থকতা করিলা জ্ঞাপন।
স্বপ্রিয়ের নিরখিয়া মলিন বদন।
চকোরনিকর খেদে ব্যাকুলিত মন।
কুমুদিনী বিষাদিনী স্বকান্তের দুঃখে।
আর তার হাস্য নাহি দৃশ্য হয় মুখে।
ঝিল্লীগণ হিমভয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে।
প্রতিযামে যামঘোষ ঘোরডাকে ডাকে।
কুয়াসায় নভস্তল আচ্ছাদিত রয়।
ঊষার মোহিনীমূর্ত্তি দৃশ্য নাহি হয়।"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

১ পর্ব্ব ১২ খণ্ড।] পৌষ; সংবৎ ১৯২০। [বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

অষ্ট্রেলীয় মনুষ্য।

রত সমুদ্রের পূর্ব্ব-পার্শ্বে একটী অতি প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে, তাহা অধুনা নানা কারণে বিখ্যাত হইয়াছে। তাহার পরিমাণ ভারতবর্ষহইতেও বৃহৎ, এবং তন্নিমিত্ত লোকে তাহাকে অষ্ট্রেল-এশিয়া বা "দক্ষিণস্থ আশিয়া" নামে বিধান করে; তাহার অপভ্রংশে অধুনা অষ্ট্রেলিয়া শব্দ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ভূমির অধিকাংশই সরল তৃণক্ষেত্র, কিন্তু মধ্যে২ অনেক পর্ব্বতও আছে। দ্বীপের মধ্যভাগে জলকষ্ট অত্যন্ত, কিন্তু সমুদ্র তটে সে আপদ্ মাত্র নাই। তথাকার জল সুমিষ্ট এবং প্রচুর, বায়ু হৃদ্য, এবং ভূমি সরল উর্ব্বর এবং স্বাস্থ্যকর। অধুনা ইংরাজেরা তথায় অনেক সুমিষ্ট ফল ও শস্যের উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু তৎসমুদায় তথাকার আদিম বস্তু নহে; বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয় বৃক্ষলতাদি কিছুই তথায় ছিল না। তথাকার প্রধান২ বৃক্ষ সকল দেবদারু বৃক্ষের সদৃশ, তাহার ফল কোন মতে মনুষ্যের খাদ্য নহে। ঐ বৃক্ষ সকল-মধ্যে এক প্রকার বৃক্ষের কাষ্ঠ প্রস্তরের ন্যায় ভারী এবং লৌহসদৃশ দৃঢ়, এই নিমিত্ত তাহাকে লোকে "লৌহ কাষ্ঠ" কহিয়া থাকে। ঐ কাষ্ঠহইতে অনেক নির্যাস (গঁদ) নির্গত হয়, এবং তাহা অষ্ট্রেলিয়া-বাসীদিগের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করে। তথাকার তৃণও এতদ্দেশের তৃণের সদৃশ নহে; কিন্তু তাহাতে গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর উত্তম পুষ্টি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে তথায় গো মেষ অশ্ব ছাগ প্রভৃতি কোন প্রসিদ্ধ চতুষ্পাদ পশু ছিল না; শূকর যাহা সমস্ত অসভ্য স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচার হয় নাই। সমস্ত দ্বীপে একটি ইন্দুর বর্ত্তমান ছিল না, এবং হস্তী ব্যাঘ্র ভল্লুক উষ্ট্র প্রভৃতি জীব অশ্রুত পদার্থ ছিল। এতৎ সমুদায়ের পরিবর্ত্তে অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে এক প্রকার চতুষ্পাদ পশু থাকে তাহার নাম "কঙ্গারু।" তাহার অনেকবিধ জাতি আছে; তন্মধ্যে কোন জাতি বিড়ালহইতে বৃহৎ নহে, অপর জাতি মেষ অপেক্ষাও উচ্চ হয়। এই জীবদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাদের স্ত্রীর তলপেটে এক একটা বৃহৎ ছিদ্র থাকে, তন্মধ্যে নব্য প্রসূত শাবককে রাখিয়া তৎপ্রতিপালন করিতে পারে—তন্নিমিত্ত গর্ত্ত বা বাসা করিতে হয় না। এই জীবের মাংস অতি সুখাদ্য, এবং ইহার সংহারার্থে অষ্ট্রেলিয়ায় ডাল-

অষ্ট্রেলীয় স্ত্রী ও পুরুষ।

কুকুরের সদৃশ এক প্রকার কুক্কুর আছে, তাহারা এই জীবের মৃগয়ায় সুপটু হইয়া থাকে। এই দুই জীব ভিন্ন আর কোন প্রসিদ্ধ চতুষ্পদ পশু অষ্ট্রেলিয়ায় নাই। পরন্তু পশুর পরিবর্ত্তে হংস শুক শারিকাদি বংশের পক্ষী তথায় অনেক আছে; এবং তাহাদের দেহ নানা মনোহর বর্ণে বিচিত্রিত হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তথায় এক প্রকার সারস জাতীয় পক্ষী ছিল, তাহা হস্তীহইতেও উচ্চ হইত। কাকাতুয়া তথায় অনেক ও নানা বর্ণের লক্ষিত হইয়া থাকে।

অপর, খনিজ-দ্রব্য-মধ্যে তথায় সুবর্ণ অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। তথাকার এক প্রদেশের নাম "বিকটোরিয়া উপনিবাস;" তথাকার বাথর্ষ্ট-প্রদেশে এত অধিক সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে তাহার এক এক পিণ্ড দেড় বা দুই মণ পরিমাণ দেখা গিয়াছে। তথাকার বাণিজ্য দ্রব্যের তালিকাতে দৃষ্ট হইতেছে যে সম্প্রতি তথাহইতে আট কোটি টাকার সুবর্ণ প্রতি বর্ষে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় তাম্র ও বিলাতী কয়লার খনিও অনেক আছে।

কথিত হইয়াছে যে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রসিদ্ধ চতুষ্পদ পশু কিছুই ছিল না। কিন্তু ইংরাজেরা অন্যত্রহইতে গো মেষ ও অশ্ব অনেক লইয়া গিয়াছে। তাহার অপত্য সকল এই ক্ষণে এতাদৃশ বহুল হইয়াছে যে অষ্ট্রেলিয়ার মেষের লোম বিক্রীত হইয়া অধুনা দুই কোটি টাকা প্রতি বর্ষে লভ্য হইয়া থাকে। তথাকার অশ্বও বৃহৎ বলবান্ ও সুন্দরকায় হয়, এবং তাহার অনেক সহস্র ভারতবর্ষে আনীত হইয়া থাকে।

পরন্তু এই মহাদ্বীপের অপর সকল দ্রব্যহইতে তথাকার মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক। তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা হইল। তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হইবে যে এতদ্দেশের কোল ভিল্ল ধাঙ্গড় সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতীয় মনুষ্য যাদৃশ, অষ্ট্রেলীয় আদিম প্রজারাও তাদৃশ; কিন্তু কায়িক-সৌষ্ঠবে তাহারা ভারতবর্ষীয় আদিম জাতিহইতে নিকৃষ্ট। ইহাদিগের দীর্ঘতা ৩।০ বা ৩।।০ হাতের অধিক হয় না, এবং শরীর সর্ব্বদা একহারা ভিন্ন স্থূলকায় দুষ্প্রাপ্য। পশ্চিম প্রদেশীয় ঘৃতভোজী বেণিয়ার গজাননসদৃশ তুন্দ অষ্ট্রেলিয়ায় কদাপি সম্ভব হয় না; পরন্তু তাহা কোন অসভ্যেরই সম্ভব নহে; কারণ তাহাদিগকে অনেক পরিশ্রম ও পরিভ্রমণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এবং সেই পরিশ্রম ও পরিভ্রমণ তুন্দের অত্যন্ত বিদ্বেষী। যথেষ্ট সম্পত্তি,নির্ব্বিঘ্ন সুদৃঢ় গৃহ, প্রচুর দুগ্ধ ঘৃত নবনীত আহার, দীর্ঘ নিদ্রা,অনুক্ষণ অলসতা ও পরিশ্রম মাত্রের বিরহ, তুন্দের পোষক; তদভাবে গজেন্দ্রের সদৃশ ভুঁড়ী সম্ভাব্য নহে। অপর অষ্ট্রেলীয়দিগের শরীর যে প্রকার খর্ব্ব ও কৃশ, তাহাদিগের বলও তাদৃশ স্বল্প। কিন্তু চিরকাল অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিয়া তাহা অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু হইয়া থাকে। তাহাদিগের বর্ণ কাল, কেশ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, চক্ষুস্তারকা ঈষৎ নীলবর্ণ, এবং দন্ত অতি উজ্জ্বল শুক্ল। ঐ দন্তমধ্যে মধ্যের একটা তাহাদের বিবাহ হইলে তাহারা উৎপাটন করিয়া ফেলে। স্ত্রীদিগের পক্ষে বিবাহোপলক্ষে এই দন্তোৎপাটনের আবশ্যকতা নাই। পুরুষের অপেক্ষায় স্ত্রীদিগের চুল খর্ব্ব, সুতরাং অত্যন্ত কদর্য্য দেখায়। আমাদিগের ঠাকুরণদিদিদিগের ন্যায় নারিকেল তৈল সেবন ও অগণ্য চুলের দড়ীর সাহায্য হইলে অষ্ট্রেলীয় স্ত্রীরা এই খর্ব্ব কেশের কথঞ্চিৎ দোষাপনয়ন করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা ঐ খর্ব্ব কেশের কিছুমাত্র বিন্যাস করে না। তদ্বিপরীতে চুল গামছার বিনিময় জ্ঞান করিয়া তাহাতে সর্ব্বদা হাত পোঁছা ও তৈল ঘৃত চরবী দেওয়াতে তাহা সুদৃশ্য না হইয়া কদর্য্য জটাপাশ হইয়া থাকে।

অন্যান্য অসভ্যদিগের ন্যায় অষ্ট্রেলীয়েরা আপনাদিগের দেহে উল্কী পরিয়া থাকে, কিন্তু সেই উল্কীর প্রাচুর্য্য মুখে না হইয়া পৃষ্ঠদেশে অধিক দেখা যায়। স্ত্রীদিগের অনূঢাবস্থায় উল্কী পরা বিহিত নহে, কিন্তু সন্তান হইলেই এক২ টি উল্কীর রেখা হস্তে ধারণ করিতে হয়; এবং সেই রেখার গণনায় স্ত্রীদিগের সন্ততি-সঙ্খ্যা নিরূপিত হয়।

যাহারা আচার ব্যবহার ও অবস্থায় সাঁওতালের তুল্য তাহাদের বেশও যে সাঁওতালের সদৃশ হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। ফলে অষ্ট্রেলীয়েরা কৌপীনই প্রধান বস্ত্র জ্ঞান করে; তদধিক শীত নিবারণের নিমিত্ত অপোজম পশুর সলোম চর্ম্মে এক প্রকার লবাদা বানাইয়া থাকে, তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই তুল্যরূপে ব্যবহৃত করে।

বেশের যে রূপ বিবরণ হইল তাহাতে ভূষণের বর্ণন অবশ্যই অনুভূত করা যাইতে পারে। ফলে কড়ীর মালা, অস্থির মালা,শুকাদি কাকাতুয়ার পালক,ও সমুদ্র-জীবের দন্ত অলঙ্কারের মধ্যে প্রধান; তাহাতেই মস্তকে সাঁতি, গলে হার, কর্ণে কর্ণিকা, হস্তে বলয় প্রভৃতি সকল আভরণ নিষ্পন্ন হয়; এবং

দমদম পটুরী প্রভৃতি ধারণে আমাদিগের ভুবন-মোহিনীরা যে রূপ অনুরাগিণী, অষ্ট্রেলীয়া মহিলারা ঐ পালক ও কড়ীর মালা ধারণে অবিকল তদনুরূপ; তাহাতে তাহারা কোন মতে বঙ্গীয়া ভগিনীহইতে অল্প অনুৎসাহিনী নহে।

পরন্তু অলঙ্কারানুরাগে বঙ্গ ও অষ্ট্রেলীয় মহিলার সাদৃশ্য থাকিলেও আয়ুধ-বিষয়ে বঙ্গ ও অষ্ট্রেলীয় মনুষ্যের কোন সমতা দেখা যায় না। বঙ্গীয়দিগের আয়ুধমাত্র নাই, সুতরাং তাহার ধারণ সম্ভবে না। অষ্ট্রেলীয়দিগের নানা প্রকার আয়ুধ আছে, তাহা তাহারা সর্ব্বদা ধারণ করে, এবং তাহার ব্যবহারে তাহারা বিলক্ষণ পটু হয়। এই আয়ুধ মধ্যে বল্‌হমই সর্ব্বপ্রধান; তাহা পূর্ব্বোক্ত লৌহ কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহার অগ্রভাগে কাচ-খণ্ড বান্ধিয়া ফলা নিষ্পাদিত করা হয়, এবং মৎস্য ধৃত করণার্থে তাহার প্রয়োগ হইলে তাহাতে চারিটি ফলা সংযুক্ত করা যায়। এই বল্‌হম ৮ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে; এবং ইহার নিঃক্ষেপের নিমিত্ত অপর একটি অস্ত্র আছে তাহার নাম 'অম্মরাঃ।' তাহার উপর আরোহণ করাইয়া এই বল্‌হম নিঃক্ষিপ্ত করা যায়। অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে ইংরাজদিগের সমাগম হইবার পূর্ব্বে তদ্দেশে লৌহের প্রচার ছিল না, সুতরাং তখন অষ্ট্রেলীয়েরা প্রস্তরের টাঙ্গী বানাইত; তাহার নাম "তমাহক্;" তাহা অত্যন্ত ভয়ানক অস্ত্র ছিল। সম্প্রতি তাহার পরিবর্ত্তে লৌহ টাঙ্গী প্রচলিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সকলেই এক একটা সোঁটার সদৃশ স্থূল ও খর্ব্ব যষ্টি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা যোদ্ধারা নিকটবর্ত্তী না হইলে প্রযুক্ত হয় না। দূরহইতে যুদ্ধের নিমিত্ত বল্‌হমই প্রধান, তদ্ভিন্ন অপর এক অস্ত্র আছে তাহার নাম "বুমরাং।" ইহা ১৸০ হাত কাষ্ঠ-খণ্ডে নিষ্পাদিত হয়, এবং দেখিতে তাদৃশ ভয়ঙ্করও নহে। কিন্তু ইহার নিঃক্ষেপ-করণের এমনি কৌশল আছে যে ইহাতে অনেক দূরের ব্যক্তি অতি সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হইতে পারে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই আঘাতের পর কথিত অস্ত্র আহত ব্যক্তিহইতে প্রত্যাগমন করত শূন্যমার্গে চারি পাঁচ বার ঘূর্ণন করিয়া আপন স্বামির পদপ্রান্তে পতিত হয়। এরূপে শত্রু বিনষ্ট করিয়া স্বামীর নিকট প্রত্যাগমন কল্পে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রসঙ্গ আছে, তদ্ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না। কিন্তু অষ্ট্রেলীয়দিগের বুমরাং যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ব্রহ্মাস্ত্র ইহা বলা ভার। এই প্রত্যাগমন নিঃক্ষেপের কৌশলে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রক্রিয়া অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই।

অষ্ট্রেলীয়দিগের উদ্বাহ-প্রক্রিয়া অতীব বিস্ময়জনক; তদর্থে ঘটক ভাট বন্দী কাহারই প্রয়োজন হয় না। বর পূর্ণবয়স্ক হইলে স্বয়ং কোন বিপক্ষদলের অনূঢ়া স্ত্রীকে লক্ষ করেন, ও গুপ্তভাবে তাহার হরণার্থে অবকাশ অনুসন্ধানে ভ্রমণ করেন। উপযুক্ত অবকাশ পাইলেই ঐ পরিণেতা সেই নববালার মস্তকে এক যষ্টি প্রহার করেন; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে, ও তাহার সঙ্গিরা ভয়ে কে কোথা পলায়ন করে, কেহই আহতার তত্ত্ব লইতে পারে না। এতদবস্থায় বর মূর্চ্ছাপন্ন স্ত্রীকে আপন দলে লইয়া গিয়া তাহার মুখে জল দিয়া সচেতন করেন; এবং ক্রমশঃ তাহাকে আপন বশীভূত করেন। কিন্তু বিবাহ কার্য্য ইহাতেই সমাধা হয় না। যে দলহইতে কন্যা অপহৃত হয় তাহার লোকেরা মহাসমারোহে বৈর-নির্যাতনে উদ্যত হয়, এবং উভয় দলে তুমুল যুদ্ধের আয়োজন হয়; কিন্তু বিপক্ষ দল সম্মুখ-সঙ্গ্রামে উপস্থিত হইলে, বর আপন দলহইতে নিঃসৃত হওত নিজকৃত অপরাধের দণ্ড লইতে স্বীকার করে। তখন কন্যার দলের প্রধান প্রধান দুই চারি ব্যক্তি আসিয়া ঐ বরের প্রতি বল্‌হম নিঃক্ষেপ করিতে থাকে, ও বর

অষ্ট্রেলীয় বিবাহের প্রতিফল।

ঐ বলুহম আপন কাষ্ঠ ঢালে অবরুদ্ধ করে। এই প্রকার যুদ্ধহইতে বর উদ্ধার পাইলে পরে ক্রমশঃ দুই তিন ব্যক্তি যষ্টি লইয়া বরের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাতেও বরের জয় হইলে সমবেত উভয় দলে তাহার জয়ধ্বনি করিয়া পরে নৃত্য গীতাদি আনন্দ উৎসবে সকলে নিমগ্ন হয়। এই অসভ্য বিবাহ অবশ্য নিন্দনীয় বটে, পরন্তু বঙ্গদেশে এ প্রকার নিয়ম থাকিলে বালকদিগের বিবাহের কথা দূরে থাকুক, পূর্ণ-বয়স্কদিগের বিবাহ হইত কি না, ইহা আমাদিগের অত্যন্ত সন্দেহাস্পদ। আতবতণ্ডুলাহারী নস্যপ্রিয় শাস্ত্রালাপী পণ্ডিতেরা প্রস্তাবিত অষ্ট্রেলীয়দিগের আচার অবলম্বন করিলে চিরকাল অনূঢ়াবস্থায় যাপন করিতেন, সন্দেহ নাই।

পুণ্যপুঞ্জের পরিভ্রমণ।

এক সময়ে কতিপয় পুণ্য, ধর্মারণ্যে চিরদিন বসতি প্রযুক্ত ক্লান্তি অনুভব করিয়া, কিঞ্চিৎকাল দেশ পর্য্যটনে ইচ্ছুক হইলেন। যদিও কর্ম্মভূমির অন্যত্র তাঁহাদিগের তাদৃশ সমাদর লাভের সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি তাঁহারা উক্ত স্থানহইতে হস্তিনাপুর পর্য্যন্ত গমনে সাহস করিলেন। অতি শুভদিন, অনুকূল বাতাস, আর যে খানে পুণ্যপুঞ্জের একত্র বিরাজ, সে খানে সুখ সংযোগের অসম্ভাব কি?

তাঁহারা হরিদ্বারের নিকটে এক খানি নৌকায় আরোহণ করিয়া যেমন যাত্রা করিবেন, অমনি দেখিতে পাইলেন, শতগ্রন্থি-ছিন্ন-বস্ত্র-পরিধানা এক

অনাথা নারী শিশু সন্তান কক্ষে লইয়া তাঁহাদিগের করুণা ভিক্ষা করিতেছে। বদান্যতা তৎক্ষণাৎ স্বীয় সম্পুট মোচন করিয়া একটি আধুলী বাহির করিলেন। বিবেচনা ঐ সময়ে দ্রব্যাদি সামলাইতে ছিলেন, বদান্যতার এই অবিবেচনা দেখিয়া তাঁহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন, "হা জগদীশ্বর! তুমি ওকি করিতেছ? তুমি কি সংসার-বিধান বিদ্যা পাঠ কর নাই? তুমি কি জান না পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দান দিলে কেবল পাপ-প্রসবিনী নিষ্কর্ম্মিতার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়? তুমিই আবার পুণ্য মধ্যে গণনীয়! ধিক্! তোমার কার্য্যে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। বলি, ওগো, তুমি এখানহইতে প্রস্থান কর। না না একটুকু দাঁড়াও, এই পত্র খানি লয়ে হস্তিনার ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষকে দাও গিয়ে, তাঁহার বিবেচনায় যদি দয়ার পাত্রী হও, তবে এক পাণড়া রোটী দাইল পাইবে।"

কিন্তু বিবেচনা অপেক্ষা বদান্যতা ত্বরিতমতি। তিনি সহসা পশ্চাদ্ভাগহইতে ভিকারিণীর হস্তে আধুলীটি দিলেন; সুতরাং সে দানবাটীর পত্রী সহিত অর্দ্ধ মুদ্রাটি এক কালে প্রাপ্ত হইল। মিতব্যয়িতা এবং উদারতা উক্ত দ্বিগুণ দান দেখিতে পাইয়াছিলেন। মিতব্যয়িতা আরক্ত-লোচনে কহিতে লাগিলেন, "ছি! কি অপব্যয়! দানলিপি, আবার আধুলী! দুয়ের এক হইলেই যথেষ্ট হইত।" উদারতা কহিলেন, "কি? দুয়ের এক? ছি! ছি! ছি! দুঃখিনীকে যদি বদান্যতা একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতেন, আর বিবেচনা যদি তাহাকে অভাব পক্ষে ১০ খানা দানপত্রী দিতেন, তবেই উপযুক্ত হইত!"

এই রূপে এক দণ্ড কাল যাবৎ উক্ত রমণী-চতুষ্টয়ে বিলক্ষণ বিবাদ যুড়িয়াছিলেন। বোধ হয় হস্তিনাপুর পর্য্যন্ত তাহা চলিত। কিন্তু পথিমধ্যে সাহস তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিলেন, "হাত থাকিতে মুখামুখি প্রয়োজন কি? তোমরা তীরে নামিয়া হাতাহাতি করিয়া বিবাদ-নিষ্পত্তি কর।"

ইহা শুনিবামাত্র রমণীগণ দেখিলেন, তাঁহারা বিবাদ-মদে মত্ত হইয়া আপনাদিগের প্রকৃতির বিপর্য্যয় করিয়াছেন, অতএব লজ্জিতা হইলেন। সর্ব্বাগ্রে উদারতা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর পরস্পর প্রতিনিবৃত্ত হইলে আর দুই তিন ক্রোশ সুখে অতিবাহিত হইল।

ক্রমে দিবস কিঞ্চিৎ ঘোর হইয়া আসিল, অতি ত্বরায় বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা। সাবধানতা এক খানি নূতন তসরের শাটী পরিধান করিয়াছিলেন, অতএব ২।৩ দণ্ড তীরে উঠিয়া বিশ্রাম করণের কর্ত্তব্যতা দর্শাইতে লাগিলেন। সাহস কহিলেন, "বৃষ্টির প্রতি আবার ভয় কি? হোক্ না কেন? ক্ষতি কি?" কিন্তু যাত্রিদিগের মধ্যে তিনি একামাত্র পুরুষ, আর সকলেই অবলা, সুতরাং সাবধানতার জয়লাভ হইল। তাঁহারা ঘাটে উঠিবেন এমত সময়ে আর এক খানা নৌকা অভদ্রতা-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মধ্যদিয়া এরূপ বেগে চলিয়া গেল, যে তাহার ধাক্কায় বদান্যতা প্রায়ঃ জলশায়িনী হইয়াছিলেন। ঐ নৌকার আরোহিরা পুণ্যগণকে নিতান্ত ইতর লোক ঠাহরাইয়াছিল; এবং তাহা ঠাহরাইতেও পারে, যেহেতু পুণ্যদিগের অঙ্গে কখন কোন বহুমূল্য পদার্থ থাকে না। তাঁহারা সামান্য বেশে কালযাপন করেন। বদান্যতার উদ্বেগ দেখিয়া তাহারা "হো হো" রবে হাঁসিয়া উঠিল, বিশেষতঃ উক্ত রমণীর মস্তকে এক ধামা লাড়ু ছিল; হস্তিনার রাজপথে দীনহীন ক্ষুধাতুর বালক বালিকাদিগের কারণ তিনি তাহা যত্নে লইয়া যাইতেছিলেন। ঐ মিষ্টান্ন-পূর্ণ ধামা ঝপাৎ করিয়া নদীজলে পড়িয়া কোথায় ভাসিয়া গেল, সুতরাং তদ্দর্শনে উক্ত আরোহিদিগের

হাস্য উদয় না হইবার বিষয় কি? সাহস তদ্দৃষ্টে একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; ঘন ঘন গোঁফে পাক দিতে লাগিলেন, ও হাস্যকারিদিগকে উত্তম মধ্যম দিবার উদ্যোগে ছিলেন, এমত সময়ে বিরক্তিতে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া দেখিলেন, শীলতা ধীর-গমনে শত্রুদিগের নৌকায় গিয়া শান্তি বাসনায় মিষ্ট ভাষণ করিতেছেন। এতদ্দর্শনে ঐ জাল্‌মদিগেরও চৈতন্যোদয় হওয়াতে তাহারা পুণ্যদিগের স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সাহস স্বভাবতঃ যণ্ডা নহেন, সুতরাং অতৃপ্তচিত্তে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে প্রণোদিত হইলেন। তদনন্তর সাহস শীলতার উপর এরূপ নিদারুণ ব্যবহার করিতে থাকিলেন, যে যদ্যপি আমাদিগের পাঠকেরা তাহা প্রত্যক্ষ গোচর করিতেন, তবে করুণায় তাঁহাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইত। অপর মানসিক এক সদ্বৃত্তির অপরের প্রতি তদ্রূপ বিদ্বেষী হওয়া কি রূপে সম্ভবে? এই প্রশ্ন অনবরত তাঁহাদিগের হৃদয়ে সমুদিত হইত। উভয়ের মধ্যে এই কলহ উপস্থিত হওয়াতে সভাশুদ্ধ বিমর্ষ হইয়া গেল, সুতরাং বৃষ্টি-শেষে যখন তাঁহারা পুনর্ব্বার গমনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আর তাঁহাদিগের মধ্যে অক্ষোভ প্রাতিবন্ধন ছিল না। মিতব্যয়িতা গঙ্গাতীরস্থ অট্টালিকা নিকরের কি প্রকার দোষ দর্শন করিয়াছিলেন—লীলা-তরণীতে নগরীয় বিলাসবশ লোকদিগের বারুণী পানের ঘটা দেখিয়া সংযমিতা কি রূপ ঘৃণারসে অস্থির হইয়াছিলেন, এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সকলের বর্ণনা বাহুল্য-বোধে পরিত্যক্ত হইল।

তাঁহারা হস্তিনাতে উত্তীর্ণ হইলে পর সংযমিতার প্রতি ভোজনের আয়োজনের নিমিত্ত ভার অর্পিত হইল। সেই সময়ে আতিথ্য-শ্রদ্ধা দেবী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রবল দল শাকদ্বীপা ব্রাহ্মণকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছেন। ভোজনের সময়ে ভোক্তার দল-বৃদ্ধি দেখিয়া মিতব্যয়িতা এবং সাবধানতার বদনভঙ্গী কি রূপ দীর্ঘীকৃত হইয়াছিল তাহা পাঠক মহাশয়েরা মানসপটে চিত্র করিয়া দেখুন। পক্ষান্তরে আতিথ্য-শ্রদ্ধার মুখে কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হয় না। তিনি বাটীর কনিষ্ঠা বধূদিগের ন্যায় মুক্ত হস্তে ক্ষীর সর নবনীত মিষ্টান্ন প্রভৃতি পরিবেষণ করিতে থাকিলেন। সে কালে মধুপানের নিয়ম ছিল; ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেরা আকণ্ঠ সোমপান করিবাতে সংযমিতা বিষণ্নমনে অধোবদন করিলেন; বিশেষতঃ যে সকল কৌতুক চলিয়াছিল তাহাতে লজ্জা দেবীরও অধরপত্র বিকুঞ্চিত এবং বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আতিথ্যশ্রদ্ধা সে সময়ে আনন্দমদে বিহ্বলা হইয়া পড়িয়া সংযমিতাকে "দুধ্‌খাকী খুকী" এবং লজ্জা দেবীকে "মুখচোরা যতিনী" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন।

এই রূপে দিবাবসান হইলে প্রত্যাগমনের কাল উপস্থিত। তাঁহারা নিগমপথ নামক সিংহদ্বারদিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। পরস্পর কাহার সহিত কাহার আর অনুকূল ভাব ছিল না। মিতব্যয়িতা এবং উদারতা সমস্ত পথ ব্যয়বহুলতা এবং নগরীয় পণ্যজীবিদিগের প্রবঞ্চনা-সূত্রে মহাকলহ করিতে থাকিলেন। মিতব্যয়িতা তদুভয় বিষয়ের যত দোষ দেখাইতে লাগিলেন, উদারতা ততই তাহাদিগের গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পথমধ্যে তাঁহাদিগের বিরক্তি এবং ক্ষোভের চতুর্গুণ বৃদ্ধির আর এক কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন অপর এক খানি নৌকায় কতকগুলি যাত্রি মহানন্দে কালক্ষেপ করিতেছে। সকলেই এক এক বার "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, অথবা ক্ষিপ্তপ্রায় ীৎকার করিতেছে। পুণ্যশক্তিগণ দেখিলেন, উক্ত যাত্রিদলমধ্যে সকলেই পা-

তকশ্রেণীর অন্তর্গত। প্রসন্নতার সদস্যতায় তাহারা মহা আমোদ প্রমোদে সময় সংবরণ করিতেছে। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, যে খানে প্রসন্নতার অভাব, সে খানে পুণ্যপুঞ্জের একত্র সংস্থান হইলে আনন্দোদয় হওয়া দূরে থাকুক, বিবাদ বিসংবাদ সঙ্ঘটনেরই সম্ভাবনা। পুণ্যগণ স্বস্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দ্বিতীয় সংযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া কি রূপ সুখলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আগামী খণ্ডে বর্ণিত হইবেক।

শ্লোথ পশু।

পর পৃষ্ঠায় যে জীবের চিত্র মুদ্রিত হইল, তাহার নাম বহুকালাবধি ইউরোপীয় লোক-সমাজে বিদিত আছে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রকৃত বিবরণ কাহার সুগোচর হয় নাই। প্রবাদ ছিল যে এই জীবের তুল্য অলস অনুৎসাহী প্রাণী আর নাই। ইহা সর্ব্বদাই বেদনা ভোগ করে, কদাপি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না। ইহারা যে বৃক্ষে আরোহণ করে, ক্রমশঃ তাহার ফল পুষ্প পত্র বল্কল সকল ভক্ষণ করিলে দুই চারি দিন অনাহারে থাকে, তথাপি ঐ বৃক্ষহইতে অন্যত্র যাইবার চেষ্টা পায় না। অবশেষে ক্ষুধার যাতনা অসহ্য হইলে বৃক্ষের শাখা ছাড়িয়া দিয়া ভূমিতে পতিত হয়। এই পতনে ইহাদিগের দেহে অত্যন্ত বেদনা লাগে, এবং সেই বেদনায় দুই তিন দিন ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, অন্যত্র গমন করিতে পারে না; পরন্তু ঐ বেদনার সম্যক্ সম্ভাবনা সত্ত্বে ইহারা শ্রম-স্বীকার করিয়া যথা-নিয়মে শাখাহইতে অবতরণ করে না। অতঃপর সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া ১০—১৫ পাদ স্থান অগ্রসর হইয়া দুই চারি দিনে আপন মনোনীত অন্য কোন বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, এবং যে পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষের পত্র পুষ্প ছাল কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তৎতাবৎ তথাহইতে অন্যত্র গমন করে না। এই অনুদ্যোগিতা প্রযুক্ত ইংরাজেরা প্রস্তাবিত পশুকে অলসের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া তাহার নাম "শ্লোথ" রাখিয়াছেন, কারণ ঐ শব্দে অত্যন্ত আলস্য ও নিদ্রালুতার বিধান করে। সংস্কৃতে এই শব্দের পর্য্যায় "শ্লথ"; এবং উভয় শব্দই এক ধাতুহইতে উৎপন্ন। বস্তুতঃ এই বর্ণনা প্রায় সমস্তই ভ্রমমূলক; ইহার কিছুই প্রকৃত নহে।

জগদীশ্বরের সৃষ্টিতে কোন জীবই এ প্রকারে সৃষ্ট হয় নাই, যাহাতে তাহাকে বেদনায় সমস্ত কাল যাপন করিতে হয়। সকল জীবেরই দেহ যাত্রায় প্রচুর সুখ আছে। আমরা যাহাকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন মনে করি তাহারও দুঃখের ভাগহইতে সুখের ভাগ অধিক; এই নিমিত্ত সে জীবিত থাকিতে সর্ব্বদা মানস করে। শ্লোথ জীবের জীবন যাত্রা বেদনায় নির্ব্বাহ করিতে হয় ইহা পিঞ্জর বদ্ধ ধৃত পশু দেখিলে বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ কোন মতে সত্য নহে, কারণ যে সকল ভ্রমণকারিরা এই জীবকে ইহার জন্মস্থান অরণ্যে দেখিয়াছেন তাঁহারা কহেন যে ইহারা চঞ্চল ক্রীড়া-তৎপর ও সর্ব্বদা আহ্লাদে অনুরক্ত থাকে।

প্রাণি-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে অপুরোদন্তী জীব-শ্রেণীর মধ্যে নিরূপিত করেন, কারণ ঐ শ্রেণীর পিপীলিকাভুক্ বজ্রকীট প্রভৃতি জীবের ন্যায় ইহাদের মুখের পুরোভাগে দন্ত হয় না। ইহাদিগের পদতলও হয় না। পদের পুরোভাগে কোন জাতীয় পশুর দুইটী অপর জাতীয় পশুর তিনটি অঙ্গুলী হয়, ও তাহাতে অতি দীর্ঘ নখ সংলগ্ন থাকে, তদ্দ্বারা বৃক্ষ শাখাদি অতি

স্লোথ পশু।

অনায়াসে ধৃত করা যায়, কিন্তু পদতল বা পার চেটো না থাকায় ভূমিতে বিচরণ করিবার কোন উপায় নাই। ভগবান্ মনুষ্যকে ভূপৃষ্ঠে, বাজপক্ষীকে আকাশে, এবং বানরকে বৃক্ষোপরি বিচরণ করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন; কিন্তু প্রয়োজনমতে ইহারা পরস্পরের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এবং তাহাতে তাহাদের কোন বিশেষ ক্লেশ হয় না; কেবল স্লোথের পক্ষে সে উপায় নাই। বিশ্বস্রষ্টা এই জীবদিগকে আজন্ম-মৃত্যু-পর্য্যন্ত বৃক্ষোপরি কালযাপন করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট করিয়াছেন। সেই বৃক্ষশাখাহইতে ভূমিতে আনিলে তাহারা ভূমিতে আনীত মৎস্যের ন্যায় নিতান্ত অচল হইয়া পড়ে। মৎস্য যে প্রকারে ডানা বা কাণকুয়াদিয়া অত্যন্ত কষ্টে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়, ইহারাও সে প্রকারে ভূমিতে নখ আঁচড়াইয়া যৎকিঞ্চিৎ নড়িতে পারে, কিন্তু কোন মতে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। পিঞ্জর-বদ্ধ স্লোথকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া লোকে উহার অলসতার ও ক্লেশের গল্প কল্পিত করিয়া থাকিবেক।

কথিত হইয়াছে যে স্লোথের অঙ্গুলী বৃক্ষশাখা

ধৃত করণে অত্যন্ত পটু। সেই অঙ্গুলীর সাহায্যে শ্লোথ পশু বৃক্ষোপরি কাঠবিড়ালের ন্যায় দ্রুত-বেগে ভ্রমণ করে, ও এক বৃক্ষহইতে অন্য বৃক্ষে গমন করে, তদর্থে কদাপি ভূমিতে অবতরণ করে না। কিন্তু এই বিচরণের এক বিশেষ আছে। অপর পশু বৃক্ষে বিচরণ-সময়ে শাখার উপরি পৃষ্ঠে চলে, শ্লোথেরা শাখার অধঃপৃষ্ঠে ঝুলিয়া চলে, কদাপি উপর পৃষ্ঠে যায় না। ইহাদিগের নিদ্রা ঐ ঝুলিত অবস্থায় নিষ্পন্ন হয়, এবং শাবক-প্রসবও তদবস্থায় সিদ্ধ হয়; তদর্থে কোন পদার্থের উপরে অধিষ্ঠান করিবার আবশ্যক হয় না। কাঠবিড়াল ও ইন্দুর শাখার উভয় পৃষ্ঠে চলিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের প্রিয় পথ উপর পৃষ্ঠ। শ্লোথ পশু উপর পৃষ্ঠ কোন মতে গ্রাহ্য করে না।

যে সকল জীবকে এই রূপে কালযাপন করিতে হইবে তাহাদের পায়ের চেটো কোন মতে আবশ্যক নাই, তন্নিমিত্ত তাহা তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই। অপর তাহাদের পায়ের গঠনও ভ্রমণের যোগ্য না হইয়া যে কোন অবস্থায় শাখা ধৃত করণের উপযুক্ত হইলেই উত্তম হয়, এবং বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। ঐ পদ তাহারা স্কুর মত জড়াইতে পারে। মুদ্রিত চিত্রে শ্লোথের পশ্চাৎ পার আকৃতি দেখিলে ইহার প্রকৃত অনুভূত হইতে পারিবে।

প্রস্তাবিত পশুর অপর এক আশ্চর্য্য লক্ষণ আছে। অপর পশুদিগের লোম ও কেশ মূল-নিকটে স্থূল ও অগ্রভাগে ক্রমশঃ প্রতনু হয়। শ্লোথের লোম অগ্রভাগে অত্যন্ত স্থূল, এবং তথাহইতে ক্রমশঃ প্রতনু হইয়া মূলনিকটে মাকড়সার সূত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত কোমল হয়। এই লোমের বর্ণ বৃক্ষত্বকের ন্যায়, সুতরাং দূরহইতে শ্লোথ পশুকে বৃক্ষোপরি দৃষ্টি করিলে সে বৃক্ষের শাখা বলিয়া বোধ হয়।

ওয়ার্টন্ নামা এক জন ভ্রমণকর্ত্তা লেখেন যে তিনি এক সময় একটা শ্লোথ ধৃত করিয়া একটা বালির মাঠে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু তথায় ঐ পশু এক পাদও চলিতে পারিলেক না। তৎপরে তাহাকে লইয়া একটা বৃক্ষশাখার নিকট আনিলে সে ক্ষণকাল মধ্যে অতিবেগে বৃক্ষাগ্রে উঠিয়া এমত শীঘ্র নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিল, যে সে কোন্ দিগে গেল তাহার অনুসন্ধান করা অসাধ্য হইল।

এই জীবের নিবাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা; তথাকার অরণ্য মধ্যে ইহা প্রাপ্তব্য, তদ্ভিন্ন অন্যত্র ইহা দৃষ্ট হয় নাই।

অবৈধ-নিষ্ঠা।

অবৈধ-নিষ্ঠার বংশাবলী অনায়াসে নিরূপিত করা যায়। ভয়ই তাহার পিতা এবং মূর্খতা তাহার মাতা; এবং এই পিতা মাতার ধর্ম্ম ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে বর্ত্তিয়াছে। ইহার পরমায়ুঃ অতি দীর্ঘ। জগৎ-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরেই ইহার জন্ম হয়, এবং অদ্যাপি ইহা যে প্রকার বলবতী আছে, ইহাতে তাহার ত্বরায় নিপাতের কোন সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত ইহার স্বামী দেশাচার এবং ইহার পুত্র প্রাচীন-প্রবাদ ইহাকে এ প্রকার যত্নে প্রতিপালন করিতেছে, যে বোধ হয় যেন ইহা চিরায়ুঃ হইয়া থাকিবেক। কি দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর কি মহারাজের প্রশস্ত অট্টালিকা সকল স্থানেই ইহা আনন্দে বিচরণ করে; এবং যদিচ অজ্ঞানতিমিরাছন্ন মনই ইহার প্রিয় অবলম্বন, তত্রাপি আলোকে ইহা অদৃশ্য নহে। ইতর মূর্খ লোক এমত কেহ নাই যাহার মনে অবৈধ নিষ্ঠার আধিপত্য দেখা না যায়, এবং ভদ্র সভ্য জ্ঞানীর হৃদয়াকাশেও হয়। অবৈধনিষ্ঠা কি তাহার স্বামী দেশাচার

কিংবা তাহার পুত্র প্রাচীনপ্রবাদ অতি সমৃদ্ধরূপে বিরাজমান থাকে। ফলে রূপক ত্যাগ করিয়া যদি মনুষ্য-মনের অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে আমাদিগের সমস্ত অবৈধনিষ্ঠা ভয় ও অজ্ঞতা-হইতে উৎপন্ন হয়। কোন অদ্ভুত পদার্থের প্রকৃতি জানিলে কাহার মনে মিথ্যা বিশ্বাস হইতে পারে না, কিন্তু না জানিলেই মন বিচলিত হইয়া মিথ্যা কল্পনা করিতে প্রবর্ত্ত হয়, এবং সেই কল্পনার সাহায্যে ভূত প্রেত দানা দক্ষ আলায়া প্রভৃতি সমস্ত ভূত যোনির সৃষ্টি হইয়াছে। দেশাচার ও প্রাচীনপ্রবাদে ইহাদিগকে প্রতিপালন করে, এবং সেই প্রতিপালকের অবহেলা করিয়া কেহই শীঘ্র অলীকত্ব প্রমাণ করিয়া ইহাদিগের বিনাশ করিতে পারে না। পরন্তু বিদেশীয় অবৈধনিষ্ঠার সহায়তার নিমিত্ত দেশাচার ও প্রাচীনপ্রবাদ বলবান্ নহে; অতএব তাহাদিগের আলোচনায় অনায়াসে তাহাদের অলীকত্ব প্রমাণিত হয়, এবং মনুষ্য-মনে কোন এক অবৈধনিষ্ঠার অলীকত্ব এক বার সপ্রমাণ হইলে অন্য অবৈধনিষ্ঠার সমূলোৎপাটনে তাহার ক্ষমতা হইতে পারে.; এই আশয়ে—তথা অজ্ঞান ও কল্পনার সাহায্যে বিদেশীয়দিগের মনে কি কি রম্য গল্প উদ্ভাবিত হয় তাহার আদর্শচ্ছলে—আমরা এ স্থলে কএকটি বিদেশায় অবৈধনিষ্ঠার বিবরণ লিখিতেছি; বোধ হয় তাহাতে পাঠকদিগের আনন্দ ভিন্ন বিতৃষ্ণার আশঙ্কা নাই।

কলিন দি প্লিন্সী নামক এক জন বিখ্যাত গ্রন্থকার তাঁহার "ডিক্সোনের ইন্ফর্ণাল," অর্থাৎ "ভূত যোনির অভিধান" নামক গ্রন্থে লেখেন যে উত্তর কেন্দ্রের নিকট মহাহিম-দেশে "আপার্কতিয়াঁ" নামে একজাতীয় ভূত আছে, তাহাদিগের স্বভাব চরিত্র অতীব আশ্চর্য্যজনক। তাহাদিগের দেহ স্ফটিক-সদৃশ-স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন। তাহাদিগের পদতল চেপটা না হইয়া ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ হয়; তৎসাহায্যে তাহারা বরফের উপর অনায়াসে অত্যন্ত বেগে বিরচণ করে, কদাপি বরফে লিপ্ত কি ভ্রমণে অশক্ত হয় না। তাহাদের দাড়ী অতি দীর্ঘ হয়, কিন্তু তাহা চিবুকে সংলগ্ন না হইয়া নাসাগ্রে সংযুক্ত থাকে। তাহাদের জিহ্বা নাই কিন্তু তাহাদের দন্ত এ রূপে গঠিত যে তাহার পরস্পরের আঘাতে তাহারা অনায়াসে এমত শব্দ করিতে পারে, যাহাতে কথার কার্য্য সিদ্ধ হয়। ঐ দন্তও অন্য জীবের দন্তের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড না হইয়া এক এক পাটি এক এক খণ্ডে নিষ্পন্ন হয়। বৃদ্ধ বয়সে ঐ দন্ত পড়িয়া গেলে আপার্কতিয়াঁরা আর কথা কহিতে পারে না। ইহারা দিবসে গৃহের বাহিরে আইসে না, এবং শ্বেত ভল্লুককে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে। ইহাদিগের ঘর্ম হইলে সেই ঘর্ম-বিন্দু মাটিতে পড়িয়া জমিয়া যায়, এবং সেই জমা ঘর্ম ক্রমশঃ একটি প্রকৃত আপার্কতিয়াঁ হইয়া উঠে। ফলে তাহাদিগের অন্য প্রকারে বংশবৃদ্ধি হয় না। হিমকেন্দ্রে কি প্রকারে এই ঘর্ম হয় তাহার উপায় গ্রন্থকার কিছুই লেখেন নাই; এবং কেই বা এই আপার্কতিয়াঁদিগকে দেখিয়া এই বিবরণ নিরূপিত করিয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কথিত হইয়াছে যে আপার্কতিয়াঁরা হিমকেন্দ্রবাসী, কিন্তু ইহাদের প্রতিরূপ উষ্ণ-দেশে অপ্রাপ্য নহে। সুমাত্রা ও বর্ণিও দ্বীপে প্রবাদ ও বিশ্বাস আছে যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতিদীর্ঘ স্বচ্ছ স্ফটিক-সদৃশ দেহ-বিশিষ্ট হইয়া বৃক্ষ শাখায় বসতি করে। তাহারা আপার্কতিয়াঁহইতে কোন্ অংশে পৃথক্ তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার প্রাণী সামান্য মনুষ্যের

কোন মতে হিতকারী নহে; পরন্তু ফরাসী-দেশের ব্রিতানী-প্রদেশে দুই প্রকার ভূত আছে, তাহারা যৎ সামান্য হইলেও মনুষ্যের উপকারী হইয়া থাকে। তাহাদের একের নাম "তিউস্ আর পুলে," অন্যের নাম "বুগেল নস্।" তিউস্ আর পুলেরা অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতি, এবং পাছে তাহাদিগকে দেখিলে মনুষ্য ভয় প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত তাহারা গৃহপালিত অশ্ব গো মেষ কি কুক্কুরের রূপধারণ করিয়া বিচরণ করে, এবং মধ্যরাত্রে সকলে নিশুতি হইলে মনুষ্য-গৃহে আসিয়া ঘর-ঝাঁট বাসন-মাজা প্রভৃতি সকল সামান্য গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেহ বা বস্ত্র ধৌত করে; কেহ বা তাহার ইস্ত্রী করে; ইহাদিগের অনুগৃহীত গৃহস্থদিগকে তত্তৎকর্ম্ম নিজহস্তে করিতে হয় না। আক্ষেপের বিষয় এই যে কথিত ভূতেরা ফরাসিস দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে না, নতুবা কোন উপায়ে ইহাদিগকে কলিকাতায় আনিলে অনেক অলস গৃহমেধিনীর উপকার হইত।

বুগেল নস্ নামক ভূতেরা গৃহস্থের প্রিয় নহে, তাহারা মাঠে বা ঘাটে বা চতুষ্পথে আমাদিগের পেত্নীর ন্যায় শুক্লবস্ত্রে আবৃত হইয়া দণ্ডায়মান থাকে। কেহ পথ-ভ্রান্ত হইয়া তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে সে তৎক্ষণাৎ আপন বস্ত্র তাহার উপর নিঃক্ষেপ করিয়া এক শয়তানী শকটে আরোহণ করাইয়া তাহার গৃহে লইয়া যায়। এই শকটারোহণ অত্যন্ত সুখের হইত যদ্যপি ইহা নির্ব্বিঘ্ন হইত, এবং আমরা ইহার এক খানা এ দেশে আনিতে পারিলে সুখী হইতাম, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কোন মতে নির্ব্বিঘ্ন নহে, যেহেতু ঐ শকট কদর্য্য কঙ্কালে টানিত হয়, ও ভ্রমণ সময়ে শব-অস্থি মনুষ্য পশুর উপর দিয়া চলে, এবং তাহাতে বিকট ধ্বনি হইতে থাকে; এবং কখন কখন ঐ কঙ্কালেরা শকট লইয়া বুগেল নসের স্ত্রীদিগের নিকট আনিয়া ফেলে। ঐ স্ত্রীরা বস্ত্র ধৌত করিতে প্রিয়, এবং রাত্রিতে মনুষ্য পাইলে তাহাকে আপনাদিগের ধৌত বস্ত্র নিংড়াইতে নিযুক্ত করে। ঐ নিংড়ান কর্ম্ম অতি কষ্ট-সাধ্য, এবং তাহা উত্তম রূপে নিষ্পন্ন না হইলে তাহারা ঐ মনুষ্যের উভয় হস্ত ভাঙ্গিয়া দেয়।

বর্ণিত স্ত্রীবুগেল নস্দিগের প্রতিবাসী এক জাতীয় বামন আছে, তাহাদিগের নাম "কুরিল।" দীর্ঘে তাহারা এক হস্ত। হিমকর-নিকরাবৃত সুখদ রাত্রিতে ইহারা মাঠে নৃত্য করিতে অত্যন্ত অনুরক্ত; এবং দুই প্রহর অবধি দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ নর্ত্তনে নিযুক্ত থাকে। দৈব তথায় কোন মনুষ্য গেলে কি আনীত হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া নৃত্য করিতে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত সে বিশ্রান্ত হইয়া না পড়িয়া যায় সে পর্য্যন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করে না।

এই বামনদিগের শ্রেণীতে এক গোষ্ঠী অতি ক্ষুদ্র বামন আছে, তাহারা নৃত্যের ভক্ত নহে। রাত্রিতে তাহারা কোথায় স্বর্ণ লুক্কায়িত আছে, তাহারই অনুসন্ধান করে, এবং সঙ্গৃহীত স্বর্ণ জ্যোৎস্নায় সুখাইতে দেয়। ঐ স্বর্ণ সুখাইবার সময় কেহ তাহাদিগের নিকট বিনীতভাবে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ প্রার্থনায় হস্ত প্রসারণ করিলে তাহারা ঐ হস্তে এক ডেলা সোণা ফেলিয়া দেয়। একদা এক জন কৃষী লোভে মুগ্ধ হইয়া হস্ত প্রসারণ না করিয়া একটা থলিয়া প্রসারণ করিয়াছিল, তাহাতে ঐ বামন ভূতেরা বিরক্ত হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করে। এই ভূতেরা সঙ্গৃহীত স্বর্ণ মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধা স্ত্রী কি কৃষ্ণ কুক্কুরের রূপ ধরিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। যদ্যপি কেহ ঐ স্থান নিরূপিত করিয়া তথায় এক গর্ত্ত খনন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ঐ ভূত এমত বিকট ধ্বনি ও আলোক প্রকাশ করে তা-

হাতে বোধ হয় যেন ঘোর বজ্রাঘাত উল্কাপাত ও বিদ্যুত বিচলিত হইতেছে। তৎসহ ভয়ানক ঝড় ও শৃঙ্খল চালনের শব্দ হইতে থাকে। যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ ঐ সকল ভৌতিক ব্যাপারে ভীত না হইয়া অবিচলিত চিত্তে খনন-কার্য্য-নিষ্পাদনে নিযুক্ত থাকে সে অবশেষে প্রকাণ্ড এক পিণ্ড স্বর্ণ বা রৌপ্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভীত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র শব্দ করিলে আর তাহার অব্যাহতি নাই, কারণ বামন ভূত আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে যথোচিত শাস্তি দেয়।

কাথোলিক খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মমতে বসন্তকালের এক রবিবারে গির্জায় খর্জ্জুরপত্র প্রদান করিতে হয়, এবং পাদরীরা সেই খর্জ্জুরপত্রে শান্তিজল নিঃক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ প্রযুক্ত কথিত রবিবারের নাম "খর্জ্জুর রবিবার" বলা যায়। কথিত আছে যে ঐ রবিবারে বামন ভূতদিগকে আপন২ সম্পত্তি মাঠে ফেলিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু তদ্রূপ করিলে সকলেই তাহাদের সুবর্ণ অপহরণ করিবেক, এই ভয়ে শঠতাপূর্ব্বক তাহারা ঐ সুবর্ণকে পত্র-লোষ্ট্রাদিরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়া রাখে। কোন সুচতুর পুরুষ ঐ সময়ে খর্জ্জুর পত্রের শান্তিজল ঐ পত্ররূপি সুবর্ণের উপর নিঃক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ আপন প্রকৃত রূপ ধারণ করে, এবং তখন যাহার ইচ্ছা সে তাহা তুলিয়া লইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত তিউস্ আর পুলে নামক ভূতের ন্যায় এই বামন ভূতেরা বিদেশে গমন করে না, নতুবা আমাদিগের বিশেষ উপকার হইত, কারণ কলিকাতায় আসিলে আমরা অবশ্য কোন মতে না কোন মতে খর্জ্জুর-রবিবারের সাহায্যে রহস্য-সন্দর্ভ লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভের আয়াস পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। আমাদিগের পাঠকেরাও অনেকে তদুপায়ে উপকৃত হইতেন, সন্দেহ নাই।

ব্রিতানী দেশে আলায়ারও প্রাদুর্ভাব আছে; পরন্তু তাহারা এতদ্দেশীয় আলায়ার ন্যায় অপরিচ্ছন্না মলিনবস্ত্রাবৃতা দুর্গন্ধপূর্ণা স্ত্রী না হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট যণ্ডা পুরুষ হইয়া থাকে। অপর আমাদিগের আলায়ার মুখে অগ্নি থাকে, ঐ মুখ ব্যাদান করিলেই অগ্নি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রিতানীয় আলায়ার মুখে অগ্নি না হইয়া তাহার হস্তের অঙ্গুলীতে অগ্নি নিহিত থাকে। ইচ্ছা হইলেই সেই অগ্নি ঐ অঙ্গুলীতে মসালের ন্যায় জ্বলিতে পারে। এই আলায়ারা স্বর্ণ-সঙ্গ্রাহকদিগের দ্বেষী; রাত্রিতে কেহ স্বর্ণের অনুসন্ধানে বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা আপনার অঙ্গুলী দশটী জ্বালাইয়া তাহা অতি বেগে ঘুরাইতে থাকে, ও তদ্দ্বারা স্বর্ণাপহারীদিগকে ভুলাইয়া বিপথে লইয়া যায়, এবং অবশেষে তাহাকে কোন জলা গর্ত্তে ফেলিয়া দেয়, অবজ্ঞায় "খল খল" শব্দে হাস্য করিতে থাকে। দেশীয় আলায়ারাও মনুষ্যকে বিপথে লইয়া যায় বটে, কিন্তু কোন দুর্ভাগা মনুষ্য গর্ত্তে পড়িলে তাহারা খল খল শব্দে হাস্য করে বলিয়া প্রবাদ নাই; ফলে মলিনা দুঃখিনী দুর্ভাগা বঙ্গীয় আলায়ারা বিষ্ঠার নাকড়া ঝাড়িয়াই দিনপাত করে। তাহাদের পক্ষে নৃত্য গীত হাস্য তাহা কোন মতে সম্ভবেও না। ফরাসীরা প্রসিদ্ধ বাবু, তাহাদিগের নিমিত্তেই নৃত্য গীত হাস্য আনন্দ উৎসব কল্পিত হইয়াছে, এবং তাহাদের ভূতেরাও তদনুরক্ত হইবে, ইহা কোন মতে আশ্চর্য্য নহে।

প্রভাত-সঙ্গীত।

(ওয়াট সাহেবের স্তোত্র-মালাহইতে অনুবাদিত)

মম ঈশ করিছেন ভানুরে বিদিত।
যথাকালে প্রতি দিন হইতে উদিত॥
ভূতলে সকলে করিবারে দীপ্তি দান।
আকাশ-মণ্ডল বেড়ি তাহারে পাঠান॥

প্রাচী-গৃহ-চয় ত্যজি প্রভাত সময়।
বিচরণ করিবারে রত যবে হয়॥
কভু শ্রান্ত নয়, কভু নাহি হয় স্থির।
ভুবন ভরিয়া ভানু বিতরে মিহির॥

এই রূপ অবিরত তপনের মত।
আমিও সাধিব দিবসের কায যত॥
মাঝে মাঝে করিয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান।
অবিরাম পুণ্য পথে করিব পয়ান॥

দাও দয়া দীননাথ তরুণ বয়সে।
আত্মা যেন ক্ষুণ্ণ নহে এই ক্ষোভ বশে॥
মম জীবনের নব প্রভাত সময়।
বিফলে বিগত তার ভাগ সমুদয়॥

সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

আর এক দিন এই হইল বিগত।
মম বিধাতার গুণ গানে হই রত॥
তাঁহার পালন আর করুণা নিচয়।
মম সুখ পুঞ্জে সদা দেয় পরিচয়॥

নিদ্রা হেতু করিতেছি শরীর পাতন।
মম শিরে রহুন তোমার দূতগণ॥
তিমির মণ্ডিত সেই সমস্ত সর্ব্বরী।
মম শয্যা ঘেরি তাঁরা থাকুন প্রহরী॥

কিন্তু মম শৈশব বাড়িছে বন মত।
পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ মম, সংখ্যা কব কত॥
গত পাপ-হেতু, প্রভু, দেহ ক্ষমা দান।
ভাবীর কারণ কর বলের বিধান॥

পদ্ম।

কি বিমল সুকোমল কুসুম কমল।
চৈত্র আর বৈশাখের গরিমার স্থল॥
কিন্তু দণ্ড দুই পরে হতেছে মলিন।
এক দিনে রসহীন বিলীন নলিন॥

স্থলজ জলজ কিন্তু সব ফুল চেয়ে।
চারুতর গুণ এক আছে পদ্ম ছেয়ে॥
মৃত প্রায় হলে তার বর্ণ আর দল।
তবু বিতরণ করে চারু পরিমল॥

এই রূপ রূপ আর যৌবন অসার।
যদিও কমল সম শোভার আধার॥
সে সব রাখিতে নিত্য, বৃথা অভিলাষ।
খরগতি কাল করে অচিরে বিনাশ॥

দুই যদি ক্ষয় আর লয় প্রাপ্ত হবে।
রূপ যৌবনেতে কেন মত্ত হই তবে॥
কর্ত্তব্য সুন্দর সাধি যশ পাব তায়।
মরণান্তে সুরভিত হব পদ্ম-প্রায়॥